শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল

শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ

শ্রীশ্রীমদ্গোপীজনবল্লভ দাস

বিরচিত।

শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভু-বংশাবতংস

শ্রীগোপালগোবিন্দানন্দ দেবগোস্বামী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ

শ্রীশ্রীমদ্গোপীজনবল্লভ দাস

বিরচিত।

শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভু-বংশাবতংস

শ্রীগোপালগোবিন্দানন্দ দেবগোস্বামী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর

[২য় সংস্করণ]

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৫৫, শ্রীরসিকাব্দ—৩৫৭

[ভিক্ষা ১।০ পাঁচসিকা]

যস্যানুগ্রহলেশতো গজপতিঃ স্বাবদ্ধভাবোজ্ঝিতঃ
সদ্যো নির্বৃতিমান্ মহত্তমতয়া ভক্তপ্রধানমভূৎ ।
ভৃত্যানন্দকরঃ প্রতাপমিহিরশ্চৈতন্যধামা প্রভুঃ
শ্রীমান্ সংবদতাম্মুহুর্ম্মনসি নঃ সোহয়ং মুরারিঃ সদা ॥

মুদ্রাকর—শ্রীরামকৃষ্ণ পাল
মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

অষ্টোত্তরশতশ্রী মহান্ত নন্দনন্দনানন্দ দেবগোস্বামী

আবির্ভাব—শকাব্দ ১৮০৫।২০শে চৈত্র, মৃগশিরা নক্ষত্র

তিরোভাব—শকাব্দ ১৮৫৯।৩১শে ভাদ্র, বামনদ্বাদশী

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ

উৎসর্গপত্র

"গুরুর্ন স স্যাৎ * * * * পিতা ন স্যাৎ * * * * ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥" শ্রীমদ্ভাগবতীয় এই বাণীর মূর্ত্তাদর্শরূপে যিনি এই অভাজনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের তথা পূতসলিলা সুবর্ণরেখাদ্বারা সেবিত মহাজনগণপদাঙ্কপূত শ্রীগোপীবল্লভপুরে প্রকাশ করিয়া সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্যসংস্কার দ্বারা ত্রিজাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,যিনি শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-রসিকেন্দ্রজীবন থাকিয়া সমগ্র ভৌমলীলা গুরুদেবতাত্ম হইয়া মাদৃশ সংসারগ্রস্তের জীবন-পরিচালন-ধারার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, যিনি নিত্যসিদ্ধ মহাজন হইয়াও জীবকুলের কল্যাণার্থ নিরন্তর মধ্যমাধিকারীর ছলে বিবিধ শিক্ষা প্রকট করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে যিনি শ্রীগোলোকবৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জকাননে স্বাভীষ্টমঞ্জরী-বিগ্রহে শ্রীনন্দনন্দনের নিত্যকাল আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন, "ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীনন্দনন্দনানন্দ দেবগোস্বামী" নামে শ্রীরাধাগোবিন্দের অন্তরঙ্গ সেবাপরায়ণ মদীয় সেই অভীষ্টদেবের শ্রীকরকমলে এই শ্রীগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি—

নিত্যপ্রণত

শ্রীগোপালগোবিন্দানন্দ দেবগোস্বামী
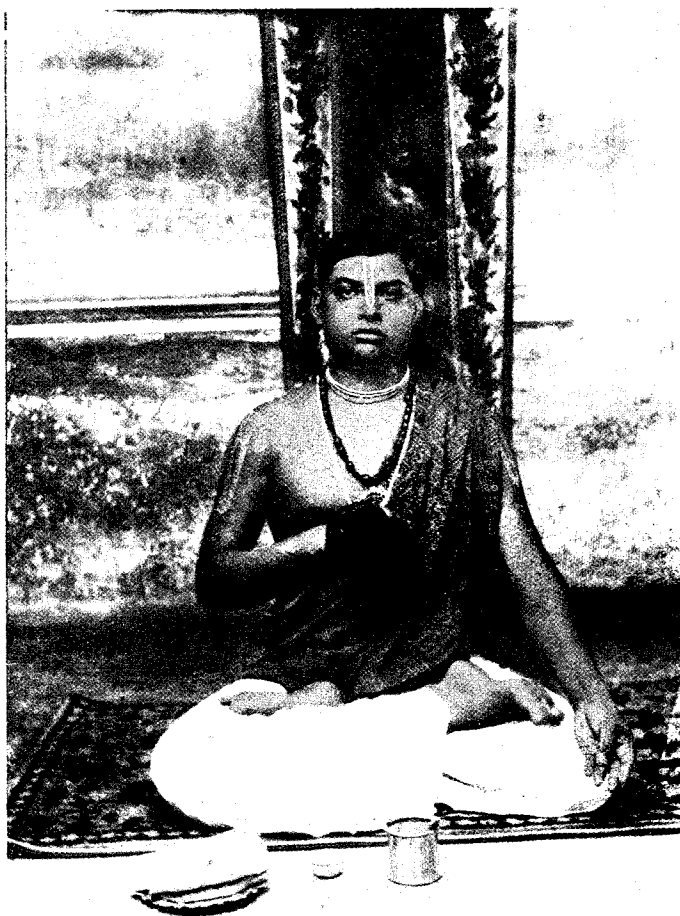
শ্রীগোপালগোবিন্দানন্দ দেবগোস্বামী

জন্ম—শকাব্দ ১৮৪০, ২৮শে শ্রাবণ, সোমবার ;

নক্ষত্র—চিত্রা

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল

জয় প্রভু শ্যামানন্দ শ্রীরসিকানন্দ।
শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥

নিবেদন

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীর প্রতি শিববাক্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" ব্যাসাবতার ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনও শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলিয়াছেন,—"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়। সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দঢ়॥" সমগ্র শ্রুতি ও শ্রৌতশাস্ত্রমাত্রেই ঐ একই সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবান্ মানবকুলের সংসৃতিজাল হইতে নিস্তারের উপায় করিয়াছেন। মন্ত্র বা বাণী-মুখেই সমগ্র পূজার বিধান। ভক্তচরিত্রের অনুশীলনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ভক্তপূজা এবং এতদ্ব্যতীত আরাধনা সম্ভব নহে, এই বিষয়ে সমগ্র মহাজনমণ্ডলীর ঐকমত্য বিরাজমান। অতএব বিশুদ্ধ ভক্তচরিত-গাথা প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামীর সর্ব্বদা অনুশীলনীয় ও অনুসরণীয়বোধে প্রতিগৃহে অনায়াসলভ্য করিবার বাসনায় আমার এই শ্রীগ্রন্থ-প্রকাশের সমুদ্যম।

সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর অধিকারে অষ্টাবিংশ মহাযুগান্তর্গত কলির ৪৫৮৬ সৌরসংবৎসর বিগত হইলে সর্ব্বোত্তম লীলাতনু প্রকট করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু-নামে শ্রীগোলোকের ভৌমাবতার শ্রীমন্নবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত অভিন্ন শ্রীবৃন্দাবন শ্রীধাম-মায়াপুরে স্বভজন-বিতরণার্থ উদিত হইলেন। সগণ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এবং শ্রীরূপপ্রমুখ গোস্বামিবৃন্দদ্বারা উহা সর্ব্বজীবের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসংগোপনান্তে তদীয় শিষ্য শ্রীল গোপালভট্ট ও শ্রীল লোকনাথ এবং শ্রীসুবলাবতার শ্রীমদ্‌গৌরীদাস-পণ্ডিতশিষ্য শ্রীহৃদয়ানন্দের আশ্রিত হইয়া তাৎকালিক সার্ব্বভৌম আচার্য্যপ্রবর শ্রীজীবপ্রভুর সমীপে সমগ্র শ্রৌতসিদ্ধান্ত অনুশীলনান্তে প্রচারভারপ্রাপ্ত আচার্য্য শ্রীনিবাস, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, ও প্রভু শ্রীশ্যামানন্দ আচার্য্যলীলায় কলিক্লিষ্ট জীবজগতের নিত্যকল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন। এই শেষোক্ত মহাজনের ঐকান্তিকাশ্রিত নিত্যসিদ্ধ সাধুবর্য্য শ্রীল রসিকানন্দদেব ১০৫ শ্রীচৈতন্যাব্দে উৎকলবঙ্গীয় উপসীমান্তে 'শ্রীরোহিণী'-নামে অপ্রাকৃত ভূমিতে প্রাকট্য লাভ করেন। নিখিল জীবজগতের পরমকল্যাণ সম্পাদন করিতে তাঁহার যাবতীয় অলৌকিক-লীলা এই শ্রীগ্রন্থমধ্যে তদীয় শিষ্য শ্রীরসময়নন্দন অপ্রাকৃতকবি শ্রীগোপীজনবল্লভদাস সর্ব্বদা অনুচররূপে থাকিয়া বঙ্গভাষায় মঙ্গলকাব্যের রীতিতে বর্ণন করিয়াছেন। ইহার বিষয়বস্তু কিয়ৎকাল পূর্ব্বপর্য্যন্ত অপরাপর মঙ্গলকাব্যের ন্যায় উৎকল ও বঙ্গপ্রদেশের সর্ব্বস্থানে তানলয়াদি সংযোগে মৃদঙ্গাদির ধ্বনির সহিত বিতরিত হইত এবং বহু ভাগ্যবানের শ্রদ্ধা ও অত্যাগ্রহ উৎপাদন করিয়া কল্যাণ সাধন করিতেছিল, কিন্তু কলির প্রভাবের আতিশয্যে ক্রমশঃ তাহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

এই শ্রীগ্রন্থই ইতঃপূর্ব্বে মেদিনীপুর-বাস্তব্য শ্রীসারদাচরণ মিত্র মহাশয় প্রথমে মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করেন। অধুনা তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে, অথচ তন্মধ্যে কতিপয় স্থানে ভ্রান্তিও ছিল। শ্রীপাটে সংরক্ষিত প্রাচীন তালপত্রে লিখিত গ্রন্থচতুষ্টয় ও তুলটকাগজে লিখিত একখানি গ্রন্থের সহিত পাঠভেদ মিলাইয়া সংশোধনান্তে শ্রীশ্রীরসিকানন্দদেবের একাদশাধস্তন বর্ত্তমান প্রকাশক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপায় এই সংস্করণের প্রকাশ দ্বারা আবাল্যপোষিত আশাপোষণের সুযোগলাভে আত্মশোধনের উপাদান পাইয়া পরম ধন্য হইতেছে। শ্রীগ্রন্থের সৌষ্ঠব বর্দ্ধনের জন্য বহু শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া ৯ খানি আলেখ্যও সংযোজিত হইল।

বর্ত্তমান সংস্করণে ইহার যথাস্থানে ভূমিকা, গ্রন্থকারের পরিচয়, বিস্তারিত সূচী, চিত্রসূচী এবং পরিশিষ্টে শ্রীশ্যামানন্দীয় দ্বাদশ শাখা, শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর স্বমুখবিগলিত অপূর্ব্ব শ্রীভাগবতাষ্টক, তদীয় চতুর্থাধস্তন শ্রীল ভজনানন্দদেবকৃত টীকার সহিত সন্নিবিষ্ট হইল। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের বোধার্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কৃত ঐ অষ্টকের বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীল রসিকানন্দদেব তদীয় শ্রীগুরুদেবের মহিমশংসনার্থ 'শ্রীশ্যামানন্দশতক' নামক এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; তদীয় আম্নায়-পারম্পর্য্যে চতুর্থাধস্তন গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্যপ্রবর শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রাঞ্জল সংস্কৃতভাষায় তাহার টীকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং বংশানুক্রমে তদীয় ষষ্ঠাধস্তন শ্রীল ত্রিবিক্রমানন্দদেব গোস্বামী উৎকলভাষায় মধুর গীতাকারে তাহার অনুবাদ লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ শতক ও শ্রীরসিককুলভূষণ শ্রীমদ্ রাধানন্দদেব-কৃত "শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্য", শ্রীল ত্রিবিক্রমানন্দদেব কর্ত্তৃক উৎকলভাষায় বিরচিত "শ্রীবৃন্দাবনপদকল্পতরু", দ্বিতীয়াধস্তন শ্রীল নয়নানন্দ-প্রভুর প্রশিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস-প্রণীত "শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ" ও "শ্রীশ্যামানন্দরসার্ণব" প্রভৃতি গ্রন্থ ও বহুশ্রমে সংগৃহীত শ্রীপাটের বিভিন্ন গোস্বামিপ্রভুপাদের বিরচিত দ্বিশতাধিক পদাবলী অদ্যাপি মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় সুকৃতিমান্ সজ্জনমণ্ডলীর আস্বাদনের সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। ভক্তবৃন্দের সমাগ্রহ ও আনুকূল্য পাইলে তাহা সত্বর মুদ্রণসাহায্যে প্রকাশিত করিবার জন্য বর্ত্তমান প্রকাশকের একান্ত আগ্রহ রহিয়াছে।

প্রাকৃত নাম ও নামী পরস্পর পৃথক্; কিন্তু শ্রীভগবান্ ও তদীয়গণের নাম, শ্রীবিগ্রহ, লীলা, পরিকর সমস্তই নামী হইতে পৃথক্ নহেন। এই প্রকার বিষ্ণু ও তৎপরিকরের চরিতগ্রন্থ তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তি হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রত্যেক গৃহে সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হইয়া কুল, গৃহ ও দেশের নিত্য পবিত্রতা বিধান করেন। আশা করি, বঙ্গবাসী এবং বঙ্গভাষাভাষীর গৃহে গৃহে এই শ্রীগ্রন্থ বিরাজিত হইয়া ইহার সুপঠন, বিচার, সংকীর্ত্তন, শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারা প্রচুরভাবে প্রচারিত হউক, যাহাতে কলির প্রভাব জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে।

পরিশেষে অপ্রাকৃত মানুষলীলাকারী শ্রীল রসিকানন্দদেবের অধস্তনরূপে পরিচয়ে অযোগ্য এই দীন প্রকাশকের সবিনয় প্রার্থনা এই যে, পাঠকবৃন্দ কৃপাপূর্ব্বক যেন এই অভাজনের উদ্দেশে শ্রীভগবান্ ও শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা করেন। ইতি সন ১৩৪৮। মাঘ।

বিনয়াবনত— **প্রকাশক**

গ্রন্থকারের পরিচয়

স্বয়ং কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের তত্ত্ব অভিন্ন বাস্তব বস্তু। তদ্বস্তুর শ্রবণ, পঠন, বিচারণ দ্বারা বিশুদ্ধ ভক্তিলাভে মানবের বিমুক্তির একমাত্র সহজ উপায় রহিয়াছে। শ্রীপদ্মপুরাণের ও অপর সাত্বতশাস্ত্রের অনুশাসন এই যে—"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আমরা দেখিতে পাই—অপ্রাকৃত বস্তুর শ্রেষ্ঠ পরীক্ষক শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু নির্ম্মল হরিভজনপ্রয়াসী মানবকে 'যদ্বা তদ্বা' কবির রচিত বিষয় পাঠ বা শ্রবণ হইতে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়াছেন। প্রাকৃত কাব্য ভগবদ্বহির্ম্মুখ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর কামুক ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্জক, কাল্পনিক ও রসাভাসদোষে দুষ্ট। সুতরাং শ্রীহরির প্রেমার্থী ভক্তবৃন্দ 'ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব' নামক দোষচতুষ্টয়দ্বারা বিবর্জ্জিত আর্ষ ও বিজ্ঞ প্রবন্ধ ব্যতীত কোন অসৎ-সাহিত্যের অনুশীলন করেন না। শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গলে মহাকাব্যের যাবতীয় লক্ষণ পূর্ণরূপে বিরাজিত থাকিলেও ইহা প্রাকৃত দোষপূর্ণ কোন কবির স্বকপোল-কল্পিত অতিশয়োক্তিরঞ্জিত কাব্য নহে। ইহা বাণীরূপে কার্ষ্ণ মহাজনেরই কৃপাতনু। অতএব ভবসমুদ্রোত্তরণের একতম প্রধান অবলম্বন এই মহাজন-চরিতের লেখকের পরিচয় জানিতে ভক্ত পাঠকবৃন্দের প্রথমে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। ইহার প্রণেতা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে পূর্ণরূপে সমর্পিতাত্ম, শ্রীল শ্যামানন্দ ও শ্রীল রসিকানন্দ মহাজনদ্বয়ের নিত্যসহচর ও সেবাপ্রবণ থাকিয়া চিদিন্দ্রিয় দ্বারা যাহা স্বাভাবিকভাবে স্ফুর্ত্তিরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই কেবল দেশ-প্রচলিত ভাষায় গ্রথিত করিয়া জগন্মঙ্গলার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এই অপ্রাকৃত কবিবরের স্বলিখিত উপাদান হইতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হইল। উহার উপাদান-সংগ্রহার্থ আমাদিগের অন্য কোন প্রাকৃত ঐতিহ্য, পরিবর্ত্তনশীল প্রচলিত উপাখ্যান অথবা সমলা অনুমিতি প্রভৃতিতে নির্ভর করিতে হয় নাই।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান খড়্গপুর-নামক নগরের অনতিদূরে ধারেন্দাপল্লীতে ভীম ও শ্রীকর নামে গোপকুলজ সহোদরদ্বয় প্রবল পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন। ইঁহারা প্রথম জীবনে পাষণ্ডমতাবলম্বী জীবহিংসক, মহাদুর্দ্দান্ত ও দাম্ভিক থাকিলেও শ্রীরসিকানন্দ দেবের কৃপায় ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনাম আচণ্ডালে বিতরণ করিতে প্রধান পাত্ররূপে পরিগণিত হন। এই শ্রীভীমের নন্দিনীর তিন তনয়—রসময়, বংশী ও মথুরা দাস। এই শ্রীরসময় দাস নামক গোপকুলভূষণ ভক্তবরের পঞ্চপুত্রের অন্যতমরূপে শ্রীগোপীজনবল্লভ দাস (গ্রন্থকার) প্রকটিত হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রকট শকাব্দা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে ১৫৩২ শকাব্দে পাষণ্ডদলনার্থ শ্রীরসিকের সংকীর্ত্তনাভিযানের প্রথম যাত্রাকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৮।১০ বৎসর বলিয়া বিজ্ঞগণ অনুমান করেন। আবার শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীরাসাভিনয়ে শ্রীরসিকানন্দ প্রভু ইঁহাকে অষ্ট শিশুর মধ্যে একতমরূপে নির্ব্বাচন ও সখীবেশে সজ্জিত করিরা শিক্ষাক্রমে নৃত্যাদি করাইয়াছিলেন। সদ্বিনয়াবতার গ্রন্থকার স্বীয় লেখনীতে আত্মপরিচয় এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—(রঃ মঃ পূঃ বিঃ ১ম লঃ)

চরণে লোটায়া বন্দোঁ **রসময়** পিতা।
তবে ত' বন্দিনু মাতা **জীউ** পতিব্রতা॥
পতি পত্নী দোঁহে আর পুত্র পাঁচ জন।
রসিকচরণে সবে পশিলা শরণ॥

খুল্লতাত বন্দিনু **বংশী মথুরাদাস**।
আদ্য শ্যামানন্দীতে যাঁহার প্রকাশ॥
গোপকুলে মো-সবার হইল উৎপতি।
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব কুলশীল জাতি॥

গোপীজনবল্লভ হরিচরণ দাস।
মাধব রসিকানন্দ কিশোরের দাস॥
শ্রীরসময়-নন্দন ভাই পঞ্চজন।
জাতি ধন প্রাণ যাঁ'র অচ্যুতনন্দন॥

গ্রন্থকার শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর দীক্ষিত শিষ্য হইয়াও তদীয় বৈভব শ্রীরসিকেন্দ্রের নিত্যসেবারত। 'শ্রীগুরুচরণ বন্দোঁ শ্যামানন্দ রায়,' 'শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব কুলশীল জাতি,' 'গোপীজনবল্লভ শ্রীশ্যামানন্দ দাস' প্রভৃতি অসংখ্য বাক্যে, প্রতি লহরীর সমাপ্তিসূচক পদ্যে 'শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ। আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥'

এবং বর্ণিত গ্রন্থমধ্যে পুনঃ পুনঃ তাদৃশ পরিচয়ে সুব্যক্ত আছে ; আবার তদীয় দীক্ষাগুরুদেবের লীলাঙ্কনে প্রবৃত্ত না হইয়া শিক্ষাগুরুদেবের মানবলীলালেখনের প্রয়াস-বিষয়ে জিজ্ঞাসুর আকাঙ্ক্ষা তিনিই এইভাবে পূরণ করিয়াছেন,—

স্বগোষ্ঠী সহিত তা'রা রসিককিঙ্করে।
রসিক সঙ্গেতে তা'রা সতত বিহরে ॥
পূর্ব্বে যেন পাণ্ডবাদি দীন দুঃখী জনে।
নিরবধি কৃষ্ণ তা'রে করে নিরীক্ষণে ॥
কৃষ্ণভক্ত রসিক-চরণ-পরতাপে।
কোন দুঃখ নাহি বাধে স্বগোষ্ঠীসমীপে ॥

এ সব না জানে কিছু রসিকেন্দ্র বিনা।
পূজা, ধ্যান, তপ, জপ, অষ্টাঙ্গ সাধনা ॥
সর্ব্বাত্মভাবে তা'দের রসিক-সেবন।
ভৃত্য বলি' তা' সবারে করেন রক্ষণ ॥
রসিকের খুল্লতাত তুলসী ঠাকুর।
প্রতি সম্বৎসরে আজ্ঞা করেন প্রচুর ॥

কৃষ্ণপ্রেম দেখি' সব উৎকলধাম।
রসিকের যশ তুমি করহ বাখান ॥
আপনার গুণ শুনি' প্রভু সলজ্জিত।
সে সঙ্কোচ ভয়ে আমি না করি বিদিত ॥
হেনকালে বেঢ়াপালের রসিকশ্রেষ্ঠর।
কৌতুকে হাসিয়া সবে করিল উত্তর ॥

শ্যামানন্দী কেহ হেন ভাগ্যবন্ত হয়।
শ্যামানন্দী কার্ষ্ণ সব করয়ে নির্ণয় ॥
এ সব গোষ্ঠীরে যেন গায় সর্ব্বজন।
ভাল হয় হেন, কেহ করয়ে বর্ণন ॥

সেই ত' ভরসা পেয়ে আজ্ঞা কৈল শিরে।
রসিকচরণ মাথে বন্দিয়া সত্বরে ॥
শ্যামানন্দী কার্ষ্ণ সব আজ্ঞা দিল মোরে।
রসিকদেবের যশ করিতে প্রচারে ॥

স্বভাব-বর্ণনা কিছু করিব বর্ণন।
কুহকে নাচায় যেন অচ্যুতনন্দন ॥

শ্রীল রসিকানন্দ দেব জীবোদ্ধারার্থ শ্রীগুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রথমেই ধারেন্দায় শ্রীরসময়ভবনে উপস্থিত হন এবং দুষ্টকর্ম্মা, বৈষ্ণবদ্বেষী, প্রবল-প্রতাপ ভীম ও শ্রীকর ভ্রাতৃদ্বয়ের এবং তাহাদের অনুগামী অসংখ্য লোকের উদ্ধারবিষয়ে রসময়গোষ্ঠীর সহিত পরামর্শ করেন। তৎকালে শ্রীগৌরীদাসপণ্ডিত-শিষ্য সুমধুর সংকীর্ত্তন-গায়ক শ্রীগোপাল দাস ও তৎপুত্র শ্রীতুলসী দাস তথায় মিলিত হন। এই শ্রীতুলসী গ্রন্থকারের অভিন্ন-হৃদয়বন্ধু ছিলেন। রসময়গোষ্ঠীর সহিত তুলসীকে লইয়া শ্রীরসিকের প্রথম সংকীর্ত্তনাভিযানের পাত্রসমিতিসংগঠন। শ্রীরসিকের খুল্লতাত ও আর কার্ষ্ণবৃন্দের প্রোৎসাহন ও শ্রীরসিকের হার্দ্দপ্রেরণা স্বীয় চিদ্দেহে অনুভব করিয়াই তিনি চিদিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়গুলি যথাযথভাবে ভাষায় কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরসিকের নরলীলার সমগ্র সময় সর্ব্বকার্য্যেই তিনিই নিত্যসহচররূপে বিচরণ করিয়াছেন। গ্রন্থকার ও তদীয় অভিন্নহৃদয় বন্ধুপ্রবরের নিকট নিতান্ত অন্তরঙ্গবোধে শ্রীরসিক পরমগোপ্য মর্ত্ত্যলীলা হইতে অবসর ও শ্রীকৃষ্ণধামে নিত্যলীলায় প্রবেশার্থ শুভ-বিজয়াদির অভীষ্টদেবের আদেশ প্রথমেই জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীরসিকের অন্তর্দ্ধানের পাঁচ বৎসর পরে ১৫৭৯ শকাব্দে মাঘ মাসের বসন্তপঞ্চমী তিথিতে কবিবর গ্রন্থলেখন আরম্ভ করিয়া ১৫৮২ শকাব্দে আশ্বিনের শুক্লপঞ্চমীতে অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধদ্বিবর্ষ মধ্যেসমাপন করিয়াছেন। প্রকৃত শিষ্যের সর্ব্বাত্মাদ্বারা শ্রীগুরুর সেবন ব্যতীত অপর কোন পরিচয় না থাকায় গ্রন্থকারের সম্বন্ধে অপর বিষয়ে জিজ্ঞাসুর বাসনা চরিতার্থ করিতে আমরা অক্ষম। তিনি কত বৎসর ধরাধামে মর্ত্ত্যদেহে অবস্থানের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারও উপাদানের অভাব। অদ্য হইতে ২৮১ বৎসর পূর্ব্বে প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় মহাজনবরের অভিন্নদেহ ও লীলাসহচর গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক রচিত এই সুমহান্ অপ্রাকৃত কাব্য কেবল যে কৃষ্ণভজনপ্রয়াসীর নিত্যারাধ্য হইয়াছে, তাহা নহে, ইহা প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহ্যসঙ্কলক ও ভাষাবিজ্ঞগণেরও পরমোত্তম অকৃত্রিম উপাদানরূপে তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা চিরদিনই চরিতার্থ করিতে থাকিবে, এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

৭ই মাঘ, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫৫
শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গদাসানুদাস
শ্রীগোপালগোবিন্দানন্দ দেবগোস্বামী

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ

ভূমিকা

কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলা সংগোপনের ৫৭ বৎসর পরে ১৫১২ শকাব্দে উড়িষ্যার সৌভাগ্য-শৈলে অজ্ঞানতমোনাশক ভাস্কররূপী শ্রীশ্রীরসিকানন্দদেবের উদয় হয়। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ডোলঙ্গ নদীর তীরবর্ত্তী রোহিণী নামক গ্রামে শিষ্ট করণ বংশীয় জমিদার শ্রীঅচ্যুত পট্টনায়ক ও ভবানীদেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীরসিকানন্দদেব আবির্ভূত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং নীলাচলক্ষেত্রে অষ্টাদশ বর্ষকাল অবস্থান করিয়া উড়িষ্যাকে প্রেমভক্তির প্লাবনে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অহিন্দুর প্রবল অত্যাচারবশতঃ গতাগতির সুবিধা না থাকায় বালেশ্বর, মেদিনীপুর, সিংভূম জেলার অরণ্যাচ্ছাদিত বিশাল ভূভাগ ও পর্ব্বত-সমাকীর্ণ ময়ূরভঞ্জ ও কিওঞ্জোর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিতই ছিল। ফলে এতদঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ বন্যপশু অপেক্ষাও অধিকতর হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল। মদ্যপান, জীবহিংসা, এমন কি নরহত্যা প্রভৃতি বিবিধ পাপে তাহারা আত্মবিনাশ ও তৎসহিত সমগ্র দেশকে জর্জ্জরিত করিতেছিল। নরসিংহপুরের ভূঞা উদ্দণ্ডরায় যে সহস্র সহস্র সাধুর প্রাণ সংহার করিয়া তাঁহাদের সম্বল ৭১৮টী কন্থা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থেই প্রকাশিত আছে। আরও এইরূপ ঘটনা বিরল ছিল না। ইহা হইতে তদানীন্তন দেশের অতি শোচনীয় নৈতিক দুর্গতির কথা সহজেই অনুমিত হয়। অশেষ প্রকারে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত সাধুসজ্জনের করুণ ক্রন্দনে শেষে শ্রীভগবানের আসন টলিল; তাই শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীভগবান্ প্রত্যাদেশ দ্বারা শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুকে দিয়া শ্রীশ্যামানন্দদেবকে শ্রীরসিকানন্দদেবের সাহায্যে উৎকলে ভক্তিধর্ম্মপ্রচারের অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। যথা :—

শুন শুন ওহে তুমি পুরুষরতন।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা হৈলা তোমা উৎকলভুবন ॥
রসিক মুরারি তথা কৃষ্ণপ্রিয় জন।
তারে সঙ্গী করি' কর জীবের তারণ ॥
মোর প্রেমভক্তি দোঁহে কর পরচার।
উৎকলের সর্ব্ব জীবে করহ উদ্ধার ॥

(রঃ মঃ পূঃ বিঃ ১৫শ লহরী)

হেনকালে মদনগোপাল শ্রীগোবিন্দ।
সম্মুখে আসিয়া কহে শুন শ্যামানন্দ ॥
মোর প্রিয়তম ভক্ত রসিক মুরারি।
তারে উপদেশ কর উৎকলপুরী ॥
শুন হেন বচন রসিক মহাশয়।
তোমা উপদেশকর্ত্তা শ্যামানন্দরায় ॥
আমার প্রেয়সী জন্ম শ্যামানন্দরূপে।
প্রেমভক্তি দিয়া উদ্ধারিবে সব লোকে ॥

(রঃ মঃ পূঃ বিঃ ১৪শ লহরী)

বৃন্দাবনবাসী অহৈতুক কৃপাপর গৌড়ীয়বৈষ্ণব-মহাজনবৃন্দের ও শ্রীমদনগোপালের আদেশক্রমে শ্রীল প্রভু শ্যামানন্দ ও শ্রীল রসিকানন্দদেব উড়িষ্যার ত্রাণকর্ত্তা। শ্রীশ্রীরসিকানন্দদেব বাল্যে ভাগ্যবান্ বালকগণের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিয়া বহির্ম্মুখ জীবকুলকে শ্রীকৃষ্ণভজনে আকৃষ্ট করেন এবং কৈশোরে কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, সাংখ্য, মীমাংসা, বেদ, বেদান্ত, পুরাণাদি নিখিল শাস্ত্র-বিষয়িণী অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় সকলকেই স্তম্ভিত করেন। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দদেবের নিকট সপত্নীক দীক্ষিত হইয়া হরিভজনে বিঘ্নসঙ্কুল রোহিণীর গৃহ দূরে পরিত্যাগ করিয়া সুবর্ণরেখার মনোহর তটে ভজনকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ পালনে ব্রতী হন। পরে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর আজ্ঞায় জীবোদ্ধার-ব্রত গ্রহণ করিয়া দেশপর্য্যটনে বহির্গত হন।

ধারেন্দায় গিয়া অশেষ পাপ-কর্ম্মা দুর্দ্দান্ত জমিদার ভীম ও শ্রীকরকে উদ্ধার করেন, রাজগড়ে গিয়া ময়ূরভঞ্জের তৎকালীন অধিপতি স-সহোদর বৈদ্যনাথ ভঞ্জকে হরিনামে দীক্ষিত করেন। বিভিন্ন স্থানে শ্রীভগবানের লীলোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া জীবের প্রতি অপার করুণা বর্ষণ করেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, অন্ত্যজ, যবন, ধনী, দরিদ্র, এমন কি হিংস্র ব্যাঘ্র, হস্তীও তাঁহার করুণা-মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া পবিত্র ও কৃতার্থ হইল। শ্রীল রসিকেন্দ্র অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীশ্যামানন্দের উপদেশ প্রাপ্ত হন। ঊনবিংশবর্ষ সাত মাস তাঁহার সহিত শ্রীনামপ্রচারণাদির পর তাঁহার তিরোধানে নিজভক্তগোষ্ঠীর সহিত ২৪ বৎসর ৯ মাস গুর্ব্বাদেশপালনব্রত-সমাপনার্থ যত্ন করেন। এইরূপে ৬২ বৎসর ৪ মাসকাল মর্ত্ত্যলোকে অলৌকিকলীলা বিস্তার করিয়া অবশেষে রেমুণায় গিয়া শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর শ্রীঅঙ্গে প্রবেশ করেন। যথা ঃ—

"দ্বিজ বলে, কোথা গেল রসিকশেখর।
দেখিলাম পশিলেন মন্দিরভিতর॥"
"মন্দিরে দেখিল দ্বিজ কেহ নাহি তথা।
গোপাল-অঙ্গেতে প্রবেশিলা সরবথা॥"
(রঃ মঃ উত্তর-বিভাগ, ১৬শ লহরী)

"সবাকারে কহে বিপ্র প্রেমেতে ব্যাকুল।
গোপালের অঙ্গে লীন রসিকঠাকুর॥"
"স্বদেহ সহিতে প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈলা।
গোপালের শ্রীঅঙ্গেতে পরবেশ হইলা॥"
(রঃ মঃ উত্তর-বিভাগ, ১৬শ লহরী)

শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভু আচরণ দ্বারা ভগবদ্ভক্তির প্রচার বা স্বয়ং ভগবদ্দাস্যাভিমান করিলেও তিনি ভক্ত নহেন, বস্তুতঃই বিষ্ণুতত্ত্ব।

নাভাজী প্রভৃতি মহাত্মবৃন্দের উক্তি এবং স্বয়ং গ্রন্থকারের নিম্নোদ্ধৃত পয়ার দ্বারাই তাঁহার বিষ্ণুত্ব সিদ্ধ হইয়াছে।

"রসিকচন্দ্রের কথা না যায় কথন।
জগত মানিল যেন নারায়ণ সম॥"
(রঃ মঃ পশ্চিম-বিভাগ, ১০ম লহরী)
"নিশ্চয় নারায়ণ-অংশ অচ্যুতনন্দন।
না জানিয়া মহিমা নিন্দিনু অকারণ॥"

"সবে বলে এ সুখ না দেখি কোনকালে।
রসিকেন্দ্রচূড়ামণি অংশ-অবতারে॥"
"শুনি' চমৎকার সবে রসিক-মহিমা।
নারায়ণ-স্বরূপে জানিল সর্ব্বজনা॥"
(রঃ মঃ উত্তর-বিভাগ, ১ম লহরী)

শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর ব্যবহৃত বস্ত্র, আভরণ, মালা, চন্দন ও কুঙ্কুম-সহযোগে শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর সম্মুখের প্রাঙ্গণেই মহাসমারোহে সমাহিত হইল। যথা ঃ—

বস্ত্র আভরণ মালা যত যত ছিল।
চন্দন কুঙ্কুম দিয়া আসন পাতিল॥
অগুরু কস্তুরী চুয়া চন্দন সহিতে।
সমাধি স্থাপিল তথা গোপাল-অগ্রেতে॥

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পঠিত শ্রীমদ্ভাগবত, নামের মালা, উৎকল ভাষায় লিখিত তালপত্র-নির্ম্মিত মাল্যাকারে গ্রথিত শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর কন্থা ও আসন এবং শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর ব্যবহৃত বংশীগুলি সুপূজিত হইতেছেন। এতদ্ব্যতীত রেমুণাতে শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর শয্যা, খড়ম ও ভজনমালা প্রভৃতি সম্পূজিত হইতেছেন। শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর তিরোভাবের পর তাঁহার সেই সুমহান্ জীবোদ্ধার-ব্রত তদীয় অধস্তনগণ আচার্য্যপরম্পরায় কিভাবে উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন বা করিতেছেন, তাহা জানিবার কৌতূহল পাঠক-মহোদয়গণের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্ত্তী কালের বিবরণ গৌরবময় হইলেও তাহা জানিবার কোন ইতিহাস-রক্ষার বিধান ছিল না। প্রাচীন সনন্দাদি হইতে যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহাই মাত্র অবলম্বন। নিম্নে শ্রীশ্রীরসিকানন্দ-বংশাবলী-সহ মহান্তবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রিয় শিষ্য
মহান্ত শ্রীশ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীরাধানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীশ্রীকৃষ্ণগতি দেব গোস্বামী
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীনয়নানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীশ্রীরাসানন্দ দেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দ দেব গোস্বামী
মহান্ত শ্রীশ্রীবৃন্দাবনানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীশ্রীউৎসবানন্দ দেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীবিচিত্রানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীশ্রীভজনানন্দ দেব গোস্বামী
মহান্ত শ্রীশ্রীগোবিন্দানন্দ দেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীবৈষ্ণবানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীশ্রীসুবলানন্দ দেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীশ্রীনেত্রানন্দ দেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীত্রিবিক্রমানন্দ দেব গোস্বামী

শ্রীশ্রীমধুসূদনানন্দ দেব গোস্বামী
মহান্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণানন্দ দেব গোস্বামী

শ্রীশ্রীআনন্দানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীশ্রীসান্দ্রানন্দ দেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ দেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীনন্দনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীশ্রীশচীনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীগোবিন্দ গোপালানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীশ্রীগোপাল-গোবিন্দানন্দ দেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীরাধানন্দদেবগোস্বামী

আবির্ভাব শঃ ১৫৩৮—১৬০৭ তিরোভাব

" খৃঃ ১৬১৬—১৬৮৫ "

শ্রীশ্রীরাধানন্দপ্রভু আনুমানিক ১৫৩৮ শকাব্দে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পত্নী শ্রীমতী শ্যামদাসীর অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আবির্ভাবের প্রকৃত সময় কোথাও পাওয়া যায় না। শ্রীশ্রীরসিক-মঙ্গল গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ১৫১২ শকাব্দে ১৮ই কার্ত্তিক শুক্ল-প্রতিপদ রবিবার দিবসে শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর আবির্ভাব হয়। শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভুর অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভু শ্রীব্রজধাম হইতে আসিয়া ঘাটশিলাতে তাঁহাকে দর্শন দেন। তৎকালে শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর জ্যেষ্ঠা কন্যা দেবকী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তৎপরে অত্যল্প সময়ের মধ্যে শ্রীব্রজমণ্ডল দর্শন ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর আদেশে শ্রীশ্রীগোপীবল্লভ রায়ের নামানুসারে কাশীপুর 'গোপীবল্লভপুর' নামে প্রকাশিত হয়। অতঃপর সেবাভারপ্রাপ্তা শ্যামদাসীর সেবাকার্য্যে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হওয়ায় শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর অভিশাপে তদীয় প্রথম পুত্র ব্রজানন্দ সহ প্রত্যব্দে জাত এক এক করিয়া ছয় শিশু বৃন্দাবনপ্রাপ্ত হন। তৎপরবর্ষেই শ্রীশ্রীরাধানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। সুতরাং সহজেই অনুমিত হয় যে, ১৫৩৮ শকাব্দে শ্রীশ্রীরাধানন্দ প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু তিরোভাব-কাল শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক প্রস্তুত "মহোৎসব-তালিকা" ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। উক্ত মহোৎসব-তালিকাতে শ্রীশ্রীরাধানন্দ প্রভুর তিরোভাব ১৬০৭ শকাব্দে (১৬৮৫ খৃঃ) বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। সুতরাং তাঁহার প্রকটকাল ৬৯ বৎসর বলিয়া অনুমিত হয়।

১৫৫২ শকাব্দে আষাঢ় মাসে কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথিতে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাবের অব্যবহিত পরেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভু তদীয় সুযোগ্য চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীরাধানন্দ প্রভুকে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শ্যামানন্দী গাদীশ্বর নিযুক্ত করিয়া রেমুণাতে শ্রীশ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথজীউর শ্রীঅঙ্গে লীন হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিন্তমনে জীবোদ্ধার-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে থাকেন। এই অত্যল্প বয়সের মধ্যেই শ্রীশ্রীরাধানন্দ প্রভু সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার বিরচিত "রাধাগোবিন্দকাব্যম্" শ্রীগীত-গোবিন্দের তুল্য অতীব মধুর ও সুরসাল। এতদ্ব্যতীত তদ্‌রচিত সংকীর্ত্তনের ১০টী সুললিত পদ এ যাবৎ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীভগবদ্ভক্তগণ প্রার্থনা না করিলেও নিখিল সিদ্ধি তাঁহাদের অনুগমন করিয়া থাকে এবং সিদ্ধি-প্রকাশে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা থাকিলেও কেবল জীবকল্যাণেচ্ছায় কখনও কখনও তাহার প্রকাশ হইয়া থাকে। শৈশবে শ্রীশ্রীরাধানন্দদেব উদ্যানে প্রথম ফলবান্ শশাগাছ হইতে শশাটী তুলিয়া লইয়া আসেন। শ্রীশ্রীগোবিন্দসেবার শশা না দেখিতে পাইয়া শ্রীশ্রীরসিকানন্দদেব বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, উহা তদীয় পুত্র শ্রীশ্রীরাধানন্দদেবেরই কার্য্য। অনন্তর শ্রীশ্রীরাধানন্দদেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, শশাগাছেই শশা রহিয়াছে। সত্যসত্যই সকলে গিয়া দেখেন—শশাগাছে শশা পূর্ব্ববৎ ঝুলিতেছে। এইরূপে অতি অল্প বয়সেই অলৌকিক লীলা দ্বারা তিনি সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন ; যথা :—

"বন্দিব শ্রীরাধানন্দ বালক ক্রীড়াতে।
কাঁকুড়ি ছিঁড়াঞা লাগাইলা সাক্ষাতে॥"

—"শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-রসার্ণব"

শ্রীশ্রীরাধানন্দপ্রভু শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রধান দ্বাদশ শাখার অন্যতম মহান্ত। সুদীর্ঘ ৫৫ বৎসর কাল শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে মহান্তপদে আসীন থাকিয়া তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর সেবাকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি ৬৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৬০৭ শকাব্দে শ্রীপাটে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর শ্রীমন্দিরস্থ প্রাঙ্গণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রাচীন মাধবীকুঞ্জ-মধ্যে তদীয় জননী শ্যামদাসীর, শ্রীশ্রীরাধানন্দপ্রভুর ও তদীয় পত্নীর সমাধিমন্দির বিরাজমান। উক্ত সমাধিমন্দিরত্রয়ের কিঞ্চিদ্দক্ষিণে শ্রীশ্রীযুগলকিশোর-মন্দিরসংলগ্ন এক কক্ষে শ্রীশ্রীরাধানন্দপ্রভুর ব্যবহৃত পালঙ্ক, শয্যা ও কাষ্ঠপাদুকা পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু ১৮৪৪ শকাব্দে আষাঢ় মাসে উক্ত শ্রীমন্দির ও কক্ষ ভগ্ন হওয়ায় উক্ত শ্রীবিগ্রহ ও শয্যাদি শ্রীপাটে অন্যত্র সুরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধানন্দপ্রভুর তিন ভ্রাতা ও দুই ভগিনী ছিলেন। সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠা দেবকী, শ্রীশ্রীরাধানন্দ প্রভু, তৎপরে যথাক্রমে বৃন্দাবতী নামে ভগিনী, শ্রীশ্রীকৃষ্ণগতি ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রভু নামে দুই ভ্রাতার আবির্ভাব হয়। শ্রীশ্রীকৃষ্ণগতিপ্রভু শ্যামসুন্দরপুরে গমন করিয়া তথায় শ্রীশ্রীরাধাবৃন্দাবনচন্দ্রজীউর সেবা করেন। তিনি শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রধান দ্বাদশ শাখার অন্যতম মহান্ত শ্রীশ্রীকিশোরদেবের শিষ্য ছিলেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণগতি ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রভু উভয়েই সুপণ্ডিত ও সঙ্গীত-বিশারদ ছিলেন। মার্গশীর্ষ-কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণগতিপ্রভুর তিরোভাব হয়। শ্রীশ্রীকৃষ্ণগতিপ্রভুর বংশধরগণ অদ্যাপি শ্যামসুন্দরপুরে শ্রীশ্রীরাধাবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করিতেছেন। শ্রীশ্রীরাধানন্দপ্রভুর প্রকটকালেই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর সম্মুখে বিরাজিত প্রাচীন কারুকার্য্য-খচিত ঝুলন-মন্দির (বর্ত্তমানে ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে) প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীশ্রীরাধানন্দপ্রভুর দুই পুত্র—শ্রীশ্রীনয়নানন্দপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাসানন্দপ্রভু। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীনয়নানন্দ প্রভুই জ্যেষ্ঠ ছিলেন।

মহান্ত শ্রীশ্রীনয়নানন্দ দেবগোস্বামী

শ্রীশ্রীনয়নানন্দপ্রভুর আবির্ভাবের প্রকৃত সময় কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ১৬০৭ শকাব্দে বৈশাখ-শুক্ল-পঞ্চমীতে শ্রীশ্রীরাধানন্দপ্রভুর তিরোভাবের পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীনয়নানন্দপ্রভু শ্যামানন্দী গাদীশ্বর হওয়ায় কনিষ্ঠ শ্রীশ্রীরাসানন্দপ্রভু থুরিয়াতে গমন করিয়া শ্রীশ্রীগোকুলানন্দজীউর সেবা করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশে শ্রীল কৃষ্ণদাস শ্রীশ্রীনয়নানন্দপ্রভুর পূর্ব্বাবির্ভাবের অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুরে শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের 'গলতা' নামে এক গাদী ছিল। পূর্ব্বে 'শ্রীসূর্য্যানন্দ' নামে এক পরম তেজস্বী ও প্রেমিক ভক্ত উক্ত গলতাগাদীর অধীশ্বর ছিলেন। একদা তিনি 'রঘুদাস' নামক প্রধান চেলার হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া তীর্থ-পরিভ্রমণে বহির্গত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রঘুদাস তাহাতে অসামর্থ্য প্রকাশ দ্বারা গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় তাঁহাকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। রঘুদাস স্বকীয় অপরাধক্ষালনোদ্দেশ্যে তাঁহার চরণে বারংবার লুণ্ঠিত হওয়ায় মহান্ত সূর্য্যানন্দ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, অচিরে তিনি পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহ করিবেন; রঘু শ্রীপুরুষোত্তম যাইবার পথে তাঁহার দর্শন ও চরণামৃত পান করিয়াই অপরাধ-মুক্ত হইতে পারিবেন। তাঁহার পৃষ্ঠে যে তরবারি-চিহ্ন ছিল, তাঁহার পুনরাবির্ভাবেও তাহা স্মারক-চিহ্নরূপে বিরাজিত থাকিবে। এইরূপে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া তীর্থপর্য্যটনমানসে পূর্ব্বদিকে চলিতে চলিতে চৌদ্দ সহস্র নাগা-সন্ন্যাসী সহ শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে উপনীত হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভু প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে সমাদরে লইয়া আসিলেন। মহান্ত সূর্য্যানন্দ শ্রীপাটে কিছুদিন অবস্থান করিলে পর শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভুর স্নেহাকর্ষণে তাঁহার পুত্রত্বপ্রাপ্তির ইচ্ছা তদীয় হৃদয়ে বলবতী হইল। একদিন শ্যামানন্দ ও শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভু নিভৃতে কৃষ্ণ কথা-আলাপনে ব্যাপৃত ছিলেন, এমন সময়ে সূর্য্যানন্দ সেখানে উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্রায় শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর নিকট জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীশ্রীশ্যামা-নন্দপ্রভু শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভুর অভিপ্রায়ানুযায়ী তাঁহাকে তদীয় শিষ্য শ্রীশ্রীরাধানন্দদেবের অত্মজরূপে আবির্ভূত হইতে আদেশ করিলেন। মহান্ত সূর্য্যানন্দ ভক্তিগদ্গদস্বরে পুনশ্চ প্রার্থনা করিলেন যে, শ্রীহরিদ্বারতীর্থে সন্ন্যাসিগণের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটন কালে পলাইয়া আসিবার সময় তাঁহার পৃষ্ঠদেশে যে তরবারির আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার চিহ্ন এখনও

বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত চিহ্ন যেন তাঁহার ভাবী দেহেও বর্ত্তমান থাকে। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভু "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার সে প্রার্থনাও পূরণ করিলেন। অতঃপর তৎপূজিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনরসিংহ শালগ্রামশিলা শ্রীপাটে রাখিয়া মহান্ত সূর্য্যানন্দ শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শনে গমন করিলেন এবং সেই পুণ্যক্ষেত্রে লীলা সাঙ্গ করিয়া পুনশ্চ শ্রীশ্রীরাধানন্দপ্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীনয়নানন্দরূপে আবির্ভূত হইলেন। এদিকে রঘুদাস গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন এবং গুরুর অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীনয়নানন্দপ্রভুর পৃষ্ঠদেশে তরবারির চিহ্ন অবলোকন করিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার চরণামৃত পান করিতেই তাঁহার পূর্ব্বাপরাধ দূর হইল এবং গুরুর আশীর্ব্বাদ ও আদেশ লাভ করিয়া গলতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহান্তপদে সমাসীন হইলেন। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনরসিংহ শালগ্রামশিলা অদ্যাপি শ্রীপাটে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরে পূজিত হইতেছেন। শ্রীশ্রীনয়নানন্দপ্রভুর রচিত বঙ্গ, উৎকল ও মৈথিলী ভাষায় ১৫টী সংকীর্ত্তনের পদ এ যাবৎ সংগৃহীত হইয়াছে। গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশ ও শ্রীশ্রীশ্যামানন্দরসার্ণব-প্রণেতা শ্রীল কৃষ্ণদাস শ্রীশ্রীনয়নানন্দপ্রভুর অনুশিষ্য ছিলেন। শ্রীশ্রীনয়নানন্দ প্রভু শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য ছিলেন। শ্রীশ্রীনয়নানন্দপ্রভু বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার সমাধিমন্দির শ্রীপাটে ও ময়নাগড়ে সুবিরাজিত আছেন। তাঁহার পত্নীর নাম শ্রীশ্রীচারুদেবী। কার্ত্তিকশুক্লা নবমী তিথিতে শ্রীশ্রীচারুদেবীর তিরোভাব হয়। শ্রীশ্রীরাসানন্দপ্রভু মার্গশীর্ষী শুক্লা নবমী তিথিতে বৃন্দাবনপ্রাপ্ত হন। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দাষ্টক তাঁহারই বিরচিত। শ্রীশ্রীনয়নানন্দ প্রভুর তিনপুত্র যথাক্রমে শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দ, শ্রীশ্রীবৃন্দাবনানন্দ ও শ্রীশ্রীউৎসবানন্দ প্রভু।

মহান্ত শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দ দেবগোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীনয়নানন্দ প্রভুর তিরোভাবের পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দ প্রভু মহান্তপদে অভিষিক্ত হন। শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দপ্রভু নৌকাযোগে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হন এবং তথায় বহুদিন যাবৎ অনাবৃষ্টি দূর এবং স্বকীয় প্রেমমাধুর্য্যে নিখিল ব্রজবাসীর মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে গোবর্দ্ধনশিলা, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর জন্য মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত স্নানাধার ও চৌকি আনয়ন করিয়াছিলেন। এযাবৎ তাঁহার রচিত দ্বাদশটী সংকীর্ত্তনের পদ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীরাধামাধবাষ্টকও তাঁহার বিরচিত। তিনি শ্রীশ্রীকৃষ্ণগতি প্রভুর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র যথাক্রমে শ্রীশ্রীবিচিত্রানন্দদেব, শ্রীশ্রীভজনানন্দদেব ও শ্রীশ্রীগোবিন্দানন্দদেব। শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দ প্রভুর পত্নী শ্রীশ্রীলালদেবী মকর-কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে বৃন্দাবন প্রাপ্ত হন। জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণদ্বাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দ প্রভুর তিরোভাব হয়। মহান্ত শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দ প্রভুর সমাধিমন্দির শ্রীপাটে বিরাজিত আছেন।

মহান্ত শ্রীশ্রীবিচিত্রানন্দ দেবগোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দ প্রভুর তিরোভাবের পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীশ্রীবিচিত্রানন্দ দেবগোস্বামী শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরস্থ মহান্তগাদী সমলঙ্কৃত করিয়া শ্রীভগবৎ ও ভাগবত-সেবার মহান্ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তদানীন্তন মুসলমান শাসনকর্ত্তা ১৬৪৫ শকাব্দে (১৭২৩ খৃঃ) কাননগোগণকে বৈষ্ণব, ফকির, অতিথি ও অভ্যাগতের সেবার জন্য রাজস্বের প্রতি কাহনে একগণ্ডা করিয়া কড়ি মহান্ত শ্রীশ্রীবিচিত্রানন্দ প্রভুকে দিবার আদেশ করেন এবং বিনিময়ে বাদশাহের প্রতাপবৃদ্ধির জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। মহান্ত-পদে আসীন থাকাকালে চৌধুরী, জমিদার ও ক্রোরিগণ দেব-সেবার বিঘ্নোৎপাদন করিয়াছিল; সেজন্য তৎকালীন শাসনকর্ত্তা সুজাউদ্দিনখাঁ (৭ জলুসে) ফৌজদার ও ক্রোরিগণের প্রতি অত্যাচার নিবারণের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তদ্‌বিরচিত সঙ্কীর্ত্তনের ৬টী পদ এযাবৎ পাওয়া গিয়াছে। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে তাঁহার তিরোভাব হয়। মহান্ত শ্রীশ্রীবিচিত্রানন্দ প্রভুর সমাধিমন্দির শ্রীপাটে রহিয়াছেন।

মহান্ত শ্রীশ্রীগোবিন্দানন্দ দেবগোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীবিচিত্রানন্দ প্রভুর তিরোভাবের পর তদীয় কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীশ্রীগোবিন্দানন্দদেব অল্প সময়ের জন্য মহান্তপদে সমাসীন হন। কাহারও কাহারও মতে শ্রীশ্রীবিচিত্রানন্দ দেবগোস্বামীর মধ্যম ভ্রাতা শ্রীশ্রীভজনানন্দ দেবগোস্বামী অল্প কয়েক বর্ষের জন্য মহান্তপদে সমাসীন ছিলেন। শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীশ্রীভাগবতাষ্টকের টীকা শ্রীশ্রীভজনানন্দপ্রভুর বিরচিত। শ্রীশ্রীভজনানন্দদেব ও শ্রীশ্রীগোবিন্দানন্দদেবের তিরোভাব যথাক্রমে ফাল্গুন-কৃষ্ণাষ্টমী ও আষাঢ়ী শুক্লা দশমী তিথিতে হইয়াছিল। উভয় ভ্রাতার সমাধিমন্দির শ্রীপাট গোপী-বল্লভপুরে বিরাজিত। উভয় ভ্রাতাই নিঃসন্তান ছিলেন।

মহান্ত শ্রীশ্রীবৃন্দাবনানন্দ দেবগোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীগোবিন্দানন্দদেবের তিরোভাবের পর মহান্ত শ্রীশ্রীনয়নানন্দপ্রভুর মধ্যম পুত্র তদীয় খুল্লতাত শ্রীশ্রীবৃন্দাবনানন্দ দেবগোস্বামী মহান্তপদে অভিষিক্ত হন। তদানীন্তন দিল্লীর মোগল বাদশাহ গাজী আবদুল ফতে মহম্মদ নাসির উদ্দিন শাহ সনন্দের দ্বারা মহান্ত শ্রীশ্রীবৃন্দাবনানন্দদেবকে মহান্ত শ্রীশ্রীগোবিন্দানন্দদেবের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া স্বীকার করেন এবং বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার জমিদার অধিকারিগণকে পূর্ব্বপ্রথানুযায়ী মামুলি প্রদান করিবার আদেশ ও তদ্বিনিময়ে মহান্তজীউর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। ইহাতে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশ্রীউৎসবানন্দদেব দিল্লী দরবারে আপত্তি উত্থাপন করিলে তৎকালীন শাসনকর্ত্তা সফররাজ খাঁন বাহাদুর (১৫ জলুস, ৭ আওয়াল) কনিষ্ঠের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া তৎপরিবর্ত্তে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনানন্দদেবকে তালুকের দখল দিবার আদেশ প্রদান করেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীশ্রীউৎসবানন্দদেব মহাল হইতে মামুলি আদি জোর পূর্ব্বক আদায় করিতে থাকায় শ্রীশ্রীবৃন্দাবনানন্দদেবের আপত্তিমতে তৎকালীন শাসনকর্ত্তা নবাব সুজা উদ্দৌলা বাহাদুর উক্ত মামুলি আদি শ্রীশ্রীউৎসবানন্দদেবকে না দিয়া তৎস্থানে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনানন্দদেবকে দিবার জন্য বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার ক্রোরী, চৌধুরী ও কানুনগোগণের প্রতি (১৩ জলুস, ২৫ শফর) আদেশ প্রদান করেন। শ্রীশ্রীউৎসবানন্দদেব ইহাতে বিরক্ত হইয়া পার্ব্বতীপুরে চলিয়া যান ও তথায় স্থায়িভাবে বসবাস করেন।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনানন্দদেবের দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ শ্রীশ্রীবৈষ্ণবানন্দদেব ও কনিষ্ঠ শ্রীশ্রীসুবলানন্দদেব। কোথাও কোথাও শ্রীশ্রীসূর্য্যানন্দদেব, শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দ দেব ও শ্রীশ্রীবদনানন্দদেব নামে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনানন্দদেবের আরও তিন পুত্র ছিলেন বলিয়া উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহান্ত শ্রীশ্রীবৃন্দাবনানন্দদেবের তিরোভাব পৌষী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে হয়। শ্রীপাটে ইঁহারও সমাধিমন্দির বিরাজিত আছেন।

মহান্ত শ্রীশ্রীবৈষ্ণবানন্দ দেবগোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীবৃন্দাবনানন্দদেবের বৃন্দাবনপ্রাপ্তির পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীবৈষ্ণবানন্দ দেবগোস্বামী মহান্ত-গাদী প্রাপ্ত হন। সুবা উড়িষ্যার নবাব মবার জঙ্গ মুল্ক মইনুদ্দৌলা সৈয়দ মহম্মদ (৮ জলুস, ২১ সাওয়াল) উড়িষ্যা ও বাঙ্গলার জমিদার ও অধিকারিগণের প্রতি পূর্ব্বপ্রথানুযায়ী ভূমির আয়, পশরা ও গণ্ডী আদি যথানিয়মে মহান্ত শ্রীশ্রীবৈষ্ণবানন্দদেবকে দিবার এবং অপর কাহাকেও তাঁহার অংশীদার বিবেচনা না করিবার আদেশ প্রদান ও বিনিময়ে রাজ্যৈশ্বর্য্যবৃদ্ধির জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। তদানীন্তন দিল্লীর বাদশাহ গাজী মহম্মদ শাহ মজাউল মুল্কও তাঁহাকে অনুরূপ সনন্দ প্রদান করেন। ইহা ছাড়া তিনি বাদশাহ ও নবাবগণের নিকট হইতে বহুপ্রকার সনন্দ প্রাপ্ত হন। বাদশাহী দরবারের উপর তাঁহার কিরূপ অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তাহা প্রাগুক্ত সনন্দাদি হইতে অবগত হইতে পারা যায়। শ্রীশ্রীবৈষ্ণবানন্দদেবের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীশ্রীসুবলানন্দদেব

আমলী ১১৬৭ সালে কোন কোন স্থানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর দেবোত্তর সম্পত্তি অন্যায়পূর্ব্বক দখল করিতে থাকায় তদানীন্তন উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা তাঁহার কার্য্য বে-আইনী সাব্যস্ত করিয়া উক্ত সম্পত্তি মহান্ত শ্রীশ্রীবৈষ্ণবানন্দ-দেবকে দখল দিবার জন্য জমিদার, চৌধুরী ও কানুনগোগণের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। শ্রীশ্রীবৈষ্ণবানন্দ দেব মহান্ত শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দদেবের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার রচিত সংকীর্ত্তন-পদাবলী গভীরপাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাঁহার দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ শ্রীশ্রীগোকুলানন্দদেব ও কনিষ্ঠ শ্রীশ্রীনেত্রানন্দদেব। ভাদ্র-শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে তাঁহার তিরোভাব হয়। ইঁহার সমাধিমন্দির শ্রীপাটে বিরাজিত।

মহান্ত শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ দেবগোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীবৈষ্ণবানন্দদেবের বৃন্দাবন-প্রাপ্তির পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ দেবগোস্বামী মহান্ত-গাদী প্রাপ্ত হন। ১৭০৮ শকাব্দে (খৃঃ ১৭৮৬) তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন-মানসে পুরীধামে গমন করিবার জন্য উড়িষ্যায় মারাঠা শাসনকর্ত্তা পণ্ডিত রাজারামের নিকট হইতে বিনা হাঁসিলে পুরীযাত্রার ছাড়পত্র প্রাপ্ত হন। তাঁহার পত্নী শ্রীশ্রীচন্দনা দেবী মাতা গোস্বামিনী মহান্ত শ্রীশ্রীবৈষ্ণবানন্দদেবের শিষ্যা ছিলেন। শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ দেবের রচিত সংকীর্ত্তনের ৪টী পদ এ যাবং প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীশ্রীত্রিবিক্রমানন্দ দেব গোস্বামী। ভাদ্রী শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে মহান্ত শ্রীশ্রীগোকুলানন্দদেবের তিরোভাব হয়। ইঁহার সমাধি-মন্দির শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে সুবিরাজিত রহিয়াছেন। কোথাও কোথাও শ্রীশ্রীগোকুলানন্দদেবের শ্রীশ্রীকিশোরানন্দদেব নামে এক ভ্রাতার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মহান্ত শ্রীশ্রীত্রিবিক্রমানন্দ দেবগোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীগোকুলানন্দদেবের বৃন্দাবন-প্রাপ্তির পর শ্রীশ্রীত্রিবিক্রমানন্দদেব মহান্তপদে সমাসীন হন। কোম্পানীর রাজত্বকালে ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুমিত্রা দেই অপুত্রক থাকা হেতু শ্রীমদ্ বিক্রমভঞ্জকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তৎকালে উড়িষ্যা মারাঠা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকায় শ্রীমদ্ বিক্রমভঞ্জ তৎকালীন মারাঠা-নৃপতি মহারাজ রঘুজী ভোঁসলার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত কার্য্য মহারাণী সুমিত্রা দেই সমর্থন করিতে না পারিয়া রাজ্য ছাড়িয়া শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীত্রিবিক্রমানন্দদেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে মহারাণী সুমিত্রা দেইর প্রার্থনানুযায়ী ভারতসরকারের আদেশমতে মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ইং ১৮০৩,২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রদ্বারা মহান্ত শ্রীশ্রীত্রিবিক্রমানন্দদেবকে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে উক্ত শ্রীমদ্ বিক্রমভঞ্জ দেওকে ডাকাইয়া মহারাণী সুমিত্রা দেইর সহিত তাঁহার আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া দিতে এবং তাঁহাকে কোম্পানী বাহাদুরের পক্ষাবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীত্রিবিক্রমানন্দ প্রভুও কোম্পানী বাহাদুরের অনুরোধ যথাযথভাবে প্রতিপালন করিয়াছিলেন; ফলে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য বিদূরিত হইয়াছিল এবং ময়ূরভঞ্জরাজবংশ কোম্পানী বাহাদুরের বিশেষ অনুরক্ত হইলেন। শ্রীশ্রীত্রিবিক্রমানন্দ প্রভুর পদগুলি উড়িয়া, বাঙ্গলা ও মৈথিলী ভাষায় বিরচিত। এ যাবং তাঁহার চতুর্দ্দশটী পদ পাওয়া গিয়াছে। উৎকল-ভাষায় তদ্বিরচিত "শ্রীশ্রীবৃন্দাবনপদকল্পতরু" গীতিকাব্য এবং শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শ্রীমুখ-বিগলিত "শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-শতকে"র পদ্যানুবাদ ভক্তমাত্রেরই আদরের বস্তু। শ্রীশ্রীত্রিবিক্রমানন্দদেবের প্রথমা পত্নী একমাত্র কন্যা শ্রীমতী রাধাদেবীকে রাখিয়া বৃন্দাবন প্রাপ্ত হইলে শ্রীশ্রীদ্রৌপদীদেবীকে পুনরায় বিবাহ করেন। শ্রীশ্রীদ্রৌপদী দেবী ও তৎপরে বিবাহিত অপর এক পত্নী যথাক্রমে শ্রীমতী ললিতাদেবী ও জেমাদেবী এই দুই কন্যা রাখিয়া বৃন্দাবন প্রাপ্ত হইলে চতুর্থবার শ্রীশ্রীকুঙ্কুমাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়া পত্নী দ্রৌপদীদেবীর তিরোভাব চৈত্রশুক্ল-

প্রতিপদ তিথিতে হইয়াছিল। শ্রীশ্রীকুঙ্কুমাদেবী শ্রীশ্রীচন্দনাদেবী মাতা গোস্বামিনীর শিষ্যা ছিলেন এবং শতাধিক বর্ষকাল প্রকট থাকিয়া ১৭৮৫ শকাব্দে চারিবর্ষবয়স্ক প্রপৌত্র শ্রীশ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ দেবগোস্বামীকে মহান্তপদে অভিষিক্ত করিয়া ১৭৮৭ শকাব্দে ফাল্গুনশুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে অপ্রকট হন। শ্রীশ্রীত্রিবিক্রমানন্দদেবের দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ শ্রীশ্রীমধুসূদনানন্দদেব ও কনিষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণানন্দদেব। ১৭৪৬ শকাব্দে চৈত্রশুক্লা সপ্তমী তিথিতে পিতৃ-বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীমধুসূদনানন্দদেব ২২ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন প্রাপ্ত হন। তদীয় পত্নীর নাম শ্রীশ্রীচম্পাদেবী। তিনি একমাত্র কন্যা মণীদেবীকে রাখিয়া মহাষ্টমী তিথিতে বৃন্দাবন প্রাপ্ত হন। শ্রীশ্রীমধুসূদনানন্দ দেবগোস্বামীর বিরচিত দুইটী বাঙ্গলাপদ রহিয়াছে। মহান্ত শ্রীশ্রীত্রিবিক্রমানন্দদেবের ১৭৪৯ শকাব্দে চৈত্রশুক্লা দ্বাদশী তিথিতে তিরোভাব হয়। তাঁহার সমাধিমন্দিরও শ্রীপাটে বিরাজিত রহিয়াছেন।

মহান্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণানন্দ দেবগোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীত্রিবিক্রমানন্দদেবের তিরোভাবের পর তদীয় কনিষ্ঠপুত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণানন্দদেব ১৭৪৯ শকাব্দে মহান্তগাদী প্রাপ্ত হন। ইঁহারই সময়ে পূর্ব্বসনন্দ-দৃষ্টে গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর পুনরায় সনন্দ প্রদান করেন। বাঙ্গলা ১২৬৭ সালে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে টীকায়েৎ (যুবরাজ) শ্রীনাথভঞ্জ দেও, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রভঞ্জ দেও এবং শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্রভঞ্জ দেও রাজকুমারগণের নাম-করণ করিয়া থাকায় ইনি মহারাজা শ্রীমদ্ যদুনাথভঞ্জ দেওর নিকট হইতে বাঁকীপীড়ের অন্তর্গত কুলীপশী মৌজা প্রাপ্ত হন। তমলুকের মহাপ্রভু-মন্দিরের তৎকালীন অধিকারী শ্রীবৈষ্ণব-চরণ দাস সনন্দদ্বারা উক্ত ঠাকুরবাড়ী প্রদান করেন। তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন, জ্যেষ্ঠা শ্রীশ্রীবৃন্দাবতীদেবী ও কনিষ্ঠা শ্রীশ্রীউদিয়াদেবী। জ্যেষ্ঠা পত্নীর প্রথম গর্ভে একশিশু জন্মগ্রহণ করিয়া ছয়দিবস প্রকট থাকিয়া বৃন্দাবন প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় গর্ভে শ্রীশ্রীআনন্দানন্দদেব জন্মগ্রহণ করিয়া ছয়বৎসর বয়ঃক্রমকালে বৃন্দাবন প্রাপ্ত হন। তৃতীয় গর্ভে ১৭৬১ শকাব্দে শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দদেব জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দদেব রেমুণা-সমীপস্থ গৌড়দাঁড় গ্রামের শ্রীমতী কাঞ্চনাদেবীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু পিতৃ-বর্ত্তমানে ১৭৮৩ শকাব্দে ভাদ্রশুক্লা একাদশী তিথিতে ২২ বৎসর বয়সে পুত্র শ্রীশ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দদেব এবং কন্যা শ্রীমতী চন্দ্রাবলীদেবীকে রাখিয়া বৃন্দাবন প্রাপ্ত হন। ইহা ছাড়াও জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে শ্রীমতী চাঁদদেবী ও লাবণ্যদেবী নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীশ্রীউদিয়াদেবীর গর্ভে যথাক্রমে শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দদেব, শ্রীমতী পদ্মাবতীদেবী, শ্রীমতী চিত্রোৎপলাদেবী ও শ্রীশ্রীসান্দ্রানন্দ দেবগোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী ১৭৭২ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব ধীশক্তিবলে অতি অল্পবয়সেই অগাধশাস্ত্র-পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। কতিপয় স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের কুচক্রে শুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের অপযশ রটিত হওয়ায় শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দদেব মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী বালিঘাই নামক স্থানে বিদ্বৎসভার সভাপতিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া অকাট্যশাস্ত্রযুক্তিবলে কুচক্রিগণের কুতর্কজাল ছিন্ন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন (বাং ১৩১৮, ২২শে ভাদ্র)। তদ্বিরচিত "আস্তিক্য-দর্শন" প্রভৃতি গ্রন্থ তদীয় অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপ্রতিভার নিদর্শনরূপে রহিয়াছে। সুদীর্ঘ ৬৮ বৎসরকাল গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজকে প্রবুদ্ধ ও সংহত করিবার প্রয়াস করিয়া ১৮৪০ শকাব্দে ৯ই অগ্রহায়ণ সোমবার প্রথমাষ্টমী তিথিতে অপ্রকট হন। তিনি শ্রীমতী কুঙ্কুমাদেবী মাতা গোস্বামিনীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম শ্রীমতী হারামণীদেবী। তাঁহার গর্ভে যথাক্রমে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যানন্দদেব, শ্রীমতী শ্যামপ্রিয়াদেবী, শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়াদেবী ও শ্রীশ্রীগোপীবল্লভানন্দদেব জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমতী উদিয়া দেবীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীসান্দ্রানন্দ দেবগোস্বামী ১৭৭৫ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া অবিবাহিত অবস্থায় ২৪ বৎসরকাল প্রকট থাকিয়া ১৭৯৯ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠী কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে বৃন্দাবন প্রাপ্ত হন। ইঁহার যথেষ্ট

সঙ্গীতানুরাগ দৃষ্ট হইত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণানন্দদেব ময়ূরভঞ্জের মহারাজ শ্রীমদ্ যদুনাথ ভঞ্জদেওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-উপলক্ষে ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদা নগরীতে গমন করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পীড়িত হওয়ার অভিনয় করিয়া ১৭৮৫ শকাব্দে চৈত্রী শুক্লা দশমী তিথিতে বৃন্দাবন প্রাপ্ত হন। শ্রীমতী উদিয়াদেবী ১৮৩৬ শকাব্দে ৭ই ফাল্গুন শুক্রবার শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে বৃন্দাবন প্রাপ্তা হন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণানন্দদেবের সমাধিমন্দির শ্রীপাটে সুবিরাজিত আছেন।

মহান্ত শ্রীশ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ দেবগোস্বামী

শ্রীশ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ দেবগোস্বামী ১৭৮১ শকাব্দে শ্রীশ্রীকাঞ্চনাদেবী মাতা গোস্বামিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে তদীয় পিতৃদেব শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ দেবগোস্বামীর তিরোভাব হইয়া থাকায় মহান্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণানন্দদেবের তিরোভাবের পর ১৭৮৫ শকাব্দে চারি বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহান্তগাদী প্রাপ্ত হন। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী তৎকালীন ময়ূরভঞ্জাধিপতি মহারাজ শ্রীমৎ শ্রীনাথচন্দ্র ভঞ্জ দেও শ্রীশ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দদেবের অভিষেককালে ছত্র ধারণ করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। কতিপয় লোক শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দদেবকে মহান্তপদে সমাসীন করাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হইয়াছিল। পূর্ব্বপ্রচলিত জ্যেষ্ঠোত্তর-প্রথানুযায়ী বৈষ্ণব মহান্তবর্গ, শ্রীমন্ মহারাজ শ্রীনাথচন্দ্র ভঞ্জ দেও এবং অপরাপর রাজা জমিদার ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের মধ্যস্থতায় স্থির হইল যে, শ্রীশ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দদেব মহান্তপদে বর্ত্তমান থাকিবেন এবং শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দদেব নাবালকপক্ষে অভিভাবক-স্বরূপে দেবসেবার কার্য্য পরিচালনা করিবেন। পরে সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীকাঞ্চনা দেবী অভিভাবিকা নিযুক্তা হওয়ায় তাঁহার অভিভাবকত্বে বর্ত্তমান থাকিয়া স্বয়ং দেবসেবার কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ১৮০২ শকাব্দে শ্রীশ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দদেবের সহিত রেমুণার সন্নিকটস্থ নুয়াপাহাড়ী গ্রামের শ্রীজগদানন্দ কানুনগোর কন্যা শ্রীমতী তারাদেবীর শুভ-পরিণয় হয়। শ্রীশ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দদেব সঙ্গীতবিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার বংশী-বাদন যে শুনিত, সেই মুগ্ধ হইত। তদীয় পত্নী শ্রীমতী তারাদেবী শ্রীশ্রীনন্দনন্দনানন্দদেব ও শ্রীশ্রীশচীনন্দনানন্দদেব নামক পুত্র-দ্বয়কে এবং মাত্র এগার দিবস বয়স্কা কন্যা শ্রীমতী লবঙ্গমঞ্জরীকে রাখিয়া ১৮১২ শকাব্দে আষাঢ়ী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে নিত্যধামগতা হন। তাঁহার সমাধিমন্দির শ্রীপাটে বিরাজিত আছেন। শ্রীশ্রীশচীনন্দনানন্দদেব ১৮০৮ শকাব্দে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ আবির্ভূত হইয়া অতি অল্পবয়সেই সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। ১৮২৫ শকাব্দে ২৬শে আশ্বিন শনিবার বিজয়া দশমীদিনে ১৭ বৎসর বয়সে অবিবাহিত অবস্থায় বৃন্দাবন প্রাপ্ত হন। ১৮২২ শকাব্দে শ্রীশ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দদেব তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া শ্রীধামবৃন্দাবনে উপনীত হন এবং কিছুদিন অবস্থিতির পর অসুস্থ হইবার অভিনয় করিয়া ৮ই পৌষ রজঃপ্রাপ্ত হন। তদীয় সমাধিমন্দির শ্রীধামবৃন্দাবনে ও শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে বিরাজিত রহিয়াছেন। মহান্ত শ্রীশ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দদেব ও তদীয় পত্নী শ্রীশ্রীতারাদেবী মাতা গোস্বামিনী যথাক্রমে শ্রীশ্রীকুঙ্কুমাদেবী ও শ্রীশ্রীকাঞ্চনাদেবীর শিষ্য ছিলেন।

মহান্ত শ্রীশ্রীনন্দনন্দনানন্দ দেবগোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীনন্দনন্দনানন্দদেব ১৮০৫ শকাব্দে ২০শে চৈত্র মঙ্গলবারে আবির্ভূত হন। তদীয় পিতৃদেব শ্রীশ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দদেবগোস্বামী অপ্রকট হইলে তিনি ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ১৮২২ শকাব্দে ২০শে পৌষ মঙ্গলবার মহান্তগাদী প্রাপ্ত হন। নাবালক থাকা হেতু তদীয় প্রপিতামহী শ্রীশ্রীকুঙ্কুমাদেবী মাতা গোস্বামিনীর শিষ্যা শ্রীশ্রীকাঞ্চনাদেবী মাতা গোস্বামিনী অভিভাবকরূপে দেবসেবার কার্য্য পরিচালনা করেন। এই সময় পুনর্ব্বার
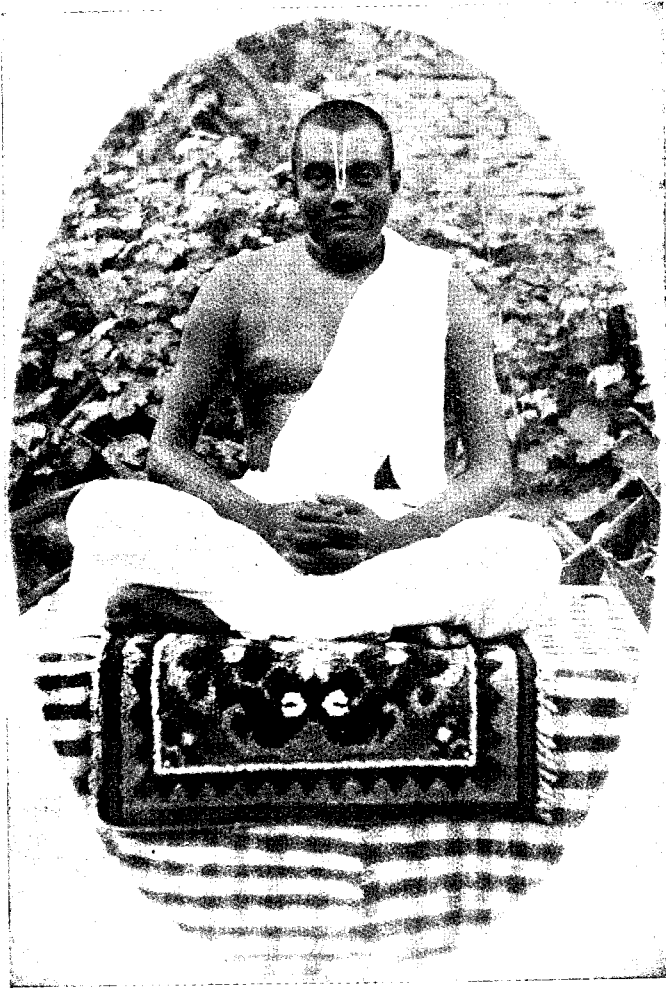
ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
মহান্ত গোবিন্দগোপালানন্দ দেবগোস্বামী

আবির্ভাব—শকাব্দ ১৮৩০, ১৩ই পৌষ, রবিবার ;
নক্ষত্র—ধনিষ্ঠা

দেবোত্তর-সম্পত্তিসম্পর্কে শ্রীশ্রীনন্দনন্দনানন্দদেব ও শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দদেবের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮২৬ শকাব্দে ৩০শে বৈশাখ বুধবার দিবসে রেমুণা-সন্নিহিত উড়ঙ্গী গ্রামের কানুনগো শ্রীনৃসিংহচরণ দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণাদেবীর সহিত ইঁহার শুভপরিণয় হয়। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাদেবী শ্রীশ্রীকাঞ্চনাদেবী মাতা গোস্বামিনীর শিষ্যা। ১৮৩৪ শকাব্দে শ্রীমতী কাঞ্চনাদেবী মাতা গোস্বামিনী পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-দর্শনে গমন করিয়া তথায় রথযাত্রার বিজয়সংবাদ শ্রবণমাত্র নিত্যধাম প্রাপ্ত হন; তদীয় সমাধিমন্দির শ্রীশ্রীপুরীধামে কুঞ্জ-মঠের শ্রীশ্রীরসিকরায়জীউর সম্মুখভাগে সুবিরাজিত রহিয়াছেন। ১৮৪৯ শকাব্দে ২৮শে ফাল্গুন শনিবার দিবস শ্রীশ্রীনন্দনন্দনানন্দদেব, তদীয় সহধর্ম্মিণী ও বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে চারিধাম দর্শন-মানসে বহির্গত হন। ভারতের প্রায় সমুদয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়া শ্রীমথুরামণ্ডল হইতে ১৮৫০ শকাব্দে ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেবায়েৎ-স্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রীপাটের এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ শতাধিক মঠের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-জগতের অশেষ গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। নানা কারণে দেবোত্তর-সম্পত্তি ঋণগ্রস্ত হইয়াছিল। ইঁহার কর্ম্ম-কুশলতাগুণেই প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা পরিশোধিত হইয়া দেবোত্তর-সম্পত্তি সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হইতে পারিয়াছিল। ইঁহার সময়েই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর শ্রীমন্দির সংস্কৃত ও মর্ম্মরপ্রস্তরে মণ্ডিত হন। নিত্যধামগত গোস্বামি-পাদগণের সমাধিমন্দিরসমূহের সংস্কার-বিধান ও অপরাপর বহুবিধ পারমার্থিক উন্নতি সাধন করিয়া ১৮৫৯ শকাব্দে ৩১শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার বামনদ্বাদশী তিথিতে রাত্রি এক ঘটিকার সময় ৫৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বারিপদা নগরীতে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। বৃন্দাবনপ্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি একদা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তৎকর্তৃক পরিহিত কৌপীনের মাহাত্ম্য তাঁহার তিরোভাবের পরেও পরিলক্ষিত হইবে। সত্যসত্যই তদীয় পরিহিত কৌপীন অগ্নিমধ্যেও অদগ্ধ অবস্থায় থাকিয়া তদীয় বাক্যের সার্থকতা সহ দর্শকবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল এবং তাহা শ্রীপাটে তদীয় সমাধিমন্দিরে রক্ষিত হইয়াছেন। তাঁহার রচিত ২৬টী সংকীর্ত্তনের পদ রহিয়াছে। তদীয় পত্নী শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মাতা গোস্বামিনীর গর্ভে যথাক্রমে শ্রীমতী রত্নমঞ্জরী, শ্রীশ্রীগোবিন্দগোপালানন্দদেব, শ্রীমতী রূপমঞ্জরী, শ্রীমতী রসমঞ্জরী ও শ্রীগোপালগোবিন্দানন্দদেব (প্রকাশক) জন্মগ্রহণ করেন। মহান্ত শ্রীশ্রীনন্দনন্দনানন্দদেব গোস্বামী শ্রীশ্রীকাঞ্চনাদেবী মাতা গোস্বামিনীর শিষ্য ছিলেন।

মহান্ত শ্রীশ্রীগোবিন্দগোপালানন্দ দেবগোস্বামী

১৮৩০ শকাব্দে ১২ই পৌষ রবিবার শ্রীশ্রীগোবিন্দগোপালানন্দদেব জন্ম পরিগ্রহ করেন। ঊনবিংশ বর্ষের মধ্যে উড়িয়া, বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় পাঠ সমাপন করিয়া ১৮৫০ শকাব্দে ২৩শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতি-বার ইনি রেমুণা-নিকটস্থ কুওরালী গ্রামের শ্রীঅক্ষয়নারায়ণ পট্টনায়েকের কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পাণি-গ্রহণ করেন। মহান্ত শ্রীশ্রীনন্দনন্দনানন্দদেবের তিরোভাবের পর ইনি ১৮৫৯ শকাব্দে ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার ত্রয়োদশ দিবসে মহান্তগাদী প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর সেবা ও অপরাপর মঠের কার্য্য সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতেছেন। এ যাবৎ তাঁহার রচিত সংকীর্ত্তনের দ্বাদশটী পদ রহিয়াছে। যে সময়ে মহান্ত শ্রীশ্রীনন্দনন্দনানন্দদেব তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন বা দীর্ঘকাল ধরিয়া পীড়িত হইবার অভিনয় করিয়া প্রবাসে অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন দেবসেবা-পরিচালনার ভার ইঁহারই হস্তে ন্যস্ত ছিল। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া ইনি ১৮৬১ শকাব্দে "শ্রীশ্রীবিন্দুপ্রকাশ" গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাহাতে অবিলম্বে মহান্ত শ্রীশ্রীরাধানন্দদেব-বিরচিত "শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকাব্যম্", শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভু-বিরচিত "শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-শতকম্" প্রমুখ গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হন, সে বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল রহিয়াছেন। সেবাকার্য্যে তাঁহার অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা সকলের আদর্শ ও অনুসরণীয় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইনি নিত্যধামগত তদীয় পিতৃদেব মহান্ত শ্রীশ্রীনন্দনন্দনানন্দ দেবগোস্বামীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত।

শ্রীশ্রীরসিকানন্দদেবের পবিত্র বংশের ইহাই 'অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। শ্রীশ্রীরসিকানন্দদেবের অধস্তন আচার্য্যগণ বংশপরম্পরায় শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর পবিত্র আসনে সমাসীন থাকিয়া বিরাট্ শ্যামানন্দগোষ্ঠীকে এ যাবৎ কাল রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। পরবর্ত্তী যুগের কোন ইতিবৃত্ত না থাকায় প্রাগুক্ত আচার্য্যগণের গৌরবময়ী চরিত বহুলাংশে বিলুপ্ত হইয়া থাকিলেও যে শক্তির প্রভাবে শ্যামানন্দগোষ্ঠী আজ সমগ্র ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহার নিকট ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, এমন কি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রবল প্রতাপান্বিত দিল্লীর বাদশাহগণ পর্য্যন্ত মস্তক অবনত করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই অলৌকিক। ইঁহাদের শুদ্ধভক্তিধর্ম্মপ্রচার সমগ্র ভারতে নিবদ্ধ থাকিলেও উহার প্রধান কেন্দ্র ছিল শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর আবিষ্কৃত 'রেণেটী' সুরের জন্মভূমি, শ্রীশ্রীরসিকানন্দদেব ও তদীয় অধস্তন আচার্য্যগণের প্রিয়লীলাস্থলী এবং কৃষ্ণতোয়া শ্রীযমুনা-সম সুবর্ণরেখাবিধৌত ও তালতমালাদি দ্বাদশবনে পরিশোভিত হইয়া 'গুপ্ত বৃন্দাবন' নামে পরিচিত এই শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর চিন্ময়ী গৌড়মণ্ডলভূমির মধ্যে এক অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

বসন্তপঞ্চমী
শ্রীরসিকাব্দ—৩৫১
শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর।

শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভু-বংশাবতংস
শ্রীগোপালগোবিন্দানন্দ দেবগোস্বামী

সূচীপত্র

পূর্ব্ব-বিভাগ

দক্ষিণ-বিভাগ

পশ্চিম-বিভাগ

উত্তর-বিভাগ

সূচীপত্র সম্পূর্ণ

চিত্র-সূচী

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ

শুদ্ধিপত্র

শ্রীগ্রন্থ নির্দ্দোষভাবে মুদ্রাঙ্কিত করিবার ইচ্ছা থাকিলেও মুদ্রাযন্ত্র হইতে বহুদূরে অবস্থিতিহেতু স্বয়ং অক্ষরযোজন পরীক্ষা করিতে না পাওয়ায় যে সমস্ত মুদ্রণপ্রমাদ ঘটিয়াছে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। অনুগ্রাহক পাঠকবর্গ অগ্রে ঐগুলি সংশোধন করিয়া পরে পাঠ করিবেন,—ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

বিনীত নিবেদক—
প্রকাশক।

পৃষ্ঠা	পদ্যসংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১	নেব	নৈব
ঐ	ঐ	জয়ম	স্বয়ম
২	৫ (অনু)	মাবব	মানব
„	(৯) পাঃ টীঃ	শ্যামানন্দ স্থানে পাঠান্তর	
৩	(৪০) " "	শ্রীহৃদানন্দ	শ্রীহৃদয়ানন্দ
৫	১০১	ভুদেব	ভূদেব
৮	১৮৮	হইবে	লইবে
১১	৮৮	জীয়ড়, নরসিংহ	জীয়ড়নরসিংহ
১২	প্রথমে	জয়রে জয়	ঘোষা। জয়রে জয়
১৪	৭৮	গোপা	গোপী
১৯	৮	কোটা	কোষ্ঠী
২০	২১	কোটিতে	কটিতে
„	২৬	উশসী উশসী	উষসি উষসি
২১	শ্লোকনিম্নে	অনুবাদ নাই	অনুবাদ বসিবে*

* **অনুবাদ**—কলিরূপ মত্তহস্তী প্রবল প্রতাপে পৃথিবী আক্রমণ করিলে যিনি তাহার সংহারক বেদার্থ সম্যগ্ রূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, যিনি সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন, যিনি শাস্ত্রসমূহের পাঠ ও বিচারে জগতে আনন্দঘনের আবির্ভাব করাইয়াছিলেন, হে মূঢ়গণ, তোমরা ক্ষিতিতলে সেই শ্রীরসিকমুরারি প্রভুকে উপাসনা কর।

পৃষ্ঠা	পদ্যসংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪	৯৪	চউড়া	চউরা
২৫	১৩	উশসি উশসি	উষসি উষসি
৩০	৪৪	রুক্মিনীর	রুক্মীর
„	৫৭	তার্থ	তীর্থ
৩২	৪০	নিরমল	নিরমাণ
৩৩	৬৭	করায়	করয়
৩৫	২৫	বান্দে	বান্ধে
৩৬	৮৩	বৈরাগ্যের	বৈরাগ্যে
৩৮	১২১	কঙ্কন	কঙ্কণ
৪১	৩৬	জমা	জনা
৪২	৫৭	খুঁজিলেন	খঁজিলেন
„	৭৭	কোটিতে	কটিতে
„	৭৮	অলকার	অলতার
৪৪	১৩৬	সখাগণে	সখীগণে
„	১৪০	সমপিল	সমর্পিল
৪৭	৩৫	উসসি উসসি	উষসি উষসি
৫২	৩৪	মীমাংমা	মীমাংসা
„	৬৩	কোটি	কটি
৫৭	৮	কুটুম্বের	কুটুম্ব
৫৮	১৬	গেল	গেলা
„	৪৭	মধুরায়	মথুরায়

পৃষ্ঠা	পদ্যসংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬২	১		ধ্রু
৬৩	২৫	পুজে	পূজে
৬৯	২৮	সুসুরে	সুস্বরে
৭০	৪	পুজে	পূজে
৮৭	৪৬	পশুবদ্ধ	পশুবধ
„	৫২	জবীহিংসা	জীবহিংসা
৮৮	৭৯	পায়েন	গায়েন
৯০	১৪	খড়্গাযোড়ি	খড়্গাফেড়ি
৯৭	৪৬	ভূপুর	ভূধর
১০১	৩৩	তুলিলু	তুলিলুঁ
১০২	৮	ব্যাল	সরপ
১০৫	১৬	সমাঢার	সমাচার
১০৬	১৩	দিনশ্যাম	দীনশ্যাম
১০৮	৮১	যথন	যবন
১১০	৬৪	সর্ব্বত্মভাবে	সর্ব্বাত্মভাবে
১১১	৭৬	করিলু	করিলুঁ
„	১০০	হ’স্তী	হস্তী
১১২	২	অহম্মদবেগ	আহম্মদবেগ
১১৩	৫৫	মরনে	মনের
১১৫	৩৭	ধরণি	ধরণী
১১৯	৮	বাড়ি	বাড়ী
১২০	৬৮	দ্বারি	দ্বারী
১২৩	পাঃ টীঃ	১৫৮২	১৬৩০
১২৭	১৩২	হরিচন্দন	হরিশ্চন্দ্র
১৩০	৫৭	অক্রর	অক্রূর
১৩১	৮২	কার্ঞ্য	কাঞ্চ
১৩৪		নারায়ণী-গৌড়া	নারায়ণীগৌড়া
„	ঘোষা	দয়ার	বড় দয়ার
১৩৬	৫৯	দ্বিজ	প্রভু
„	৬	আবির্ভাব	আরাধনা
১৩৭	৪৫	৪৫ পদসংখ্যা নাই	৪৫ পদসংখ্যা বসিবে
১৩৯	১৫	মণ্ডন	মণ্ডল
১৪০	২৫	বচন	রচন
১৪১	২২	তিহ	তিঁহ
„	৪০	পটবস্ত্র	পট্টবস্ত্র
১৪৩	৪১	সর্ব্বনাশ	গর্ব্বনাশ
„	৫০	পাঁচ	ছয়
„	৫১	বিংশতি	ঊনিশ
১৪৪	১৪		ঝীন
১৪৬	৩	দেখিল	লেখিল
১৫০	৩৪	সাগর	ঠাকুর
১৫১	৬৩	আকসিয়া	আকষিয়া
„	৬৭	নায়	নাই
১৫২	৫	চিড়িয়া	চিরিয়া
„	২৮	সবাকারে	সবাকার
১৫৪	২৩	আনিব	জানিব
„	২৪	পশিল	পেশিল
„	২৯	কণ্ঠগত	কণ্ঠাগত
১৫৯	১৫	বাঁদ	বাঁধ
১৬১	৪২	প্রাণিহিতে	প্রাণী হিতে
„	৪৩	হৈল	হৈলা

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল

পূর্ব্ব-বিভাগ

প্রথম লহরী

শ্রীশ্রীরসিকানন্দ-দেবো জয়তি

বিদ্যন্তে নেব লোকে কতি কতি ন পুরাণেতিহাসা হি তেষু
ন কিঞ্চিৎ কাপি কৃষ্ণঃ স্বয়মলিখদৃতে গীতগোবিন্দতোঽসৌ।
ভক্তেষ্বেবং ন কুত্রাপি নিজকরকৃতং লিখ্যতে বিন্দুরূপং
শ্রীশ্যামানন্দ এব জয়মকৃতমুদা শ্রীমতী রাধিকৈব ॥ ১ ॥

সান্দ্রানন্দনিধিঃ প্রসাদজলধি-
ত্রৈলোক্য-শোভানিধিঃ
পূর্ণপ্রেমরসামৃতক্ষয়নিধিঃ
সৌভাগ্যলক্ষ্মীনিধিঃ।
সন্তৈপ্তেকমহানিধির্দ্রবনিধিঃ
কারুণ্যলীলানিধিঃ
শ্যামানন্দদয়ানিধির্বিজয়তে
মাধুর্য্য-সম্পূর্ণধীঃ ॥ ২ ॥

সান্দ্রানন্দকরং রসোন্নতিকরং
শ্রীকৃষ্ণভাবাকরম্
চেতঃ শান্তিকরং তমঃ ক্ষয়করং
ভক্তাবলীশঙ্করম্।
দুঃখোচ্ছেদকরং সুখান্বয়করং
কারুণ্যসম্পৎকরম্
দীনোদ্ধারকরং নমামি
রসিকানন্দং প্রভুং ভাস্করম্ ॥৩॥

পৃথিবীতে কতই না অধিকসংখ্যক পুরাণ ইতিহাস বর্ত্তমান! কিন্তু গীতগোবিন্দ ব্যতীত আর কুত্রাপি সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বহস্তে লিখেন নাই। সেইরূপ ভক্তগণমধ্যেও কোথাও তাঁহার স্বকরলিখিত বিন্দুরূপ অঙ্কিত নাই, কিন্তু শ্রীমতী রাধিকাই একমাত্র শ্রীশ্যামানন্দদেবে সানন্দে তাহা স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছেন ॥ ১ ॥

প্রগাঢ় আনন্দের আকর, অনুগ্রহসাগর, ত্রিভুবনের শোভার আস্পদ, পূর্ণ প্রেমরসের নিলয়রত্ন, সৌভাগ্যরূপ

হে শ্রীসনাতনপ্রভো ! করুণাম্বুরাশে !
হে রূপ ! দুর্গতিজনৈকদয়াবলোক !
হে ভট্টযুগ্ম সুমতে রঘুনাথদাস !
শ্রীজীব মে কুরুত মূঢ়মতেঃ কৃপাং দ্রাক্ ॥ ৪ ॥
শ্রীশ্যামানন্দদেবানাং বন্দে পাদাম্বুজদ্বয়ম্।
জায়তে যদনুধ্যানাৎ প্রেমভক্তির্নৃণাং হরৌ ॥ ৫ ॥
রসিকেন্দ্রপদদ্বন্দ্বং বন্দে পরমমঙ্গলম্।
সর্ব্বমাধুর্য্যসারাণামাধারং পরমোৎসবম্ ॥ ৬ ॥
বক্ত্রং চন্দ্রো বচনমমৃতং * ভারতীকণ্ঠদেশে
শোভা লক্ষ্মীর্মধুরহসিতং সুন্দরং কুন্দপংক্তিঃ ।
দন্তা মুক্তা দৃগলিযুগলং যস্য বাহু মৃণালৌ
সোঽয়ং চিন্তামণিরিব নরৈঃ সেব্যতাং
শ্রীমুরারিঃ ॥ ৭ ॥

রাগ—করুণাশ্রী

ঘোষা ॥ রাম জয় গোবিন্দ রাম জয় ॥
গীত। শ্রীগুরুচরণ বন্দো শ্যামানন্দ রায়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হৈল যাঁহার কৃপায় ॥ ১ ॥
যাঁহার কৃপায় ভব-বন্ধন-মোচন।
যাঁহার কৃপায় ভক্তিমন্ত সর্ব্বজন ॥ ২ ॥
হেন শ্যামানন্দ যাঁর চরণ পরশে।
ত্রিভুবন-জন ভাসে প্রেমভক্তিরসে ॥ ৩ ॥
দীন হীন দুঃখী জনে কৈল বড় দয়া।
ত্রিভুবন বশ কৈল করুণা করিয়া ॥ ৪ ॥
গোপকুল-শশী উৎকলে প্রকাশিয়া।
পাপ-তিমির নাশিলা প্রেমভক্তি দিয়া ॥ ৫ ॥
আনন্দ-জলধি প্রভু কৃপার সাগর।
ত্রিভুবন জিনি' অঙ্গ শোভা মনোহর ॥ ৬ ॥
প্রেমের সাগর প্রভু অমৃত-জলধি।
সর্ব্বরূপে ভাগ্যবান্ কোটি-লক্ষ-নিধি ॥ ৭ ॥
ত্রিভুবনের সন্তাপ করেন খণ্ডন।
সবাকার চিত দ্রবে করুণা বচন ॥ ৮ ॥
সকল মাধুর্য্য-শিরোমণি শ্যামানন্দ।
যুগে যুগে লীলা করে হ'য়ে অবতীর্ণ ॥ ৯ ॥
মোরে কৃপা কর প্রভু দুরিকা-নন্দন *।
তুয়া প্রিয়ভক্তযশঃ করিব বর্ণন ॥ ১০ ॥
তবে গুরুপত্নী বন্দো তিন ঠাকুরাণী †।
যাঁদের কৃপায় কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি জানি ॥ ১১ ॥
কৃষ্ণ-প্রেম মূর্ত্তিমন্ত ভক্তি-স্বরূপিণী।
হৃদয়ানন্দের শিষ্যা জগতে বাখানি ॥ ১২ ॥
অনুগ্রহ কর শ্যামানন্দের ঘরণী।
রসিকের যশঃ যেন বদনে বাখানি ॥ ১৩ ॥

শোভার বাসস্থান, তাপিতজনের একমাত্র মহাশ্রয়, লীলার শ্রেষ্ঠরত্ন, কারুণ্যলীলার মাণিক্য এবং পূর্ণমাধুর্য্যময় বুদ্ধিশালী শ্যামানন্দ-নামক দয়ামণি বিজয় লাভ করিতেছেন ॥২॥

নিবিড় আনন্দপ্রদ, উজ্জ্বলরসের শ্রীবৃদ্ধিজনক, শ্রীকৃষ্ণভাবের খনি, চিত্তের শান্তিকারক, অজ্ঞানান্ধকারনাশক, ভক্তসমূহের মঙ্গলদায়ক, দুঃখসমূহের উচ্ছেদক, আনন্দের সম্পাদক, করুণারূপ সম্পদের জনক, দীনজনের উদ্ধারক, প্রভু রসিকানন্দরূপ সূর্য্যকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

হে দয়াসমুদ্র শ্রীসনাতন-প্রভো ! হে দুরবস্থজনের প্রতি একমাত্র দয়ালু শ্রীরূপ-প্রভো ! হে ভট্টপ্রভুযুগল (শ্রীরঘুনাথভট্ট ও শ্রীগোপালভট্ট), হে সুমতে শ্রীদাসগোস্বামি-প্রভো ! হে শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভো ! মূঢ়মতি আমার প্রতি শীঘ্রই কৃপা করুন ॥ ৪ ॥

যাহার চিন্তন দ্বারা মানবগণের শ্রীহরিতে প্রেমভক্তি লাভ হয়, শ্রীশ্যামানন্দদেবের সেই পাদকমলযুগল বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

পরমমঙ্গলময়, সকল মাধুর্য্যের শ্রেষ্ঠাংশের আধার ও পরমানন্দময় শ্রীরসিকেন্দ্র-পদযুগল অর্চ্চনা করি ॥ ৬ ॥

যাঁহার মুখমণ্ডল চন্দ্রসদৃশ, বচন সুধাতুল্য, কণ্ঠদেশে সরস্বতী বিরাজমানা, দেহকান্তি লক্ষ্মীসমা, মধুর হাস্য অতীব মনোহর, দন্তপংক্তি কুন্দকুসুম ও মুক্তাবলীর সহিত তুলনীয়, চক্ষুর্দ্বয় ভ্রমরোপম এবং বাহুযুগল মৃণালসমান, সেই চিন্তামণিতুল্য শ্রীমুরারিকে (কৃষ্ণ-পক্ষে শ্রীরসিকানন্দদেবকে) মানবমাত্রেই সেবা করুন ॥ ৭ ॥

---

* কোকিলালিঃ সুকর্ণ্যাঃ ইতি পাঠান্তরম্।

(৪) কৈল বড় দয়া স্থানে পাঠান্তর—অতীব সদয়া।

(৯) শ্যামানন্দ স্থানে পাঠান্তর—নন্দ চন্দ্র।

* শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর মাতার নাম দুরিকা।

† তিন ঠাকুরাণী অর্থাৎ শ্যামানন্দপ্রভুর তিন স্ত্রী।

(১১) যাদের কৃপায় স্থানে পাঠান্তর—যার অনুগ্রহে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বন্দো স্বয়ং ভগবান্।
প্রেমভক্তি সর্ব্বজীবে করিলেন দান ॥ ১৪ ॥
যুগে যুগে অবতরি' শচীর নন্দন।
দুষ্ট সংহারিয়া সাধু করেন পালন ॥ ১৫ ॥
কলি ঘোর দেখি' জীবে সকরুণ হঞা।
নবদ্বীপে জনমিলা সাঙ্গোপাঙ্গ লঞা ॥ ১৬ ॥
অকিঞ্চন-প্রিয়-প্রাণ শ্রীচৈতন্য রায়।
ব্রহ্মা, শিব, পুরন্দর যাঁহারে ধিয়ায় ॥ ১৭ ॥
মোরে কৃপাকর, জগন্নাথের নন্দন।
রসিক-মঙ্গল কিছু করিব বর্ণন ॥ ১৮ ॥
তবে ত' বন্দিনু নিত্যানন্দ বলরাম।
কোটি কোটি কাম জিনি' রূপ অনুপম ॥ ১৯ ॥
দীন হীন আচণ্ডাল সর্ব্ব জনে জনে।
কৃষ্ণভক্তি দিয়া উদ্ধারিল ত্রিভুবনে ॥ ২০ ॥
শচী জগন্নাথ বন্দো করিয়া প্রণতি।
হাড়াই পণ্ডিত বন্দো আর পদ্মাবতী ॥ ২১ ॥
লক্ষ্মী বিষ্ণু-প্রিয়া বন্দো দুই ঠাকুরাণী।
বসুধা জাহ্নবা বন্দো অগ্রজ-গৃহিণী ॥ ২২ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য বন্দো করিয়া ভকতি।
যাঁহার কৃপায় হয় চৈতন্য-ভকতি ॥ ২৩ ॥
আনন্দে বন্দিনু এবে সীতাঠাকুরাণী।
শ্রীচৈতন্য-অবতারে ভক্তি-স্বরূপিণী ॥ ২৪ ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ বন্দো অদ্বৈতনন্দন।
সীতাঠাকুরাণী বন্দো সর্ব্বগোষ্ঠীগণ ॥ ২৫ ॥
বীরভদ্র রায় বন্দো দীপ্ত কলেবর।
যাঁহার প্রকাশ খ্যাত অবনি-মণ্ডল ॥ ২৬ ॥
সগোষ্ঠী সহিত বন্দো সর্ব্বসহচরে।
রসিকের যশঃ যেন স্ফুরয় অন্তরে ॥ ২৭ ॥
রামাই সুন্দরানন্দ বন্দিনু হরিষে।
যাঁহার মহিমা অবনীতে পরকাশে ॥ ২৮ ॥
গৌরীদাস ঠাকুর বন্দো সুবল রায়।
নিত্যানন্দপ্রিয় বলি' সর্ব্বজনে গায় ॥ ২৯ ॥
প্রিয়-নর্ম্ম-সখা বলে সকল ভুবন।
যাঁর কুলে শ্যামানন্দ বৈষ্ণব উৎপন্ন ॥ ৩০ ॥
সে প্রভু করেন যদি কৃপা অঙ্গীকার।
রসিকমঙ্গল তবে করিব প্রচার ॥ ৩১ ॥
উদ্ধারণ দত্ত বন্দো করিয়া সাদর।
প্রেমেশ্বর বন্দো চৈতন্যের অনুচর ॥ ৩২ ॥
মুরারি ঠাকুর বন্দো করিয়া কাকুতি।
কমলাকর বন্দিনু করিয়া ভকতি ॥ ৩৩ ॥
পুরুষোত্তম মনোহর বন্দো দু'জন।
বন্দিনু কালিয়া কৃষ্ণদাসের চরণ ॥ ৩৪ ॥
অষ্ট গিরি বন্দিনু চৈতন্য-প্রিয়তম।
অষ্ট পুরী বন্দিনু সবার গুরুজন ॥ ৩৫ ॥
অষ্ট ভারতী বন্দিনু বড় মহাজন।
বিশ্বম্ভরে করাইল সন্ন্যাস-গ্রহণ ॥ ৩৬ ॥
অষ্ট বালক বন্দো চৈতন্য-অনুচর।
চৌষট্টি মোহান্ত বন্দো সর্ব্বসহচর ॥ ৩৭ ॥
গুরুকুল বন্দি মুই বড়ই হরিষে।
বলরাম বড় ঠাকুর বন্দো হরিদাসে ॥ ৩৮ ॥
গোবিন্দ গোস্বামী বন্দো ঠাকুর মহেশ।
দুর্ল্লভা ঠাকুরাণী বন্দো হইয়া বিশেষ ॥ ৩৯ ॥
কুল উদ্দীপন বন্দো হৃদয়া নন্দন।
সর্ব্বদাস সর্ব্বগোষ্ঠী বন্দিনু চরণ ॥ ৪০ ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ বন্দো সর্ব্বগুণধাম।
সকল বৈষ্ণব বন্দো করিয়া প্রণাম ॥ ৪১ ॥
সর্ব্বদ্বিজগণ বন্দো সর্ব্বন্যাসীবর।
সপ্ত সমুদর বন্দো মহী চলাচল ॥ ৪২ ॥
তার মধ্যে পুণ্যস্থান বন্দিনু হরিষে।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণভক্তি পরকাশে ॥ ৪৩ ॥
শ্রীবৃন্দাবন বন্দো মদনগোপাল।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ শ্রীবঙ্কবেহার ॥ ৪৪ ॥
রাধাবল্লভ বন্দো চিকনিয়া ঠাকুর।
কালিন্দী যমুনা বন্দো সর্ব্বব্রজপুর ॥ ৪৫ ॥

---

(১৫) সাধু করেন পালন স্থানে পাঠান্তর—সন্ত করেন পালন।

(১৯) কোটি কোটি কাম স্থানে পাঠান্তর—কোটি এ কন্দর্প।

(৩২) সাদর স্থানে পাঠান্তর—আদর।

(৩২) প্রেমেশ্বর স্থানে পাঠান্তর—পরমেশ্বর।

(৪০) হৃদয়ানন্দ স্থানে পাঠান্তর—শ্রীহৃদানন্দ।

গোকুল মথুরা বন্দো শ্রীকেশব রায়।
যাহার শ্রবণে সর্ব্বপাপ ক্ষয় পায় ॥ ৪৬ ॥
যাদব রায় বন্দো গোকুল-অধিকারী।
বন্দিনু গোপাল রায় গোবর্দ্ধন-ধারী ॥ ৪৭ ॥
দ্বারিকা বন্দিনু তবে রণছোড় রায়।
বৈকুণ্ঠ অধিক সেই কৃষ্ণের আলয় ॥ ৪৮ ॥
বদরিকাশ্রম বন্দো নর-নারায়ণ।
গণ্ডকী গোমতী বন্দো নৈমিষারণ ॥ ৪৯ ॥
প্রভাস পুষ্কর বন্দো তীর্থ গোদাবরী।
নর্ম্মদা সরস্বতী বন্দো সিন্ধু কাবেরী ॥ ৫০ ॥
অযোধ্যা কুরুক্ষেত্র বন্দিনু পুণ্যধাম।
বন্দো সেতুবন্ধ যথা যথা হরিস্থান ॥ ৫১ ॥
বন্দিনু হস্তিনাপুরী পাণ্ডব-সদন।
থাকেন শ্রীকৃষ্ণ যথা ভক্তের কারণ ॥ ৫২ ॥
কাঞ্চী অবন্তিকা বন্দো অতি পুণ্যস্থান।
যুগে যুগে সপ্তপুরী হরির নিধান ॥ ৫৩ ॥
শ্রীপুরুষোত্তম বন্দো নীলাচল-পতি।
গয়া গঙ্গা বারাণসী প্রয়াগ প্রভৃতি ॥ ৫৪ ॥
বন্দো ভাগীরথী নবদ্বীপ মহাস্থান।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মহাপ্রভুর নিধান ॥ ৫৫ ॥
গঙ্গাসাগর বন্দো ভুবন-বিদিত।
পুণ্য নবদ্বীপ বন্দো আর তমলিপ্ত * ॥ ৫৬ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বন্দিনু তিন স্থান।
তার মধ্যেতে বন্দিনু সর্ব্ব পুণ্যধাম ॥ ৫৭ ॥
সবে মোরে কৃপা কর করিয়ে প্রণাম।
রসিক-মঙ্গল যেন করিয়ে বাখান ॥ ৫৮ ॥
সংক্ষেপে কহিয়ে দুই চারি গুরুজন।
রসিক-কৃপায় বন্দি সবার চরণ ॥ ৫৯ ॥
গোপীরমণ বন্দো চৈতন্য-অধিকারী।
শ্রীরামঠাকুর বন্দো সর্ব্বগুণধারী ॥ ৬০ ॥

(৪৬) শ্রীকেশব রায় স্থলে পাঠান্তর—আর কেশব রায়।
(৫১) সেতুবন্ধ স্থানে পাঠান্তর—রামেশ্বর।
(৫৫) মহাস্থান স্থলে পাঠান্তর—পুণ্যস্থান।
* তমলিপ্ত —তমলুকের প্রাচীন নাম।
(৫৬) তমলিপ্ত স্থলে পাঠান্তর—তাম্রলিপ্ত।

কৃষ্ণানন্দ দ্বারিকা বন্দিনু দুইজন।
অচ্যুত ভবানী বন্দো কৃষ্ণপ্রিয়জন ॥ ৬১ ॥
প্রসাদঠাকুর বন্দো বলরামদাস।
শ্যামানন্দানুজ সঙ্গে যাঁদের নিবাস ॥ ৬২ ॥
ভাবুক মনোহর বৈরাগী কৃষ্ণজন।
অধ্যাপক কিশোরের বন্দি শ্রীচরণ ॥ ৬৩ ॥
বন্দো সংকীর্ত্তনগুরু শ্রীতুলসীদাস।
আজন্ম রসিক-সঙ্গে করিল নিবাস ॥ ৬৪ ॥
সংকীর্ত্তন-মহোৎসবে প্রথম বন্দন।
বস্ত্র আভরণ দিয়া রসিক পূজেন ॥ ৬৫ ॥
তুলসীতে জল দিতে না পেয়ে রসিকে।
তুলসীচরণে দিয়া খায় মনসুখে ॥ ৬৬ ॥
সর্ব্বগুরুজন বন্দো ধরিয়া চরণে।
রসিকের স্তুতি যেন গাই অনুক্ষণে ॥ ৬৭ ॥
বন্দো শ্যামানন্দ সর্ব্ববৈষ্ণব-চরণ।
দশ বিশ প্রধান সে সংক্ষেপ বর্ণন ॥ ৬৮ ॥
অনুক্রম দোষ কিছু না ল'বে আমার।
গ্রন্থ-অনুক্রমে সব করিব প্রচার ॥ ৬৯ ॥
বন্দো নিত্যানন্দ-জ্যেষ্ঠ যাদবেন্দ্রদাস।
শ্রীকিশোর বন্দো আর শ্রীবালক দাস ॥ ৭০ ॥
বৈষ্ণবদাস গোপীনাথ দাস মনোহর।
বন্দো দামোদরপ্রভু কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥ ৭১ ॥
প্রেমে গদগদ অশ্রু-পূর্ণিত নয়ন।
কৃষ্ণানন্দে নিশি দিশি কান্দে অনুক্ষণ ॥ ৭২ ॥
কৃষ্ণ বিনা কিছুই না জানে দামোদর।
অনন্য-শরণ শিষ্য কৈলা বহুতর ॥ ৭৩ ॥
রসিকের সঙ্গে তার অভেদ মিলন।
হেন দামোদর বন্দো পুরুষ-রতন ॥ ৭৪ ॥
ব্রাহ্মণ গোবিন্দদাসে বন্দিনু হরিষে।
বন্দিনু গোপাল বলভদ্র হরিদাসে ॥ ৭৫ ॥
গোবিন্দে বন্দিনু বৃন্দাবন মহাজন।
শ্যামসুন্দর উদ্ধব বন্দি শ্রীচরণ ॥ ৭৬ ॥

(৬১) দ্বারিকা স্থলে পাঠান্তর—দুরিকা।
(৬৪) নিবাস স্থলে পাঠান্তর—বিলাস।
(৭০) নিত্যানন্দ জ্যেষ্ঠ স্থলে পাঠান্তর—জ্যেষ্ঠ নেত্রানন্দ।

শ্যামদাস জগন্নাথ বন্দি দুইজন।
কবিরাজ বলভদ্র বন্দি শ্রীচরণ ॥ ৭৭ ॥
চিন্তামণিদাস বন্দো করিয়া ভকতি।
শ্রীরাধাবল্লভদাস বন্দি শুদ্ধমতি ॥ ৭৮ ॥
অনন্তদাস মথুরার রঘুনাথদাস।
দ্বিজ পদ্মনাভ বন্দো গঙ্গাধরদাস ॥ ৭৯ ॥
শ্রীরাধামোহন বন্দি দ্বিজ শিরীকর।
কৃপালু কানুদাস বন্দো করিয়া সাদর ॥ ৮০ ॥
সম্ভ্রমে বন্দিনু গোবিন্দদাস ভূধর।
বন্দো রাধাচরণ পুরুষোত্তম দ্বিজবর ॥ ৮১ ॥
অনন্ত রাধাবল্লভ বন্দো রাধাধর।
গোকুল কৃষ্ণ-স্মরণ দ্বিজ দামোদর ॥ ৮২ ॥
শ্রীশ্যামরঙ্গিণীদাস বন্দি সাধুবর।
শ্রীশ্যামতরঙ্গী বন্দি দ্বিজ সাধুবর ॥ ৮৩ ॥
অভয় রামগোবিন্দ বন্দিনু সবারে।
আনন্দ মথুরাশ্যাম শুদ্ধ-কলেবরে ॥ ৮৪ ॥
মধুবনদাস বন্দো কৃষ্ণসহচর।
একে একে শত শত শিষ্য বহুতর ॥ ৮৫ ॥
শ্রীআনন্দানন্দ বন্দো দ্বিজ মহাশয়।
দিবাকর-সন্ততি বন্দিনু সহৃদয় ॥ ৮৬ ॥
শ্রীগোপ মথুরাদাস বন্দো মহানন্দে।
গৌড়ীয়া মথুরাদাসে বন্দিনু আনন্দে ॥ ৮৭ ॥
জগন্নাথদাস রাধাবল্লভ ভূধর।
রামদাস শ্রীচৈতন্যদাস দ্বিজবর ॥ ৮৮ ॥
এহাঁর চরণ বন্দো হইয়া উল্লাস।
শ্রীকৃষ্ণদাস বন্দো আর গোপালদাস ॥ ৮৯ ॥
মুকুন্দ ভূপতি বন্দো শ্যামানন্দদাস।
যাঁহার কবিত্ব চারিদিকে পরকাশ ॥ ৯০ ॥
শ্রীকেশব শিরোমণি বন্দি মহাধীর।
সচূড় শ্রীজগন্নাথ বন্দি সচ্ছশীল ॥ ৯১ ॥
ভৃগু শ্রীপুরুষোত্তমে বন্দিনু হরিষে।
বন্দিনু ভূদেব আর শ্রীচৈতন্যদাসে ॥ ৯২ ॥
বন্দি বৈদ্য শ্রীগোপালদাস ভাগ্যবান্।
শ্যাম রসিক বন্দো গোবিন্দ দ্বিজগণ ॥ ৯৩ ॥

মদনমোহন দাস দ্বিজ গদাধর।
বলভদ্র দ্বিজ বন্দো বংশী দ্বিজবর ॥ ৯৪ ॥
বন্দো দ্বিজ পুরুষোত্তম বড় ভাগ্যবান্।
শ্যামানন্দ প্রভু যাঁর জাতি ধন প্রাণ ॥ ৯৫ ॥
দ্বিজ দামোদর বন্দো শ্যামানন্দদাস।
শ্যামানন্দ শ্রীচরণে যাঁর নিজ বাস ॥ ৯৬ ॥
সবংশেতে বিকাইল শ্যামানন্দ স্থানে।
গুরু কৃষ্ণ সাধু বিনা কিছুই না জানে ॥ ৯৭ ॥
বন্দো শ্রীমথুরাদাস বড় মহাজন।
সর্ব্ব-ধন-জন শ্যামানন্দে সমর্পণ ॥ ৯৮ ॥
শ্যামানন্দ-প্রিয়-শিষ্য প্রেমভক্তিমূর্ত্তি।
প্রভু শ্যামানন্দ যাঁর কুল শীল জাতি ॥ ৯৯ ॥
দ্বিজ হরিদাস বনমালী দ্বিজোত্তম।
রাধাকৃষ্ণ ধরাম্বর বৈশ্য নারায়ণ ॥ ১০০ ॥
গৌরাঙ্গ পুরুষোত্তম বন্দিনু মাধব।
দ্বিজগোপাল বন্দো মনোহর ভূদেব ॥ ১০১ ॥
গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য বন্দো বঙ্গেতে নিবাস।
বঙ্গেতে করিল শ্যামানন্দের প্রকাশ ॥ ১০২ ॥
শ্রীকিশোরদাস বন্দো আর কানুদাস।
শ্রীগোপ মথুরাদাস রসময়দাস ॥ ১০৩ ॥
বন্দো শ্রীগৌরাঙ্গদাস মনোহরদাস।
সর্ব্বশ্যামানন্দী বন্দো যার যথা বাস ॥ ১০৪ ॥
নীলাম্বরদাস বন্দি শ্রীঅনন্তরায়।
তবে ত' বন্দিনু সনাতন মহাশয় ॥ ১০৫ ॥
আনন্দেতে বন্দিনু ঠাকুর বিষ্ণুদাস।
রসিকের সঙ্গে যাঁর সতত বিলাস ॥ ১০৬ ॥
তবেত বন্দিনু শ্যামদাসী ঠাকুরাণী।
রসিক-গৃহিণী প্রেম-ভক্তি-স্বরূপিণী ॥ ১০৭ ॥
শ্যামানন্দ-শিষ্যা পতিব্রতা জগন্মাতা।
আজন্ম গোবিন্দ-সেবা জগত-বিদিতা ॥ ১০৮ ॥
তবে বন্দো শ্রীদেবকী রসিক-দুহিতা।
শ্যামানন্দ-শিষ্যা জ্যেষ্ঠা ভগিনী সে মাতা ॥ ১০৯ ॥
রাধানন্দ ঠাকুর বন্দো রসিকের সুত।
শ্যামানন্দ-প্রিয়শিষ্য সর্ব্বগুণযুত ॥ ১১০ ॥

---

(৯৪) মদনমোহন স্থলে পাঠান্তর—শ্রীমনমোহন।

(১০৮) বিদিতা স্থলে পাঠান্তর—বিখ্যাতা।

কৃষ্ণাবেশে প্রেমরসে মুগধ অন্তর।
নয়নের ধারাতে সর্ব্বাঙ্গ জর জর ॥ ১১১ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে পরিপূর্ণ অতি সুপণ্ডিত।
সঙ্গীতেতে বিশারদ জগত-বিদিত ॥ ১১২ ॥
বন্দিনু শ্রীকৃষ্ণভঞ্জদেব মহারাজা।
দৃঢ়ভাবে শ্যামানন্দ-পদে সেবা পূজা ॥ ১১৩ ॥
শ্যামানন্দ-প্রিয় শিষ্য কুলদীপ্তচন্দ্র।
যাঁর দেশে কৃষ্ণসেবা-মহোৎসবানন্দ ॥ ১১৪ ॥
পরম অনন্য রাজা জগত-বিদিত।
হরিনামপরায়ণ সদা আচরিত ॥ ১১৫ ॥
চতুঃষষ্টি ভক্তি-অঙ্গ যাঁর হৃদে বসে।
ব্রহ্মণ্য বলিয়া যারে সর্ব্বজন ঘোষে ॥ ১১৬ ॥
কিবা পরীক্ষিত অম্বরীষ সনকাদি।
কৃষ্ণভক্তিরূপে জনম লভিলা প্রসিদ্ধি ॥ ১১৭ ॥
পুণ্যবলে প্রবল-প্রতাপী নৃপবর।
বৈরী রাজা আসি' যার চরণে কিঙ্কর ॥ ১১৮ ॥
হেন কৃষ্ণভক্ত রাজা কর মোরে দয়া।
গাইব রসিক-যশ নিশ্চলে বসিয়া ॥ ১১৯ ॥
কৃষ্ণানন্দদাস বন্দো করিয়া ভকতি।
শ্যামানন্দ বিনে যাঁ'র আন নাহি গতি ॥ ১২০ ॥
বন্দো বৃন্দাবতী সতী রসিকনন্দিনী।
নম্রশীলা ধৈর্য্যা যাঁরে জগতে বাখানি ॥ ১২১ ॥
শুদ্ধমতি কৃষ্ণগতি বন্দিনু হরিষে।
রসিক-মধ্যমপুত্র জগতে প্রকাশে ॥ ১২২ ॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত না জানে দিন রাতি।
কৃষ্ণপ্রাণধন যাঁর হেন কৃষ্ণগতি ॥ ১২৩ ॥
রসিক-কনিষ্ঠপুত্র রাধাকৃষ্ণদাস।
শ্যামানন্দ-প্রিয় শুদ্ধ হৃদয়ে প্রকাশ ॥ ১২৪ ॥
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ রসিকনন্দন।
সর্ব্বজীবে দয়াযুত বন্দি সে চরণ ॥১২৫ ॥
পরসাদ গোপাল গোবিন্দ রামদাস।
মাধব কিশোর রাধামোহন সে দাস ॥ ১২৬ ॥
বন্দিনু চরণ আর পুরুষোত্তমদাস।
গোপ অঙ্কুর দোঁহে শ্রীশ্যামানন্দদাস ॥ ১২৭ ॥
দাড়িয়া কৃষ্ণদাস রাধাবল্লভদাস।
গণনা না হয় শ্যামানন্দী ভৃত্যদাস ॥ ১২৮ ॥
অচ্যুতনন্দন বন্দো দাস জগন্নাথ।
অনন্ত শ্রীধর বন্দো আর কাশীনাথ ॥ ১২৯ ॥
তবে ত' বন্দিনু নীলাম্বর শিরীকর।
কপিলেশ্বর গঙ্গাদাস সব সহচর ॥ ১৩০ ॥
শ্রীশ্যামগোপাল বন্দো বড় মহাজন।
চিন্তামণি বিহারী বন্দিনু দুই জন ॥ ১৩১ ॥
দীনশ্যাম রামকৃষ্ণ শ্যাম মনোহর।
গোপীনাথ বৈদ্যনাথ সর্ব্বসহচর ॥ ১৩২ ॥
সংখ্যা নহে শ্যামানন্দী কত ল'ব নাম।
একে একে সবাকারে করি পরণাম ॥ ১৩৩ ॥
সবে মোরে কৃপা কর দেহ অঙ্গীকার।
রসিকের যশ কিছু করিব প্রচার ॥ ১৩৪ ॥
চরণে লোটায়া বন্দো রসময় পিতা।
তবে ত' বন্দিনু মাতাজীউ পতিব্রতা ॥ ১৩৫ ॥
পতী পত্নী দোঁহে আর পুত্র পাঁচজন।
রসিক-চরণে সবে পশিলা শরণ ॥ ১৩৬ ॥
খুল্লতাত বন্দিনু বংশী মথুরাদাস।
আদ্য শ্যামানন্দীতে যাঁহার পরকাশ ॥ ১৩৭ ॥
সব গুরুজন বন্দো করিয়া ভকতি।
মাতৃকুল পিতৃকুল মধ্যে শুদ্ধমতি ॥ ১৩৮ ॥
গোপকুলে মো সবার হইলা উৎপতি।
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব কুল শীল জাতি ॥ ১৩৯ ॥
গোপীজনবল্লভ হরিচরণদাস।
মাধব রসিকানন্দ কিশোরের দাস ॥ ১৪০ ॥
শ্রীরসময়-নন্দন ভাই পঞ্চজন।
জাতি ধন প্রাণ যাঁর অচ্যুত-নন্দন ॥ ১৪১ ॥
বল্লভের সুত রাধাবল্লভ বিখ্যাতা।
রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি যার মাতাপিতা ॥ ১৪২ ॥
সগোষ্ঠী সহিত তারা রসিক-কিঙ্করে।
রসিক-সঙ্গেতে তারা সতত বিহরে ॥ ১৪৩ ॥
পূর্ব্বে যেন পাণ্ডবাদি দীনদুঃখী জনে।
নিরবধি কৃষ্ণ তারে করে নিরীক্ষণে ॥ ১৪৪ ॥
কৃষ্ণভক্ত রসিকচরণ পরতাপে।
কোন দুঃখ নাহি বাধে সগোষ্ঠী সমীপে ॥ ১৪৫ ॥

---

(১২৫) সদা আচরিত স্থলে পাঠান্তর—সদয় চরিত।

এ সব না জানে কিছু রসিকেন্দ্র বিনা।
পূজা ধ্যান তপ জপ অষ্টাঙ্গ-সাধনা ॥ ১৪৬ ॥
সর্ব্বাত্মভাবে তাদের রসিক সেবন।
ভৃত্য বলি' তা সবারে করেন রক্ষণ ॥ ১৪৭ ॥
কৃষ্ণ যেন দীনবন্ধু শরণ পঞ্জর।
তা হ'তে অধিক ভক্ত শরণ সোদর ॥ ১৪৮ ॥
হেনমতে সর্ব্বগোষ্ঠী রসিক-চরণে।
কিবা নিশি কিবা দিশি থাকে অনুক্ষণে ॥ ১৪৯ ॥
রসিকের খুল্লতাত তুলসী ঠাকুর।
প্রতি সম্বৎসরে আজ্ঞা করেন প্রচুর ॥ ১৫০ ॥
কৃষ্ণপ্রেম দেখি' সব উৎকল ধাম।
রসিকের যশ তুমি করহ বাখান ॥ ১৫১ ॥
আপনার গুণ শুনি' প্রভু সলজ্জিত।
সে সঙ্কোচ ভয়ে আমি না করি বিদিত ॥ ১৫২ ॥
হেনকালে বেঢ়াপালের রসিক শেখর।
কৌতুকে হাসিয়া সবে করিল উত্তর ॥ ১৫৩ ॥
শ্যামানন্দী কেহ হেন ভাগ্যবন্ত হয়।
শ্যামানন্দী কার্ষ্ণ সবা করয়ে নির্ণয় ॥ ১৫৪ ॥
এ সব গোষ্ঠীরে যেন গায় সর্ব্বজন।
ভাল হয় হেন, কেহ করয়ে বর্ণন ॥ ১৫৫ ॥
সেই ত' ভরসা পেয়ে আজ্ঞা কৈল শিরে।
রসিক-চরণ মাথে বন্দিয়া সত্বরে ॥ ১৫৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম করিয়া স্মরণ।
রসিকের যশ কিছু করিব বর্ণন ॥ ১৫৭ ॥
গোপীজনবল্লভ শ্রীশ্যামানন্দদাস।
সাহস করিল কিছু করিতে প্রকাশ ॥ ১৫৮ ॥
অপার অগাধ সিন্ধু ভক্তের মহিমা।
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্রাদি করিতে নারে সীমা ॥ ১৫৯ ॥
কৃষ্ণকে অধিকগুণ ভকত-মহত্ত্ব।
ভক্ত-পদধূলি আশে বেড়ায় সতত ॥ ১৬০ ॥
হেন কৃষ্ণ প্রিয়তম রসিক মুরারি।
কোটি মুখে তাঁর গুণ কহিতে না পারি ॥ ১৬১ ॥
মুঁই অতি দীনহীন দুঃখিত দুর্গতি।
যে কিছু কহেন সে রসিক প্রাণপতি ॥ ১৬২ ॥
অপার সমুদ্রলীলা কে কহিতে পারে।
শ্যামানন্দ-কৃপায় যে কিছু মোরে স্ফুরে ॥১৬৩॥
তদাদিষ্ট ভরসাতে করিব বিদিত।
রসিক দেবের কিছু পুণ্য যশঃ কীর্ত্ত ॥ ১৬৪ ॥
বুদ্ধিহীন বিদ্যাহীন মুই দুষ্টমতি।
কি জানিমু রসিকদেবের পুণ্যকীর্ত্তি ॥ ১৬৫ ॥
শ্যামানন্দী কার্ষ্ণ সব আজ্ঞা দিল মোরে।
রসিকদেবের যশ করিতে প্রচারে ॥ ১৬৬ ॥
অণুজন হৈয়া করি বড়ই সাহস।
অনুগ্রহ কর সবে পুরুক মানস ॥ ১৬৭ ॥
স্বভাব বর্ণনা কিছু করিব বর্ণন।
কুহকে নাচায় * যেন অচ্যুতনন্দন ॥ ১৬৮ ॥
অনুক্রমদোষ কিছু না করিবে মনে।
সম্প্রীতে শুনিবে সাধু সুপণ্ডিত জনে ॥ ১৬৯ ॥
রসিকমঙ্গল কিছু করিব বর্ণন।
ত্রিভুবনে শুনিবেক ভাগ্যবন্ত জন ॥ ১৭০ ॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভকত যথাস্থানে বৈসে।
শ্রীরসিকমঙ্গল শুনহ অহর্নিশে ॥ ১৭১ ॥
শুনিতে শ্রবণসুখ গাইতে রসাল।
শ্রবণ মাত্রেতে হেলে তরয়ে সংসার ॥ ১৭২ ॥
কলি ঘোর তিমির দুরন্ত অন্ধকার।
বিনাশিতে ভক্তরূপে হইলা প্রচার ॥ ১৭৩ ॥
কৃষ্ণগুণ শুনি যেন তরয়ে সংসার।
ভক্তগুণ শুনিমাত্র তরে তিন কাল ॥ ১৭৪ ॥
একবার যেবা ইহা শুনয়ে শ্রবণে।
কোটি কোটি মহাপাপ ধ্বংসে সেইক্ষণে ॥১৭৫॥
সর্ব্ববন্ধ বিমোচন হয় প্রেমভক্তি।
যে শুনয়ে রসিকমঙ্গল পুণ্যস্তুতি ॥ ১৭৬ ॥
নির্ধনের ধন হয় অপুত্রে নন্দন।
দুঃখ শোক হরে রসিকমঙ্গল-শ্রবণ ॥ ১৭৭ ॥
পরম অনন্যভক্তি হয় তৎক্ষণে।
আদর করিয়া যেবা করয়ে পঠনে ॥ ১৭৮ ॥
দুঃখিত সকল জীব কালের দংশনে।
রসিকমঙ্গল মন্ত্র পড় সর্ব্বজনে ॥ ১৭৯ ॥

---

(১৬৪) তদাদিষ্ট স্থলে পাঠান্তর—তদুচ্ছিষ্ট।
* নাচায়—নৃত্য করায়।
(১৬৯) সম্প্রীতে স্থলে পাঠান্তর—সুপ্রীতে।

পড়িলে শুনিলে নাই কালচক্রগ্রাস।
ততক্ষণে নাশ হয় ভববন্ধ-পাশ ॥ ১৮০ ॥
অনায়াসে দারা-সুত আদি যত বল।
ধন জন প্রেমভক্তি পরম মঙ্গল ॥ ১৮১ ॥
ভাষাবন্ধ বলি কেহ না করহ হেলা।
না ছাড়ে গরল বিষধর কোন বেলা ॥ ১৮২ ॥
মন দিয়া শুন সবে ছাড়ি' আন কথা।
শুনিয়া ধ্বংসন কর ভববন্ধ-ব্যথা ॥ ১৮৩ ॥
বিশেষে ত' শ্যামানন্দী বৈষ্ণবের জীবন।
রসিকেন্দ্রচূড়ামণি জাতি প্রাণ ধন ॥ ১৮৪ ॥
শ্রদ্ধা করি তাঁর গুণ শুনে যেই জন।
অবিলম্বে পান তাঁরা রসিকচরণ ॥ ১৮৫ ॥
পাতালেতে নাগলোক করয়ে শ্রবণ।
স্বর্গে দেবগণ শুনে মঞ্চে * সাধুগণ ॥ ১৮৬ ॥
কৃষ্ণের ভক্তের গুণ নিজমুখে গাও।
ভক্তবশ ভগবান্ চারি বেদ গায় ॥ ১৮৭ ॥
মহাধীর সবে দোষ কিছু না হইবে।
ছাড়িয়া সকল দোষ আনন্দে শুনিবে ॥ ১৮৮ ॥
স্ত্রী-পুরুষ আদি কিবা বালবৃদ্ধ জন।
যেবা যাহা বাঞ্ছা করি করয়ে শ্রবণ ॥ ১৮৯ ॥
শ্রবণ-মাত্রেকে বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়।
ধন ধান্য পুত্র পৌত্র যশঃ শ্রীআলয় ॥ ১৯০ ॥
সর্ব্ববন্ধ বিমোচন, হয় প্রেমভক্তি।
শ্রবণ-মাত্রেকে হয় রসিকের স্তুতি ॥ ১৯১ ॥
পূরব বিভাগ হয় পরমরসাল।
শুনিয়া সকল প্রাণী তর কলিকাল ॥ ১৯২ ॥
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ববন্ধুগণ।
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিধন ॥ ১৯৩ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভুষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ১৯৪ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল পূর্ব্ববিভাগে 'বৈষ্ণববন্দনা'-
নাম প্রথমলহরী সম্পূর্ণ ॥

দ্বিতীয় লহরী

রাগ—করুণাশ্রী

ঘোষা। গৌরাঙ্গচাঁদের গুণ
রহিল ঘোষিতে ॥

গীত। জয় জয় শ্যামানন্দ সর্ব্বগুণ-ধাম।
সর্ব্বগুণে বিশারদ অকিঞ্চন প্রাণ ॥ ১ ॥
কৃপা কর মহাপ্রভু করি হে কাকুতি।
হৃদয়ে প্রকাশে যেন তুয়া গুণকীর্ত্তি ॥ ২ ॥
যেমনে আইলা প্রভু অবনিমণ্ডলে।
তার বিবরণ কহি শুন কুতূহলে ॥ ৩ ॥
যার যাহা ইচ্ছা বল তাহে নাহি ডর
আমার পরাণ-পতি রসিকশেখর ॥ ৪ ॥
তাঁর গুণ গান বিনে রহিবারে নারি।
বল্লভে পাগল কৈল রসিকমুরারি ॥ ৫ ॥
রসিকদেবের যশঃ করিব প্রচার।
সজ্জন পণ্ডিত দোষ না ল'বে আমার ॥ ৬ ॥
হাতেতে ঢাকিলে চাঁদ না যায় ঢাকন।
আপনি প্রকাশ করে আপন লক্ষণ ॥ ৭ ॥
এই প্রেমভক্তি যেই শুনেছে কোন কালে।
না হইছে না হইবে অবনিমণ্ডলে ॥ ৮ ॥
রসিকের শ্যামানন্দ প্রাণপতি খ্যাতা।
শ্যামানন্দে ভক্তি করি' হৈল ভক্তিদাতা ॥ ৯ ॥
ভক্তের হৃদয়ে প্রভু করেন বিহার।
যুগে যুগে ভক্তি দিয়া তারয়ে সংসার ॥ ১০ ॥
উৎকলের লোক সব পাপে দৃঢ়মন।
কৃষ্ণপ্রিয়ারূপে শ্যামানন্দ হইলা জনম ॥ ১১ ॥
তাঁর প্রিয়তম ভক্ত রসিকেন্দ্রচন্দ্র।
জীব উদ্ধারিতে ল'য়ে এল শ্যামানন্দ ॥ ১২ ॥
যেমনে করিল দোঁহে উৎকল দমন।
সে-সব কথার কিছু কহি বিবরণ ॥ ১৩ ॥

---

* মঞ্চে মার্ত্ত ইহা মর্ত্তের অপভ্রংশ।

যেমনে জন্মিলা দোঁহে যথা যথা স্থানে।
যেমনে বৈরাগ্য কৈল তীর্থ-পর্য্যটনে ॥ ১৪ ॥
যেমনে মিলন দোঁহে হৈল এক সঙ্গে।
উৎকলে প্রেমভক্তি দিল নানা রঙ্গে ॥ ১৫ ॥
যেমনে চণ্ডাল আদি করিল উদ্ধার।
যেমনে উৎকলে দোঁহে হইলা প্রচার ॥ ১৬ ॥
এ-সব কৌতুক কিছু করিব বিদিত।
দোষ না লইবে মোর ধীর সুপণ্ডিত ॥ ১৭ ॥
এবে শুন শ্যামানন্দ-জনম-রহস্য।
শ্যামানন্দী বৈষ্ণবের পরম উপাস্য ॥ ১৮ ॥
জন্মিয়া বৈরাগ্য ল'য়ে তীর্থ-পর্য্যটন।
সংক্ষেপে কহিব তার কিছু বিবরণ ॥ ১৯ ॥
গোপকুলে শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল মহাশয়।
গৌড় ছাড়ি' উৎকলেতে করিল আলয় ॥ ২০ ॥
দণ্ডেশ্বর বলি' গ্রাম বড় পুণ্যস্থান।
সেই গ্রামে মহাশয় করিল নিধান ॥ ২১ ॥
দুরিকা বলিয়া তাঁর পত্নী পতিব্রতা।
শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল সেই জগন্মাতা ॥ ২২ ॥
পতি পত্নী দোঁহে তাঁরা ব্রহ্মণ্য বিদিত।
সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ অতি শুদ্ধচিত ॥ ২৩ ॥
তাঁহার উদরে জন্ম শ্যামানন্দ রায়।
কতদিন রহিলেন আপন আলয় ॥ ২৪ ॥
বিবাহাদি সর্ব্বভোগ নানা উপহার।
কিছুদিন এইরূপে করিল বিহার ॥ ২৫ ॥
সদাই বৈরাগ্য-চিত কৃষ্ণ-অনুরাগে।
নয়নের জলে তাঁর সর্ব্ব অঙ্গ ভিজে ॥ ২৬ ॥
কৃষ্ণ-রসাবেশে প্রভু আপনা না জানে।
দিবানিশি কৃষ্ণ বলি' কাঁদে অনুক্ষণে ॥ ২৭ ॥
গৃহাসক্তি-সুখ জানে বিষের সমানে।
কিছুই না ভায় তারে একা কৃষ্ণ বিনে ॥ ২৮ ॥
বাহির হইতে প্রভু করেন যতন।
ছাড়িয়া না দেয় কেহ, সর্ব্ববন্ধুজন ॥ ২৯ ॥
তবে প্রভু সবারে কহিল বিবরণ।
কৃষ্ণ-অনুরাগে আমি করিব ভ্রমণ ॥ ৩০ ॥
ব্রজপুরী দেখিব কৃষ্ণের নিজধাম।
তাহা সঙরিলে মোর না রহে পরাণ ॥ ৩১ ॥
কিছু না বলিবে মোরে শুন সর্ব্বজন।
অবশ্য করিব আমি তীর্থ-পর্য্যটন ॥ ৩২ ॥
পৃথ্বী পরিক্রমা আমি করিব নিশ্চয়।
তাহা শুনি' বন্ধুগণ পাইলা বড় ভয় ॥ ৩৩ ॥
নানাবিধ উপায় করয়ে বন্ধুগণ।
রাখিতে অনেকরূপে করিলা যতন ॥ ৩৪ ॥
বালিবান্ধে বান্ধা নহে সমুদ্র-তরঙ্গ।
সে বৈরাগ্য কার সাধ্য করিতে পারে ভঙ্গ ॥৩৫॥
প্রভুর অনুজ বলরাম মহাশয়।
শান্ত দান্ত তিঁহ অতি নির্ম্মল-হৃদয় ॥ ৩৬ ॥
তাঁহারে দিলেন সব গৃহ-ব্যবহার।
আপনি বৈরাগ্য লয়ে হইলা বাহার ॥ ৩৭ ॥
কতদিন গৃহেতে রহিলা বলরাম।
শ্যামানন্দ-অনুরাগে না ধরে পরাণ ॥ ৩৮ ॥
শ্যামানন্দ-অন্বেষণে তীর্থ-পর্য্যটনে।
কতদিনে বলরাম করিল গমনে ॥ ৩৯ ॥
প্রথমেতে মহাপ্রভু শ্যামানন্দ রায়।
আম্বুয়াতে * দেখে গিয়া শ্রীচৈতন্য রায় ॥ ৪০ ॥
পরম আনন্দ হৈল দেখি' নিত্যানন্দ।
তবে দরশন কৈল শ্রীহৃদয়ানন্দ ॥ ৪১ ॥
দণ্ডবৎকায় ক্ষিতি করেন স্তবন।
ভক্তসব জানায় বৈরাগী একজন ॥ ৪২ ॥
দেখিতে সুন্দর অতি দিব্য কলেবর।
স্তুতি করি' দণ্ডবৎ করিছে বিস্তর ॥ ৪৩ ॥
শুনিয়া হৃদয়ানন্দ মহা-আনন্দিত।
আজ্ঞা কৈল বৈরাগীরে আনহ ত্বরিত ॥ ৪৪ ॥
দেখিয়া হৃদয়ানন্দ মনেতে উল্লাস।
এই সে করিবে কৃষ্ণভক্তি পরকাশ ॥ ৪৫ ॥
পুঁছিলেন মহাশয়ে—"কা'র তুমি দাস?
কি নাম, কি কার্য্যে এথা করহ প্রকাশ"? ৪৬ ॥
কহিলেন,—"মোর নাম দুঃখী কৃষ্ণদাস।
জন্মে জন্মে মুই যে তোমার নিজদাস" ॥ ৪৭ ॥
শুনিয়া হৃদয়ানন্দপ্রভুর আনন্দ।
উপদেশ করি' নাম দিলা শ্যামানন্দ ॥ ৪৮ ॥

* বর্দ্ধমান জেলার কালনা নগরীর সংলগ্ন পল্লীর নাম অম্বিকা। তাহার তহসিলের অন্তর্গত স্থানগুলি অম্বুয়া মুলুক।

আজ্ঞা কৈল শ্যামানন্দে—"শুনহ সত্বর।
উৎকলে বৈষ্ণব কর' সর্ব্ব ঘরে ঘর॥ ৪৯॥
তোমার কৃপায় হ'বে তোমার সমান।
হেন জন উৎকলে হৈল সন্নিধান*॥ ৫০॥
তারে লয়ে সর্ব্বজীবে কর প্রেমদান।
চৈতন্যের আজ্ঞা 'হরে কৃষ্ণ' ষোল নাম॥ ৫১॥
চৈতন্যের প্রেমভক্তি করহ প্রচার।
উৎকলের সব জীবে করহ উদ্ধার"॥ ৫২॥
শুনিয়া লজ্জিত হৈলা শ্যামানন্দ রায়।
সর্ব্ব সত্য হয় প্রভু তোমার কৃপায়॥ ৫৩॥
মোরে কৃপা কর প্রভু সুবল-নন্দন।†
মনে মোর সাধ আছে তীর্থ-পর্য্যটন॥ ৫৪॥
কতদিন তথা রহি' হইলা বিদায়।
তীর্থ-পর্য্যটনে গেলা শ্যামানন্দ রায়॥ ৫৫॥
শুন সবে শ্যামানন্দের তীর্থ-পর্য্যটন।
যাহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ৫৬॥
বক্রেশ্বর (১), বৈদ্যনাথ প্রথমে চলিলা।
গয়া, কাশী শিবস্থান সত্বরেতে গেলা॥ ৫৭॥
মাঘে প্রয়াগে গঙ্গা দক্ষিণ-বাহিনী।
ত্বরিতে মথুরা গিয়া উতরে আপনি॥ ৫৮॥
যমুনা বিশ্রান্ত-স্থান দেখি' গোবর্দ্ধন।
মদনগোপাল গোবিন্দ দেখে বৃন্দাবন॥ ৫৯॥
কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমি' দেখে সব দেবালয়।
গোকুল দ্বাদশবন দেখিল সবায়॥ ৬০॥
মহা-বৈরাগ্যযুত সে কৃষ্ণ-অনুরাগী।
সঙ্গে ভৃত্যসব তারা নাহি পায় লাগি॥ ৬১॥
কতদিন তথা রহি' আপনা লীলায়।
যেই দিকে ইচ্ছা হয় সেই দিকে যায়॥ ৬২॥
হস্তিনা পাণ্ডবপুরী দেখি' হরষিতে।
দ্বারকা মিলিলা প্রভু বড়ই ত্বরিতে॥ ৬৩॥

* সন্নিধান—আবির্ভাব।

† অর্থাৎ গৌরীদাস পণ্ডিতের সন্তান। কারণ, গৌরগণোদ্দেশে গৌরীদাস পণ্ডিতকে সুবল-অবতার বলিয়াছেন।

১। বীরভূম জেলা সিউড়ীর নিকটবর্ত্তী দক্ষিণে ৬ মাইল, প্রসিদ্ধ শিবমন্দির, মাঘীপূর্ণিমায় মেলা হয়, বৈষ্ণবমতে শক্তি-পূজা হয়।

রণছোড়-রায় দেখি' বড়ই আনন্দ।
দ্বারকা রহিলা কতদিন শ্যামানন্দ॥ ৬৪॥
কঠিন বৈরাগ্য অতি নাহি দেহজ্ঞান।
যেই দিকে ইচ্ছা হয় সেই দিকে যান॥ ৬৫॥
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম না জানে।
যথা মন লয় তথা করয়ে গমনে॥ ৬৬॥
সঙ্গী সব চাহিয়া বুলয়ে দেশে দেশে।
এক দুই দিনে কেহ পায়েন উদ্দেশে॥ ৬৭॥
তবে সিন্ধুপুরে কপিলের স্থানে* গেলা।
মৎস্যতীর্থ শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী আইলা॥ ৬৮॥
কুরুক্ষেত্র পৃথুদক বিন্দুসরোবর।
প্রভাস দর্শনে প্রভু চলেন সত্বর॥ ৬৯॥
মনের আনন্দে ফিরে নাহি দিন রাতি।
যেই দিকে তীর্থ শুনে যায় সেই ভিতি॥ ৭০॥
অনুক্রমা পরিক্রমা না করে যতন।†
স্বেচ্ছাময় মনোসুখে করয়ে ভ্রমণ॥ ৭১॥
ত্রিতকূপায়ন-তীর্থ বিশালা আইলা।
ব্রহ্মতীর্থ, চন্দ্রতীর্থ, প্রতিস্রোতা গেলা॥ ৭২॥
প্রাচী সরস্বতী নৈমিষারণ্য দেখিয়া।
অযোধ্যা নগরে প্রভু উতরে আসিয়া॥ ৭৩॥
গুহক-চণ্ডাল-রাজ্য সরযূ কৌশিকী।
পৌলস্ত্য-আশ্রমে গেলা গোমতী গণ্ডকী॥ ৭৪॥
ষোড়শ-তীর্থেতে স্নান মহেন্দ্রপর্ব্বতে।
গঙ্গাজন্ম হরিদ্বারে আইলা ত্বরিতে॥ ৭৫॥
বদরিকাশ্রমে গেলা দেখি' নারায়ণ।
আনন্দে দেখেন প্রভু ব্যাসের আশ্রম॥ ৭৬॥
নিরবধি কৃষ্ণনাম করেন স্মরণ।
নয়নের জলধারে ভিজয়ে বসন॥ ৭৭॥
তথা হৈতে কতদিনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
পম্পা ভাগীরথী প্রভু আইলা ত্বরিতে॥ ৭৮॥
পরেতে আইলা প্রভু সপ্ত-গোদাবরী।
ধেনুতীর্থে শ্রীপর্ব্বতে দ্রাবিড়-নগরী॥ ৭৯॥
বেঙ্কটাদ্রিনাথে গেলা কামকোষ্ঠীপুরী।
কাঞ্চি হরিদ্বারায় দক্ষিণে মধুপুরী॥ ৮০॥

* গঙ্গাসাগর-সঙ্গম।

† গমনাগমনে কোন কষ্টবোধ করে না।

কৃতমালা তাম্রপর্ণী যমুনা উত্তরিলা।
মলয়পর্ব্বত অগস্ত্যের যজ্ঞশালা ॥ ৮১ ॥
চৈত্যের ভবনে গেলা কলিঙ্গা নগরে।
দক্ষিণ-সাগরে গেলা শ্রীঅনন্তপুরে ॥ ৮২ ॥
ভ্রমি' ভ্রমি' পঞ্চ অপসরা সরোবরে।
মনের আনন্দে প্রভু করেন বিহারে ॥ ৮৩ ॥
গোকর্ণাখ্য কুলানক ত্রিগর্ত্তক নাম।
তুর্ব্বেশন আর্য্যা নির্ব্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণীধাম ॥ ৮৪ ॥
রেবা মাহিষ্মতীপুরী মল্লতীর্থ গেলা।
সূর্পারক প্রতিচিরি সেতুবন্ধে আইলা ॥ ৮৫ ॥
যেই দিকে মন লয় সেই দিকে যা'ন।
যথা যথা শুনয়ে আছয়ে পুণ্যস্থান ॥ ৮৬ ॥
যেই দিকে যা'ন প্রভু কারে না সুধায়।
কিবা আগে কিবা পাছে এসব না লয় ॥ ৮৭ ॥
ধেনুতীর্থে গিয়া শুনে মায়াসীতা-চুরি। *
অবন্তি, জীয়ড়, নরসিংহ, গোদাবরী ॥ ৮৮ ॥
দেবপুরী ত্রিমল্ল কূর্ম্মনাথের পুরে।
এইমত তীর্থ দেখি' দেখি' সদা ফিরে ॥ ৮৯ ॥
পরম আনন্দে প্রভু গেলা নীলাচলে।
উত্তরিলা গিয়া পুরুষোত্তম নগরে ॥ ৯০ ॥
নিজ প্রাণপতি দেখি' কৃষ্ণ-বলরাম।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, অশ্রু বহে অবিরাম ॥ ৯১ ॥
জগবন্ধু দেখি' বড় আনন্দ উল্লাস।
চাঁদমুখ দেখিয়া পূরিল অভিলাষ ॥ ৯২ ॥
রাত্রদিন সর্ব্বস্থান আনন্দে দেখিয়া।
সর্ব্ব মোহান্তের সঙ্গে সম্ভাষা করিয়া ॥ ৯৩ ॥
কতদিন রহি' গঙ্গাসাগরেতে গেলা।
তথা হৈতে আসি' জন্মস্থান পরশিলা ॥ ৯৪ ॥
তবে প্রভু গেলা পুনর্ব্বার মথুরায়।
রহিলা অনেক দিন আপন লীলায় ॥ ৯৫ ॥
ভৃত্যের প্রকাশ প্রভু অপেক্ষা করিয়া।
ব্রজপুর নিরবধি দেখেন ভ্রমিয়া ॥ ৯৬ ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমিয়া দেখেন সর্ব্বস্থান।
প্রেমে গদগদ, অশ্রু পুলক অবিরাম ॥ ৯৭ ॥
কবে কৃষ্ণ প্রাণপতি পাইব বলিয়া।
বৃন্দাবনে রাসস্থলে বুলে গড়ি দিয়া ॥ ৯৮ ॥
বৈরাগ্যে আনন্দচিতে বিভোর অন্তরে।
সম্ভাষা করেন সব কৃষ্ণ-সহচরে ॥ ৯৯ ॥
জীব-গোসাঞী ঠাকুর হরিপ্রিয়া-দাস।
তা' সবার সনে কৈলা সতত বিলাস ॥ ১০০ ॥
কৃষ্ণাবেশে নিরবধি করেন ক্রন্দন।
ভক্তিশাস্ত্র পাঠ আর করেন শ্রবণ ॥ ১০১ ॥
প্রেমভক্তি অনুক্ষণ করেন বিলাস।
এইরূপে প্রভু ব্রজপুরে কৈলা বাস ॥ ১০২ ॥
রসিকমঙ্গল-গীত শুনিতে রসাল।
শুনিয়া সকল প্রাণী তর কলিকাল ॥ ১০৩ ॥
শ্যামানন্দ-তীর্থপর্য্যটন যেবা শুনে।
সর্ব্বপাপ বিমোচন হয় ততক্ষণে ॥ ১০৪ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ১০৫ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল পূর্ব্ববিভাগে তীর্থপর্য্যটন-নাম দ্বিতীয় লহরী সম্পূর্ণ।

---

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া আসিবার কালে উক্ত তীর্থে জনৈক রামোপাসক ব্রাহ্মণ রাবণের সীতা-হরণ-বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে নৃসিংহপুরাণোক্ত মায়াসীতা-হরণের কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিরাছিলেন, সেই জন্য শ্রীশ্যামানন্দের তীর্থপর্য্যটনকালে কবি উক্ত কথা উল্লেখ করিলেন।

তৃতীয় লহরী

রাগ কৌশিক

জয়রে জয় রামকৃষ্ণ।
ও মুরারে ও মুরারে ও মুরারে ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ সর্ব্বগুণধাম।
কৃপা কর গাই যেন তুয়া যশঃ নাম ॥ ১ ॥
শুন শুন রসিকমঙ্গল সর্ব্বজন।
রসিক-দেবের যশঃ করিব বর্ণন ॥ ২ ॥
অত্যন্ত অদ্ভুত লীলা কে জানিতে পারে।
সংক্ষেপে করিব কিছুমাত্র পরচারে ॥ ৩ ॥
চতুর্থ-বিভাগ পুঁথি করিব বিদিত।
মন দিয়া শুন সবে হ'য়ে আনন্দিত ॥ ৪ ॥
যে কারণে শ্রীচৈতন্য ভৃত্যে পাঠাঞা।
উৎকল উদ্ধারি' নিল প্রেমভক্তি দিয়া ॥ ৫ ॥
সে সব কথার কিছু কহি বিবরণ।
দোষ না লইবে মোর পণ্ডিত সুজন ॥ ৬ ॥
উৎকলে সর্ব্বজন পাপে দৃঢ়মতি।
নাহি লয় হরিনাম, না শুনে হরিকীর্ত্তি ॥ ৭ ॥
অতিশয় দুষ্টকর্ম্ম করে নিরন্তর।
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-নিন্দা করয়ে বিস্তর ॥ ৮ ॥
মদ্যপানে মত্ত হ'য়ে করয়ে হিংসন।
দণ্ডধারী সন্ন্যাসী আর বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ॥ ৯ ॥
ধনলোভে হিংসন করয় সাধুজন।
বনভূমি মধ্যে করে এই আচরণ ॥ ১০ ॥
কিবা রাজা কিবা প্রজা সবে দুষ্টমতি।
উৎকল-প্রদেশে বৈসে যত যত জাতি ॥ ১১ ॥
সবে জীবহত্যা করে হ'য়ে অচেতন।
বাদাবাদি বোদাপোড় কাটে সর্ব্বজন ॥ ১২ ॥
তার মধ্যে মহতাদি আছে যত জন।
নানা অবিদ্যাতে রত না যায় কথন ॥ ১৩ ॥
অল্পদ্রব্য-লোভে মাত্র প্রাণী হিংসা করে
শত শত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধু মারে ॥ ১৪ ॥
সাধুজন হিংসা করি' যত দ্রব্য আনে।
মদ-মাংস খায় আর দেই বেশ্যাগণে ॥ ১৫ ॥
নানা পূজা করে তারা করিয়া স্থাপন।
না শুনয়ে হরিকথা না শুনে কীর্ত্তন ॥ ১৬ ॥
সংকীর্ত্তন শুনিলে মারিতে সবে ধায়।
এগুলার শব্দে লক্ষ্মী দেশ ছাড়ি' যায় ॥ ১৭ ॥
বৈষ্ণব দেখিলে বলে এগুলা তস্কর।
গ্রাম হৈতে খেদাড়িয়া রাখে তেপান্তর ॥ ১৮ ॥
হেনমতে নানা পাপ কহিতে না পারি।
মহাপাপে গ্রস্ত হৈলা উৎকলপুরী ॥ ১৯ ॥
তার মধ্যে যেবা আছে কৃষ্ণের কিঙ্কর।
অনুক্ষণ জানায়েন চরণ-কমল ॥ ২০ ॥
এ-সব জীবেরে প্রভু দেও হে সুমতি।
সর্ব্বপাপ সংহারিয়া দেও কৃষ্ণভক্তি ॥ ২১ ॥
কৃষ্ণভক্তসব এইমত রাতি দিনে।
জীব লাগি' জানায়েন কৃষ্ণের চরণে ॥ ২২ ॥
ভৃত্য পাঠাইয়া প্রভু করহ উদ্ধার।
সহন না যায় জীবের এই দুঃখভার ॥ ২৩ ॥
এ দুঃখিত জীবে প্রভু করহ পালন।
প্রেমভক্তি দিয়া কর সবার রক্ষণ ॥ ২৪ ॥
ভকত-বৎসল প্রভু ভক্তের বচনে।
জন্মাইল প্রিয়ভক্ত অচ্যুত-নন্দনে ॥ ২৫ ॥
তা'র বিবরণ কহি শুন সর্ব্বজনে।
যেমনে রসিকের জন্ম উৎকল ভুবনে ॥ ২৬ ॥
উৎকলেতে আছয় সে মল্লভূমি নাম।
তা'র মধ্যে রোহিণী নগর অনুপম ॥ ২৭ ॥
কটক সমান গ্রাম সর্ব্বলোকে জানে।
সুবর্ণরেখার তটে অতি পুণ্যস্থানে ॥ ২৮ ॥
ডোলঙ্গ বলিয়া নদী গ্রামের সমীপে।
গঙ্গোদক হেন জল অতি রসকূপে ॥ ২৯ ॥
রোহিণী নিকটে বারাজীত মহাস্থান।
যা'তে সীতা-রাম-লক্ষ্মণ কৈলা বিশ্রাম ॥ ৩০ ॥

দুয়াদশ লিঙ্গ রামেশ্বর শম্ভুবর।
রঘুবংশ কুলচন্দ্র পূজিলা বিস্তর ॥ ৩১ ॥
উত্তর-বাহিনী ধারা সুবর্ণরেখায়।
বারি লৈতে কোটি লোক আইসে তথায় ॥৩২॥
হেন পুণ্যনদী পুণ্যস্থান চারিদিকে।
রোহিণী বেড়িয়া সবে রহে লাখে লাখে ॥ ৩৩ ॥

দেখিতে সুন্দর স্থান অতি মনোরম।
গহন কানন আম্র কাঁঠালের বন ॥ ৩৪ ॥
টাবা জামির নেবু শতকরা কমলা।
নারেঙ্গ ডালিম সব বৃক্ষে ঝারা ঝারা ॥ ৩৫ ॥
অনেক পাণ্ডববৃক্ষ দেখিতে সুন্দর।
দিব্য দিব্য কদলী-কানন মনোহর ॥ ৩৬ ॥

নানাজাতি পুষ্পসব চারিদিকে শোভে।
দেবগণ সবে মোহে ষড়রস-লোভে ॥ ৩৭ ॥
দিব্য দিব্য নাগবল্লী * দিব্য দিব্য ধান।
বহু শস্য হয় আর মনোহর স্থান ॥ ৩৮ ॥
হেন রসকূপ-স্থান দেখিতে সুন্দর।
পুকুর জাঙ্গাল মাঠ আছে বহুতর ॥ ৩৯ ॥

রাজধানী গড় তাহে দেখিতে সুন্দর।
গড় বেড়ি' বসতি সে রউনি † নগর ॥ ৪০ ॥
শত শত বসে তা'য় দেবতা ব্রাহ্মণ।
বেদ-বিদ্যা, স্মৃতিশাস্ত্রে সন্ধ্যা তরপণ ‡ ॥ ৪১ ॥
আনন্দে করেন সবে বিদ্যা অভ্যাসন।
বেদধ্বনি চারিদিকে হয় অনুক্ষণ ॥ ৪২ ॥

দণ্ডধারী সন্ন্যাসী থাকেন সর্ব্বক্ষণ।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সবে করেন সেবন ॥ ৪৩ ॥
নবশাখ জাতি বৈসে নগরিয়া লোক।
ব্যবসা করয়ে সবে নাহি দুঃখ শোক ॥ ৪৪ ॥

অতি শোভা উচ্চ পিণ্ডা দিব্য দিব্য ঘর।
দুয়ারে তুলসীমঞ্চ দেখিতে সুন্দর ॥ ৪৫ ॥

যার যে জীবিকা সবে করে বেচা কেনা।
লক্ষ সহস্র শত কে করে গণনা ॥ ৪৬ ॥

রাজপরিচ্ছদে থাকে নগরীয়াগণ।
নাহি মাত্র কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি হেন ধন ॥ ৪৭ ॥
আর যত অন্য জাতি বৈসে দূরে দূরে।
কেহ দুঃখী নহে, সবে আনন্দে বিহরে ॥ ৪৮ ॥
রউনি মহিমা কিছু বর্ণিতে না পারি।
নবদ্বীপ মথুরা কি রঘুবংশপুরী ॥ ৪৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণের নিবাস যেন বৈকুণ্ঠধাম।
ভক্ত বৈসে যেই স্থানে তাহার সমান ॥ ৫০ ॥
যুগে যুগে ভক্ত যথা করেন বিশ্রাম।
বৈকুণ্ঠ-সমান হয় সেই সব স্থান ॥ ৫১ ॥

এহাতে সংশয় কিছু না করিহ মনে।
বেদ-পুরাণেতে কহে এসব লক্ষণে ॥ ৫২ ॥
এই হেতু * রউনিরে করি পরণাম।
রসিকচন্দ্রের জন্ম ধন্য সেইস্থান ॥ ৫৩ ॥
সেই দেশাধিপতি অচ্যুত মহাশয়।
শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল অতি সুহৃদয় ॥ ৫৪ ॥
শিষ্ট করণ কুলে তাঁর জনম বিদিত।
আশে পাশে বন্ধুবর্গ বৈসে যত ভৃত্য ॥ ৫৫ ॥
রাজপরিচ্ছদ হেন সবার চলন।
বড় বড় আবাস প্রাচীর সর্ব্বজন ॥ ৫৬ ॥

তার মধ্যে অচ্যুতের ঘর বিলক্ষণ।
পরমসুন্দর সভা খ্যাত সর্ব্বজন ॥ ৫৭ ॥
ব্রাহ্মণের সেবা বিনা কিছু নাহি জানে।
ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁরে সবাই বাখানে ॥ ৫৮ ॥
পরহিতকারী বলি' জানে সর্ব্বজন।
অচ্যুত-মহিমা কিছু না যায় কথন ॥ ৫৯ ॥
হরিনামপরায়ণ সেই মহাশয়।
সর্ব্বভূতে দয়াদর † সবারে বিনয় ॥ ৬০ ॥
জন্মে জন্মে সে অনেক তপস্যা করিলা।
সে কারণে রসিকেন্দ্র পুত্র জনমিলা ॥ ৬১ ॥
সে সব কথার কিছু কহি বিবরণ।
শুন শুন মন দিয়া সর্ব্ব কার্য্যজন ॥ ৬২ ॥
হেন-রূপে আছেন সে অচ্যুত তথায়।
দুই চারি পত্নী তাঁর অনেক তনয় ॥ ৬৩ ॥

* নাগবল্লী—পান।
† রোহিণী।
‡ তর্পণ।

* এই হেতু স্থলে পাঠান্তর—হেনরূপে।
† দয়ার্দ্র।

কটকে থাকয় এক হলধর-নাম।
যবন-পীড়নে সে ছাড়িল নিজধাম ॥ ৬৪ ॥
শুদ্ধ শিষ্ট করণ সেই মহাশয়।
রঙনি রঙনি করি' আইল তথায় ॥ ৬৫ ॥
অচ্যুতের নাম শুনি' গেলা সেই দেশে।
রহিলা গিয়া গোপীমণ্ডলের আবাসে ॥ ৬৬ ॥
পতি পত্নী দোঁহে আর কন্যা একখানি।
রূপে গুণে ভাগ্যবতী অতি সুরূপিণী ॥ ৬৭ ॥
ভবানী বলিয়া নাম সেই জগন্মাতা।
তপস্যা-সাধনে হৈলা রসিকের মাতা ॥ ৬৮ ॥
একদিন অচ্যুত পরমভাগ্যবান্।
গোপীমণ্ডলের ঘরে করিল প্রয়াণ ॥ ৬৯ ॥
দেখিয়া অচ্যুত সেই কন্যা ভাগ্যবতী।
জিজ্ঞাসেন বিবরণ মণ্ডলের প্রতি ॥ ৭০ ॥
কোথা হৈতে আইলেন এই মহাজন।
এ কন্যা আমারে দেন করহ যতন ॥ ৭১ ॥
তবে গোপী প্রকাশিলা মাতা-পিতা-স্থানে।
পট্টনায়কেরে কন্যা করহ পরদানে ॥ ৭২ ॥
শুনি' মাতা-পিতা বড় আনন্দ হইলা।
সংক্ষেপে * সকল কথা মণ্ডলে কহিলা ॥ ৭৩ ॥
কন্যা দিয়া আমি তাঁর লইনু শরণ।
একমাত্র কথা আছে করি নিবেদন ॥ ৭৪ ॥
রাজ্যভ্রষ্ট দ্রব্যশূন্য যবন-পীড়নে।
কন্যামাত্র তাঁহারে করিব সমর্পণে ॥ ৭৫ ॥

ইথে যত লাজ কাজ তোমার সে ভার।
পাছে কিছু দোষ তুমি না ল'বে আমার ॥ ৭৬ ॥
কন্যার পিতার এত শুনিয়া বিনয়।
এ কার্য্যের ভার মোর তোমার নিশ্চয় ॥ ৭৭ ॥
অচ্যুতে কহিল গোপা সব বিবরণ।
শুনিয়া পাঠায় দূত করিয়া যতন ॥ ৭৮ ॥
রাজ্যে রাজ্যে আনাইলা সব দ্রব্যভার।
অচ্যুতের আজ্ঞা কেহ নারে লঙ্ঘিবার ॥ ৭৯ ॥
উত্তম লগন করি' করিলেন বিভা।
কহিলে না হয় কিছু বিবাহের শোভা ॥ ৮০ ॥
কিবা মহারাজা দেবগণের বিভায়।
হেনই আনন্দ হৈল রঙনি সভায় ॥ ৮১ ॥
বাজনা দুন্দুভি-নাদ অনেক প্রকার।
লক্ষ লক্ষ চন্দ্রোদয় দেউটি মশাল ॥ ৮২ ॥
বিভা দেখি' সব লোক আনন্দ-পাথারে।
কন্যা লয়ে মহাশয় আইলেন ঘরে ॥ ৮৩ ॥
সে সব আনন্দ সুখ কে কহিতে পারে।
সংক্ষেপেতে মুই কিছু করিনু প্রচারে ॥ ৮৪ ॥
এবে রসিকের জন্ম করিব বিদিত।
শুনিয়া ভকতজন আনন্দিত চিত ॥ ৮৫ ॥
রসিকমঙ্গল অতি উত্তম রহস্য।
শ্যামানন্দী কাঙ্গ-জনের পরম উপাস্য ॥ ৮৬ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল পূর্ব্ববিভাগে রোহিনী-মহিমাবর্ণন-নাম তৃতীয় লহরী সম্পূর্ণ ॥

* সংক্ষেপে স্থলে পাঠান্তরে—সন্দর্ভে।

চতুর্থ লহরী

রাগ—করুণাশ্রী

ঘোষা। হরি হে এবার করহ মোরে দয়া।
আশা করি ল'তে তুঁয়া পদছায়া
জয় জয় শ্যামানন্দ সর্ব্বগুণধাম।
জয় জয় রসিকশেখর-প্রিয়-প্রাণ ॥ ১ ॥

হেন রূপে সে দেশে অচ্যুত মহাশয়।
রাজপরিচ্ছদে থাকে কা'রে নাহি ভয় ॥ ২ ॥
নিজ প্রিয়া ভবানীর সঙ্গে নিরন্তর।
নানারঙ্গে থাকেন সে সদন-ভিতর ॥ ৩ ॥

এথা সব ভক্তবৃন্দ চরণকমলে।
নিরবধি জানায়েন উদ্ধার' উৎকলে॥ ৪॥
ভক্ত পাঠাইয়া প্রভু করহ উদ্ধার।
সহন না যায় জীবের এ দুঃখভার॥ ৫॥
ভক্তের বচনে প্রভু সদয় হইলা।
নিজভক্ত রসিকেরে পৃথ্বী পাঠাইলা॥ ৬॥

রসিকের সাঙ্গোপাঙ্গো সর্ব্বপ্রিয়গণ।
উৎকলের যথাস্থানে লভিলা জনম॥ ৭॥
সে সকল বিবরণ শুন আনন্দেতে।
যেমনে জন্মিলা তিঁহ জীব উদ্ধারিতে॥ ৮॥
হেনকালে সর্ব্বসুলক্ষণ শুভদিনে।
অচ্যুত ভবানী সঙ্গে হৈলা সন্নিধানে॥ ৯॥

সে নিশি রহিয়া দোঁহে একত্র বাসরে।
কৃষ্ণসুখে * নানারসে নিশি উজাগরে॥ ১০॥
হেনই সময়ে গর্ভে লভিলা বিশ্রাম।
উৎকলের ভাগ্যে প্রকাশিলা গুণধাম॥ ১১॥
পতি পত্নী দোঁহে আর সর্ব্বগোষ্ঠীজন।
এক দুই করি' মাস করেন গণন॥ ১২॥

দিনে দিনে অতি শোভা সেই পতিব্রতা।
রসিকে উদরে ধরি' হৈলা জগন্মাতা॥ ১৩॥
দেখি' গৃহজন সবে হইলা বিস্মিতে।
ভবানীর এ-রূপ আইলা কোথা হৈতে॥ ১৪॥
একে আরে কহা কহি করে পরিজন।
ভবানীর রূপ-শোভা না যায় কথন॥ ১৫॥

কিবা ব্রহ্মা কিবা শম্ভু কিবা নারায়ণ।
কিবা ব্যাস শুকদেব নারদাদিগণ॥ ১৬॥
কিবা পরীক্ষিত কিবা জনক-রাজন।
কোন মহাজন গর্ভে লভিলা জনম॥ ১৭॥
হেন নানা অনুমান করে গৃহজন।
অতি বিলক্ষণ গর্ভ না যায় কথন॥ ১৮॥

প্রতিবেশী লোকসবে করে কাণাকাণি।
ভুবন-মোহিনীরূপা হ'য়েছে ভবানী॥ ১৯॥
এক মুখে আর মুখে শুনে সর্ব্বজন।
প্রজাগণ বন্ধুগণ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ॥ ২০॥

গর্ভের মহিমা শুনি' সব পুরজনে।
দেখিতে আইলা সবে আনন্দিত মনে॥ ২১॥
গর্ভ দেখি' সবাকার লাগে চমৎকার।
কোন মহাপুরুষ এ হইলা প্রচার॥ ২২॥
কৃষ্ণভক্ত সব শুনি' আনন্দ-পাথারে।
এ পুরুষ করিবে উদ্ধার সবাকারে॥ ২৩॥

দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ সবে আশীর্ব্বাদ করে।
ভূমি চক্রবর্ত্তী রাজা হবে এ উদরে॥ ২৪॥
সবাকার আশীর্ব্বাদ শুনিয়া অচ্যুত।
গর্ভবতী-রূপ দেখি' লাগিলা অদ্ভুত॥ ২৫॥
আনন্দিত মন হৈলা অচ্যুত বিচারে।
বড় মহাপুরুষ এ গর্ভের ভিতরে॥ ২৬॥

হেনরূপে গণনা হইলা দশমাস।
মহাকার্ত্তিক মাস হইলা পরকাশ॥ ২৭॥
দীপযাত্রা অমাবস্যা হইল প্রবেশ।
দেখিবারে সব লোক আসে দেশ দেশ॥ ২৮॥
সে-দিন ঠাকুর-সেবা অচ্যুতের ঘরে।
আর যত অধিকারী রউনি নগরে॥ ২৯॥

অনেক আইলা তথা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি হয় ঘনে ঘন॥ ৩০॥
শত শত দীপ জ্বলে মসাল দেউটী।
চন্দ্রোদয় নানাবিধ আনন্দিত পটী॥ ৩১॥
অন্ধকার দূরে গেল মহাদীপ্তিমান।
দিবস অধিক হৈল সেই সব স্থান॥ ৩২॥

হেন কালে শ্রীরসিকদেবের জননী।
প্রসব-বেদনা সবারে জানা'ন আপনি॥ ৩৩॥
শুনিয়া অচ্যুত সব বিপ্রে আনাইলা।
উত্তম দৈবজ্ঞ দণ্ডতামী * প্রস্থাপিলা॥ ৩৪॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সবে করে বেদধ্বনি।
হরিধ্বনি সংকীর্ত্তন চারিদিকে শুনি॥ ৩৫॥

হেনকালে রসিকের পৃথ্বী আগমন।
শকাব্দ পনরশ' বার আছয়ে পরমাণ॥ ৩৬॥
কৃষ্ণ অমাবস্যা তুল আঠার দিবসে।
অমাবস্যা ক্ষয়, প্রতিপদ পরবেশে॥ ৩৭॥

---

* কৃষ্ণসুখে স্থলে পাঠান্তরে—ক্রীড়াসুখে।

* তাম্রী, তান্ত্রিক।

শুক্ল প্রতিপদ রবিবার শুভক্ষণে।
তৃতীয় প্রহর রাত্রি অতি ঘোরতমে ॥ ৩৮ ॥
রবি স্বাতি তুলে চন্দ্র বিশাখা তুলেতে।
আর মঙ্গল উত্তর-ফাল্গুনী কন্যাতে ॥ ৩৯ ॥
বুধ স্বাতি তুলা, বৃহস্পতি স্বাতি তুলা।
শুক্র হস্তা কন্যা সব শুভগ্রহ মেলা ॥ ৪০ ॥
শনি আর্দ্রা মিথুন অতি শুভক্ষণ।
রাহু পুষ্যা কাঁকড়া পরমবিলক্ষণ ॥ ৪১ ॥
কেতু উত্তর-আষাঢ়া সমস্ত উত্তম।
লগ্ন কন্যা শুভক্ষণে লভিলা জনম ॥ ৪২ ॥
সর্ব্বসুলক্ষণযুত সেই মহাশয়।
চক্রবর্ত্তী রাজা যেন সর্ব্বচিহ্ন হয় ॥ ৪৩ ॥
হেন মহাপুরুষ রসিক মহাশয়।
উৎকলের তিমিরান্ধ নাশিতে উদয় ॥ ৪৪ ॥
কৃষ্ণভক্তগণ সবে আনন্দ-পাথার।
ভক্ত-জন্ম জানি' পৃথ্বী আনন্দ অপার ॥ ৪৫ ॥
স্বর্গে দেবগণ করে পুষ্প-বরিষণ।
এই সে করিবে সর্ব্বধর্ম্মের পালন ॥ ৪৬ ॥
হেনরূপে আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বজন।
বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ন্যাসী আর সাধুগণ ॥ ৪৭ ॥
চারিদিকে বেদধ্বনি হয়েত' সঘন।
কোথাও ভারত, গীতা, কোথাও পুরাণ ॥ ৪৮ ॥
কোথা রামায়ণ, কোথা বেদ-অধ্যয়ন।
না জানয়ে মাত্র সংকীর্ত্তন কোন ধন ॥ ৪৯ ॥
উৎকলেতে সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম লওয়াইতে।
রসিকেন্দ্রচন্দ্র জন্ম হৈল পৃথিবীতে ॥ ৫০ ॥
হরিধ্বনি শঙ্খধ্বনি নানাবাদ্য বাজে।
দীপাবলি-যাত্রাতে আনন্দ সর্ব্বরাজ্যে ॥ ৫১ ॥
দেবলোক নরলোক হৈয়া এক সঙ্গে।
কৃষ্ণানন্দে অচ্যুতের গৃহে নানারঙ্গে ॥ ৫২ ॥
হেন সময়ে রসিক লভিলা জনম।
হুলহুলী জয়ধ্বনি করে সর্ব্বজন ॥ ৫৩ ॥
ভূমিগত হৈয়া করে স্বভাব-ক্রন্দন।
অঙ্গের কান্তিতে দীপ্ত হইলা ভবন ॥ ৫৪ ॥
প্রসবিয়া দেবী দেখে পুত্রের বদন।
আঁধারে করিছে আলো শ্রীচন্দ্রবদন ॥ ৫৫ ॥

চাঁচর চিকুর কেশ মস্তক সুন্দর।
সুদীর্ঘ কপোল নাসা অতি মনোহর ॥ ৫৬ ॥
ভুরুযুগ দেখি' যেন কামের কামান।
পদ্মপত্র জিনি' শোভা সে দুই নয়ন ॥ ৫৭ ॥
দুই কর্ণ সুশঙ্ক * শোভিত যথাস্থানে।
সে রূপ দেখিয়া মোহ পায় সর্ব্বজনে ॥ ৫৮ ॥
অতি সুকোমল দুই অধর দেখিতে।
বিম্বফল অরুণ জিনিয়া সুরঞ্জিতে ॥ ৫৯ ॥
গজস্কন্ধ সুশোভন, কণ্ঠ অতি শোভা।
গণ্ডস্থল বাহুমূল দেখি মনোলোভা ॥ ৬০ ॥
সুদীর্ঘ হস্তের শোভা মৃণাল সমান।
সুরঙ্গ পাণি-পল্লবে নখ-কুন্দদাম ॥ ৬১ ॥
বক্ষঃস্থল দেখি' মোহ পায় ত্রিভুবন।
সুন্দর উদর নাভী গম্ভীর শোভন ॥ ৬২ ॥
ত্রিবলী সুন্দর তাহে কোটী সিংহ-শোভা।
জানু-জঙ্ঘা দেখিতে রামকদলী লোভা ॥ ৬৩ ॥
পাদপদ্ম-চিহ্ন দেখি' লাগে চমৎকার।
নখচন্দ্র-ছটায় নাশয়ে অন্ধকার ॥ ৬৪ ॥
শ্যামল সুন্দর অঙ্গ পরমসুন্দর।
দেখিয়া মূর্চ্ছিতা দেবী হইলা সত্বর ॥ ৬৫ ॥
পুনরপি উঠিয়া দেখিলা চাঁদমুখ।
দরশনে ক্ষয় কৈলা জন্মবন্ধ দুঃখ ॥ ৬৬ ॥
দেখিয়া পুত্রের শোভা ভাবে মনে মনে।
কিবা রাজচক্রবর্ত্তী, কিবা দেবগণে ॥ ৬৭ ॥
এমন শিশুর রূপ কখন না দেখি।
রূপ দেখি' মোহ পায় কোটি কোটি আঁখি ॥৬৮॥
সন্দর্ভে সকল কথা অচ্যুতের স্থানে।
একে আরে কহা কহি করে পুরজনে ॥ ৬৯ ॥
শুনি' আনন্দ অচ্যুত না যায় ধারণ।
পুত্র দেখিবারে শীঘ্র করিলা গমন ॥ ৭০ ॥
নাড়ীচ্ছেদন করি' পুত্রে কোলেতে লঞা।
অচ্যুতেরে পুত্র, ধাই, দেখায় আনিয়া ॥ ৭১ ॥
পুত্র দেখি' অচ্যুত পরমভাগ্যবান্।
তিল-তণ্ডুল-বস্ত্র-কাঞ্চন-গরু-দান ॥ ৭২ ॥

* সুগঠিত।

ডাকিয়া আনিল সব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
যথাশক্তি অনুরূপে করিল প্রদান ॥ ৭৩ ॥
বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণে দ্রব্য সব দিয়া।
সন্তোষ করিলা পূজা বিনয় করিয়া ॥ ৭৪ ॥
সন্তুষ্ট হইয়া সবে আশীর্ব্বাদ করে।
চিরজীবী হঞা থাকু তোমার কুমারে ॥ ৭৫ ॥
কৃষ্ণপ্রিয় ভক্ত এই তোমার নন্দন।
উৎকল উদ্ধারিতে লভিলা জনম ॥ ৭৬ ॥
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি সবে করিবে প্রচার।
সুপণ্ডিত ভক্ত সবে কহে একে আর ॥ ৭৭ ॥
তবে ত' সন্তোষ করি' বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
পুত্র ল'য়ে কুলাচার করেন স্ত্রীগণ ॥ ৭৮ ॥
পুত্র দেখি' আনন্দে মজিল সর্ব্বজন।
এক কোল হৈতে আরে লয়েন সঘন ॥ ৭৯ ॥
পুরজনে বলেন ভবানী ভাগ্যবতী।
তপস্যার ফলে গর্ভে এ-পুত্র উৎপত্তি ॥ ৮০ ॥

শ্রীশ্রীরসিকানন্দদেবের জন্ম-পত্রিকা

শকাব্দাঃ ১৫১২।৬।১৭।৫২।০

দীপান্বিতা রাত্রি

রবিবার শুক্লপক্ষ প্রতিপত্তিথি বিশাখা নক্ষত্র আয়ুষ্মান্ যোগ ববকরণ কন্যালগ্ন ধর্ম্মপতি শুক্র-লগ্নস্থ ধর্ম্মকর্ম্মপতিদ্বয় বিনিময় যোগ বিত্তাপতি শনি কর্ম্মস্থ সপ্তশূন্যযোগ ধনস্থানে চতুর্গ্রহযোগ।

পক্ষচন্দ্রবাণধরণীপ্রমিতশকাব্দে সৌরকার্ত্তিকাষ্টাদশদিবসে দিবাকরবাসরেঽমাবস্যাগতে প্রতিপদি তৃতীয়প্রহররাত্রিসময়ে শ্রীরসিকানন্দদেবগোস্বামিনঃ আবির্ভাবঃ।

কুলবৃদ্ধ সবে বলে কুলের উদয়।
এ পুরুষ করিবেন হেন মনে লয় ॥ ৮১ ॥
এই সে করিবে আমা সবারে পালন।
ইহা হৈতে সুখে থাকিবেন সর্ব্বজন ॥ ৮২ ॥

সর্ব্ব-সুলক্ষণযুত অচ্যুত-নন্দন।
এ বালকে কৃষ্ণ সদা করুন রক্ষণ ॥ ৮৩ ॥
হেনমতে আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বজন।
আনন্দেতে হুলহুলী করে নারীগণ ॥ ৮৪ ॥
জয় জয়কার করে সবে হরষিতে।
কত কত দিন গেলা এই আনন্দেতে ॥ ৮৫ ॥
শুভক্রিয়া দিন আসি' প্রবেশ হইলা।
দ্রব্য আনিবারে দূত সত্বরে পাঠাইলা ॥ ৮৬ ॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সব আইলা বহুত।
সব বন্ধুগণ আর স্ত্রীরি যূথ যূথ ॥ ৮৭ ॥
দিব্যবস্ত্র-অলঙ্কারে ভূষিত যুবতী।
ব্রহ্ম ক্ষেত্রী বৈশ্য শূদ্র আর যত জাতি ॥ ৮৮ ॥
সবে দেখিতে আইলা অচ্যুত-নন্দন।
হরিধ্বনি হুলহুলী করে ঘনেঘন ॥ ৮৯ ॥
বিধিপূর্ব্বক আছয়ে যত ব্যবহার।
নারীগণ মিলিয়া করিল কুলাচার ॥ ৯০ ॥
ষষ্ঠী ছটী ঘর সবে করিয়া স্থাপন।
নানা উপহার দ্রব্যে করিলা পূজন ॥ ৯১ ॥
সবংশে বর মাগেন করিয়া বন্দন।
চিরজীবী হউ মোর অচ্যুত-নন্দন ॥ ৯২ ॥

তবেত ভবানী দেবী পুত্র ল'য়ে কোলে।
সর্ব্ব-শুভক্রিয়া সারি' বসিলা সত্বরে ॥ ৯৩ ॥
হরিদ্রা তণ্ডুল দূর্ব্বাক্ষত লৈয়া করে।
আশীর্ব্বাদ করি' নারীগণ দেয় শিরে ॥ ৯৪ ॥
কেহ বলে মহেশ পার্ব্বতি দেহ বর।
এ বালক জীউ অষ্টশত সম্বৎসর ॥ ৯৫ ॥
কেহ বলে ষষ্ঠীর কৃপায় জীউ সুত।
নানারূপে আশীর্ব্বাদ করে স্ত্রীরি যূথ ॥ ৯৬ ॥
কেহ বলে রক্ষা কর, কৃষ্ণ ভগবান্।
মার্কণ্ডেয়! আয়ুষ্য ইহারে কর দান ॥ ৯৭ ॥
কৃষ্ণনাম শুনিমাত্র মাতা কোল হৈতে।
অশ্রু-পুলকিত হঞা লাগিলা কান্দিতে ॥ ৯৮ ॥
যেই স্ত্রীরি করে কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ।
সজল-নয়নে তারে করে নিরীক্ষণ ॥ ৯৯ ॥
রোদন শুনিয়া মাতা দেন স্তন-পান।
কিছুই না ভায় তারে শুনে কৃষ্ণনাম ॥ ১০০ ॥
পূর্ব্বে যেন প্রহ্লাদ মাতা-গর্ভ হইতে।
কৃষ্ণনাম শুনিল নারদ-মুখচ্যুতে * ॥ ১০১ ॥
তেন রসিকেন্দ্র-মাতা গর্ভেতে আছিলা।
দয়াল-দাসী কৃষ্ণকথা মাতারে কহিলা ॥ ১০২ ॥
গর্ভে থাকি' রসিকেন্দ্র শ্রবণ করিলা।
কৃষ্ণানন্দে বিহ্বল সে অচ্যুতের বালা ॥ ১০৩ ॥
ভূমিগত হ'য়ে করে ভাগবত-ধ্যান।
গুরুকৃষ্ণ-সাধু রসিকের ধন-প্রাণ ॥ ১০৪ ॥
ইহাতে সংশয় কিছু না করিহ মনে।
কৃষ্ণ-পারিষদ জন্ম জীব-উদ্ধারণে ॥ ১০৫ ॥
হেনরূপে স্ত্রীরিগণ করে জয়কার।
বিদায় করিল সবে ঘর যাইবার ॥ ১০৬ ॥
সবারে ভবানী তবে করিয়া সাদর।
মস্তকে সিন্দূর দিল নয়নে কাজর ॥ ১০৭ ॥
দিব্য সুবাসিত মাল্য দিল সর্ব্বজনে।
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে করিয়া ভূষণে ॥ ১০৮ ॥
ঘৃত-পক্ক দ্রব্য সব করিয়া রচনে।
মিষ্টান্ন ভোজন করায়েন স্ত্রীরিগণে ॥ ১০৯ ॥
কর্পূর তাম্বূল তবে দিল সবাকারে।
বিদায় করিলা সবে গেলা যে যা ঘরে ॥ ১১০ ॥
পথে কহা কহি সবে রসিকের কথা।
এই বালক মানুষ নহে ত সর্ব্বথা ॥ ১১১ ॥
বালকের রূপ দেখি' সবে বিমোহিত।
মুখপদ্ম দেখিয়া চন্দ্রমা সলজ্জিত ॥ ১১২ ॥
সে রূপ-মাধুরী কিছু কহন না যায়।
কিবা কৃষ্ণ-পারিষদ জন্মিলা এথায় ॥ ১১৩ ॥
হেনমতে নানা অনুমানিয়া যুবতী।
ঘর গেলা মন থুয়ে রসিকের প্রতি ॥ ১১৪ ॥
শুভক্রিয়া শুনি' যত আইলা ব্রাহ্মণ।
নানা দান দিল আর মিষ্টান্ন-ভোজন ॥ ১১৫ ॥
কর্পূর তাম্বূল দিল অঙ্গেতে ভূষিয়া।
সন্তোষ করিল দ্বিজে দক্ষিণাদি দিয়া ॥ ১১৬ ॥
দ্বিজ-পদধূলি দিল রসিকের শিরে।
আনন্দেতে দ্বিজগণ আশীর্ব্বাদ করে ॥ ১১৭ ॥
দ্বিজগণে বিদায় করিয়া মহাশয়।
নগরে বৈষ্ণব যত সবারে আনয় ॥ ১১৮ ॥
হরিধ্বনি করি' সবে আইলা সঘনে।
মুরলী রবাব বেনু শিঙ্গা বেতবিষাণে ॥ ১১৯ ॥
সবারে প্রণাম করি' বসায় আসনে।
সন্তোষে মিষ্টান্ন সবে করায় ভোজনে ॥ ১২০ ॥
কৃষ্ণধ্বনি গাইতে লাগিলা কার্ষ্ণজন।
কোনরূপে না রহে কোলে অচ্যুতনন্দন ॥১২১ ॥
রোদন করয়ে শুনি' কৃষ্ণ-গুণগান।
ধাই কোলে করি' আনিলা সেই স্থান ॥ ১২২ ॥
কৃষ্ণনাম শুনি', দেখি' বৈষ্ণব-ভোজন।
আনন্দে পুলক-অঙ্গ শ্রীচন্দ্রবদন ॥ ১২৩ ॥
সর্ব্ব ভক্তগণ দেখি' আনন্দে পাথার।
এ বালক করিবেক উৎকল উদ্ধার ॥ ১২৪ ॥
হেনরূপে সবাকারে সন্তোষ করিয়া।
প্রবেশিলা গৃহে ধাই বালক লইয়া ॥ ১২৫ ॥
সর্ব্ব বন্ধুজন কৈল আনন্দে ভোজন।
বৈকুণ্ঠ ভুবন হৈল অচ্যুত-প্রাঙ্গন ॥ ১২৬ ॥
সেইদিন হৈতে সব লোক আসে যায়।
দেবলোক নরলোক মেলি' একঠাঁয় ॥ ১২৭ ॥

* মুখাশ্রিতে ইতি পাঠান্তর।

সেইদিন হৈতে তাঁর সম্পত্তি বহুত।
অষ্টসিদ্ধি নবনিধি সর্ব্বগুণযুত ॥ ১২৮ ॥

সতত রসিক-সঙ্গে এ সব বেড়ায়।
অচ্যুতের ঘরে সবে হইলা উদয় ॥ ১২৯ ॥

হেনরূপে দিনে দিনে হইলা প্রকাশ।
দেখিয়া সকল লোক আনন্দে উল্লাস ॥ ১৩০ ॥

পূর্ব্ব-বিভাগে জনম-বিষয়-রচন।
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ব সাধুজন ॥ ১৩১ ॥

শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিলা রসময়ের নন্দন ॥ ১৩২ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পূর্ব্ববিভাগে রসিক-জন্মলীলা-
বর্ণন-নাম চতুর্থ-লহরী সম্পূর্ণ।

পঞ্চম লহরী

রাগশ্রী—পাঞ্চালীছন্দ।

জয় জয় শ্যামানন্দ, জয় রসিকেন্দ্র-চন্দ্র,
জয় জয় অগাধ মহিমা।
হেন কৃপা কর মোরে, তুয়া গুণ যেন স্ফুরে,
রসিকের সুযশঃ রচনা ॥ ১ ॥

হেনমতে দিন দিন, হয় অতি পরবীণ,
হৈল নামকরণ-সময়।
দ্বিজ দৈবজ্ঞ আনি', রসিক-পিতা-জননী,
শুভক্ষণে নাম সে রাখয় ॥ ২ ॥

সব খড়িকার মেলি', শুভক্ষণে পাতে খড়ি,
(১) ভূমে ঘর করিয়া অঙ্কন।
বেদ-বিজ্ঞ দ্বিজগণ, ধ্বনি করে অনুক্ষণ,
কেহ করেন সাম গায়ন ॥ ৩ ॥

বীণা বেণু নানাবাদ্য, রবাব মুরলী-নাদ,
মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল।
ঢোল ঢাক আর যত, সবে বাজে উনমত্ত,
রঙ্গে নাচে সকল গোয়াল ॥ ৪ ॥

এইরূপে নানারঙ্গে, সবেই মহা-আনন্দে,
নৃত্যগীতে বঞ্চে দিন-রাতি।
হোম করে দ্বিজগণ, করিয়া বেদ-বিধান,
কারো যেন করিয়া যুকতি ॥ ৫ ॥

নারীগণ জয়কার, নানাবিধ কুলাচার,
করিল সকল আচরণ।
ভবানী করিয়া স্নান, দিব্যবস্ত্র পরিধান,
গুরুজনে করিয়া বন্দন ॥ ৬ ॥

বালকের স্নান সারি', সর্ব্ব-শুভক্রিয়া করি',
কোলে করি' বসিলা নন্দন।
গীতা-ভাগবত-পুঁথী, দ্বিজ ন্যাসী পড়ে তথি,
কথা হয় ভারত-পুরাণ ॥ ৭ ॥

পুত্রে মধ্যে করি' সবে, বসিলেন চতুর্দ্দিকে,
বেদ-মন্ত্র করি' উচ্চারণ।
সর্ব্ব-সুলক্ষণযুত, কোটী অতি অদ্ভুত,
চমৎকার লাগে সর্ব্বজন ॥ ৮ ॥

রাশি বিশাখা তুল, নাম শ্রীরসিক মূল,
জাত-পত্রে লেখিল সত্বর।
ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞগণ, গণিয়া হরষ মন,
বলে কোষ্ঠী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর ॥ ৯ ॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, আশীর্ব্বাদ ঘনে ঘন,
করে সবে অচ্যুতের প্রতি।
ওহে তোমার নন্দন, জগতের প্রাণধন,
আচণ্ডালে দিবে প্রেমভক্তি ॥ ১০ ॥

ইহার লক্ষণ যত, কহা নহে মুখে শত,
অগাধ অসীম মহিমা।

---

(১) শুভ ঘট করিয়া স্থাপন।

প্রেম-ভক্তি সঙ্কীর্ত্তনে, লয়াইবে সর্ব্বজনে,
কহনে না যায় তার সীমা ॥ ১১ ॥
হেনমতে দ্বিজগণ, প্রশংসিয়া সে-নন্দন,
গমন করিল নিজস্থান।
অচ্যুত জুড়িয়া কর, বলে শুন দ্বিজবর,
এক মুই করি নিবেদন ॥ ১২ ॥
শ্রীরসিক মূল নাম, জাত-কোষ্ঠী পরমাণ,
বিদিত হইবে সে ভুবনে।
মোর মনে অভিলাষ, পুরাও আমার আশ,
মুরারি বলয়ে সর্ব্বজন ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে অনুপম, দাস শ্রীমুরারি নাম,
ডাকে যেন সকল ভুবনে।
দ্বিজগণে শুনি' বাণী, এই নাম সত্য মানি',
গেলা সবে যে যার ভবনে ॥ ১৪ ॥
রসিক মুরারি নাম, হইলা সে পরমাণ,
বিধাতা-লিখিত শুভক্ষণ।
বালকে লইয়া কোলে, গৃহমধ্যে কুতূহলে,
সব সঙ্গে করে সম্ভাষণ ॥ ১৫ ॥
যাঁরে যথাবিধি ক্রমে, করি' পূজা পরণামে,
যথাশক্তি করিল বিদায়।
পুত্রের দেখিয়া মুখ, না জানয়ে কোন দুঃখ,
আনন্দে ভাসয় মহাশয় ॥ ১৬ ॥
হেনমতে কতদিনে, জানু বুক হেলনে,
খেলয়ে শয্যার উপর।
গৃহমধ্যে দিন দিন, জানু পাতিয়ে চলেন,
হামাগুড়ি দেন রসিক-শেখর ॥ ১৭ ॥
যথা যেই দ্রব্য পায়, ভাঙ্গি' ফেলে সেই ঠাঁয়,
করে দধি দুগ্ধ ঘৃত এক ঠাঁই।
ভাণ্ড ভাঙ্গি' মনসুখে, কিছু খায় কিছু মাখে,
সর্প অগ্নি না মানে কিছুই ॥ ১৮ ॥
কণ্টক-পাষাণ আদি, সব করে সমবুদ্ধি,
শত্রু-মিত্র করয়ে হেলনে।
নিশি দিশি বিহরণে, ভ্রময়ে গৃহ-অঙ্গনে,
ভালমন্দ কিছুই না জানে ॥ ১৯ ॥
ধূলা করদম রঙ্গে, মাখয় আপন অঙ্গে,
শোভে যেন অগুরু-চন্দনে।

কিবা সে মধুর হাসি, শ্রীমুখ জিনিয়া শশী,
সুদীর্ঘ সে দুই নয়নে ॥ ২০ ॥
কোটিতে কিঙ্কিণী সাজে, গলে মতিবর রাজে,
হস্তে শোভে সোনার কঙ্কন।
দুই বাহে তাড় দুই, সুবর্ণে নির্ম্মিত সেই,
ব্যাঘ্র-নখ হৃদয়ে ভূষণ ॥ ২১ ॥
রতন বলয় পায়, শোভা কিছু কহা নয়,
দেখি যেন গোপাল প্রতিমা।
মস্তকে সুন্দর মাল, তাহে দেখি সুকুমার,
কহন না যায় সে গরিমা ॥ ২২ ॥
হেনরূপে হামাগুড়ি, ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ি',
সদাই ফিরেন আঙ্গিনায়।
পিতা মাতা দেখি' মুখ, আনন্দে না ধরে বুক,
ধূলা ঝাড়ি' কোলে ল'য়ে যায় ॥ ২৩ ॥
সুবাসিত-জল দিয়া, শ্রীঅঙ্গ প্রক্ষালিয়া,
দুগ্ধ-পান করা'ন জননী।
আনন্দে দোলার পরে, পুত্র ল'য়ে বসে কোলে,
নিদ্রার কারণ অনুমানি' ॥ ২৪ ॥
কৃষ্ণের সুযশঃ-কীর্ত্তি, গায়েন সে ভাগ্যবতী,
বলে বাছা নিদ্রা যেন যায়।
শুনিয়া কৃষ্ণের নাম, রসিক না ধরে প্রাণ,
কান্দিয়া উঠিল উভরায় ॥ ২৫ ॥
স্বেদ কম্প গদ গদ, সর্ব্বাঙ্গে পুলকভাব,
নয়নে গলয়ে জলধার।
উসশী উসশী কান্দে, কৃষ্ণযশ প্রেমানন্দে,
নিদ্রা কোন্ দিকে গেল তার ॥ ২৬ ॥
পুত্রের কান্দনা শুনি', দুঃখিত হঞা জননী,
স্তন-পান দেয় ঘনে ঘন।
অধিক অধিক গায়, যেন পুত্র নিদ্রা যায়,
গীত শুনি দ্বিগুণ ক্রন্দন ॥ ২৭ ॥
যত পরকার করে, সে ক্রন্দন ভাঙ্গিবারে,
করুণা করিয়া কৃষ্ণনাম।
দুই চারি যুবতী, আনাইলা ভাগ্যবতী,
বলিলা সবায় কর গান ॥ ২৮ ॥
দুই চারি নারী মিলে, গায়েন সে কুতূহলে,
শুনিতে সুশঙ্ক মনোহর।

বড়ই প্রলাপ করি', কান্দয়ে রসিক-মুরারি,
সর্ব্বাঙ্গ ধারায় জর জর ॥ ২৯ ॥
উৎকণ্ঠা প্রেমভরে, কৃষ্ণ-প্রীতি উছলিলে,
সদাই সে-প্রেমরসে ভাসে।
কৃষ্ণনাম শুনিমাত্র, কৃষ্ণ-প্রেমময় গাত্র,
কৃষ্ণগুণ শুনিয়া উল্লাসে ॥ ৩০ ॥
মাতার সে-কোল হৈতে, লয়ে সবে যে যেমতে,
তবু কান্দে অচ্যুতনন্দন।
সবে বলে অনুমানি', এ-তত্ত্ব আমরা জানি,
দুষ্ট লোক দেখিল কখন ॥ ৩১ ॥
কেহ শিরে রক্ষা বান্ধে, নানামন্ত্র নানা ছাঁদে
ঝাড়িতে লাগিল সব ওঝা।
কান্দনা শুনি' জননী, আকুলে বিদরে প্রাণী,
দেবগণে মানে নানা-পূজা ॥ ৩২ ॥
যতজন গায় তা'রা, শ্রীকৃষ্ণ-সুযশোধারা,
কার বোলে কান্দনা না রহে।
প্রেমে ক্ষণে স্তম্ভ হ'য়া, কৃষ্ণের গুণ ভাবিয়া,
বিনয়-সঙ্কোচে সবা পানে চাহে ॥ ৩৩ ॥
তবে শ্রান্ত স্ত্রীরি গণে, স্থির কৈলা কতক্ষণে,
তবে প্রভু না করে রোদন।
আপনা বাল্য-স্বভাব, সম্বরি' সকল ভাব,
মাতা-কোলে করে স্তন পান ॥ ৩৪ ॥
আনন্দিত জননী, পুত্রে শান্ত অনুমানি',
দেন দ্বিজগণে মিষ্টান্ন-ভোজন।
আশীর্ব্বাদে দ্বিজযূথ, নির্ব্বিঘ্নে থাকুক সুত,
এ-বালক কৃষ্ণের শরণ ॥ ৩৫ ॥
রসিকমঙ্গল শুন, সর্ব্ববন্ধু কাষ্ণ-জন,
রসিকের বাল্য-বিবরণ।
শ্যামানন্দ-শ্রীচরণ, করিয়া মাথে ভূষণ,
গায় রসময়ের নন্দন ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পূর্ব্ব-বিভাগে নামকরণ-নাম
পঞ্চম-লহরী সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠ-লহরী

উদ্দীপ্তে কলিবারণে ক্ষিতিতলে বেদার্থমাজ্ঞাপকং
শ্রীমদ্বিষ্ণুপদারবিন্দযুগলধ্যানাবধানে রতম্।
শাস্ত্রাভ্যাসন-চিন্তনেন জগতামানন্দকন্দোদয়ং
রে মূঢ়াস্তমুপাসত ক্ষিতিতলে শ্রীমন্মুরারিং প্রভুম্ ॥

রাগ—সুহী

ঘোষা। গোপালের কি কহিব চাঁদমুখ-শোভা।
বরজ-রমণী সবাকার মনলোভা ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ সর্ব্বগুণধাম।
জয় জয় রসিকচন্দ্রের প্রিয়প্রাণ ॥ ১ ॥
জয় জয় সাঙ্গোপাঙ্গ সর্ব্ব সহচর।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলেন সত্বর ॥ ২ ॥
হেনমতে দিনে দিনে অচ্যুতনন্দন।
হামাগুড়ি দিয়া করে আঙ্গিনা ভ্রমণ ॥ ৩ ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণে গড়ি' যায়।
সব জন তুলি' ধরে করে হায় হায় ॥ ৪ ॥
সদাই বুলেন ক্রীড়া করি' আঙ্গিনায়।
ভূমিগত যত দ্রব্য নাড়িয়া বেড়ায় ॥ ৫ ॥
পাণ্ডোই * কঠাউ † বাপু কেহ আন বলে।
ঘটী বাটী সম্মার্জ্জনী কেহ কেহ বলে ॥ ৬ ॥
আনন্দে হাঁটিয়া প্রভু আনে কাহে কোলে।
কাহারো বচন নাহি করে অবহেলে ॥ ৭ ॥
সবার বচন প্রভু করেন পালন।
উঠি পড়ি করে কভু না করে লঙ্ঘন ॥ ৮ ॥
দেখিয়া সকল লোক আনন্দে পাথার।
এক কোল হৈতে আরে লয় বার বার ॥ ৯ ॥

---

* পাণ্ডোই—জুতা। † কঠাউ—খড়ম।

হেনমতে অন্ন-প্রাশন-সময় হৈলা।
অচ্যুতের প্রতি পুরজনে জানাইলা ॥ ১০ ॥
শুনিয়া পাঠায় দূত করিয়া সাদর।
রাজ্যে রাজ্যে নানাদ্রব্য আনহ সত্বর ॥ ১১ ॥
আনাইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত।
বেদ বিদ্যা পাঠন করায় চারিভিত ॥ ১২ ॥
নিমন্ত্রণ করি' আনাইলা বন্ধুগণ।
স্ত্রীরি যুথ যুথ আর ইষ্ট মিত্রগণ ॥ ১৩ ॥
সবারে সম্ভাষ করি' অচ্যুত কহয়।
আজ্ঞা দেহ অন্ন-প্রাশন করিবে তনয় ॥ ১৪ ॥
শুনিয়া পণ্ডিত সব বলে ভাল ভাল।
হোম মঙ্গলাদি ঘট স্থাপহ সকল ॥ ১৫ ॥
মণ্ডন করিলা ঘর বিচিত্র বসনে।
চামর লম্বিত ঝারা অতি সুশোভনে ॥ ১৬ ॥
তণ্ডুল করিয়া চূর্ণ নানা ভান্তি ভান্তি।
মণ্ডিল ভোজন-স্থল সকল যুবতী ॥ ১৭ ॥
তার মধ্যে স্থাপন করিল যথাক্রমে।
ধান্য গোময়াদি শঙ্খ রজত-কাঞ্চনে ॥ ১৮ ॥
লেখনী তালের পত্র কাগজ কলম।
শ্রীমদ্ভাগবত-পুঁথি করিলা স্থাপন ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বশুভ-ক্রিয়া সারি' রসিক-শেখরে।
সর্ব্ব-অঙ্গ ভূষিত করিল অলঙ্কারে ॥ ২০ ॥
চন্দন-কুঙ্কুম-মৃগমদেতে ধূসর।
শরৎ-চন্দ্রমা জিনি শ্রীমুখ মনোহর ॥ ২১ ॥
সুন্দর কপালে শোভে ক্ষীণ গোরোচনা।
সেরূপ দেখিলে মোহ পায় সর্ব্বজনা ॥ ২২ ॥
হেনরূপে বালকে করিয়া কোলে মাতা।
আনন্দে বসিলা গিয়া রসিকের পিতা ॥ ২৩ ॥ *
সর্ব্ব বন্ধু দ্বিজগণ বৈসে চারিদিকে।
বেদমন্ত্র হোম আরম্ভিল দ্বিজভাগে ॥ ২৪ ॥
বাজনা দুন্দুভি-নাদ হয় ঘনে ঘন।
জয় জয় হুলাহুলি করে স্ত্রীরিগণ ॥ ২৫ ॥
মণ্ডন করিয়া সেই গৃহ-মধ্যস্থান।
ক্ষীর পিঠা পক্কান্ন করিল সমাধান ॥ ২৬ ॥
পিঁড়ার † উপরে বসাইয়া রসিকেরে।
যুবতীসমূহ তারে বলে বারে বারে ॥ ২৭ ॥
শুন শুন ওহে বাপু রসিক-শেখর।
প্রথমে যে মনে লয় আনহ সত্বর ॥ ২৮ ॥
শুনিয়া সবার বাক্য করি' নিরীক্ষণ।
শ্রীমদ্ভাগবত দেখি' সজল নয়ন ॥ ২৯ ॥
দুই হাতে আকর্ষিয়া আনে পুঁথিখান।
সুদৃঢ়ে হৃদয়ে করে আলিঙ্গন দান ॥ ৩০ ॥
ভাগবত বুকে করি' কান্দিতে লাগিলা।
স্বেদকম্প অশ্রু রোম পুলক হইলা ॥ ৩১ ॥
কৃষ্ণাবেশে প্রেমরসে করেন ক্রন্দন।
অদ্ভুত দেখে সব নরনারীগণ ॥ ৩২ ॥
কেহ বলে এবালক নহেন মনুষ্য।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত জন্মিলা অবশ্য ॥ ৩৩ ॥
কেহ বলে সর্ব্বজীব করিবে উদ্ধার।
কেহ বলে ধর্ম্মের পালনে অবতার ॥ ৩৪ ॥
কেহ বলে অচ্যুত পরম ভাগ্যবান্।
যাঁর যেই চিত্তে লয় করয়ে বাখান ॥ ৩৫ ॥
হেনমতে অন্ন-প্রাশন করিয়া সাদরে।
দ্বিজগণে বিদায় করিলেন সত্বরে ॥ ৩৬ ॥
তবে সব বন্ধুগণ ল'য়ে সেই দিনে।
নানাবিধ ষড়্‌রস করান ভোজনে ॥ ৩৭ ॥
যুবতীগণেরে বড় সাদর করিয়া।
ভোজন করায় দেবী আপনি বসিয়া ॥ ৩৮ ॥
ভোজন করায়ে দিল কর্পূর তাম্বূল।
চন্দন কুঙ্কুম অঙ্গে মস্তকে সিন্দূর ॥ ৩৯ ॥
সর্ব্ব নারীগণ পুত্র কোলেতে করিয়া।
ভবানীরে প্রশংসি' গেল বিদায় হৈয়া ॥ ৪০ ॥
হেনমতে কত দিনে অচ্যুত-নন্দন।
নিরবধি সর্ব্বগ্রাম করেন ভ্রমণ ॥ ৪১ ॥
দশ-বিশ সমান বয়স শিশু-সঙ্গে।
নিরবধি নানাক্রীড়া করে নানারঙ্গে ॥ ৪২ ॥
কোনদিন শিশু সব করতালি দিয়া।
সঙ্কীর্ত্তন করে মাঝে বুলেন নাচিয়া ॥ ৪৩ ॥

---

* এই চরণদ্বয়ের অর্থ এই যে, মাতা পিতা উভয়েই গিয়া বসিলেন।

† কাষ্ঠাসনবিশেষ।

শিশুর কৌতুক দেখি' নগরীয়াগণ।
তা'র মধ্যে যত আছে কৃষ্ণভক্ত-জন ॥ ৪৪ ॥
শিশুর কীর্ত্তন দেখি' আনন্দে পাথার।
হেনই শিশুর বুদ্ধি না দেখিয়ে আর ॥ ৪৫ ॥
শিশু-সঙ্গে কৃষ্ণনাম গায়ে সবে মেলি'।
নাচ বাপু বলি' সবে দেয় করতালি ॥ ৪৬ ॥
কৃষ্ণনাম শুনিমাত্র হৈলা অচেতন।
গদগদ-কণ্ঠ অশ্রু শ্রীচন্দ্রবদন ॥ ৪৭ ॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক হইয়া পড়িলা ভূমিতে।
গড়ি' বুলে উচ্চরায় লাগিলা কান্দিতে ॥ ৪৮ ॥
শুনিয়া সকল লোক আইলা তথায়।
অধিক আনন্দ হৈয়া কৃষ্ণগুণ গায় ॥ ৪৯ ॥
কেহ কেহ হরিধ্বনি করে ঘন ঘন।
শুনিয়া আনন্দে নাচে অচ্যুত-নন্দন ॥ ৫০ ॥
যাঁর মুখে কৃষ্ণনাম করেন শ্রবণ।
তাঁর পদধূলি অঙ্গে করেন ভূষণ ॥ ৫১ ॥
শিশু-কীর্ত্তি দেখি' লোক পায় চমৎকার।
সবে বলে মনুষ্য নহেন এ কুমার ॥ ৫২ ॥
বালকের ভাব কিছু কহন না যায়।
কৃষ্ণনাম শুনি' অষ্ট-সাত্ত্বিক উদয় ॥ ৫৩ ॥
এত বলি' সবে তুলে বুকের উপর।
এক আরে ছাড়া ছাড়ি লয়ে বার বার ॥ ৫৪ ॥
অচ্যুতেরে কহে সব নরনারীগণ।
তোমার পুত্রের কথা অকথ্য-কথন ॥ ৫৫ ॥
বালকের কিবা জ্ঞান কৃষ্ণ বলে কা'রে।
কৃষ্ণ-শ্রুতিমাত্র অশ্রু-পুলক সঞ্চরে ॥ ৫৬ ॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া যে করে উচ্চারণ।
তাঁর চরণের রেণু করয়ে ভূষণ ॥ ৫৭ ॥
যে রোদন করিল শুনিয়া কৃষ্ণনাম।
সে-বালক নর নহে কহি বিদ্যমান ॥ ৫৮ ॥
সবার বচন শুনি' কহেন অচ্যুত।
তোমা সব পদধূলি ল'য়ে জীউ সুত ॥ ৫৯ ॥
সবারে বিনয় করে পুত্রের কারণে।
এ-বালকে আশীর্ব্বাদ কর সর্ব্বজনে ॥ ৬০ ॥
বালক কোলেতে করি' আইলেন ঘরে।
এইমত প্রতিদিন নগরে বিহরে ॥ ৬১ ॥

দশ-বিশ সমান বালক সঙ্গে লৈয়া।
কৃষ্ণভক্ত পাঁচ-সাত থাকেন বেড়িয়া ॥ ৬২ ॥
বাল্য হৈতে সর্ব্বধর্ম্ম করেন পালন।
অশ্বত্থ তুলসী ধাত্রী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ॥ ৬৩ ॥
দিনে দিনে অতিশয় বুদ্ধি উদ্দীপন।
ধর্ম্ম-সংস্থাপন বিনে কিছু জ্ঞাত ন'ন ॥ ৬৪ ॥
স্থির হৈয়া একতিল না রহেন ঘরে।
কৃষ্ণানন্দে ভ্রমি' বুলে নগরে-নগরে ॥ ৬৫ ॥
রাজ্য-অধিপতি-সুত জানে সর্ব্বজন।
তাহে সে মোহন-মূর্ত্তি মোহে সর্ব্ব-মন ॥ ৬৬ ॥
আদর করিয়া সবে আপনার ঘরে।
বাদাবাদি ল'য়ে যায় অচ্যুত-কুমারে ॥ ৬৭ ॥
কোটি রত্ন পায় যেন দেখি' চাঁদমুখ।
বুকে করি' ল'য়ে যায় চিতে মহাসুখ ॥ ৬৮ ॥
ঘরেতে ল'য়ে উত্তম স্থাপিয়া আসন।
তা'র মধ্যে বসাইয়া অচ্যুত-নন্দন ॥ ৬৯ ॥
লাড়ু সন্দেশ দুগ্ধের সর দিব্য-চিনি।
নানা উপহার—সুপক অমৃত পানি ॥ ৭০ ॥
রসিক-সমীপে আনি' দেয় সর্ব্বজন।
দেখিয়া সে-উপহার আনন্দিত মন ॥ ৭১ ॥
তুলসী সান্নিধ্যে সব দ্রব্য ল'য়ে যায় ॥
কৃষ্ণে সমর্পণ করে আপন লীলায় ॥ ৭২ ॥
তুলসী বেড়িয়া নাচে দেয় করতালি।
শিশু-সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন নানা কুতূহলী ॥ ৭৩ ॥
নিরবধি এই সুখে করে বিহরণ।
দেখিয়া অদ্ভুত লাগে নগরীয়াগণ ॥ ৭৪ ॥
ক্ষণেকে সে সব দ্রব্য আপনি লইয়া।
অগ্রভাগ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দেন গিয়া ॥ ৭৫ ॥
সবাই লয়েন কর পাতিয়া সাদরে।
প্রসাদ বিশ্বাস করি' প্রশংসে কুমারে ॥ ৭৬ ॥
এ-বালকের চরিত্র না যায় কথন।
বুঝি ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিবে নন্দন ॥ ৭৭ ॥
তবে সব শিশুগণে দেয় উপহার।
পশ্চাতে আপনি কিঞ্চিৎ লয়েন তাহার ॥ ৭৮ ॥
হেনরূপে নগরে ফিরেন রাতি-দিনে।
আনন্দে সকল লোকে না যায় ধরণে ॥ ৭৯ ॥

যেখানে কৃষ্ণের স্থান যথা সাধু বৈসে।
আনন্দে সকলে দেখি' ফিরে অহর্নিশে ॥ ৮০ ॥
কৃষ্ণের মন্দির কিবা ভক্তের আলয়।
অশ্বত্থ তুলসী ধাত্রী দ্বিজ তীর্থাশ্রয় ॥ ৮১ ॥
মলিন দেখেন যদি এই সব স্থান।
শিশুগণ ল'য়ে তথা করেন প্রয়াণ ॥ ৮২ ॥
মৃত্তিকা গোময় পানি আনিয়া সত্বর।
উত্তম করিয়া স্থান করেন সংস্কার ॥ ৮৩ ॥
আপনার হস্তে লেপে সেই সব স্থান।
ক্ষণেকে উজ্জ্বল হয় বৈকুণ্ঠ সমান ॥ ৮৪ ॥
এইমত বাটে ঘাটে নগরে নগরে।
পুণ্যস্থান সংস্কার করিয়া সদা ফিরে ॥ ৮৫ ॥
এইরূপ বাল্যকালে ধর্ম্মের পালন।
লওয়ায়েন সবজনে অচ্যুত নন্দন ॥ ৮৬ ॥
শিশুর এ-কীর্ত্তি দেখি' লজ্জায় পাথার।
সবে আর দিন হৈতে করে পরিষ্কার ॥ ৮৭ ॥
আপনার হস্তে সুকোমল তৃণ আনি'।
গোধনের সেবা করে দিয়া তৃণ পানি ॥ ৮৮ ॥
পথেতে দেখেন যদি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
পরম সাদরে করে চরণ-বন্দন ॥ ৮৯ ॥
দুই হাত যোড় করি' বিনয় করিয়া।
সবারে সম্ভাষ করে ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৯০ ॥
কিবা সে-মধুর হাসি লঘু লঘু বোল।
আনন্দে সকল লোক তুলে লহে কোল ॥ ৯১ ॥
সবে বলে ওহে বাছা নিছানি * তোমার।
কোথা হৈতে শিখিলে এ সব ব্যবহার ॥ ৯২ ॥
কেমনে শিখিলা এই ধর্ম্মের পালন।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী দ্বিজগণের বন্দন ॥ ৯৩ ॥
দেবস্থান পরিষ্কার তুলসী চউড়া †।
এ-সকল কর্ম্ম বাপু কোথাতে শিখিলা ॥ ৯৪ ॥
হেনরূপে নানারঙ্গে নগরিয়াগণ।
কথা পুছি' কোলে তুলে লয় ঘনে ঘন ॥ ৯৫ ॥
শত শত চুম্ব দেয় মুখের উপরে।
মনে লয়ে নাহি কার ভূমি থুইবারে ॥ ৯৬ ॥
কোলে করি' লঞা যায় অচ্যুতের ঘরে।
সর্ব্বজন ছাড়াছাড়ি লয় বারে বারে ॥ ৯৭ ॥
অচ্যুতের প্রতি সবে কহে হরষিতে।
নিশ্চয় মনুষ্য নয় তোমার এ-সুতে ॥ ৯৮ ॥
ইহার লক্ষণ দেখি' লাগে চমৎকার।
কৃষ্ণনাম শুনিমাত্র গলয়ে শতধার ॥ ৯৯ ॥
কৃষ্ণনাম শুনি' সেই সজল নয়ন।
অচ্যুতের কোলে গিয়া হৈল উপসন ॥ ১০০ ॥
কোলে করি' ধুলা ঝাড়ি' রসিক-শেখরে।
স্নান ভোজনাদি সব করায় সত্বরে ॥ ১০১ ॥
হেনরূপে ভিন্ন ভিন্ন লীলা দিনে দিনে।
প্রবীণ হইয়া করে অচ্যুতনন্দনে ॥ ১০২ ॥
রসিক-মঙ্গল অতি শুনিতে রসাল।
আনন্দে সুযশঃ শুনি' তর কলিকাল ॥ ১০৩ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ১০৪ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পূর্ব্ববিভাগে বাল্যলীলা-
বর্ণন-নাম ষষ্ঠ-লহরী সম্পূর্ণ।

* নিছানি—বালাই, আপদ আমরা লই।

† চউরা—মঞ্চ।

সপ্তম-লহরী

রাগ—নারায়ণী গৌড়া

ঘোষা। মোর কৃষ্ণ গুণনিধি।
অনাথ শরণ বড় দয়ার অবধি ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ রসিকের প্রাণপতি।
কৃপা কর গাই যেন তুয়া যশঃ-কীর্ত্তি ॥ ১ ॥
দিনে দিনে আনন্দিত রসিকশেখর।
ইচ্ছামত লীলা করি' বুলে ঘরে ঘর ॥ ২ ॥
হেনকালে কর্ণবেধ-সময় হইলা।
অচ্যুতের প্রতি পুরজনে জানাইলা ॥ ৩ ॥

শুভদিন শুভক্ষণ করিয়া গণন।
মধ্যেতে মঙ্গলঘট করিলা স্থাপন ॥ ৪ ॥
দ্বিজগণ হোম করে হঞা হরষিত।
ত্বরিতে আনাইলা সে উত্তম নাপিত ॥ ৫ ॥
স্নান করাইয়া পুত্রে সুবেশ করিয়া।
বসাইলা পীঠ-পরে লাড়ু হাতে দিয়া ॥ ৬ ॥
বাজনা দুন্দুভি-নাদ হয়ে ঘনে ঘন।
কৃষ্ণ-গুণ গায় মুহুরিয়া * দুইজন ॥ ৭ ॥
(আমার মরম-কথা শুনলো সজনি।
শ্যামনাগর পড়ে মনে দিবস-রজনী) ॥ ৮ ॥
এই পদ গায় সানাইতে দুইজন।
শুনিয়া অচেষ্ট † হৈল অচ্যুতনন্দন ॥ ৯ ॥
অষ্ট সাত্ত্বিক সে অঙ্গে হইলা উদয়।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে অশ্রুধারা বয় ॥ ১০ ॥
পিঁড়ার উপরে থাকি মূর্চ্ছিত হইয়া।
পড়িলা ভূমিতে প্রভু সানাই শুনিয়া ॥ ১১ ॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত মনের দশা ক্রমে।
না জানিয়া বলে কিবা দেখিল কখনে ॥ ১২ ॥
উশসি উশসি কান্দে ব্যাকুল হইয়া।
কৃষ্ণ প্রাণনাথে কবে পাইমু বলিয়া ॥ ১৩ ॥
দুই আঁখি নাহি মেলে না রহে ক্রন্দন।
দেখি ত্রাস পাইলেন সব পুরজন ॥ ১৪ ॥
ধাবাধাই ‡ আইলেন সবে সেইখানে।
নানামতে উপচার § করে জ্ঞাতিগণে ॥ ১৫ ॥
হোম নাহি করে দ্বিজগণ মহাত্রাসে।
বাদ্যকার বাজনা না করেন বিশেষে ॥ ১৬ ॥
সানাই হয়েন স্থির বালক দেখিয়া।
সবাই স্থগিত হৈয়া দেখেন আসিয়া ॥ ১৭ ॥
সানাইর ধ্বনি যেই না শুনিল আর।
প্রাকৃত স্বভাবে বৈসে অচ্যুত-কুমার ॥ ১৮ ॥
সবেই করিল হরিধ্বনি জয়কার।
আনন্দে নাপিত বৈসে কর্ণ বিন্ধিবার ॥ ১৯ ॥
সুন্দর সুসজ্ঞ কর্ণ বিন্ধিল যতনে।
কৃষ্ণ বলি লাড়ু মুখে খায় ঘনে ঘনে ॥ ২০ ॥
হোমযজ্ঞ মঙ্গল করিল যথাক্রমে।
বেদধ্বনি উচ্চারণ করে দ্বিজগণে ॥ ২১ ॥
হেনকালে দয়ালদাসী ঠাকুরাণী।
চৈতন্যের ভক্তদাস সবেই বাখানি ॥ ২২ ॥
এ দেশেতে থাকেন করিয়া দেবালয়।
অচ্যুত করেন সেবা সকল সময় ॥ ২৩ ॥
হেনকালে রসিকের প্রকাশ শুনিয়া।
দেখিতে আইলা মাতা আনন্দিত হঞা ॥ ২৪ ॥
অচ্যুতেরে আশীর্ব্বাদ করিয়া সত্বরে।
দেখিলেন পুত্রে গিয়া মন্দির-ভিতরে ॥ ২৫ ॥
রসিকের রূপ দেখি হইলা অচেতন।
মুখে পানি দিয়া তোলে সর্ব্ব স্ত্রীরিগণ ॥ ২৬ ॥
সবে বলে একে বৃদ্ধ তাহে রৌদ্রে আইলা।
তেকারণে মূর্চ্ছা হঞা ভূমিতে পড়িলা ॥ ২৭ ॥
একে আরে উপহাস করে জনে জন।
উঠিয়া সে মাতা কহে মূর্চ্ছার কারণ ॥ ২৮ ॥
তোমরা না জান এই শিশুর মহিমা।
দেখিলাম আমি যেন গোপাল-প্রতিমা ॥ ২৯ ॥
মনোহর রূপ দেখি হারাইনু জ্ঞান।
শিশু নহে এ নন্দন জগতের প্রাণ ॥ ৩০ ॥
এই সে করিবে সর্ব্ব জীবের উদ্ধার।
উৎকলেতে প্রেমভক্তি করিবে প্রচার ॥ ৩১ ॥
এই সে করিবে সর্ব্ব ধর্ম্মের পালন।
অশ্বত্থ তুলসী সেবা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ॥ ৩২ ॥
এই সে করিবে দয়া দীন হীন জনে।
শরণাগত-পালক ইঁহার লক্ষণে ॥ ৩৩ ॥
ইঁহার মহিমা কিছু কহন না যায়।
কৃষ্ণ-নিজ-পারিষদ এই মহাশয় ॥ ৩৪ ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ-যুত অচ্যুত নন্দন।
কেহ না করিবে ইঁহা বচন লঙ্ঘন ॥ ৩৫ ॥
শ্যামল সুন্দর তনু দেখি মনোহর।
নিশ্চয় জানিনু ইঁহ কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥ ৩৬ ॥
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত হবে এই মহাশয়।
সর্ব্বধর্ম্মে নিষ্ঠা বড় হ'বে এ তনয় ॥ ৩৭ ॥

* মুহুরিয়া—সানাইদার।
† অচেষ্ট—চেষ্টারহিত অর্থাৎ মূর্চ্ছাগত। পাঠান্তর—আবিষ্ট।
‡ ধাবাধাই—দৌড়াদৌড়ি।
§ উপচার—সেবা-শুশ্রূষা।

চতুঃষষ্ঠী ভক্তি-অঙ্গ করিবে প্রচার।
সর্ব্বজীব উদ্ধারিতে হৈলা অবতার ॥ ৩৮ ॥
ইঁহার অনন্ত গুণ কহিতে না জানি।
বহুপুণ্যে এই পুত্র পাইলা ভবানী ॥ ৩৯ ॥
কুলবৃদ্ধ মাতা সেই জগত-জননী।
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জ্ঞাত সে আপনি ॥ ৪০ ॥
সন্দর্ভে কহিল সব অচ্যুতের স্থানে।
কুল উদ্দীপন চন্দ্র এইত নন্দনে ॥ ৪১ ॥
শুনিয়া সে সব বাক্য বিনয় করিয়া।
অচ্যুত কহেন তাঁরে প্রণত হইয়া ॥ ৪২ ॥

আশীর্ব্বাদ কর মাতা জীঞে যেন সুত।
জন্মে জন্মে এ বালক তোমা সবা ভৃত্য ॥ ৪৩ ॥
শুনিয়া আনন্দে মাতা আশীর্ব্বাদ করে।
কৃষ্ণ রাখ কৃষ্ণ রাখ এই ত কুমারে ॥ ৪৪ ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের নাম আনন্দিত হৈলা।
সে মাতার গলা ধরি কান্দিতে লাগিলা ॥ ৪৫ ॥
আনন্দে দয়ালদাসী সুতে কোলে করি।
কর্ণে নাম শুনাইলা অনুগ্রহ করি ॥ ৪৬ ॥

হরে কৃষ্ণ নাম দিলা অচ্যুতের স্থানে।
প্রত্যক্ষে কহিল সব তা'র বিবরণে ॥ ৪৭ ॥
যে মন্ত্র কহিনু আমি বালকের কর্ণে।
ইহার তত্ত্বার্থ কহিবেক কোন জনে ॥ ৪৮ ॥
নিজ প্রাণ-পতি এর সেই মহাশয়।
জীব উদ্ধারিবে দোঁহে কহিনু নিশ্চয় ॥ ৪৯ ॥
দোঁহে মেলি করিবেক উৎকল-উদ্ধার।
চৈতন্য-আজ্ঞায় প্রেমভক্তি-পরচার ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণপ্রেম-ধন বিলাইবে ঘরে ঘর।
চণ্ডালাদি সর্ব্বজীবে করিবে উদ্ধার ॥ ৫১ ॥
শিশু বলি ইঁহারে না করিবে হেলন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত এই মহাজন ॥ ৫২ ॥
সন্দর্ভে সকল কহি মাগিল মেলানী *।
অনেক সম্ভার দিল অচ্যুত-ভবানী ॥ ৫৩ ॥
চরণের ধূলি সবে লইলেন শিরে।
বিদাই করিল অনুব্রজে কতদূরে ॥ ৫৪ ॥

হেনরূপে কোলে করি রসিক-শেখরে।
ঘরে আইলেন দোঁহে হরিষ অন্তরে ॥ ৫৫ ॥
দিনে দিনে অতিশয় অদ্ভুত কথন।
কৃষ্ণপ্রেম-লীলা করে অচ্যুত-নন্দন ॥ ৫৬ ॥
মানুষিক বাল্যলীলা যে কিছু আছয়।
সে সব না ছুঁয়ে, করে কৃষ্ণলীলাময় ॥ ৫৭ ॥
কোনদিন আসন করিয়া বৈসে ধ্যানে।
হরেকৃষ্ণ-মহামন্ত্র করেন স্মরণে ॥ ৫৮ ॥
দুই তিন প্রহর করেন কৃষ্ণ-ধ্যান।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, বহে অশ্রু অবিরাম ॥ ৫৯ ॥

জননী দেখিয়া বলে শুন মোর বাছা।
দুগ্ধ লাড়ু সর চিনি কর কিছু ইচ্ছা ॥ ৬০ ॥
কাহার বচন প্রভু না শুনে শ্রবণে।
যাবত না হয় পূর্ণ সংখ্যা লক্ষনামে ॥ ৬১ ॥
সেই দিন হৈতে স্মরে একলক্ষ নাম।
গলায় তুলসীমালা অতি অনুপম ॥ ৬২ ॥
দেখি সব লোক বলে অচ্যুতের স্থানে।
নিশ্চয় কৃষ্ণের কৃপা হৈলা এ নন্দনে ॥ ৬৩ ॥

হেন ছাবালের হেন বুদ্ধি প্রকাশিলা।
নিরবধি কৃষ্ণ-নাম জপিতে লাগিলা ॥ ৬৪ ॥
ভোজন শয়ন নিদ্রা না করে আদর।
কৃষ্ণপ্রেমে জর জর দীপ্ত কলেবর ॥ ৬৫ ॥
হেনরূপে সর্ব্বজন প্রশংসে নন্দনে।
যত আছে কৃষ্ণলীলা করে দিনে দিনে ॥ ৬৬ ॥
সমান বয়সী শিশুগণ লয়ে সঙ্গে।
সেই খেলা করে যাতে কৃষ্ণের প্রসঙ্গে ॥ ৬৭ ॥

আপনার হাতে শিশু করেন কাছনি *।
লীলা অনুসারে বেশ করয়ে আপনি ॥ ৬৮ ॥
কেহ কেহ পৃথিবী সুরভিরূপা হঞা।
কেহ ব্রহ্মা হয় তাঁরে নিবেদয় গিয়া ॥ ৬৯ ॥
ক্ষীরোদ-সাগরে কেহ হয় নারায়ণ।
কেহ দেবগণ ব্রহ্মা সঙ্গে নিবেদন ॥ ৭০ ॥
কেহ বসুদেব কেহ দেবকী হইয়া।
কেহ কংস কেহ কারাগারে রাখে লঞা ॥ ৭১ ॥

* মেলানী—বিদায়।

* কাছনি—বেশভূষা।

কেহ নন্দ যশোদা কেহ গোপী গোপাল।
কেহ ধেনুগণ হয় কেহ ছাওয়াল ॥ ৭২ ॥
কেহ হয় নন্দসূনু কেহ ত পূতনা।
স্তন পান করে তা'র করিয়া যাতনা ॥ ৭৩ ॥
কেহ হয় শকটাদি কেহ তৃণাবর্ত্ত।
দিনে দিনে এইরূপ করে নানামত ॥ ৭৪ ॥
শিশুর কাছয় * যেন তেনই আকার।
দেখিয়া শিশুর বেশ বহে জলধার ॥ ৭৫ ॥
দিন দিনে এই লীলা করে সবে খেলা।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে অচ্যুতের বালা ॥ ৭৬ ॥
ভাগবত বিনে কিছু নাহি জানে আন।
ভূমিগত হঞা করে ভাগবত ধ্যান ॥ ৭৭ ॥
বাল্যকালে আর কিছু খেলা নাহি জানে।
কৃষ্ণ-বলরাম খেলা করে অনুক্ষণে ॥ ৭৮ ॥
সকল বালক করে সে সব আকৃতি।
এই খেলা খেলেন রসিক দিন-রাতি ॥ ৭৯ ॥
দেখিয়া সকল লোক পায় চমৎকার।
মনুষ্য নহেন এই অচ্যুত-কুমার ॥ ৮০ ॥
বালকের জ্ঞান নাহি করে কৃষ্ণলীলা।
ভাগবত-অনুক্রমে করে সব খেলা ॥ ৮১ ॥
কোন দিন নামকরণ করিয়া স্থাপন।
কেহ গর্গ কেহ নন্দ কেহ গোপগণ ॥ ৮২ ॥
কোন দিন মৃত্তিকা ভক্ষয়ে কোন বালা।
মুখ মেলি দেখে কেহ গর্ভে সব খেলা ॥ ৮৩ ॥
কোন দিন উদূখলে করিয়া বন্ধন।
মধ্যে টান দিয়া ভাঙ্গে যমলারজুন ॥ ৮৪ ॥
কোন দিন কোন শিশু কাছিয়া সুসার †।
বৎসাসুর দৈত্যে কেহ করয়ে সংহার ॥ ৮৫ ॥
কোন দিন বকাসুর কোন শিশু করি।
কৌতুকে সংহারে, দেখে রসিকমুরারি ॥ ৮৬ ॥
কোনদিন অঘাসুর করিয়া কাছনি।
লীলায় মারেন কেহ দেখয়ে আপনি ॥ ৮৭ ॥
কোন দিন বৎস কেহ বালক হঞা।
হরিয়া লইয়া যায় কেহ ব্রহ্মা হঞা ॥ ৮৮ ॥

কেহ কৃষ্ণ হয় সৃজে বাছুরি ছাবাল।
ব্রহ্মা হঞা স্তুতি করে বহু পরকার ॥ ৮৯ ॥
কোন দিন ধেনুকাসুরের রূপ হঞা।
তা'রে বধ করি শিশু বুলেন নাচিয়া ॥ ৯০ ॥
কোন দিন কালীয়দমন করে রঙ্গে।
কেহ নাগপত্নী স্তুতি করে শিশু সঙ্গে ॥ ৯১ ॥
কোন দিন দাবাগনি করে বিনাশন।
প্রলম্ব-অসুর বধ করে কোন জন ॥ ৯২ ॥
কোন দিন আবার দাবাগনি নাশয়।
কোন দিন সবে মিলি স্বভাব বর্ণয় ॥ ৯৩ ॥
শরৎ বর্ণনা শিশু করে কোন দিন।
বেণুগীতা-মহিমা কহয় কোন দিন ॥ ৯৪ ॥
কোন দিন কাত্যায়নী করিয়া স্থাপন।
সব শিশু মেলি করে বস্তর হরণ ॥ ৯৫ ॥
কোন দিন কেহ যজ্ঞপত্নী বেশ হয়।
সবে মেলি অন্ন মাগি গ্রহণ করয় ॥ ৯৬ ॥
কোন দিন ইন্দ্রপূজা করিয়ে ভঞ্জন।
কোন দিন খেলায় তুলয়ে গোবর্দ্ধন ॥ ৯৭ ॥
কোন দিন ইন্দ্র সুরভিরে সঙ্গে লঞা।
বহু বাক্যে স্তুতি করে 'গোবিন্দ' বলিয়া ॥ ৯৮ ॥
যে-দিন করিছে শিশু গোবর্দ্ধন-ধারী।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা রসিক-মুরারি ॥ ৯৯ ॥
জর জর কলেবর ভূমে গড়ি' যায়।
প্রতিদিন লীলা দেখি' কান্দে উভরায় ॥ ১০০ ॥
বালকের বুদ্ধি দেখি পণ্ডিতে বাখানে।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত এই মহাজনে ॥ ১০১ ॥
ভাগবত-তত্ত্ব কিছু না জানি আমরা।
শিশু হঞা খেলা করে তেনই আকারা ॥ ১০২ ॥
হেনরূপে শিশুরে প্রশংসে প্রতিদিনে।
এইমত শিশু কাছে খেলে অনুক্ষণে ॥ ১০৩ ॥
অহর্নিশি ভাগবত বিনা নাহি জানে।
বাল্য-খেলা অবলম্বি' বঞ্চে রাত্র-দিনে ॥ ১০৪ ॥
কোন দিন কেহ নন্দ করে একাদশী।
কেহ হ'য়ে বরুণ হরিয়া লয়ে আসি ॥ ১০৫ ॥
কেহ কৃষ্ণ হঞা তা'রে আনে উদ্ধারিয়া।
কোন দিন রাসস্থলে মণ্ডলী করিয়া ॥ ১০৬ ॥

* কাছয়—বেশ করয়। কাছিয়া—বেশ করিয়া।
† সুসার—সুন্দর।

কেহ গোপী কেহ কৃষ্ণ শিশুরে কাছিয়া।
তেনই আকার করি' সবা সঙ্গে লঞা ॥ ১০৭ ॥
কেহ কল্পতরু-মূলে বংশীধ্বনি গান।
ধ্বনি শুনি' সব গোপী করয়ে প্রয়াণ ॥ ১০৮ ॥
কৃষ্ণে ভেটি করে রাস কৌতুকে বিহার।
কেহ অন্তর্দ্ধান হঞা খুজে বারবার ॥ ১০৯ ॥
কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধানে গেলা দেখিয়া মুরারি।
সে অষ্টসাত্ত্বিক-ভাব কহিতে না পারি ॥ ১১০ ॥
পুনরপি শিশু গোপী কৃষ্ণেরে পাইয়া।
বৃন্দাবনে রাস করে আনন্দিত হঞা ॥ ১১১ ॥
কোন দিন কেহ মোক্ষ করে সুদর্শন *।
কোন দিন গোপী-গীতা করয় গায়ন ॥ ১১২ ॥
কোন দিন কেহ হয় অরিষ্ট-অসুর।
কেহ তা'রে বধ করে হরষ প্রচুর ॥ ১১৩ ॥
কোন দিন কেহ হয় কেশীর আকার।
আর কোন শিশু তা'রে করয় সংহার ॥ ১১৪ ॥
কোন দিন অক্রূর হয় কোন কুমার।
কংসের আদেশে যায় কৃষ্ণ আনিবার ॥ ১১৫ ॥
কেহ কেহ অক্রূর হঞা করেন স্তুতি।
মথুরা প্রবেশ হয় কৃষ্ণের সংহতি ॥ ১১৬ ॥
কোন দিন শিশু রঙ্গে রজক হইয়া।
তা'রে বধ করি' বস্ত্র দেয় লোটাইয়া ॥ ১১৭ ॥
সুদাম বলিয়া কেহ হয় মালাকার।
সব শিশু সাজি', দেন গলে ফুলহার ॥ ১১৮ ॥
কুবজা কেহত হয় গন্ধ পেড়ী লঞা।
কোন শিশু ভাল করে গন্ধ তার লঞা ॥ ১১৯ ॥
কোন শিশু ধনু ধরি' করয়ে ভঞ্জন।
কুবলয় হাতী মারে শিশু কোন জন ॥ ১২০ ॥
চানুর মুষ্টিক মারে কোন কোন দিনে।
কোন দিনে কংস বধ করে শিশুগণে ॥ ১২১ ॥
এইমত রাতি দিন খেলে নিরন্তর।
শ্রীভাগবত-মূরতি রসিক-শেখর ॥ ১২২ ॥
শুন শুন রসিকমঙ্গল সর্ব্বজন।
রসিকের খেলা ভাগবত অনুক্রম ॥ ১২৩ ॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ১২৪ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পূর্ব্ববিভাগে বাল্যলীলা-বর্ণন-নাম সপ্তম-লহরী সম্পূর্ণ।

* সুদর্শন—শঙ্খচূড়ের অপর নাম।

অষ্টম-লহরী

বেদাভ্যাসনচিন্তনে কৃতধিয়ঃ শংসন্তি মুক্তিং পরাং
কিন্ত্বেতে গুরুশাস্ত্রনিশ্চিতধিয়া জানন্তি কিঞ্চিন্নহি।
ভক্তির্নাম গরীয়সী মম মতেনাতশ্চ শান্ত্যাশ্রয়ং
তস্মিন্ মূঢ় মুরারিদেবরসিকানন্দে মনো নীয়তাম্ ॥

রাগ—বরাড়ী

ঘোষা। যদুরাজা নারেরে সুন্দর যাদুমণি আহারে ॥

গীত। জয় জয় শ্যামানন্দ দুরিকানন্দন।
জয় জয় রসিকদেবের প্রাণধন ॥ ১ ॥
হেন মতে দিনে দিনে হয় পরবীণ।
ভাগবতলীলাক্রমে খেলে রাতি দিন ॥ ২ ॥
শয়ন ভোজন নিদ্রা সব করি দূরে।
শিশুগণ লঞা খেলা করে কুতূহলে ॥ ৩ ॥
কিছুই না ভায় তারে ভাগবত বিনে।
কোলে করি অচ্যুত পুছয়ে ঘনে ঘনে ॥ ৪ ॥
কিছুই না খাও বাপু নিরবধি খেলা।
দশ বিশ শিশু সঙ্গে সব করি মেলা ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—বেদপঠন ও তদর্থ-চিন্তনে শিক্ষিতবুদ্ধি শোত্রিয়গণ মুক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা তদগুরুর উপদিষ্ট ও সমস্ত শাস্ত্রে নিশ্চিতবুদ্ধিদ্বারা কিছুই অবগত নহেন। আমার মতে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব হে মূঢ়! পরমশান্তির আশ্রয় চিত্তকে মুরারিশব্দযুক্ত রসিকানন্দদেবের প্রতি নিযুক্ত কর।

অন্ন জল নাহি খাও খেল অনুক্ষণ।
কাল হৈতে ঘরে বসি' খেল অনুদিন ॥ ৬ ॥
শুনিয়া পিতার বাক্য বলে ধীরি ধীরি।
অধরে মিলায় কথা বচন-মাধুরী ॥ ৭ ॥
তবে আমি না খেলব নগরে নগরে।
ভাগবত শুন যদি করিয়া সাদরে ॥ ৮ ॥
নিশ্চল হইয়া শুন ভাগবত-কথা।
তবে আমি খেলিবারে না যা'ব সর্ব্বথা ॥ ৯ ॥
শুনিয়া পুত্রের বাক্য আনন্দ হৃদয়।
ভাল ভাল এই বাক্য করিনু নিশ্চয় ॥ ১০ ॥
অধ্যাপক আনাইল করিয়া যতন।
দ্বিজবর ভট্টাচার্য্য মীমাংসা মণ্ডন ॥ ১১ ॥
অচ্যুত কহেন বাক্য অধ্যাপক-স্থানে।
শুনিতে শ্রীভাগবত ইচ্ছয়ে নন্দনে ॥ ১২ ॥
প্রতিদিন শুনাইবে কৃষ্ণ-লীলাময়।
ভাল বলি' পুঁথি আরম্ভিল মহাশয় ॥ ১৩ ॥
পিতা-কোলে বসি' প্রভু করয়ে শ্রবণ।
বাল্যে শিশু সঙ্গে খেলা করিয়া যতন ॥ * ১৪ ॥
সে সব শুনিল কতদিন কোউতুকে † ।
কংসাদি-সংহার-লীলা শুনে একে একে ॥ ১৫ ॥
এবে কোন দিন শুনে করিয়া সাদর।
উগ্রসেন রাজা কৈল মথুরানগর ॥ ১৬ ॥
কোন দিন শুনে বিদ্যা-পঠন কৌতুকে।
বিদ্যা-গুরু-পুত্র আনি' দিলেন সমীপে ॥ ১৭ ॥
কোন দিন শুনে উদ্ধব ব্রজে যান।
ভ্রমরের ছলে গোপীগণ অভিমান ॥ ১৮ ॥
গোপীগণের বিরহ রসিক শুনিঞা।
পিতা-কোল হৈতে পড়ে মূর্চ্ছিত হঞা ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, ধারা বহে দু'নয়নে।
দেখিয়া অচ্যুত করে শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে ॥ ২০ ॥
তুলিয়া পুছিল মুখ সচকিত হঞা।
এ-শিশুরে কৃষ্ণ রক্ষা করহ বলিঞা ॥ ২১ ॥
হেনমতে প্রতিদিন অচ্যুতের কোলে।
সাদর করিয়া শুনে মহা কুতূহলে ॥ ২২ ॥

কোন দিন শুনে কুব্জার গৃহে মেলা।
কোন দিন শুনে অক্রূরের গৃহে গেলা ॥ ২৩ ॥
কোন দিন শুনে অক্রূর হস্তিনা-প্রবেশ।
নিজ ভৃত্য পাণ্ডবের করিতে উদ্দেশ ॥ ২৪ ॥
কোন দিন অস্তি-প্রাপ্তি * কংস দুই নারী।
বাপ জরাসন্ধে গিয়া করিল গোহারী † ॥ ২৫ ॥
কোন দিন শুনে জরাসন্ধ মাহাত্ম্যে।
মথুরা রোধন করে ঘোর সমগ্রামে ॥ ২৬ ॥
বারে বারে করে সপ্তদশ বার রণ।
পরাভব পাঞা যায় মগধ-রাজন ॥ ২৭ ॥
কোন দিন শুনে সে মধুপুরী ছাড়িয়া।
দ্বারকা বসিল বন্ধুবান্ধব লইয়া ॥ ২৮ ॥
কোন দিন শুনে কালযবন-প্রসঙ্গ।
ভস্ম হৈল মুচুকুন্দ নিদ্রা করি' ভঙ্গ ॥ ২৯ ॥
কোন দিন শুনে মুচুকুন্দের স্তবন।
পর্ব্বত-দহন দুই ভাই পলায়ন ॥ ৩০ ॥
কোন দিন শুনে সেই রুক্মিণীহরণ।
দ্বারকা পাঠাঞা দ্বিজে আনে নারায়ণ ॥ ৩১ ॥
রুক্মিরে বন্ধন করি', করিয়া মুণ্ডন।
সর্ব্ব রাজাগণ সঙ্গে করি' মহারণ ॥ ৩২ ॥
কোন দিন শুনে সেই প্রদ্যুম্ন-হরণ।
সম্বরকে মারিয়া প্রদ্যুম্ন-উদ্ধারণ ॥ ৩৩ ॥
স্যমন্তক মণিহরণ কোন দিন শুনে।
জাম্ববানের সঙ্গে করিলেন রণে ॥ ৩৪ ॥
অপবাদ হেতু আনি' স্যমন্তক মণি।
বিবাহ করিল জাম্ববতী ঠাকুরাণী ॥ ৩৫ ॥
সত্যভামা-বিবাহ শুনেন কোন দিনে।
শতধনু বধ কৈল কৃষ্ণ সমগ্রামে ॥ ৩৬ ॥
কোন দিন শুনে ইন্দ্রপ্রস্থ-গমন।
নিজ-ভৃত্য পাণ্ডবেরে করিতে দর্শন ॥ ৩৭ ॥
কালিন্দীর বিবাহ শুনেন কোন দিন।
নাগ্নজীতী-বিবাহ সপ্তষণ্ডের বন্ধন ॥ ৩৮ ॥
কোন দিন শুনে নরকাসুর-সংহার।
ষোড়শ সহস্র একশত কন্যা নৈল তা'র ॥ ৩৯ ॥

* শ্রীকৃষ্ণের শিশুগণসহ বাল্যক্রীড়া শ্রবণ করেন।
† কোউতুকে—কৌতুকে।

* অস্তি-প্রাপ্তি—কংসের পত্নীদ্বয়।
† গোহারী—নালিশ।

পারিজাত-হরণ শুনেন কোন দিনে।
সুরপতি জিনিলেন করিয়া সংগ্রামে ॥ ৪০ ॥
কোন দিন শুনেন রুক্মিণীর মোহন।
প্রেমে গদগদ হঞা করেন স্তবন ॥ ৪১ ॥
অষ্ট মহিষী-পুত্রের সংখ্যা কোন দিনে।
অনিরুদ্ধের বিবাহ শুনে কোন দিনে ॥ ৪২ ॥
প্রদ্যুম্নের বিবাহ শুনে কোন দিনে।
কলিঙ্গরাজের সনে দন্ত উৎপাটনে ॥ ৪৩ ॥
কোন দিন শুনেন রুক্মিণীর সংহার।
উষাহরণ বাণযুদ্ধ সে অনিবার ॥ ৪৪ ॥
নৃগরাজা-মোক্ষণ শুনেন কোন দিনে।
বলরাম ব্রজে আসি' দেখে বন্ধুগণে ॥ ৪৫ ॥
লাঙ্গলেতে করি' যমুনায় টানি' আনে।
পুণ্ডরীকের বধ শুনেন কোন দিনে ॥ ৪৬ ॥
বারাণসী দগ্ধে সুদর্শন কোন দিনে।
চক্রতেজে অগ্নি গিয়া পশিলা শরণে ॥ ৪৭ ॥
শ্যামকুমার-বন্ধন হস্তিনা ভুবনে।
সে-কারণে বলরাম করিলা গমনে ॥ ৪৮ ॥
কোন দিনে শুনেন হস্তিনা-আকর্ষণ।
কৃষ্ণ-দর্শনে নারদ দ্বারকা-গমন ॥ ৪৯ ॥
সর্ব্বঘরে নারদ দেখয়ে ভগবান্।
পরম আনন্দে স্তুতি করে অবিরাম ॥ ৫০ ॥
কোন দিন শুনে জরাসন্ধ নৃপগণে।
ছিয়ানব্বই সহস্র করিল বন্ধনে ॥ ৫১ ॥
সে সবার দূত গিয়া কহে কৃষ্ণ-স্থানে।
পুনরপি দ্বারকায় নারদ-গমনে ॥ ৫২ ॥
কোন দিন উদ্ধব করি' আমন্ত্রণা।
পাণ্ডব-সমীপে কৃষ্ণ প্রবেশে হস্তিনা ॥ ৫৩ ॥
কোন দিন শুনে জরাসন্ধের সংহার।
রাজাগণে বন্দী হৈতে করিল উদ্ধার ॥ ৫৪ ॥
কোন দিন শুনে রাজসূয়-যজ্ঞকথা।
কোন দিন শিশুপাল বধের বারতা ॥ ৫৫ ॥
কোন দিন শুনে দুর্য্যোধন-মানভঙ্গ।
কোম দিন শাল্যবধ শুনি' মহারঙ্গ ॥ ৫৬ ॥
দন্তবক্র-বধ শুনেন কোন দিনে।
কোন দিন বলরাম তার্থ-পর্য্যটনে ॥ ৫৭ ॥
নৈমিষারণ্য গমন শুনে কোন দিনে।
সুত পৌরাণিকে বধ করে বলরামে ॥ ৫৮ ॥
পৃথিবীতে যত তীর্থ গেলা পর্য্যটনে।
সতত শুনে সুদামা দারিদ্র্য-ভঞ্জনে ॥ ৫৯ ॥
কোন দিন শুনে সূর্য্যগ্রহণ-সময়।
কুরুক্ষেত্র গমন করিল যদুরায় ॥ ৬০ ॥
নন্দ আদি গোপ সনে করিয়া মিলন।
দ্রৌপদী সুধায় অষ্টমহিষী প্রশ্ন ॥ ৬১ ॥
কোন দিন বসুদেব-দেবকীর স্তুতি।
সুভদ্রা-হরণ শুনে হঞা একমতি ॥ ৬২ ॥
বিদেহদেশ-গমন শুনে কোন দিনে।
চারি বেদ স্তুতি করে কোন দিন শুনে ॥ ৬৩ ॥
কোন দিন মুনি সবার কলহ-কারণ।
কোন দিন শুনে ভৃগু দ্বারকা-গমন ॥ ৬৪ ॥
পাদ-প্রহরণে কৃষ্ণ শ্রীবৎস-ধারণ।
শুনেন আনন্দে রসিক করিয়া যতন ॥ ৬৫ ॥
অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনেন কোন দিনে।
অগ্নিপ্রবেশ-নিবারণ শিশু প্রদানে ॥ ৬৬ ॥
পুত্র সংখ্যা করেন কোন দিন শ্রবণ।
এই মত ভাগবত শুনে অনুক্ষণ ॥ ৬৭ ॥
দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত শুনে দিনে দিনে।
কৃষ্ণের মহিমা যত আছয়ে পুরাণে ॥ ৬৮ ॥
সেই শাস্ত্র শুনে যাতে কৃষ্ণের মহিমা।
শুনিয়া রোদন করে করিয়া করুণা ॥ ৬৯ ॥
কোন দিন মৃত্তিকা আনিয়া শুভক্ষণে।
আপনার হস্তে শ্রীমূর্ত্তি করে নির্ম্মাণে ॥ ৭০ ॥
স্থাপিয়া করেন বেশ নানা পরকার।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য ষোড়শ-উপচার ॥ ৭১ ॥
কোন দিন ছাবাল লইয়া সঙ্কীর্ত্তন।
কেহ গায় কেহ বায় নাচে কোনজন ॥ ৭২ ॥
কোন দিন বৈরাগ্য লইয়া বাল্যভাবে।
তীর্থ ভ্রমিবারে যায় কৃষ্ণ-অনুরাগে ॥ ৭৩ ॥
কত দূর হৈতে শিশু আনে ফিরাইয়া।
রাত্র-দিন এই খেলা করে শিশু লঞা ॥ ৭৪ ॥
কৃষ্ণ বিনা তিলেক না জানয়ে আন।
সেই খেলা সেই গুণ শ্রবণ ধিয়ান ॥ ৭৫ ॥

নিরবধি অশ্রুজলে সজল নয়ন।
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ বন্ধুজন ॥ ৭৬ ॥
শিশুকালে রসিকের এসব লক্ষণ।
দেখিয়া অদ্ভুত লাগে নর নারীগণ ॥ ৭৭ ॥
সবে বলে এ-বালক কৃষ্ণ-সহচর।
অহর্নিশি কৃষ্ণাবেশে দীপ্ত কলেবর ॥ ৭৮ ॥
ইহার কারণে পিতা ভাগবত শুনে।
ভাগবত বিনে নাহি জানে রাতি দিনে ॥ ৭৯ ॥
এ-বালকে কৃষ্ণ সদা করহ রক্ষণ।
সর্ব্ব জীবে উদ্ধারিবে এই মহাজন ॥ ৮০ ॥
হেনমতে আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বজন।
ব্রহ্ম ক্ষেত্রী বৈশ্য শূদ্র দেখে যত জন ॥ ৮১ ॥
শ্রীচন্দ্রবদন-শোভা দেখে যে যে জন।
আপনা পাশরি' সবে করে নিরীক্ষণ ॥ ৮২ ॥

মন্দ মন্দ হাস্য কোমল মিরদু বাণী।
শুনিয়া মোহিত হয় সকল পরাণী ॥ ৮৩ ॥

এইরূপে বাল্যভাব রসিক-শেখরে।
নিরবধি কৃষ্ণলীলা শিশু সঙ্গে করে ॥ ৮৪ ॥

কহিতে না পারি কিছু তা'র বিবরণ।
সংক্ষেপে করিনু এই স্বভাব বর্ণন ॥ ৮৫ ॥

পূরব-বিভাগ কথা পরম রসাল।
রসিক-মঙ্গল শুনি' তর কলিকাল ॥ ৮৬ ॥

শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল পূর্ব্ব-বিভাগে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-নাম অষ্টম-লহরী সম্পূর্ণ।

নবম-লহরী

কিং চিন্তামণিচিন্তয়া কিমু সুরক্ষৌণীরুহস্তাবকৈঃ
কিংবা দেবনিষেবণেন তপসা ধ্যানাদিরত্যাহথবা।
দুঃখং তত্র ন কেবলং গুরুভয়ব্যাসক্তচিত্তং মুহুঃ
প্রত্যক্ষং জগতাং হিতায় রসিকানন্দে মনো নীয়তাম্॥

রাগ—সাঙ্গড়া

ঘোষা। নন্দের মন্দিরে দেব-শিরোমণি
বিহরে বালক-বেশে।

জয় জয় কৃষ্ণগুণ বন্দ শ্রীচরণ।
জয় জয় অচ্যুত-নন্দন প্রাণধন ॥ ১ ॥
হেনকালে দিনে দিনে রসিকশেখর।
কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলা শুনে নিরন্তর ॥ ২ ॥
কত দিনে অচ্যুত বিচার করে মনে।
রসিকের হাতে খড়ি দিবার বিধানে ॥ ৩ ॥

দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ সব আনাঞা সত্বরে।
শুভদিন করিলেন শাস্ত্রের বিচারে ॥ ৪ ॥

স্থাপিয়া মঙ্গলঘট পূজে সরস্বতী।
বাসুদেব নামে সে দৈবজ্ঞ মহামতি ॥ ৫ ॥

হাতেতে দিলেন খড়ি 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া।
পড়িতে বসিলা প্রভু আনন্দিত হঞা ॥ ৬ ॥

সুন্দর পাণি-পল্লবে খড়ি সে ধরিলা।
সিদ্ধিরস্তু লিখি' সে দণ্ডবৎ করিলা ॥ ৭ ॥

বিদ্যাগুরু-চরণ সে বন্দিয়া সত্বর।
তবে দ্বিজগণেরে করিলা নমস্কার ॥ ৮ ॥

পিতা-মাতা-চরণ সে করিয়া বন্দন।
তবেত বন্দিল রসিক সর্ব্ব গুরুজন ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—চিন্তামণির চিন্তায় প্রয়োজন কি ? কল্প-বৃক্ষের প্রশংসাকারীদিগেরই বা প্রতিষ্ঠা কোথায় ? দেবপূজা, তপস্যা অথবা ধ্যানাদিতে আসক্তি-দ্বারা কি ফল-লাভ হয় ? তাহা কেবল দুঃখজনক নহে, আরও নিরন্তর সংসৃতিরূপ মহাভীতি দ্বারা চিত্ত বিপন্ন হয়। অতএব জগতের মঙ্গলার্থ প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ রসিকানন্দে মানস অর্পিত হউক ;

আনন্দিত চিত্তে সবে আশীর্ব্বাদ করে।
বৃহস্পতি সম যেন কৃষ্ণ তোমা করে ॥ ১০ ॥
উত্তম সে পাঠশালা * করিয়া রচন।
বাসুদেব পড়ায়েন অচ্যুত-নন্দন ॥ ১১ ॥
দেখিবা মাত্রেকে শিখে যতেক অক্ষর।
আনন্দে পড়ায় গুরু হঞা তৎপর ॥ ১২ ॥
ফলা সব ডাকে প্রভু মধুর বচনে।
শুনিতে অমিয় যেন সিঞ্চয়ে শ্রবণে ॥ ১৩ ॥

সে-বচন-মাধুরী শুনিতে সাধ লাগে।
কহিতে মধুর মুখে আধ আধ লাগে ॥ ১৪ ॥
সে-বচন-সুধা শুনি' পাষাণ মিলায়।
হেনমতে শিশু সঙ্গে পড়য়ে লীলায় ॥ ১৫ ॥
সব ফলা পড়িলেন অলপ দিবসে।
বানাইতে লাগিলেন মনের হরষে ॥ ১৬ ॥
কত দিনে অক্ষর করিয়া পরিচয়।
ব্যাকরণ পড়িতে মনে করিলা নিশ্চয় ॥ ১৭ ॥

পিতাস্থানে কহিলেন বিদ্যার কারণ।
অধ্যাপক আনিলেন মীমাংসা মণ্ডন ॥ ১৮ ॥
শুভদিন করি' পুঁথি লইলেন করে।
মীমাংসা মণ্ডন পড়ায়েন রসিক-শেখরে ॥ ১৯ ॥
একবার শুনে মাত্র গুরু-মুখ হৈতে।
ধাতু সূত্র বাখানয় রসিক ত্বরিতে ॥ ২০ ॥
দেখিয়া পুত্রের ব্যাখ্যা লাগে চমৎকার।
ভট্টাচার্য্য বলে নর নহে এ-কুমার ॥ ২১ ॥

দুই এক বৎসর পড়িলে যাহা জানি।
সেই সব ব্যাখ্যান এ-মুখ হৈতে শুনি ॥ ২২ ॥
সত্য কৃষ্ণ-পারিষদ এই মহাজন।
শৈব শাক্ত পাষণ্ড এ করিবে দলন ॥ ২৩ ॥
কতদিন তাঁর স্থানে করিলা পঠন।
তবে পড়াইল বৈদ্য বলভদ্রসেন ॥ ২৪ ॥
কতদিন পড়িলেন বলভদ্র-স্থানে।
ব্যাকরণ-শাস্ত্রে তিঁহ বড়ই প্রবীণে ॥ ২৫ ॥
অনুকূল চক্রবর্ত্তী স্থানে কত দিনে।
শেষে কিছু পড়িলেন কবিচন্দ্র-স্থানে ॥ ২৬ ॥

কত দিন শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী।
পড়িলেন তাঁর স্থানে করিয়া আরতি ॥ ২৭ ॥
একা পঞ্চ অধ্যাপক মহাজন-স্থানে।
শ্রীরসিক পড়েন করিয়া আরাধনে ॥ ২৮ ॥
ধাতু সূত্র ব্যাখ্যানয়ে একবার শুনি'।
কাব্য নাটক ব্যাকরণ টীকা টিপ্পনি ॥ ২৯ ॥
আপনি বাখানে পুত্র আপনি খণ্ডনে।
হেন যোগ্য নহে কেহ করয়ে স্থাপনে ॥ ৩০ ॥

শত শত শিষ্য পড়ে সে সবার স্থানে।
রসিক খণ্ডিলে কেহ না করে স্থাপনে ॥ ৩১ ॥
সরস্বতী-পতি কৃষ্ণ-কৃপার কারণে।
পুনরপি রসিক সে করেন স্থাপনে ॥ ৩২ ॥
যথা অনুক্রমে ব্যাখ্যা নাহি কোন দোষ।
শুনিয়া সে-অধ্যাপক পরম সন্তোষ ॥ ৩৩ ॥
শিষ্যগণ সূত্রব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিতে।
শিশুর এ-বুদ্ধি শাস্ত্রে হইলা কিমতে ॥ ৩৪ ॥

এত কাল পড়িলাম করি' প্রাণপণ।
শিশুর খণ্ডনে কেহ নারিল স্থাপন ॥ ৩৫ ॥
পুনরপি সেই সে স্থাপিল ধাতু সূত্র।
শিশু নহে এ-পুরুষ সর্ব্বগুণযুত ॥ ৩৬ ॥
হেনরূপে সবাকারে লাগে চমৎকার।
অধ্যাপক-স্থানে পড়ে অচ্যুত-কুমার ॥ ৩৭ ॥
মল্লভূমি-দেশেতে অচ্যুত অধিকারী।
রাজকার্য্যে দেশে দেশে ভ্রমে ফিরি ফিরি ॥৩৮॥

প্রাণ হৈতে অধিক পুত্রে সঙ্গে করিয়া।
যথা যায় রসিকে তথা যায় লইয়া ॥ ৩৯ ॥
স্থানে স্থানে আবাস করিয়া নিরূপণ *।
কত কত দিন তথা করয়ে বিশ্রাম ॥ ৪০ ॥
যেই স্থানে যেই অধ্যাপকের নিবাস।
সেই স্থানে তাঁর ঠাঁই বিদ্যার বিলাস ॥ ৪১ ॥
তেকারণে পঞ্চ অধ্যাপক-স্থানে স্থানে।
অহর্নিশ পড়েন সে করিয়া যতনে ॥ ৪২ ॥
বিদ্যাবিনোদে প্রভু না জানে রাতি দিন।
ষড়শাস্ত্রবেত্তা হৈল বুদ্ধিতে প্রবীণ ॥ ৪৩ ॥

---

* পাঠশালী ইতি পাঠান্তর

* নিরমল ইতি পাঠান্তর

নিরবধি কৃষ্ণ-প্রেমে মুগধ অন্তর।
জীব-উদ্ধারণ অর্থে পড়ে তৎপর ॥ ৪৪ ॥
বাদে সে বিবাদী তর্ক সাংখ্য সাংখ্যায়ন।
মীমাংসা পাতঞ্জলাদি যত অধ্যয়ন ॥ ৪৫ ॥
সে-সবার গর্ব্ব চূর্ণ করিবার তরে।
সর্ব্বশাস্ত্র বেদতত্ত্ব পড়িলা সত্বরে ॥ ৪৬ ॥
বৃহস্পতি সমান হৈলা সুপণ্ডিত।
যাঁহার পরশে পৃথ্বী হৈলা আনন্দিত ॥ ৪৭ ॥
হেনমতে সর্ব্ব শাস্ত্র করিয়া অভ্যাস।
ভাগবত পড়িবারে হৈলা অভিলাষ ॥ ৪৮ ॥
অধ্যাপক জগন্নাথ মিশ্র ভাগ্যবান্।
গীত-ছন্দে বান্ধিলেন ভাগবতপুরাণ ॥ ৪৯ ॥
শুভক্ষণ করিয়া করিল অধ্যয়ন।
সাদর করিয়া পড়ে অচ্যুত-নন্দন ॥ ৫০ ॥
প্রথম স্কন্ধ হইতে পড়েন দিনে দিনে।
একবার গুরুমুখে শুনিয়া বাখানে ॥ ৫১ ॥
টীকা টিপ্পনি বাখানে স্বামীর সম্মত।
নানারূপে বাখানয়ে কে জানিবে তত্ত্ব ॥ ৫২ ॥
এক শ্লোক বাখানয়ে কত কত ভান্তি।
ভাব স্বভাব শব্দার্থ ব্যাসের সম্মতি ॥ ৫৩ ॥
বেদান্ত-সিদ্ধান্তে প্রেম সংযুক্ত করিঞা।
ভক্তি বাখানয় শুক মূর্ত্তিমন্ত হৈঞা ॥ ৫৪ ॥
প্রেমে গদগদ হৈঞা করয় বাখানে।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক অশ্রু বহে শ্রীনয়নে ॥ ৫৫ ॥
সে বাখান শুনিলে শুকনা কাষ্ঠ দ্রবে।
ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি অনুভবে ॥ ৫৬ ॥
শুনি ভাগবত-ব্যাখ্যা গুরু চমৎকার।
আনন্দিতে আলিঙ্গন দেন বারে বার ॥ ৫৭ ॥
মিশ্র বলে ধন্য পিতা ধন্য সে-জননী।
কিবা ব্যাস শুকদেব জন্মিলা আপনি ॥ ৫৮ ॥
বালকের ব্যাখ্যাতে আমার জ্ঞান হৈলা।
রসিকেরে বুকে করি' কান্দিতে লাগিলা ॥ ৫৯ ॥
অষ্ট-সাত্ত্বিক হৈলা মিশ্রের উদয়।
বলে কৃষ্ণপ্রিয়-ভক্ত এই মহাশয় ॥ ৬০ ॥
ইহার দর্শনে কৃষ্ণ পাইব নিশ্চয়।
ইহার পরশে প্রেম ভক্তির উদয় ॥ ৬১ ॥
ইহার দর্শনে সর্ব্ব পাপক্ষয় হয়।
এ-বোল বলিয়া সবে করে জয় জয় ॥ ৬২ ॥
ইহার বচন শুনি' জুড়ায় শ্রবণ।
এ পুরুষ উদ্ধারিবে সকল ভুবন ॥ ৬৩ ॥
আমরা পড়িলুঁ এতকাল ভাগবত।
কভু না জানিলুঁ কিছু ভাগবত-তত্ত্ব ॥ ৬৪ ॥
এ বালক মুখে শুনি' পাইলুঁ গিয়ান *।
রসিক যে বাখানয় সেই সে প্রমাণ ॥ ৬৫ ॥
ভাগবত-তত্ত্বার্থ জানাঞিতে সংসারে।
অচ্যুত-নন্দন জন্ম কৃষ্ণের কিঙ্করে ॥ ৬৬ ॥
এত বলি' জগন্নাথ মিশ্র মহাশয়।
মনের আনন্দে আশীর্ব্বাদ সে করায় ॥ ৬৭ ॥
কতদিন তার স্থানে করি' অধ্যয়ন।
তবে পড়িলেন প্রভু হরিদুবে স্থান ॥ ৬৮ ॥
ভাগ্যবান্ হরিদুবে কৃষ্ণের কিঙ্কর।
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি ব্যাখ্যা করে নিরন্তর ॥ ৬৯ ॥
শুনিয়া উল্লাস প্রভু সদয় বচনে।
পরস্পর প্রেমভক্তি সতত বাখানে ॥ ৭০ ॥
বহু সুখ পাইলেন হরিদুবে স্থানে।
নিরবধি তা'র সঙ্গে পুঁথি অন্বেষণে ॥ ৭১ ॥
শ্রীরসিকের ব্যাখ্যা শুনিঞা হরিদুবে।
আনন্দে পুলক অশ্রু কৃষ্ণ-প্রেমভাবে ॥ ৭২ ॥
আত্মা হৈতে অধিক দেখেন রসিকেরে।
নিরবধি দোঁহে বৈসে শাস্ত্রের বিচারে ॥ ৭৩ ॥
ভোজন শয়ন নিদ্রা দোঁহে নাহি জানে।
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি বাখানয় অনুক্ষণে ॥ ৭৪ ॥
মহাধীর সুপণ্ডিত হরিদাস দুবে।
বালকের মুখে শুনি' কৃষ্ণ অনুভবে ॥ ৭৫ ॥
আনন্দে রসিকে কোলে করে আলিঙ্গন।
নিছানি মুখের যাউ অচ্যুতনন্দন ॥ ৭৬ ॥
ধন্য ধন্য অবনী সে, ধন্য সে-জননী।
কিবা বৃহস্পতি আসি' জন্মিলা আপনি ॥ ৭৭ ॥
কিবা ব্যাস শুক নারদাদি দেবগণ।
কিবা অজ ভব পুরন্দর নারায়ণ ॥ ৭৮ ॥

---

* গিয়ান—জ্ঞান।

বালকের হেন বুদ্ধি কখন না দেখি।
বিদ্যার গরিমা বৃহস্পতি শুক সাক্ষী ॥ ৭৯ ॥
বেদান্ত সিদ্ধান্ত শব্দার্থ ষড় শাস্ত্র জ্ঞাতা।
অষ্টাদশ পুরাণ শ্রীভাগবত গীতা ॥ ৮০ ॥
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি-রসামৃত-মহোদধি।
মূর্ত্তিমন্ত বাখানয় যে আছে প্রসিদ্ধি ॥ ৮১ ॥
এক শ্লোকে নানা অর্থ কহে নানা জন।
সবাকার ব্যাখ্যা শিশু করিল খণ্ডন ॥ ৮২ ॥
রসিক যে ব্যাখ্যা করে সেই পরমাণ।
ইথে ব্যাস শুক নারদাদি পরমাণ ॥ ৮৩ ॥
আমা সবা ভাগ্য হৈতে বালক উৎপত্তি।
সর্ব্ব জীব উদ্ধারিবে এই মহামতি ॥ ৮৪ ॥
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান দুবে জানে।
আশীর্ব্বাদ করি' যশ কহে সবাস্থানে ॥ ৮৫ ॥
হেনরূপে কৃষ্ণপ্রেমে বিদ্যার বিলাস।
সতত দুবের সঙ্গে করিলা নিবাস ॥ ৮৬ ॥

এই বিদ্যার বিলাস শুনে যেই জন। *
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি হয় বন্ধন-মোচন ॥ ৮৭ ॥

রসিকমঙ্গল শুন সব কার্ষ্ণজন।
অবিলম্বে পাবে রসিকের শ্রীচরণ ॥ ৮৮ ॥

শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিলা রসময়ের নন্দন ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল পূর্ব্ব-বিভাগে বিদ্যাবিলাস বর্ণন-নাম নবম-লহরী সম্পূর্ণ।

* 'এ বিদ্যা-বিলাস যেবা শুনয়ে শ্রবণে।'—পাঠান্তর।

দশম-লহরী

রাগ—নারানী গৌড়া

ঘোষা। মোর কৃষ্ণ গুণনিধি।
অনাথ-শরণ বড় দয়ার অবধি ॥
জয় জয় দুরিকানন্দন শ্যামানন্দ।
জয় ভবানীনন্দন রসিকেন্দ্র-চন্দ্র ॥ ১ ॥

হেনমতে দুবে সঙ্গে ভাগবত রসে।
দশম পড়েন স্নেহে করিয়া বিশেষে ॥ ২ ॥

একদিন দশম পড়েন হরিদুবে।
ব্রজবধূ বিরহিনী কৃষ্ণ-অনুরাগে ॥ ৩ ॥

মথুরা গেলেন কৃষ্ণ ব্রজে না আইলা।
শুনিয়া মূর্চ্ছিত রসিক ভূমেতে পড়িলা ॥ ৪ ॥

ব্রজে না আইল কৃষ্ণ শুনিয়া শ্রবণে।
কেমনে সে গোপীগণ ধরিলা জীবনে ॥ ৫ ॥

প্রাণনাথ কৃষ্ণে ছাড়ি' কেমনে বাঁচিলা।
পুনঃ পুনঃ ইহা বলি' কাঁদিতে লাগিলা ॥ ৬ ॥
উশসি উশসি কান্দে ভূমে গড়ি' যায়।
অষ্ট-সাত্ত্বিক তাঁহার হইলা উদয় ॥ ৭ ॥
শ্রীচন্দ্রবদনে বহে শত শতধার।
নয়নের জলধারা বহে অনিবার ॥ ৮ ॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক কণ্ঠ গদগদ ভাসে।
কৃষ্ণ প্রাণপতি মোর গেলা কোন্ দেশে ॥ ৯ ॥
কৃষ্ণ-অনুরাগে কাঁদে ব্যাকুল হইয়া।
আইলা সকল লোক রোদন শুনিয়া ॥ ১০ ॥
সবে বলে কোন্ কার্য্যে কান্দে শিশুবর।
পিতা যার মল্লভূমে রাজ্যের ঈশ্বর ॥ ১১ ॥
কোন্ দ্রব্য নাহি জুটে কি কার্য্য অসাধ্য?
কোন দুষ্ট বুঝি কিবা কৈল উপদ্রব ॥ ১২ ॥
মনের ভাবনা কেহ নাহি জানে তা'র।
নানা মুখে নানা কথা কহে অনিবার ॥ ১৩ ॥
না করয়ে স্নান প্রভু না করে ভোজন।
না করেন পুঁথি চিন্তা কান্দে অনুক্ষণ ॥ ১৪ ॥

ঘরেতে না রহে প্রভু সদাই উন্মত্ত।
হাহাকার করে সবে নাহি জানে তত্ত্ব ॥ ১৫ ॥
অহর্নিশি ভ্রমি' ভ্রমি' বুলে বনে বনে।
একলা কান্দিয়া বুলে গহন কাননে ॥ ১৬ ॥
বনে ব্যাঘ্র ভল্লুকের ভয় নাহি করে।
কৃষ্ণ-প্রেমে বাহ্যজ্ঞান নাহি সদা ফিরে ॥ ১৭ ॥
মহাঘোর বনে গিয়া মুখ মাড়ি পড়ে।
লোটায়ে লোটায়ে কান্দে ঘনশ্বাস ছাড়ে ॥১৮॥
ওহে প্রাণনাথ কেন নিদারুণ হৈলা।
কি দোষে অভাগ্য গোপী ছাড়ি' কোথা গেলা ॥
তোমা লাগি' তেয়াগিল পতি সুত ঘর।
হেন প্রিয়া ছাড়ি' কোথা গেলা যদুবর ॥ ২০ ॥
কুলশীল লাজ ভয় কিছু না জানয়।
ছায়া সম তোমা সঙ্গে সতত ফিরয় ॥ ২১ ॥
ভোখে অন্ন শোসে পানি না খাইলা গোপী। *
এ-সবারে ছাড়ি' গেলা করিয়া নির্ম্মাথী † ॥ ২২ ॥
অহর্নিশি তোমা দেখে শয়নে স্বপনে।
কেমনে বাঁচিলা গোপবালক গোধনে ॥ ২৩ ॥
কেমনে বাঁচিলা নন্দ, যশোদা দুঃখিনী।
তোমা বিহনে কেমনে ধরিলা পরাণী ॥ ২৪ ॥
যমুনা পুলিন তোমা সুমরিয়া কান্দে।
তরুলতা মৃগ পক্ষী বুক নাহি বান্দে ॥ ২৫ ॥
কেমনে নিষ্ঠুর হৈলা এ-সবারে ছাড়ি'।
সুমরি সুমরি কান্দে ভূমে গড়াগড়ি ॥ ২৬ ॥
হেনমতে সপ্তদিন আবেশ হইলা।
অন্ন পানি তেয়াগিল অচ্যুতের বালা ॥ ২৭ ॥
বনে বনে ভ্রমিলা না জানে দিন রাতি।
হেথা পুরজন খুঁজে বুলে চারি ভীতি ॥ ২৮ ॥
রাজদ্বার হৈতে অচ্যুত আইলা ঘরে।
শুনিলেন পুত্র গেছে অরণ্য-ভিতরে ॥ ২৯ ॥
কোথা বাপু গেলা বলি' পড়িলা ভূমিতে।
সর্ব্বলোক তুলিবারে ধাইলা ত্বরিতে ॥ ৩০ ॥
উঠিয়া রোদন করে ডাকিয়া ডাকিয়া।
কোন্ বনে পুত্র গেল খোঁজরে আসিয়া ॥ ৩১ ॥

শত শত লোক গেল অচ্যুত-আজ্ঞায়।
ব্যাকুল হইয়া সবে খুঁজিবারে ধায় ॥ ৩২ ॥
অচ্যুত-সঙ্গেতে গেলা কান্দিতে কান্দিতে।
বনে বনে সবে খোঁজে উৎকণ্ঠিত চিতে ॥ ৩৩ ॥
দেখিলেন রসিক ভূমিতে গড়ি' বুলে।
অঙ্গের ছটায় বন করিছে উজলে ॥ ৩৪ ॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ অতি মনোহর।
শ্রীচন্দ্রবদন অতি দেখিতে সুন্দর ॥ ৩৫ ॥
চাঁচর চিকুর কেশ লোটায় ধরণী।
পুত্র দেখি' অচ্যুতের বিদরে পরাণী ॥ ৩৬ ॥
হা হা পুত্র বলিয়া তুলিয়া নৈল কোলে।
আঁখি নাহি মেলে প্রভু বহে অশ্রুজলে ॥ ৩৭ ॥
আনন্দিত হ'য়ে সবে আইলেন ঘরে।
রসিক-সুন্দরে করি' বুকের উপরে ॥ ৩৮ ॥
ঘরে সবে দেখিলেন পুত্রের বদন।
শ্রীচন্দ্রবদনে ধারা মুদিত নয়ন ॥ ৩৯ ॥
যত পরকার করে না রহে ক্রন্দন।
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা যত পুরজন ॥ ৪০ ॥
কেহ বলে দুষ্ট লোক দর্শন-কারণে।
কেহ বলে বায়ু প্রবল কৈলা নন্দনে ॥ ৪১ ॥
হেনমতে নানা উপচার নানা জনে।
যেই যাহা বলে তাহা করে ঘনে ঘনে ॥ ৪২ ॥
কোন পরকারে শিশু নাহি কহে কথা।
না চাহেন না খায়েন হেঁট করি' মাথা ॥ ৪৩ ॥
অনুক্ষণ কাঁদে প্রভু ব্যাকুল হইয়া।
অচ্যুত না ধরে প্রাণ সে সব দেখিয়া ॥ ৪৪ ॥
বিনয় করিয়া কহে হরি দুবে স্থানে।
অন্ন তেয়াগিল পুত্র জিয়িবে কেমনে ॥ ৪৫ ॥
দুবে বলে কিছু চিন্তা না করহ মনে।
কৃষ্ণভাবে মত্ত হঞা কিছুই না জানে ॥ ৪৬ ॥
বড় মহাজন এই তোমার নন্দন।
এই শিশু উদ্ধারিবে সকল ভুবন ॥ ৪৭ ॥
তবে হরিদুবে কহে রসিকের স্থানে।
শাস্ত্রসম্মত কহেন করিয়া যতনে ॥ ৪৮ ॥
সকল শাস্ত্রের বাক্য করিয়া একত্র।
গ্রন্থ বাঁধিলেন রূপ ভাগবতামৃত ॥ ৪৯

* ভোখে—ক্ষুধার সময় ; শোসে—তৃষ্ণার সময়।
† নির্ম্মাথী—নিরাশ্রয়।

ত্রিমাসি বিরহ তা'তে করিল নিশ্চয়।
পুনঃ ব্রজে আইলেন কৃষ্ণ মহাশয় ॥ ৫০ ॥
ব্রজ না ছাড়েন কৃষ্ণ কোনই সময়।
শাস্ত্রের তত্ত্বার্থ এই কেহ না জানয় ॥ ৫১ ॥
যাঁরে কৃষ্ণ কৃপা করে প্রেমভক্তি দান।
এই ব্যাখ্যা সেই করে শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ৫২ ॥
বেদগোপ্য অর্থ এই জানে কার্ষ্ণজন।
অনন্যশরণ হ'লে জানে এ মরম ॥ ৫৩ ॥
শুনি ত্বুবের মুখে কৃষ্ণ ব্রজে আইলা।
সর্ব্বশাস্ত্র-তত্ত্বার্থ সে রসিকে কহিলা ॥ ৫৪ ॥
ত্বুবের বচন শুনি' আনন্দিত হঞা।
উঠিলেন প্রাণনাথ 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া ॥ ৫৫ ॥
নির্জ্জনে এ-সব কথা কহিলেন ত্বুবে।
সে কথা শুনিয়া গেল মনের উদ্বেগে ॥ ৫৬ ॥
আনন্দে বিনয় করি' অচ্যুত কহয়।
পুত্রে ভাল করিলেন ত্বুবে মহাশয় ॥ ৫৭ ॥
তোমার এ-সব ঋণ শোধিতে না পারি।
আজ তুমি দান কৈলা আমারে মুরারি ॥ ৫৮ ॥
আনন্দে অচ্যুত করে ত্বুবের বন্দন।
স্নান পূজা করাইয়া মিষ্টান্ন ভোজন ॥ ৫৯ ॥
বহু বস্ত্র ধন দিয়া কহিল বিনয়।
তিলে রসিকেরে না ছাড়িবে মহাশয় ॥ ৬০ ॥
তোমারে বালক দিয়া হইনু নিশ্চিন্ত।
পালন করিবে শিশু নাহি মোর ভীত ॥ ৬১ ॥
প্রণাম করিয়া তাঁ'রে পুত্র ল'য়া কোলে।
স্নান ভোজনাদি তাঁ'রা করি' কুতুহলে ॥ ৬২ ॥
চাঁদমুখ দেখিয়া অচ্যুত ভাগ্যবান্।
নিশিদিন বুলে রসিকে করি' ধন প্রাণ ॥ ৬৩ ॥
হেনরূপে নানা রঙ্গে বঞ্চে নিজ বাসে।
বড় সুপণ্ডিত হৈলা দিবসে দিবসে ॥ ৬৪ ॥
সর্ব্বগুণে গুণযুত হৈলা শিশুবর।
সম্মুখে না পারে কেহ করিতে উত্তর ॥ ৬৫ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ রসিকেন্দ্র-চন্দ্র।
সিদ্ধান্ত করিতে নারে পণ্ডিতের বৃন্দ ॥ ৬৬ ॥
শুনিতে যে-সব কথা লোক ইচ্ছা করে।
সে-অমৃত বাণী শুনি' আপনা পাশরে ॥ ৬৭ ॥
একলা করেন সব শাস্ত্রের বিচার।
স্তব্ধ হঞা শতে শতে শুনে অনিবার ॥ ৬৮ ॥
সর্ব্ব সুপণ্ডিত শুনে রসিক বাখানে।
হেন শক্তি নহে কারো করিতে খণ্ডনে ॥ ৬৯ ॥
সে মধুর মুখের মধুর ব্যাখ্যা শুনি'।
আনন্দে ভাসয়ে তবে সকল পরাণী ॥ ৭০ ॥
হেনমতে দিবা নিশি বিদ্যার বিলাস।
করেন রসিকচন্দ্র আপনা নিবাস ॥ ৭১ ॥
অত্যন্ত বৈরাগ্য মন না রহেন ঘরে।
বনে বনে নিগমে ফিরেন নিরন্তরে ॥ ৭২ ॥
কৃষ্ণ-প্রেমে নিরবধি অঙ্গ জর জর।
বাল্যকাল হৈতে গীত করে নিরন্তর ॥ ৭৩ ॥
শোলোক বান্ধেন বাল্যে করিঞা সাদর।
দোষিতে না পারে কেহ জগত ভিতর ॥ ৭৪ ॥
কোনদিন একেশ্বর বসিয়া নিগমে।
নিরবধি রোদন করয়ে কৃষ্ণপ্রেমে ॥ ৭৫ ॥
এইমতে বাল্যে তাঁ'র ভাবের উদয়।
দিনে দিনে বাড়ে কৃষ্ণপ্রেম রসময় ॥ ৭৬ ॥
বাল্য পৌগণ্ডে প্রভুর এই আচরণ।
নিরবধি কৃষ্ণাবেশে করেন ক্রন্দন ॥ ৭৭ ॥
কখন পড়েন পুঁথি বসিয়া নিগমে।
কখন করেন পূজা করিয়া ধিয়ানে ॥ ৭৮ ॥
কখন করেন গীত নানা ভাষামতে।
কখন করেন শ্লোক নানা কাব্য অর্থে ॥ ৭৯ ॥
কখন সবার সঙ্গে শাস্ত্রের বিচার।
হেনমতে বাল্য পৌগণ্ডে গেল কতকাল ॥ ৮০ ॥
কিশোর যৌবন প্রৌঢ় জরা আদি করি'।
স্বভাব বর্ণিব কিছু রসিক-মুরারি ॥ ৮১ ॥
কিশোর প্রবেশে রূপ অতি মনোহর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ দেখিতে সুন্দর ॥ ৮২ ॥
নিরবধি বৈরাগ্যের উন্মত্ত কলেবর।
কৃষ্ণ-অনুরাগে বনে ভ্রমে নিরন্তর ॥ ৮৩ ॥
গৃহ-ব্যবহারকার্য্য কিছুই না ভায়।
অচ্যুত জানিল চিতে বৈরাগ্য উদয় ॥ ৮৪ ॥
বিবাহের কারণ চিন্তিয়া মনে মনে।
যথাযোগ্য বন্ধু খুঁজে করিয়া যতনে ॥ ৮৫ ॥

হেন কালে হিজলী মণ্ডল অধিকারী।
সদাশিব-ভ্রাতা বলভদ্র নামধারী ॥ ৮৬ ॥
বিভীষণ মহাপাত্র খুল্লতাত তা'র।
রাজ-পরিচ্ছদে তথা থাকে সর্ব্বকাল ॥ ৮৭ ॥
রাজ্য-অধিপতি আর বহু ধনবান্।
হিজলী মণ্ডলে নাহি হেন ভাগ্যবান্ ॥ ৮৮ ॥
পাণিদ্রব্য নানা রত্ন হীরা মতি পলা।
সুবর্ণ জিনিয়া বস্ত্র টাকা অসংখ্যলা ॥ ৮৯ ॥
গণন না হয় গরু ধান্য অপ্রমিত।
সম্পত্তি দেখিয়া মহারাজা চমকিত ॥ ৯০ ॥
হেনমতে বৈসে তথা বলভদ্রদাস।
হিজলী মণ্ডলে শোভে করিয়া নিবাস ॥ ৯১ ॥
কন্যা এক আছে তা'র বড় ভাগ্যবতী।
লক্ষ্মীর প্রেয়সী তিঁহ অতি রূপবতী ॥ ৯২ ॥
সর্ব্ব-সুলক্ষণযুত পরমসুন্দরী।
রূপে গুণে ভুবনে নাহিক পটান্তরী ॥ ৯৩ ॥
মুখপদ্ম-শোভা কিছু কহন না যায়।
সে-রূপ দেখিলে মনসিজ মোহ পায় ॥ ৯৪ ॥
প্রতি অঙ্গে অঙ্গ শোভা অতি মনোহর।
গজেন্দ্রমন্থর গতি অত্যন্ত সুন্দর ॥ ৯৫ ॥
ভূষণ সকল অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার।
পাটনেত বিনে কিছু না পরয়ে আর ॥ ৯৬ ॥
অতি সুকোমল অঙ্গ মৃদু মৃদু বাণী।
উপমা দিবারে নাহি অনঙ্গ নিছানি ॥ ৯৭ ॥
নাম তা'র ইচ্ছাদেই ঠাকুরাণী খ্যাতা।
রসিক সমান কন্যা নির্ম্মিত বিধাতা ॥ ৯৮ ॥
সর্ব্বগুণে গুণবতী বলভদ্র-সুতা।
বাল্য হৈতে কৃষ্ণ সেবে সেই পতিব্রতা ॥ ৯৯ ॥
সমান বয়সী কন্যাগণ করি' সঙ্গে।
কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপি' পূজা করে নানা রঙ্গে ॥ ১০০ ॥
পূজা-শেষে বর মাগে করিয়া প্রণাম।
হেন পতি দিবা মোরে কৃষ্ণের সমান ॥ ১০১ ॥
জন্মে জন্মে মুই তা'র দাসী সর্ব্বকাল।
এই নিবেদন প্রভু চরণে তোমার ॥ ১০২ ॥
হেনরূপে বলভদ্র-নন্দিনী বিদিত।
তা'র বিভা-বিবরণ শুন দিয়া চিত ॥ ১০৩ ॥

সে-দেশের রাজার আজ্ঞায় বলভদ্র।
কড়কড়ি * লঞা যায় আর নানা দ্রব্য ॥ ১০৪ ॥
মেদিনীপুরেতে পাতসাহ সুবা-স্থানে।
কড়কড়ি দ্রব্য লঞা করিল দর্শনে ॥ ১০৫ ॥
বাকী লক্ষ টাকা আছে হিজলী মণ্ডলে।
দর্শন মাত্রেতে বন্দী করিলা তাহারে ॥ ১০৬ ॥
বলভদ্রে দূত বেগে আরত † হইঞা।
অচ্যুতের স্থানে সব কহে বিবরিয়া ॥ ১০৭ ॥
কিছু কড়ি দিয়া সুবা করিল দর্শনে।
দরশনে বন্দী কৈলা বাকীর কারণে ॥ ১০৮ ॥
শুনিয়া এ সব কথা অচ্যুত ত্বরিতে।
মিলিলেন সুবা স্থানে হইঞা বিস্মিতে ॥ ১০৯ ॥
অচ্যুতের বচন ভাঙ্গিতে নারে সুবা।
কোটী কোটী দোষ ক্ষমে হইলে সে উভা ‡ ১১০
কহিলেন সুবা স্থানে বলভদ্র কথা।
আমি এই তঙ্কা দিব ছাড়িহ সর্ব্বথা ॥ ১১১ ॥
শুনিয়া অচ্যুত-বোল ছাড়িল তখনে।
বলভদ্রে লঞা গৃহে করিল গমনে ॥ ১১২ ॥
হাতাহাতি দোঁহে যায় নানা কথা রসে।
উতরিলা গিয়া তবে অচ্যুত আবাসে ॥ ১১৩ ॥
বহু পরকারে তা'রে করিয়া সন্মান।
মিষ্টান্ন ভোজন দিব্য বস্ত্র পরিধান ॥ ১১৪ ॥
কর্পূর তাম্বুল খায় বসিয়া আসনে।
হেন বেলা সেই স্থানে রসিক গমনে ॥ ১১৫ ॥
চাঁচর চিকুর কেশ বাঁধিয়া সুছাঁদে।
সুদীর্ঘ কপোল মুখ জিনি পূর্ণ চাঁদে ॥ ১১৬ ॥
সুসঞ্চ নাসিকা শোভে সে দুই নয়নে।
ঝলমল করে মতি শোভে দুই কর্ণে ॥ ১১৭ ॥
বিদ্যুল্লতা জিনিঞা দাড়িম্ব দন্তপাঁতি।
শ্রীবদনে মন্দ মন্দ হাস্য কত ভাতি ॥ ১১৮ ॥
কোকিল জিনিয়া বাণী সুরঙ্গ অধরে।
অমৃত সিঞ্চিত সেই আধ আধ বোলে ॥ ১১৯ ॥

---

* কড়কড়ি—খাজনা।

† আরত—আর্ত্ত।

‡ উভা—দণ্ডায়মান।

দোসরি সোনার কণ্ঠী কণ্ঠের উপরে।
পহলা * মুকুতা মালা বক্ষেতে হিল্লোলে ॥১২০॥
আজানুলম্বিত ভুজে কঙ্কন শোভিত।
সুন্দর উদর নাভি গভীর সুদীপ্ত ॥ ১২১ ॥
সিংহ জিনি কটিতে শোভিত ঝিনবাস †।
মরকত স্তম্ভ দুই উরুর প্রকাশ ॥ ১২২ ॥
সুকোমল চরণ সে দেখিতে সুন্দর।
ঝলমল করে নখ পংক্তি মনোহর ॥ ১২৩ ॥
অলকা জিনিয়া রাঙ্গা দুই চরণ-কমল।
পুঁথি হাতে করি যায় যেন নটবর ॥ ১২৪ ॥
দোসরা করিয়া বস্ত্র কাঁধের উপরে।
গজেন্দ্র-মন্থরগতি বলনি ‡ সুন্দরে ॥ ১২৫ ॥
কৃষ্ণ-অনুরাগে মত্ত অচ্যুত-নন্দন।
বলভদ্র স্থানে গিয়া হৈল উপসন ॥ ১২৬ ॥
দেখিয়া রসিক-রূপ লাগে চমৎকার।
নিরখিয়া বলভদ্র পড়িলা পাথার ॥ ১২৭ ॥
মূর্চ্ছিত হইঞা পড়ে ভূমের উপরে।
তুলিয়া সিঞ্চিল জল তা'র অনুচরে ॥ ১২৮ ॥
জ্ঞান পাইয়া বলভদ্র কহে সবাস্থানে।
এ শিশু মনুষ্য নহে সম নারায়ণে ॥ ১২৯ ॥
ভুবনেতে হেনরূপ কোথাও না দেখি।
বড়ই পুরুষ এই নারায়ণ সাক্ষী ॥ ১৩০ ॥
কাহার নন্দন এই পুরুষ-রতন।
সবে বলে অচ্যুতের এই সে-নন্দন ॥ ১৩১ ॥
শুনিয়া অদ্ভুত বাণী বলভদ্রদাস।
অচ্যুতের স্থানে কিছু করিল প্রকাশ ॥ ১৩২ ॥
শুন মহাশয়, যবে কর অঙ্গীকার।
তোমার নন্দনে দিব দুহিতা আমার ॥ ১৩৩ ॥
বড় সুরূপিণী কন্যা ইচ্ছাদেই নাম।
রূপে গুণে ভুবনেতে নাহিক উপাম ॥ ১৩৪ ॥
সে কন্যার পতিযোগ্য তোমার নন্দন।
তা'র যোগ্য কন্যা এই বিধির ঘটন ॥ ১৩৫ ॥
তোমার নন্দন দেখি' হরিল চেতন।
নারায়ণ সম এই পুরুষ-রতন ॥ ১৩৬ ॥
কন্যা দিয়া আমি তুয়া পশিনু শরণ।
জগতের প্রাণধন তোমার নন্দন ॥ ১৩৭ ॥
বলভদ্র-বাক্য সব শুনিয়া অচ্যুত।
ভাল বলি' আনন্দ সে পাইলা বহুত ॥ ১৩৮ ॥
নৃপ স্থানে বিদাই করিয়া ততক্ষণে।
গৃহে আসি' অচ্যুত করিল সনমানে ॥ ১৩৯ ॥
রসিকের বিবাহ কহিব বিবরণ।
স্বভাব বর্ণনা কিছু করিব রচন ॥ ১৪০ ॥
রসিকমঙ্গল শুন সব কার্ষ্ণজন।
রসিকেন্দ্র প্রাণপতি সবার জীবন ॥ ১৪১ ॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ১৪২ ॥

ইতি শ্রীরসিক-মঙ্গল পূর্ব্ব-বিভাগে কৈশোর-লীলা-বর্ণন-নাম দশম-লহরী সম্পূর্ণ।

* পহলা—প্রবাল, পলাকাঁঠি।
† ঝিনবাস—সূক্ষ্মবসন।
‡ বলনি—ভঙ্গি।

একাদশ-লহরী

রাগ—বরাড়ী। পাঞ্চালী ছন্দ।

জয় জয় কৃষ্ণগুণ, সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণ,
জয় জয় অচ্যুত-নন্দন।
অখিলের প্রাণধন, 'উদ্ধারিলে সর্ব্বজন,
যশ কিছু করিব রচন ॥ ১ ॥

বলভদ্র-বাক্য শুনি', অচ্যুত মনেতে গণি',
কহিলেন সবাকার স্থানে।
বলভদ্র মহাশয়, কহিলেন সুনিশ্চয়,
রসিকের বিবাহ কারণে ॥ ২ ॥

তাহার এক দুহিতা, রূপে গুণে জগন্মাতা,
বাক্যদত্ত কৈল আমা স্থানে।
রসিকের দেখি' রূপ, বহুত পাইলা সুখ,
অবশ্য করিব কন্যাদানে ॥ ৩ ॥
শুন সব বন্ধুগণ, বিভা-কার্য্যে দেহ মন,
কর সব দ্রব্য ব্যবহার।
হিজলীর অধিপতি, বলভদ্র মহামতি,
লক্ষ লক্ষ ধন আছে যাঁ'র ॥ ৪ ॥
হেনই জনের সঙ্গে, বিধাতার সে সংযোগে,
আচম্বিতে হ'ল বন্ধুপণ।
দ্রব্য কর ভালমতে, মহতাদি রহে যাতে,
সবে মিলে করহ যতন ॥ ৫ ॥
অচ্যুতের আজ্ঞা পাঞা, সবে যথাস্থানে গিঞা,
সব দ্রব্য করিলা ত্বরিতে।
রসিক যাঁ'র নন্দন, তাঁ'র দ্রব্য চিত্র কোন্,
বস্ত্র আভরণ নানামতে ॥ ৬ ॥
যত দ্রব্য উপহার, করিয়া সব সম্ভার,
বিবিধ প্রকার নানা ভাঁতি।
ঘর দ্বার পরিষ্কার, করে সব পরিবার,
উজল হইল চারি ভীতি ॥ ৭ ॥
তবে কহে বলভদ্র, শুন শুন বন্ধুসব,
সবারে কহি এ-বিবরণ।
ইচ্ছাদেই অনুক্রম, বর অচ্যুত-নন্দন,
বিধাতা করিল সে ঘটন ॥ ৮ ॥
বড়ই সুন্দর বর, ত্রিভুবনে মনোহর,
কিবা অজ-ভব-নারায়ণ।
কিবা ইন্দ্র দেবগণ, নারদাদি যোগিগণ,
দেখি শিশু, সম নারায়ণ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বগুণে গুণধর, দিতে নাহি পটান্তর,
অসীম সে লাবণ্য-মহিমা।
শ্রীমুখের বাণী শুনি', বৃহস্পতি হয় তুনি *
অখিল ভুবনে অনুপমা ॥ ১০ ॥
আমার বংশের ভাগ্যে, কিম্বা তপস্যা-সংযোগে,
হেন বর করিল ঘটন।

ধন্য ধন্য ইচ্ছাদেই, লক্ষ্মী-অংশে জন্ম হই,
যাঁ'র পতি নারায়ণ-সম ॥ ১১ ॥
ডাকাইয়া বন্ধুগণ, কহে সত্য বিবরণ,
ইচ্ছাদেই অচ্যুতের সুতে।
হেনকালে মহাভাগ, বলভদ্র প্রাণত্যাগ,
সে সময়ে হৈলা আচম্বিতে ॥ ১২ ॥
হেনকালে কতদিনে, সদাশিব সে বচনে,
সেই বাক্য করিয়া প্রমাণ।
দ্বিজ দোইবজ্ঞ আনি', সব শুভক্ষণ গণি',
রসিকেরে দিব কন্যাদান ॥ ১৩ ॥
সদাশিব সবাস্থানে, কহি' সব বিবরণে,
আজ্ঞা কৈল কর দ্রব্য ভার।
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি, গুড় গুয়া তণ্ডুলাদি,
বস্ত্র আন নানা পরকার ॥ ১৪ ॥
মিষ্টান্ন ঘৃত সম্ভার, কর বহু পরকার,
পিঠা লাড়ু কলা নানা ভাঁতি।
রাজভোগ উপহার, কৈল নানা পরকার,
যথাক্রমে আপনা শকতি ॥ ১৫ ॥
উজল ঘর আঙ্গিনা, দিল ঝুঁটি আলিপনা,
মণ্ডলী করিল নানারূপে।
নানারূপ চিত্র কাঁথে, লিখিল যুবতী যুথে,
মণ্ডিল পাটনেত চন্দ্রাতপে ॥ ১৬ ॥
সদাশিব মহাশয়, কহে অতি সবিনয়,
শুভলগ্ন করিয়া গণন।
দুই চারি আত্মগণ, দ্বিজ দুই চারি জন,
বর আন বলেন সঘন ॥ ১৭ ॥
অচ্যুতনন্দন বর, আনহ গিয়া সত্বর,
শুভ লগ্ন করিয়া নিশ্চয়।
ত্বরিতে যাইবে তথা, রসিকে আনিবে হেথা,
প্রবেশয়ে যেন সে সময় ॥ ১৮ ॥
অচ্যুতের স্থানে সবে, কহিবে বিনয় ভাবে,
পাঠাইতে তাঁহার নন্দন।
কন্যা দিয়া তোমা সুতে, শরণ লইল চিতে,
কহিবে সকল বিবরণ ॥ ১৯ ॥
সদাশিব আজ্ঞা পাঞা, সবাই তথায় গিয়া,
অচ্যুতে কহিল বিবরণ।

---

* তুনি—মৌন।

শুনিয়া এ সব কথা, বন্ধুবর্গ যথা যথা,
সবাকারে করিল যতন ॥ ২০ ॥
গুড় গুয়া সবাকারে, দিল প্রতি ঘরে ঘরে,
যথাবিধি আছয়ে প্রমাণ।
সবাকারে নিমন্ত্রণ, করিল সে জনে জন,
রসিকের বিবাহ-কারণ ॥ ২১ ॥
শুনি সব বন্ধুগণ, ত্বরিতে করে গমন,
রসিকের বিভা করাইতে।
শুনিয়া সবে আনন্দে, আইলেন সকুটুম্বে,
ঘোড়া দোলা সাজি নানামতে ॥ ২২ ॥
শুন শুন কাঙ্গর্জন, রসিক বিভা বর্ণন,
যথাবিধি করিনু রচন।
শ্যামানন্দ-শ্রীচরণ, করিয়া মাথে ভূষণ,
গায়ে রসময়ের নন্দন ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল পূর্ব্ব-বিভাগে বিবাহ-উদ্যোগ
বর্ণন-নাম একাদশ লহরী সম্পূর্ণ।

দ্বাদশ-লহরী

রাগ—শুহী

ঘোষা। গোপালের কি কহিব চাঁদমুখ শোভা।
দেখি যেন বরজ-কামিনীগণ-মনোলোভা ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ দুঃখীজন বন্ধু।
জয় জয় রসিকানন্দ করুণাসিন্ধু ॥ ১ ॥
হেনকালে অচ্যুত আত্তায় বন্ধুগণ।
রসিক লইয়া সবে করিল গমন ॥ ২ ॥
শুভদিন শুভক্ষণ করিয়া গণন।
চলিলেন বিভা হৈতে অচ্যুত-নন্দন ॥ ৩ ॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সবে লইলেন সঙ্গে।
দৈবজ্ঞ নাপিত রজকাদি যায় সঙ্গে ॥ ৪ ॥
অশ্ব দোলা চড়িয়া সকল বন্ধুগণ।
ইষ্ট মিত্র ভট্টাচার্য্য মহতাদিগণ ॥ ৫ ॥
শত শত ভার সঙ্গে নানা উপহার।
পক্কান্ন মিষ্টান্ন লাড়ু নানা পরকার ॥ ৬ ॥
নানা ভাঁতি বস্ত্র নানারূপ অলঙ্কার।
বাজনা দুন্দুভি সঙ্গে বহু পরকার ॥ ৭ ॥
ঢোল ঢাক পহড়া মৃদঙ্গ করতাল।
উপাঙ্গ মুরজ ডম্ফ সঙ্গীত রসাল ॥ ৮ ॥
টমক দোগিড়ী গিজীঘোষ বহুতর।
মাদোল মুরলী বাঁশী সাহানি সুন্দর ॥ ৯ ॥
মুচঙ্গ কর্ত্তাল বেণু বাদ্য নানারূপে।
বাজনার শব্দে পৃথ্বী থরহর কাম্পে ॥ ১০ ॥
বহু ভাঁতি সুকুপাল * করিয়া সাজন।
বিভা হৈতে রসিকেন্দ্র করিল গমন ॥ ১১ ॥
রাজ-পরিচ্ছদে যায় সব সঙ্গীগণে।
বাজনা দুন্দুভি নাদ করি ঘনে ঘনে ॥ ১২ ॥
শুনি শত শত লোক যায় দেখিবারে।
চাঁদমুখ দেখি সবে আপনা পাসরে ॥ ১৩ ॥
মধুর বচন শুনি' সবে মোহ পায়।
ছাড়িয়া যাইতে কারো মন নাহি যায় ॥ ১৪ ॥
সবে বলে এ পুরুষ ছিলা কোন্ গ্রামে।
সকল লক্ষণ দেখি নারায়ণ সমে ॥ ১৫ ॥
মনুষ্যের হেন রূপ কখন না দেখি।
দেখিলে মধুর রূপ না পিছলে আঁখি ॥ ১৬ ॥
হেনরূপে পথে সবে প্রশংসিয়ে যায়।
রসিকের রূপ দেখি সবে মোহ পায় ॥ ১৭ ॥
হিজলী নিকটে প্রবেশিল হেনকালে।
সদাশিব দূত গিয়া কহিল সত্বরে ॥ ১৮ ॥
শুনি সদাশিব আনাইয়া বন্ধুগণ।
বর আনিবারে পাঠাইলা সর্ব্বজন ॥ ১৯ ॥

---

* সুকুপাল—পাল্কী।

কত দূরে সবে গিয়া দেখি রসিকেরে।
রসিকের রূপ দেখি মুগধ অন্তরে ॥ ২০ ॥
সবে বলে ইচ্ছাদেবী বড় ভাগ্যবান্।
রূপে গুণে বর যেন বিষ্ণুর সমান ॥ ২১ ॥
প্রশংসিয়া বর লঞা আইলা সত্বরে।
প্রবেশ হইলা সবে হিজলী নগরে ॥ ২২ ॥
শুনিয়া শ্রীরসিকের রূপের গরিমা।
দেখিবারে সবে ধায় নাহি তার সীমা ॥ ২৩ ॥
দেখিয়া মধুর রূপ আপনা পাসরে।
বলভদ্রে সব লোক পরশংসা করে ॥ ২৪ ॥
ধন্য বলভদ্র ধন্য দুহিতা তোমার।
বহু তপস্যায় পাইলা অচ্যুত-কুমার ॥ ২৫ ॥
রসিকেরে দেখি সবে আনন্দে পাথার।
ছাড়িয়া যাইতে কারো না লয়ে বিচার ॥ ২৬ ॥
হেনকালে সদাশিব আনন্দিত হঞা।
উত্তম মন্দিরে সবে বাসা দিল লঞা ॥ ২৭ ॥
যথাবিধি রূপে সব সামগ্রী করিয়া।
শত শত ভারী করি দিল পাঠাইয়া ॥ ২৮ ॥
দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনি শুভলগ্ন করি।
মণ্ডলী করিল ঘর যেন দেবপুরী ॥ ২৯ ॥
গৃহ আঙ্গিনা মণ্ডপ করি সুশোভন।
পাটনেত মণ্ডিলেন বিবিধ বরণ ॥ ৩০ ॥
হীরা লীলা পলা মতি ঝারা লম্বে তায়।
আর শত শত চামর হিল্লোল বায় ॥ ৩১ ॥
পতাকায় তোরণাদি শোভে চারিদিকে।
নানা চিত্রে ঘর মণ্ডিলেন সব দিকে ॥ ৩২ ॥
সুবর্ণের কুম্ভ শোভে পিঁড়ার * উপরে।
বৈকুণ্ঠ সমান স্থান দেখিতে সুন্দরে ॥ ৩৩ ॥
মণ্ডপের মধ্যে ঘট করিয়া স্থাপন।
চতুর্দ্দিকে বসিলেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ॥ ৩৪ ॥
জ্ঞাতি শত শত বসিলেন চারিদিকে।
মহাজন বসিলেন তার লাগে লাগে ॥ ৩৫ ॥
ভোট কম্বল রঙ্গ গালিচা মসিনা †।
বিছানাতে বসিলেন বড় বড় জমা ॥ ৩৬ ॥

* পিঁড়া—বারান্দা।
† মসিনা—মছলন্দ মাদুর।

দেউটী মশাল কিছু গণনা না যায়।
কোটি কোটি দীপ্ত চন্দ্রোদয়* জ্বলে তায় ॥ ৩৭ ॥
প্রদীপ দীপক হাউই নাহি হয় সংখ্যা।
কোটি কোটি চন্দ্রবাণ † কোটি ভুমিচম্পা ॥ ৩৮ ॥
কনকচাম্পাদি শোভে কত কত ভাঁতি।
হাটে বাটে আঙ্গিনায় জ্বলে পাঁতি পাঁতি ‡ ॥৩৯॥
মণ্ডপ বেড়িয়া জ্বলে নাহি সমুচ্চয়।
শ্বেত মোমের বৃক্ষ অতি তেজোময় ॥ ৪০ ॥
চারি পরহর জ্বলে সেই বৃক্ষখান।
যামিনী দিবস হৈল সেই সব স্থান ॥ ৪১ ॥
হেনরূপে মোমবৃক্ষ শত শত জ্বলে।
দিবস অধিক সেই করিল উজলে ॥ ৪২ ॥
দেখিতে পরম শোভা না যায় কথন।
মণ্ডপ গৃহ আঙ্গিনা পুষ্পেতে রচন ॥ ৪৩ ॥
নানা সুগন্ধি পুষ্প গাঁথি কেরা কেরা।
চারিদিকে চাঁদমালা পুষ্প ঝারা ঝারা ॥ ৪৪ ॥
পুষ্পেতে মণ্ডলী কৈলা মণ্ডপ আঙ্গিনা।
কোটি চাঁদ জিনিয়া সে হৈল জোতসনা ॥ ৪৫ ॥
অতি বিলক্ষণ শোভা কহন না যায়।
হেন বুঝি বোইকুণ্ঠ কি হৈল উদয় ॥ ৪৬ ॥
বিভা স্থান মণ্ডলী সে করিয়া সত্বরে।
স্থানে স্থানে যথাবিধি করে কুলাচারে ॥ ৪৭ ॥
সে সব কৌতুক শতমুখে কহা নহে।
সংক্ষেপে করিল কিছু বিবাহ-নির্ণয়ে ॥ ৪৮ ॥
হেনকালে শুভক্ষণে লগন করিয়া।
সব বন্ধুগণ সঙ্গে সদাশিব লৈয়া ॥ ৪৯ ॥
অধিবাস আদি যত আছে বেদমতে।
যথোচিত ক্রিয়া সারি আইল ত্বরিতে ॥ ৫০ ॥
বিভার মণ্ডপ পাশে সদাশিব দাস।
সগোষ্ঠী করিয়া সঙ্গে আনন্দ উল্লাস ॥ ৫১ ॥
বসিলেন যথাস্থানে সব বন্ধুগণ।
কর্পূর তাম্বূল সবে করিল গ্রহণ ॥ ৫২ ॥

* চন্দ্রোদয়—আলোক বিশেষ।
† চন্দ্রবাণ—আতোশ বাজী বিশেষ।
‡ পাঁতি পাঁতি—সারি সারি।

হেনকালে দোইবক্ত জানায় সত্বরে।
অতি শুভ হয় লগ্ন বর আনিবারে ॥ ৫৩ ॥
শুনি সদাশিব বড় আনন্দিত হঞা।
সবাকারে আজ্ঞা দিল বর আন গিয়া ॥ ৫৪ ॥
শুনিয়া সকল গোষ্ঠী আনন্দ হইয়া।
বাজনা দুন্দুভি আদি সঙ্গেতে লইয়া ॥ ৫৫ ॥
প্রবেশ হইলা সবে রসিকের স্থানে।
কহিলেন শুভ লগ্নে করহ গমনে ॥ ৫৬ ॥
শুনিয়া ত্বরায় সাজ করি সঙ্গীগণ।
অঙ্গে অঙ্গে খুঁজিলেন নানা আভরণ ॥ ৫৭ ॥
সুদীর্ঘ কপোলে দিল কুঙ্কুম চন্দন।
তা'র মাঝে ফাগু বিন্দু অতি সুশোভন ॥ ৫৮ ॥
সুকুঞ্চিত কেশ বাঁধে নাগরী দলন।
সুবাসিত পুষ্পমালা তাহাতে ভূষণ ॥ ৫৯ ॥
তনসুক* পাগবাঁধে করিয়া যতন।
মুকুট বাঁধিল তা'তে সুবর্ণ ভূষণ ॥ ৬০ ॥
হীরা লীলা পলা মতি মুকুটের মাঝে।
মাণিক্য দর্পণ জ্যোতি ঝলমল রাজে ॥ ৬১ ॥
সুবাসিত নানা পুষ্প সাজে থরে থরে।
মুকুট দেখিয়া মোহ পায় সর্ব্ব নরে ॥ ৬২ ॥
মনোহর মুকুট সে বান্ধিলেন শিরে।
শ্রীচন্দ্র বদন শোভা নাহি পটান্তরে ॥ ৬৩ ॥
কোটি কোটি চাঁদ দিয়ে সে মুখ নিছানি।
রূপে গুণে বচনে মোহিল সব প্রাণী ॥ ৬৪ ॥
মুকুটের মণিঝারা আন্দোলয় পাশে।
মণির কিরণে মুখ চন্দ্রিমা প্রকাশে ॥ ৬৫ ॥
নয়নে কজ্জল রেখা দেখিতে সুন্দর।
খঞ্জন অধিক দুই নয়ন চঞ্চল ॥ ৬৬ ॥
তিল ফুল জিনি নাসা দেখিতে সুন্দর।
দাড়িম্ব জিনিয়া দন্ত সুরঙ্গ অধর ॥ ৬৭ ॥
তাহে তাম্বুলের রাগ অতি মনোহর।
মন্দ মন্দ হাস্যমুখ চাহনি সুন্দর ॥ ৬৮ ॥
কামের কামান জিনি ভূরু নিরমাণ।
তাহে রোমাবলি শোভে অলি পরমাণ ॥ ৬৯ ॥
দুই কর্ণে শোভে সোণা মুকুতা গাঁথনি।
তাহে নানা মণি শোভে উজল দামিনী ॥ ৭০ ॥
গজস্কন্ধ কণ্ঠে শোভে সোণার দোসরী।
হৃদয়ে পদক শোভে অতি মনোহারী ॥ ৭১ ॥
নানা রত্ন মণি মুক্তা গাঁথি থরে থরে।
হৃদয়ে পদক বেড়ি শোভিত সুন্দরে ॥ ৭২ ॥
আজানুলম্বিত ভুজে কেয়ূর কঙ্কন।
মৃণাল সমান বাহু অতি সুশোভন ॥ ৭৩ ॥
দুই বাহে বাজুবন্ধ ঝাঁপা নানা মণি।
ভূষণকে উজল করিছে অঙ্গ-খানি ॥ ৭৪ ॥
গভীর সুভগ নাভি উদর বিরাজে।
রোমাবলী ত্রিবলী শোভিত তার মাঝে ॥ ৭৫ ॥
ক্ষীণকটী মাঝাতে শোভিত ঝিনবাস।
বেড়াইল পাটের পাছড়ি পীতবাস ॥ ৭৬ ॥
কোটিতে বান্ধিল আঁটি পাটের বসন।
সে নিতম্ব উরুযুগ মোহে ত্রিভুবন ॥ ৭৭ ॥
সুকোমল চরণে শোভিত নখপংক্তি।
অলকার রেখা তার শোভে নানা ভাঁতি ॥ ৭৮ ॥
সে রূপ দেখিলে জগজন মন মোহে।
অঙ্গ বেড়ি পাটবস্ত্র বাম কান্ধে শোভে ॥ ৭৯ ॥
শ্যামল সুন্দর অঙ্গে কুঙ্কুম চন্দন।
অঙ্গের ছটায় দীপ্ত হৈল ত্রিভুবন ॥ ৮০ ॥
সুরঙ্গ কঠাঁউ * পায় দেখি মনোহর।
বরবেশ হইলেন রসিকশেখর ॥ ৮১ ॥
হাতে করজাগ্য ধরি গজেন্দ্র-গমনে।
বিভা হৈতে রসিকেন্দ্র করিল প্রয়াণে ॥ ৮২ ॥
বাসা হৈতে সুকুপালে বসিয়া সত্বরে।
রাজ-পরিচ্ছদে সবে যায় ধীরে ধীরে ॥ ৮৩ ॥
বাজনা দুন্দুভিনাদে ভূমি থর হর।
চন্দ্রোদয় মশালেতে যামিনী উজ্জ্বল ॥ ৮৪ ॥
কোন খানে নানা বাদ্য নানা পরকার।
কোন খানে কবিত্ব পড়য়ে বার বার ॥ ৮৫ ॥
কোন খানে বেদধ্বনি করে দ্বিজগণ।
কোন খানে ভারত পুরাণ রামায়ণ ॥ ৮৬ ॥

* তনসুক—চূড়া।

* কঠাঁউ—খড়ম।

কোন খানে সঙ্কীর্ত্তন হয় হরিধ্বনি।
কোন খানে শিঙ্গা বিশানের নাদ শুনি ॥ ৮৭ ॥
কোন খানে লগুড়ী ফিরায় গোপগণ।
কোন খানে নানাবাদ্যে নাচে নারীগণ ॥ ৮৮ ॥
কোন খানে রাউত শরণ * নানা মতে।
কোন খানে ধাবায়েন অশ্ব যূথে যূথে ॥ ৮৯ ॥
কোন খানে সব লোক দেখে নানা রঙ্গে।
কোন খানে মল্লযুদ্ধ করে নানা ভঙ্গে ॥ ৯০ ॥

কোন খানে ঢালি সব করে মেলামেলি।
বয়েসিয়া সবে করে ভিড়ে পেলাপেলি ॥ ৯১ ॥
নানা রাজ্যের বাদ্যকার আজ্ঞাতে আইলা।
বাদাবাদি বাজনাতে পৃথ্বী উছলিলা ॥ ৯২ ॥
যত যত লোক বৈসে হিজলী নগরে।
রাজা প্রজা সবে আইলা বিভা দেখিবারে ॥ ৯৩ ॥
হাটে বাটে আঙ্গিনায় গৃহের উপর।
সমুচ্চয় নাহি লোক বড়ই গহল ॥ ৯৪ ॥

সরিষা ফেলিলে তলে পড়ে নাহি কভু।
সবে বলে হেন বিভা দেখি নাই কভু ॥ ৯৫ ॥
নানারঙ্গে আইলেন মণ্ডপের তলে।
নানারূপে চন্দ্রোদয় করিছে উজলে ॥ ৯৬ ॥
মণ্ডপ বেড়িয়া বৈসে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
হোম যজ্ঞ করে সবে করিয়া যতন ॥ ৯৭ ॥
হেনকালে রসিকেন্দ্র সুকুপাল হৈতে।
সুরঙ্গ কঠাঁউ পায়ে নামিল ভুমিতে ॥ ৯৮ ॥
দাণ্ডাইয়া রসিকেন্দ্র মণ্ডপের তলে।
দ্বিজগণে বন্দন করিল কুতূহলে ॥ ৯৯ ॥

আশীর্ব্বাদ করিলা সকল দ্বিজগণ।
কৃষ্ণভক্তি দিয়া উদ্ধারিহ ত্রিভুবন ॥ ১০০ ॥
রসিকের রূপ দেখি সবার আনন্দ।
কিবা রাজা কিবা প্রজা কিবা দ্বিজবৃন্দ ॥ ১০১ ॥
কিবা বাল কিবা বৃদ্ধ স্ত্রীরি যূথ যূথ।
রসিকের রূপ দেখি সবে অদভুত ॥ ১০২ ॥
সবে বলে এ পুরুষ ছিলা কোন খানে।
নারায়ণ সম দেখি সকল লক্ষণে ॥ ১০৩ ॥

কিবা সে শ্যামল অঙ্গ মন্দ মন্দ হাসি।
এ মুখে নিছানি দেয় কোটি কোটি শশী ॥ ১০৪ ॥
কিবা এ ভুরুর ভঙ্গি নয়ন নাচনি।
কিবা সে মধুর হাসি অধর-রঙ্গিনী ॥ ১০৫ ॥
আজানুলম্বিতভুজ কিবা সে তুলনী।
অঙ্গের ছটায় মোহ পাইল ধরণী ॥ ১০৬ ॥
হেন নটবর রূপ কখন না দেখি।
সেই রূপ দেখিবারে ধায় শত আঁখি ॥ ১০৭ ॥

ধন্য ভাগ্যবতী বলভদ্রের নন্দিনী।
বহু তপস্যার ফলে পাইলা হেন স্বামী ॥ ১০৮ ॥
হেনমতে সব লোক দেখি রসিকেরে।
মধুমাছি প্রায় সবে বেড়ি শত পুরে ॥ ১০৯ ॥
শ্রীচন্দ্রবদন দেখি জুড়ায় নয়ন।
বৈকুণ্ঠ অধিক হৈল সেই সব স্থান ॥ ১১০ ॥
দেখিয়া সকল লোক লাগে চমৎকার।
সবে বলে এ পুরুষ কোন অবতার ॥ ১১১ ॥

মণ্ডপ বেড়িয়া সবে বৈসে চারি পাশে।
বন্ধুবর্গ আত্মগণ সদাশিবদাসে ॥ ১১২ ॥
তার পাশে বসিলেন সব দ্বিজগণ।
থাপিয়া মঙ্গল ঘট পূজে যথাক্রম ॥ ১১৩ ॥
হোম যজ্ঞ পরিচর্য্যা আছে যথাবিধি।
যাঁর যেবা কুলাচার আছয়ে প্রসিদ্ধি ॥ ১১৪ ॥
একে একে বিধিমতে করিয়া সত্বরে।
বরিয়া বসায় বরে মণ্ডপ উপরে ॥ ১১৫ ॥
রঙ্গ মসিনায় রঙ্গ কম্বলের বিছানা।
তা'র পরে ঝিনপত্রি * করি আচ্ছাদনা ॥ ১১৬ ॥

তাহাতে বসিলা বর রসিকশেখর।
চারিদিকে জয়কার বাদ্য ঘোরতর ॥ ১১৭ ॥
স্ত্রীরিগণ হুলাহুলী ঘন শঙ্খধ্বনি।
বাজনা দুন্দুভিনাদে কিছু নাহি শুনি ॥ ১১৮ ॥
শত সাহনিয়া গায় বিভার মঙ্গল।
হরিধ্বনি বেদধ্বনি ঘন উতরোল ॥ ১১৯ ॥
পুরোহিত পুঁথি হাতে করি কৌতুকে।
বেদবিধি কুলাচার করে একে একে ॥ ১২০ ॥

---

* রাউত শরণ—জাতি বিশেষের গীত বা বন্দনা।

* ঝিনপত্রি—সূক্ষ্মবস্ত্র।

বেদবিধি কুলাচার হোম যজ্ঞ আদি।
স্থাপিয়া মঙ্গল ঘট পূজা যথাবিধি ॥ ১২১ ॥
বিপ্রগণে আজ্ঞা দিল কন্যা আনিবারে।
শুনি' আত্মগণ উঠি গেলা অন্তঃপুরে ॥ ১২২ ॥
কহিলেন ত্বরিতে করহ কন্যাসাজ।
মণ্ডপে বসিলা রসিক না সহে বিয়াজ ॥ ১২৩ ॥
শুনি' নারীগণে বেশ করিতে লাগিলা।
গৌরাঙ্গী-অঙ্গে কুঙ্কুম চন্দন লেপিলা ॥ ১২৪ ॥
মস্তকে সীমন্তে বেণী মণি সুশোভিত।
মুখচন্দ্র দেখি পূর্ণচন্দ্র সলজ্জিত ॥ ১২৫ ॥
কস্তুরি তিলক রেখা ভালের উপরে।
নবীন চন্দ্রমা জিনি' ঝলমল করে ॥ ১২৬ ॥
কামের কামান জিনি' ভুরু তার শোভা।
তাহাতে অলকাবলী অলিকুল-লোভা ॥ ১২৭ ॥
চক্ষু রাখি' নয়নেতে শোভিত বিজলে।
তিলফুল নাসাতে মুকুতা ঝলমলে ॥ ১২৮ ॥
বধুলি* জিনিয়া দুই অধরের শোভা।
কুন্দকলি দন্তপাঁতি বিদ্যুল্লতা আভা ॥ ১২৯ ॥
দশবাণ জিনি স্বর্ণকাপ† শোভে কর্ণে।
চিবুকে কস্তুরি বিন্দু কণ্ঠে আভরণে ॥ ১৩০ ॥
নানা মণি জ্বলে কণ্ঠে হীরা পলা মতি।
হৃদয়ে দোলয়ে হার ডগমগ জ্যোতি ॥ ১৩১ ॥
বাহুতে সুবর্ণ তাড় হস্তে সোণাচুড়ি।
বাজুবন্ধ সোণাবালা কনক মুদরী ‡ ॥ ১৩২ ॥
কুচকুম্ভ সুশোভন রোমাবলী অলি।
ক্ষীণমধ্যা কটিতটে শোভিত ত্রিবলী ॥ ১৩৩ ॥
তাহে পীত বসন রতন উড়য়ানি।
জানু জঙ্ঘ সুশোভন দেখিতে সুঠানি ॥ ১৩৪ ॥
সুবর্ণ বলয় পায় কনক পাশুলি।
চরণ নখরে লক্ষ চন্দ্র ঝলমলি ॥ ১৩৫ ॥
নানারূপে বেশ করি' নানা পুষ্পমালা।
সাজালেন সখাগণে বলভদ্র বালা ॥ ১৩৬ ॥
লক্ষ্মী-অংশে অবতীর্ণ ইচ্ছা পাট বংশী।
জন্মে জন্মে তেকারণে রসিক প্রেয়সী ॥ ১৩৭ ॥
হেনরূপে কন্যারে সাজাঞা আত্মগণ।
মণ্ডপের স্থানে আনি' করিলা বরণ ॥১৩৮ ॥
কোলে করি' গুরুজন বসিলা ত্বরিতে।
দ্বিজগণ হোমযজ্ঞ বেদবিধিমতে ॥ ১৩৯ ॥
বেদবিধি কুলাচার করি' একে একে।
কন্যা সমর্পিল তবে আনন্দে রসিকে ॥ ১৪০ ॥
হাত জোড় আদি করি' বসাইল পাশে।
দেখি যেন লক্ষ্মী নারায়ণ অংশী অংশে ॥ ১৪১ ॥
দেখিতে পরম শোভা অতি মনোহর।
রূপ দেখি' সব লোক আনন্দ অন্তর ॥ ১৪২ ॥
দিব্য অন্ন বস্ত্র আদি নানা রত্নভার।
যৌতুক দিলেন সে বহুত পরকার ॥ ১৪৩ ॥
হেনরূপে নানাসুখে বিভা করাইয়া।
কতদিন তথা রহি বিদায় মাগিয়া ॥ ১৪৪ ॥
অষ্ট মঙ্গলাদি তথা করি নানাসুখে।
শুভক্ষণে গৃহে বিজে করিল রসিকে ॥ ১৪৫ ॥
আইলেন নিজ ঘরে রসিকশেখর।
নিরবধি কৃষ্ণপ্রেমে অঙ্গ জর জর ॥ ১৪৬ ॥
কৃষ্ণানন্দে শতধারা গলয়ে নয়নে।
নিরবধি হরিনাম জপেন নিগমে ॥ ১৪৭ ॥
রসিকচন্দ্রের মুখ দেখিয়া অচ্যুত।
বধূ দেখিয়া আনন্দ পাইলা বহুত ॥ ১৪৮ ॥
বন্ধুগণে সম্ভাষা করিয়া মহাশয়।
ষড়রসে ভোজনাদি করা'ল সবায় ॥ ১৪৯ ॥
কত দিন সবা রাখি' করিল বিদায়।
অন্ন বস্ত্র আভরণ দিলেন সবায় ॥ ১৫০ ॥
হেনরূপে রসিকের বিভার আনন্দ।
শ্রদ্ধা করি' যেই শুনে ঘুচে ভববন্ধ ॥ ১৫১ ॥
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ব বন্ধুগণ।
সবার দুর্ল্লভ বন্ধু অচ্যুত-নন্দন ॥ ১৫২ ॥
তাঁর লীলামৃত শুন ছাড়ি' আন কথা।
শ্রবণে উদ্ধার কৃষ্ণ করেন সর্ব্বথা ॥ ১৫৩ ॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
কৌতুকে রচিলা রসময়ের নন্দন ॥ ১৫৪ ॥

ইতি শ্রীরসিক-মঙ্গল পূর্ব্ব-বিভাগে বিবাহ-বর্ণন-নাম দ্বাদশ-লহরী সম্পূর্ণ।

* বধুলি—চৌদ্দঘড়ি ফুল। তেলাকুচা ফল
† স্বর্ণকাপ—কর্ণালঙ্কার।
‡ মুদরী—আংটী।

ত্রয়োদশ-লহরী

রাগ বরাড়ী—পাঞ্চালী ছন্দ

জয় শ্যামানন্দ, অখিল আনন্দ,
কৃপা কর মোর প্রতি।
রসিক-মঙ্গল, আনন্দ-কল্লোল,
গাই যেন নিতি নিতি ॥ ১ ॥
বিভা-আদি করি, রসিক-মুরারি,
গৃহে বৈসে নানারঙ্গে।
ভাগবত-রসে, সদাই বিলসে,
রসিকজনের সঙ্গে ॥ ২ ॥
কোন কোন দিনে বসিয়া নিগমে,
সদা লয় হরিনাম।
নয়নের জল, বহে শতধার,
নিশি দিশি নাহি জান ॥ ৩ ॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি, ভূমে গড়ি বুলি,
আকুল হইয়া কান্দে।
কৃষ্ণ প্রাণপতি, আন নাহি গতি,
লুঠিল * কেশ নাহি বান্ধে ॥ ৪ ॥
ভাবের আবেশে, গদ গদ ভাষে,
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ঘনে ঘনে।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, অষ্ট সাত্ত্বিক,
হইলে কৃষ্ণ-স্মরণে ॥ ৫ ॥
উচ্চরবে কহে, করিয়া বিনয়ে,
কৃষ্ণ মোর প্রাণধন।
কৃষ্ণ মোর মাতা, কৃষ্ণ মোর পিতা,
কৃষ্ণ সে জাতি জীবন ॥ ৬ ॥
কৃষ্ণ মোর হর্ত্তা, কৃষ্ণ মোর কর্ত্তা,
কৃষ্ণ মোর পালয়িতা।
কৃষ্ণ সুত, বিত্ত, কৃষ্ণ বন্ধু-জিত,
কৃষ্ণ সে মোর রক্ষিতা ॥ ৭ ॥
কৃষ্ণ বিনে মোর, কেহ নাহি আর,
প্রাণ নিবেদিনু তাঁয়'।
হেন বুলি বলি, অতি সে ব্যাকুলি,
'কৃষ্ণ' বলি উচ্চরায় ॥ ৮ ॥
পূর্ণিত নয়নে, কান্দে অনুক্ষণে,
কৃষ্ণ-গুণ সঙরিয়া।
ভোজন-শয়নে, আন নাহি জানে,
কৃষ্ণের নাম ভাবিয়া ॥ ৯ ॥
ঘরে নাহি রয়, কিছু নাহি খায়,
সদাই বৈসে নিগমে।
ঘরে পরিজনে, খোঁজে অনুক্ষণে,
বেড়াইয়া বনে বনে ॥ ১০ ॥
ভ্রমি ভ্রমি দূত, দেখে অদভুত,
রসিক ভূমে লোটায়।
তুলি ধরি কোলে, পুছয়ে নিচোলে,
ধূলি-ধূসর গায় ॥ ১১ ॥
গৃহেতে লইয়া, স্নান করাইয়া,
ভোজনাদি ষড়রসে।
হেন দিনে দিনে, খেলে বনে বনে,
চাহিয়া বুলে বিশেষে ॥ ১২ ॥
দিনে দিনে লীলা, অচ্যুতের বালা,
করে নানা পরকার।
কৃষ্ণ বিনে আন, না করে ধিয়ান,
মিছা মানয়ে সংসার ॥ ১৩ ॥
আপনা সদন, * মানে বিষ-সম,
দারাসুতবন্ধুগণ।
সব তেয়াগিয়া, বৈরাগ্য লইয়া,
যাবারে চাহে সঘন ॥ ১৪ ॥
অচ্যুত জানিয়া, কহে বিবরিয়া,
শুনহ রসিক বাছা।
ঘরে থাক তুমি, সব দিব আমি,
যে চাহ তোমার ইচ্ছা ॥ ১৫ ॥

* লুঠিল—মুক্ত, লুণ্ঠিত।

* সদন—গৃহ।

শুনি পিতাবাক্য, কহেন রসিক,
শুনহ তাত বচন।
সংসার বৈভব, মিথ্যা দেখি সব,
সত্য কৃষ্ণে পরমাণ ॥ ১৬ ॥
সত্য কৃষ্ণধন, সত্য কৃষ্ণজন,
সত্য সে কৃষ্ণের লীলা।
সত্য বৃন্দাবন, সত্য গোপীগণ,
সত্য সে নন্দের বালা ॥ ১৭ ॥
সত্য সংকীর্ত্তন, সত্য কৃষ্ণনাম,
সত্য গুরু, কৃষ্ণভক্তি।
শুন তাত মোর, এই বেদসার,
কৃষ্ণে দেহ সবে মতি ॥ ১৮ ॥
কৃষ্ণ ভজ তাত, শাস্ত্র অভিমত,
কৃষ্ণ সে সবার প্রাণ।
ব্রহ্মাদি নারদ, শিব শুক ইন্দ্র,
কৃষ্ণ বিনে নাহি জান ॥ ১৯ ॥
এসব বচন, শুনি সর্ব্বজন,
সত্য কৃষ্ণ ভাবে মনে।
শ্যামানন্দপদ, সকল সম্পদ,
রসময়ের নন্দনে ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীরসিক-মঙ্গল পূর্ব্ব-বিভাগে বৈরাগ্যভাববর্ণন-
নাম ত্রয়োদশ-লহরী সম্পূর্ণা।

চতুর্দ্দশ-লহরী

রাগ—নারানী গৌড়া।
ঘোষা। মোর কৃষ্ণ গুণনিধি।
অনাথ-শরণ বড় দয়ার অবধি ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ অখিলের বন্ধু।
সর্ব্বজন-হিতকারী করুণার সিন্ধু ॥ ১ ॥
কৃপা কর প্রভু মোরে দুরিকা-নন্দন।
রসিকের যশঃ কিছু করিব বর্ণন ॥ ২ ॥
যেমনে হইল দেখা শ্যামানন্দ-সনে।
সে সব কথার কিছু কহি বিবরণে ॥ ৩ ॥
যেমনে রসিকসঙ্গে হইল মিলন।
উপদেশ করি দোঁহে জীব-উদ্ধারণ ॥ ৪ ॥
হেনকালে রসিকেন্দ্র কৃষ্ণের আবেশে।
ইচ্ছাময় কৃষ্ণানন্দে ভ্রমে দেশে দেশে ॥ ৫ ॥
অচ্যুতের সদন সকল স্থানে স্থানে।
সেই সেই স্থানে রহে কত কত দিনে ॥ ৬ ॥
ঘণ্টশিলা বলিয়া মহাপুণ্য স্থান।
কুটুম্ব সহিতে তথা করিলা বিশ্রাম ॥ ৭ ॥
জগন্নাথ-মণ্ডপ তথা আছে অনুপাম।
তথা বসি ভাগবত পড়ে অবিরাম ॥ ৮ ॥
ভাগবত-রসে মত্ত রসিক-শেখর।
নয়নের জলে সর্ব্ব অঙ্গ জর জর ॥ ৯ ॥
সুবর্ণরেখার কূলে অতি দিব্য স্থান।
অতি ঘোরতর কুঞ্জ বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥ ১০ ॥
পূর্ব্বে পাণ্ডবাদি তথা করিলা বিশ্রাম।
হেন মহাপুণ্যস্থান আছয়ে প্রমাণ ॥ ১১ ॥
এই সব স্থান দেখি রসিক-শেখর।
একলা ভ্রমেণ বনে করিয়া সাদর ॥ ১২ ॥
কোন স্থানে ভাগবত কোন স্থানে নাম।
কোন স্থানে সংকীর্ত্তন করে অবিরাম ॥ ১৩ ॥
কোন স্থানে বনভুজি * করি কৌউতুকে।
বৈষ্ণবভোজন তথা করয়ে রসিকে ॥ ১৪ ॥
হেনকালে পাণ্ডবাদি ছিলা যেই স্থানে।
সেই স্থানে রসিকেন্দ্র করিলা গমনে ॥ ১৫ ॥
অতি মনোহর স্থান দেখিতে সুন্দর।
গহন কানন নদী জল পরিমল ॥ ১৬ ॥
রসিকেন্দ্র সেই স্থানে করিয়া আসন।
ধ্যানে বসি হরিনাম মুদ্রিত নয়ন ॥ ১৭ ॥

---
* বনভুজি—বনভোজন।

ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে কম্প ক্ষণে অশ্রু বহে।
অতি উৎকণ্ঠিত চিত্ত কৃষ্ণের বিরহে ॥ ১৮ ॥
হেন কালে এক মহাপুরুষ-প্রধান।
রসিকের সন্নিধে হৈলা অধিষ্ঠান ॥ ১৯ ॥
শ্যামল সুন্দর তনু অতি মনোহর।
অঙ্গের ছটায় বন করিছে উজল ॥ ২০ ॥
ত্রিভঙ্গ ললিত বংশী শোভিত অধরে।
চাঁচর চিকুর চূড়া করে ঝলমলে ॥ ২১ ॥
ময়ূরচন্দ্রিকা তা'র দেখিতে সুন্দর।
তাড় খাড়ু ক্ষুদ্রঘুণ্টি * পীতাম্বরধর ॥ ২২ ॥
গলে নানা মণি দোলে কোউস্তুভ মণি।
কর্ণে কুণ্ডল নাসা মুকুতা ঝলকিনী ॥ ২৩ ॥
পায়ের নূপুর অতি দেখিতে সুছন্দ।
মদনমন্থর গতি জিনিয়া দ্বিরদ ॥ ২৪ ॥
গোধূলি-সময়ে কৃষ্ণ আইলা সে স্থানে।
নিজভৃত্য রসিকেরে দিলা দরশনে ॥ ২৫ ॥
সম্মুখে দাণ্ডায়ে কহে গভীর বচন।
অধরে মিলায় বাণী জুড়ায় শ্রবণ ॥ ২৬ ॥
শুন হেন বচন রসিক মহাশয়।
তোমা উপদেশকর্ত্তা শ্যামানন্দ রায় ॥ ২৭ ॥
আমার প্রেয়সী জন্ম শ্যামানন্দ-রূপে।
প্রেমভক্তি দিয়া উদ্ধারিবে সব লোকে ॥ ২৮ ॥
তাঁরে সেবি পাইবেক আমার চরণ।
তোমা হৃদে আমি বিহরিব অনুক্ষণ ॥ ২৯ ॥
শুনি কর্ণে রসিকমুরারি এ বচন।
ধ্যান ভাঙ্গি চাহিলেন সজল নয়ন ॥ ৩০ ॥
সম্মুখে দেখিলা কৃষ্ণ প্রাণের ঈশ্বর।
কোটি কোটি কাম জিনি রূপ মনোহর ॥ ৩১ ॥
দেখি আনন্দে রসিক পড়িল চরণে।
শ্রীচরণে মাথা দিয়া আনন্দ সঘনে ॥ ৩২ ॥
সেইখানে শ্রীকৃষ্ণ হইল অন্তর্দ্ধান।
উঠিয়া চাহিল কেহ নাই সেই স্থান ॥ ৩৩ ॥
ওহে কৃষ্ণ কোথা গেলা আমার পরাণ।
মুখ মাড়ি রসিক পড়িলা সেই স্থান ॥ ৩৪ ॥

* ক্ষুদ্রঘুণ্টি—ঘুঙুর, কিঙ্কিণী।

উসসি উসসি কান্দে ভূমেতে পড়িয়া।
নয়নের ধারা বহে অনিবার হৈঞা ॥ ৩৫ ॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ভূমে গড়ি বুলে।
জর জর কলেবর নেত্রের হিল্লোলে ॥ ৩৬ ॥
গদ গদ কণ্ঠে কহে মধুর বচন।
'আমা ছাড়ি কোথা গেলা কৃষ্ণ প্রাণধন ॥ ৩৭ ॥
কতক পুণ্যের ফলে তোমা পাইলুঁ দেখা।
এবে মোরে ছাড়ি কৃষ্ণ করি গেল একা ॥ ৩৮ ॥
তুয়া রূপ দেখিলাঁউ এ পাপ নয়নে।
এবে নিরিমাখি * করি হৈলা অন্তর্দ্ধানে ॥ ৩৯ ॥
কেমনে বঞ্চিব দিন তোমা না দেখিয়া।
সুমরি সুমরি কান্দে অনিবার হৈঞা ॥ ৪০ ॥
যত কিছু বিলাপ করিল কৃষ্ণ-ভাবে।
কহিতে কি শক্তি মোর সেই অনুভাবে ॥ ৪১ ॥
সে-সব আরতি কিছু কহন না যায়।
শুনিলে সে অনুরাগ পাষাণ মিলায় ॥ ৪২ ॥
কৃষ্ণপ্রেমে কান্দে রসিক নাহি বাহ্যজ্ঞান।
সেইখানে পড়ি রহে হইলা বিহান † ॥ ৪৩ ॥
হেথা ঘরে খুঁজি বুলে সব পুরজন।
নগরে নগরে খোঁজে চাহে বনে বন ॥ ৪৪ ॥
চাহিতে চাহিতে খোঁজে পাণ্ডুয়া সে স্থানে।
পাণ্ডবাদি বিশ্রাম করিলা যেই স্থানে ॥ ৪৫ ॥
মহাঘোর বন অতি নির্গমবিদিত।
সুবর্ণরেখার তটে পর্ব্বত-শোভিত ॥ ৪৬ ॥
ব্যাঘ্র ভল্লুক হস্তী সিংহ গণ্ডার ভাগ।
সেখানে সকল জীব রহে লাখে লাখ ॥ ৪৭ ॥
কিছুই না জানে প্রভু প্রেমের আবেশে।
কৃষ্ণের প্রভাবে কেহ নাহি আশে পাশে ॥ ৪৮ ॥
হেনকালে সব লোক খুঁজিয়া সত্বর।
সেইখানে দেখে গিয়া রসিকশেখর ॥ ৪৯ ॥
ভূমিগত শুইয়াছে সজল নয়ন।
লুটায়ে চাঁচর কেশ পুলকাবিরাম ॥ ৫০ ॥
দেখিয়া সকল লোক আকুল হইয়া।
তুলিয়া বসায় রসিকে সচেত করিয়া ॥ ৫১ ॥

* নিরিমাখি—নিরাশ্রয়।
† বিহান—প্রাতঃকাল।

শ্রীমুখ মুছিল সবে উত্তম বসনে।
সর্ব্বাঙ্গ ঝাড়িয়া কেশ বাঁধিল যতনে ॥ ৫২ ॥
হাতে ধরি তুলিয়া ধরিল সর্ব্বজন।
ধীরে ধীরে গৃহেতে করিল আগমন ॥ ৫৩ ॥
যেরূপ দেখিলা রসিক নয়নগোচর।
অন্তরে জাগই সেই রূপ নিরন্তর ॥ ৫৪ ॥
আজ্ঞা শুনি উপদেশ-কর্ত্তা শ্যামানন্দ।
কবে সে দেখিব মুই সেই মুখচন্দ্র ॥ ৫৫ ॥
কাহারে নাহি কহেন মনের ভাবনা।
নিরবধি শ্যামানন্দে করে উপাসনা ॥ ৫৬ ॥
সদা উৎকণ্ঠিত চিত্ত কৃষ্ণের উদ্দেশে।
ব্যবহার গৃহসুখ কিছুই না বাসে ॥ ৫৭ ॥
নিরবধি বন্ধুগণ থাকেন বেড়িয়া।
কখন বা প্রিয়া সঙ্গে থাকেন বসিয়া ॥ ৫৮ ॥
নানাদ্রব্য নানাবস্ত্র নানা অলঙ্কার।
রসিকের সনমুখে দেন বারেবার ॥ ৫৯ ॥
দৃষ্টিপাত নাহি করে কোন দ্রব্যভারে।
কৃষ্ণ শ্যামানন্দ সদা মনের ভিতরে ॥ ৬০ ॥
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণধ্যান কৃষ্ণ সুঙরণ।
কৃষ্ণ সত্য আর সব মিথ্যা প্রয়োজন ॥ ৬১ ॥
নিশি দিশি কৃষ্ণময় দেখে ত্রিভুবনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা নাহি রসিক-নয়নে ॥ ৬২ ॥
অতি দৃঢ় অনুরাগ কৃষ্ণেরে দেখিয়া।
দিবানিশি ঝুরে বসি সেরূপ ভাবিয়া ॥ ৬৩ ॥
না চিন্তয়ে পুঁথি রসিক না রহেন ঘরে।
বনেতে ভ্রমেণ কৃষ্ণ-বিরহ-সাগরে ॥ ৬৪ ॥
মনের গুপত কথা না কহেন কা'রে।
সেইরূপ বিনা আর কিছুই না স্ফুরে * ॥ ৬৫ ॥
হেনরূপ কতদিনে ভাবিতে ভাবিতে।
ভক্তিবশ শ্যামানন্দ আইলা ত্বরিতে ॥ ৬৬ ॥
ব্রজ ছাড়ি যেমনে আইলা উৎকলেতে।
তা'র বিবরণ কিছু করিব বিদিতে ॥ ৬৭ ॥
এসব কথার আমি কি জানি মরম।
শ্যামানন্দ রসিকের কৃপার কারণ ॥ ৬৮ ॥
বাল্য হৈতে সেবা করি দুই প্রভু স্থানে।
নিরমায়াতে† যে কিছু কৈল বিবরণে ॥ ৬৯ ॥
বাল্য হৈতে যত লীলা দেখিলুঁ দোঁহার।
সংক্ষেপে সে সব কথা করিব প্রচার ॥ ৭০ ॥
অনুক্রম দোষ কিছু না লবে সবায়।
রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি যে মোরে বলায় ॥ ৭১ ॥
রসিকমঙ্গল শুন সব কার্ষ্ণজন।
শ্রবণ মাত্রেকে মিলে কৃষ্ণ-প্রেমধন ‡ ॥ ৭২ ॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভুষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পূর্ব্ববিভাগে শ্রীকৃষ্ণদর্শন ও
তদাদেশশ্রবণ-নাম চতুর্দ্দশলহরী সম্পূর্ণা ।

---

* স্মরে ইতি পাঠান্তর।
† নিরমায়া—অকপটভাবে
‡ কৃষ্ণ-প্রাণধন ইতি পাঠান্তর।

পঞ্চদশ-লহরী

রাগ—শ্রী

ধোষা। হরি হে এবার মোরে করহ দয়া।
আশা করি ল'তে তব পদছায়া ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ অখিল আনন্দ।
যাঁর চরণের ভৃঙ্গ রসিকেন্দ্রচন্দ্র ॥ ১ ॥
নিরবধি রসিকেন্দ্র শ্যামানন্দ-ধ্যান।
শ্যামানন্দ বিনে আর নাহি জানে আন ॥ ২ ॥
ব্রজে শ্যামানন্দ রায় নারিল রহিতে।
গোবিন্দ-আজ্ঞায় আইল রসিকে দেখিতে ॥ ৩ ॥

সে সকল কথার কহিব বিবরণ।
যে কারণে শ্যামানন্দ উৎকল ভ্রমণ ॥ ৪ ॥
যে কারণে আইলা প্রভু জীব উদ্ধারিতে।
শুন শুন মন দিয়া সবে দৃঢ়চিতে ॥ ৫ ॥
একদিন শ্যামানন্দ নিশিতে * বসিয়া।
হরিনাম জপ করে আনন্দিত হঞা ॥ ৬ ॥
হেনকালে মদনগোপাল শ্রীগোবিন্দ।
সম্মুখে আসিয়া কহে শুন শ্যামানন্দ ॥ ৭ ॥
মোর প্রিয়তম ভক্ত রসিক মুরারি।
তারে উপদেশ কর উৎকল পুরী ॥ ৮ ॥
মোর প্রেমভক্তি দোঁহে কর পরচার।
উৎকলের সব জীবে করহ উদ্ধার ॥ ৯ ॥
মোর আত্মা প্রিয়তম ব্রজবাসিজন †।
তারে কৃপা কর গিয়া উৎকল-ভুবন ॥ ১০ ॥
এই বোল শুনি শ্যামানন্দ চমকিতে।
দণ্ডবতকায় ক্ষিতি পড়িল ভূমিতে ॥ ১১ ॥
উঠিয়া দেখিল কেহ নাই সেই স্থানে।
অনেক রোদেন কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ কারণে ॥ ১২ ॥
সেই বাক্য শুনি শ্যামানন্দ আনন্দিতে।
হৃদয়ানন্দের আজ্ঞা ভাবিল মনেতে ॥ ১৩ ॥
পূর্ব্বে মোরে যেই আজ্ঞা করিল নিভৃতে।
তার পরমাণ এবে পাইলুঁ যুগতে ‡ ॥ ১৪ ॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা আমি শুনিলুঁ শ্রবণে।
ব্রজ ছাড়ি উৎকলেতে যাইব কেমনে ॥ ১৫ ॥
না গেলে ভঞ্জন হয় কৃষ্ণের বচন।
অবশ্য দেখিব গিয়া পুরুষরতন ॥ ১৬ ॥
নিশি দিশি এই বাক্য ভাবে মনে মনে।
ব্রজ ছাড়ি যাইবারে নাই লয় মনে ॥ ১৭ ॥
হেনকালে এক দিন জীব গোঁসাইরে।
সাক্ষাতে করিল আজ্ঞা মদনগোপালে ॥ ১৮ ॥
শুন শুন ওহে জীব কহি যে তোমারে।
শ্যামানন্দে কহ তুমি উৎকল-যাবারে ॥ ১৯ ॥
রসিকমুরারি মোর বড় প্রিয়জন।
তারে লঞা উৎকল করিবে দলন ॥ ২০ ॥
মোর প্রেমভক্তি দিবে সর্ব্ব জনে জনে।
তিন বার আজ্ঞা তাঁরে করিল প্রমাণে ॥ ২১ ॥
মোর ব্রজবাসী জনে করিবে সেবন।
উৎকলে ব্রজবাসী করিবে গমন ॥ ২২ ॥
দুঃখ পায় ব্রজবাসী মোর উৎকলেতে।
না জানে মহিমা কেহ সব পাপ চিতে ॥ ২৩ ॥
পাপ তিমিরান্ধ ছাড়াইয়া দিব্যজ্ঞান।
শ্যামানন্দ রসিক করিবে পরিত্রাণ ॥ ২৪ ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি জীব মহাশয়।
সন্দর্ভে সকল কথা শ্যামানন্দে ক'য় ॥ ২৫ ॥
শুন শুন ওহে তুমি পুরুষরতন।
কৃষ্ণ আজ্ঞা হৈল তোমা উৎকল-ভুবন ॥ ২৬ ॥
রসিক-মুরারি তথা কৃষ্ণ-প্রিয়জন।
তারে সঙ্গী করি কর জীবের তারণ ॥ ২৭ ॥
এ সব বচন শুনি জীব গোঁসাই স্থানে।
তবে শ্যামানন্দ প্রত্যয় পাইলা মনে ॥ ২৮ ॥
নিশ্চয় যাইব আমি উৎকলভুবন।
দেখিব সে রসিক মুরারি-প্রিয়জন ॥ ২৯ ॥
হেনই কৃষ্ণের কৃপা আছয়ে যে জনে।
অবশ্য করিব দেখা সে পুরুষ সনে ॥ ৩০ ॥
হেনরূপে কত দিনে শ্যামানন্দ রায়।
জীব গোঁসাইর স্থানে হইলা বিদায় ॥ ৩১ ॥
হরিপ্রিয়া দাস আর যত মহাজন।
অধিকারী কুঞ্জবাসী আছে যে যে জন ॥ ৩২ ॥
সবার স্থানে বিদাই হঞা শ্যামানন্দ।
আগমন করিলেন মনের আনন্দ ॥ ৩৩ ॥
প্রেমভক্তিশাস্ত্র সব করিল সঙ্গতি।
কিশোর বালক শ্যামদাস শুদ্ধমতি ॥ ৩৪ ॥
এই তিন শিষ্য সঙ্গে ভাই একজন।
ঠাকুরপ্রসাদদাস খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥ ৩৫ ॥
এই চারি বিগ্রহ সে সঙ্গতি করিয়া।
ব্রজ ছাড়ি আগরায় উতরে আসিয়া ॥ ৩৬ ॥
আসন করিলা সবে আগরা ভিতরে।
রাজধানী কোটাল সে লাগে ফিরিবারে ॥ ৩৭ ॥

* নিভৃতে ইতি পাঠান্তর।
† এস্থলে রসিকানন্দকে ব্রজবাসী বলিতেছেন।
‡ যুগতে—সাক্ষাতে।

নগর ভিতর দেখে বৈষ্ণবসকল।
দেখিয়া কুপিল বড় কোটাল মোগল ॥ ৩৮ ॥
চোর কি তস্কর সাধু না জানি নিশ্চয়।
নগরের মধ্যে কেন রহিলা নির্ভয় ॥ ৩৯ ॥
দূতগণে আজ্ঞা দিল আন সে সবারে।
রাখিলেন দুষ্টগণ লঞা কারাগারে ॥ ৪০ ॥
আপনি শুয়েছে গিয়া পালঙ্ক-উপরে।
আচম্বিতে একজন প্রবেশে সে ঘরে ॥ ৪১ ॥
পালঙ্ক সহিত তায় তুলিয়া সত্বরে।
নির্ঘাত করিঞা আছাড়িল সেই ঘরে ॥ ৪২ ॥
ভূমে ফেলি বুকে বসি কহেন তাহারে।
শুন শুন দুর্জ্জন দুরিত দুরাচারে ॥ ৪৩ ॥
মোর প্রিয়জন সব করিয়া আসন।
নগরের মাঝে বসি লয় হরিনাম ॥ ৪৪ ॥
সে সবারে ধরিয়া রাখিলা কারাগারে।
সবংশ সহিত আজ করিব সংহারে ॥ ৪৫ ॥
যাতনা পাইয়া দুষ্ট ডাকে ঘোরনাদে।
কণ্ঠাগত হৈল প্রাণ পড়িলুঁ প্রমাদে ॥ ৪৬ ॥
পরিজন আসি বেড়িলেন চারিপাশে।
রুধির পড়য়ে মুখে বহে ঘনশ্বাসে ॥ ৪৭ ॥
তুলিয়া ধরিল সবে মুখে পানি দিয়া।
বসাইল সবে তারে সচেত করিয়া ॥ ৪৮ ॥
তবে পুছে তারে ভূমিগত কি কারণ।
রুধির গলয়ে মুখে মুদিত নয়ন ॥ ৪৯ ॥
তবে কহে কোটাল শুনহ সর্ব্বজন।
কারাগারে আছেন বৈরাগী পাঁচজন ॥ ৫০ ॥
মনুষ্য নহেন তাঁরা কৃষ্ণ-প্রিয়জন।
ত্বরিতে আনহ তাঁরে মোর সন্নিধান ॥ ৫১ ॥
দশ বিশ দূত গেলা আজ্ঞা পরমাণ।
কহিলেন তোমা সবা করহ গমন ॥ ৫২ ॥
দূতের বচন শুনি চমকিত হৈলা।
সঙ্কোচ বাসিয়া মনে কৃষ্ণ সঙরিলা ॥ ৫৩ ॥
কোটালের স্থানে তবে শ্যামানন্দ গেলা।
দেখিয়া কোটাল ভূমে সম্ভ্রমে পড়িলা ॥ ৫৪ ॥
দণ্ডবত কায় ক্ষিতি পড়িল চরণে।
অপরাধ ক্ষমা কর তোমার শরণে ॥ ৫৫ ॥
মুই না জানিনু তুমি কৃষ্ণ-প্রিয়জন।
সেই অপরাধে দণ্ড পাই অকারণ ॥ ৫৬ ॥
অনেক প্রকারে স্তুতি করিল যবন।
তুষ্ট হৈঞা শ্যামানন্দ কহেন বচন ॥ ৫৭ ॥
আমি মাগি এই ভিক্ষা শুন মহাশয়।
বৈষ্ণবের সেবা তুমি করিবে নিশ্চয় ॥ ৫৮ ॥
আজ্ঞা পাঞা আনন্দিত যবন রাজন।
সেই দিন হৈতে সাধু করেন সেবন ॥ ৫৯ ॥
সাধু সেবা-প্রমোদ প্রথম সেই হৈতে।
যবনেতে সেবা করে যাঁহার আজ্ঞাতে ॥ ৬০ ॥
হেনমতে একমাস রাখিলা যবন।
আনন্দে করিলা সেবা সম্প্রীতি-বিধান ॥ ৬১ ॥
অনেক করিল জ্ঞানগোষ্ঠী তাঁর সঙ্গে।
তবে শ্যামানন্দ তথা হৈতে যায় রঙ্গে ॥ ৬২ ॥
বারাণসী প্রয়াগে রহিলা কত দিন।
কত দিনে আইলেন নগর রোহিণ ॥ ৬৩ ॥
গ্রামে সুধা'লেন রসিক আছয়ে কোথা।
সে সব কহিল ঘণ্টশিলাতে সর্ব্বথা ॥ ৬৪ ॥
সর্ব্বারম্ভে তথায় আছয়ে মহাশয়।
শুনি শ্যামানন্দ তথা করিল বিজয় ॥ ৬৫ ॥
যেমনে রসিক সঙ্গে দেখা শ্যামানন্দ।
দরশন হৈঞা দোঁহে প্রেমের তরঙ্গ ॥ ৬৬ ॥
সে সব কথার কিছু কহি বিবরণ।
শুনিলে আনন্দ পাবে নন্দের নন্দন ॥ ৬৭ ॥
রসিক মঙ্গল শুন সব কার্ষ্ণজন।
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণ-প্রেমভক্তিধন ॥ ৬৮ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীরসিক-মঙ্গল পূর্ব্ব-বিভাগে ব্রজধাম হইতে
গৌড়যাত্রা-নাম পঞ্চদশ-লহরী সম্পূর্ণা।

ষোড়শ-লহরী

রাগ—কৌষিক।

ঘোষা। জয়রে জয় রামকৃষ্ণ
মুরারে ও মুরারে।

জয় জয় শ্যামানন্দ অখিলজীবন।
কৃপা কর যশঃ যেন করিহে বর্ণন ॥ ১ ॥
রসিকের সঙ্গে শ্যামানন্দের মিলন।
যেমনে হইল তার কহি বিবরণ ॥ ২ ॥
ঘণ্টশিলা গ্রামে রসিক থাকে কৌতুকে।
অহর্নিশ শ্যামানন্দে দেখেন ধ্যানেতে ॥ ৩ ॥
একদিন রাজার মেলাতে বসি সবে।
রাজার সমীপে দ্বিজ ভাগবত আরম্ভে ॥ ৪ ॥
ভাগবত শুনেন রসিক বসি তথা।
বৈকুণ্ঠরাজা শুনে ভাগবত-কথা ॥ ৫ ॥
রাজধানী সভা বড় দেখিতে সুন্দর।
বড় বড় দ্বিজগণ যেন বেদবর ॥ ৬ ॥
এ সবারে রসিক সুধায় কোউতুকে।
ভাগবত-তত্ত্বার্থ পুছেন একে একে ॥ ৭ ॥
হেনকালে শ্যামানন্দ করিল গমন।
সভার মধ্যেতে গিয়া হৈল উপসন ॥ ৮ ॥
দেখিতে সুন্দর তনু গৌর কলেবর।
আজানুলম্বিত বাহু মুখ মনোহর ॥ ৯ ॥
মন্দ মন্দ হাস্যমুখ চাহনি সুন্দর।
গজেন্দ্র-মন্থর-গতি অতি মনোহর ॥ ১০ ॥
বড় তেজ রূপে দেখি সবে চমকিত।
সগোষ্ঠী সহিত রাজা উঠিল ত্বরিত ॥ ১১ ॥
দণ্ডবতকায় ক্ষিতি পড়িলা চরণে।
সবে দেখিলা যেন দ্বিতীয় নারায়ণে ॥ ১২ ॥
দেখিয়া অদ্ভুত রূপ ছাড়িয়া আসন।
আসনে বসায় রাজা করিয়া যতন ॥ ১৩ ॥
শ্যামানন্দে দেখি রসিক আনন্দোল্লাস।
প্রেমভক্তিদাতা প্রভু হইলা প্রকাশ ॥ ১৪ ॥
বসিলেন শ্যামানন্দ হরষিত মনে।
চারিদিকে নেহারিয়া দেখে জনে জনে ॥ ১৫ ॥
রসিকের রূপ দেখি মুগধ অন্তর।
এই পুরুষ হইবে রসিকশেখর ॥ ১৬ ॥
কেহ কারে নাহি চিনে দোঁহে জানে মনে।
দোঁহে দোঁহার রূপ দেখি কৈল ক্রন্দনে ॥ ১৭ ॥
ক্ষণে ভাগবত শুনি রাজা মহাশয়।
মন্দির-ভিতরে সবে করিলা বিজয় ॥ ১৮ ॥
দ্বিজগণে গেলা সবে যথা যাঁর স্থান।
রসিক রহিলা একা জানিয়া প্রমাণ ॥ ১৯ ॥
সে মেলাতে শ্যামানন্দ করিল আসন।
বসিলেন শ্যামানন্দ পুরুষরতন ॥ ২০ ॥
নির্জ্জনে রসিক গিয়া পড়িল চরণে।
আনন্দের ধারা বহে রসিক-নয়নে ॥ ২১ ॥
উঠিয়া করিল কোলে শ্যামানন্দ রায়।
এ পুরুষ কা'র সুত পুছিল সবায় ॥ ২২ ॥
কি নাম এ বালকের করহ প্রকাশ।
দেখিতে মধুর মূর্ত্তি মুখে মন্দ হাস ॥ ২৩ ॥
মুরারি বলিয়া নাম কহে সর্ব্বজন।
মল্লভূম অধিপতি অচ্যুত-নন্দন ॥ ২৪ ॥
শুনি শ্যামানন্দ তাঁরে বসাইল পাশে।
পুছিলেন সব কথা করিয়া উদ্দেশে ॥ ২৫ ॥
পুছিল সংসার-ব্যবহার জনে জনে।
পরমার্থকথা তবে কহিল যতনে ॥ ২৬ ॥
ব্রজ ছাড়ি আমি আসি তোমারে দেখিতে।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় আর ব্রজবাসী যতে ॥ ২৭ ॥
কৃষ্ণ-পারিষদ তুমি অচ্যুত-নন্দন।
দেখিবারে আইলাম ছাড়ি বৃন্দাবন ॥ ২৮ ॥
শুনিয়া সঙ্কোচে রসিক কহেন বচন।
জন্মে জন্মে মুই ভৃত্য তোমার চরণ ॥ ২৯ ॥
নিজ-ভৃত্য বলি' অনুগ্রহ কর মনে।
দরশন দিলা অনুগ্রহের কারণে ॥ ৩০ ॥
হেনরূপে দোঁহে করি কথোপকথনে।
বিদাই করিয়া রসিক আইল সদনে ॥ ৩১ ॥

চাতুর্ম্মাস্যা রহিলেন তথা শ্যামানন্দ।
রসিকের সঙ্গে গোষ্ঠী করিয়া আনন্দ ॥ ৩২ ॥
দোঁহে নিরবধি কৃষ্ণকথা অনশনে।
নিশিদিশি থাকে দোঁহে বসিয়া নিগমে ॥ ৩৩ ॥
প্রথমে করিল সর্ব্ব শাস্ত্রের বিচার।
মীমাংসা পাতঞ্জলাদি বেদতত্ত্বসার ॥ ৩৪ ॥
সাংখ্য সাংখ্যায়ন আর ভাগবততত্ত্ব।
রসিক বাখানে সব স্বামীর সম্মত ॥ ৩৫ ॥
প্রেমভক্তি বাখানয় শাস্ত্রের সম্মতি।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে সার কৃষ্ণপ্রেমভক্তি ॥ ৩৬ ॥
রসিকের ব্যাখ্যা শুনি ভক্তির গরিমা।
কোলে করি শ্যামানন্দ করিল করুণা ॥ ৩৭ ॥
হেনমতে নিতি নিতি শাস্ত্রের বিচার।
করেন বসিয়া দোঁহে না জানয়ে আর ॥ ৩৮ ॥
হেনমতে শ্যামানন্দ নিগমে রসিকে।
ভজন নির্ণয় সব কহে একে একে ॥ ৩৯ ॥
যত শাস্ত্র যত তন্ত্র করিয়া প্রমাণ।
শ্যামানন্দ কহিলেক রসিকের স্থান ॥ ৪০ ॥
মীন কূর্ম্ম বরাহ শ্রীনৃসিংহ বামন।
পরশুরাম রাম বলি রোহিণীনন্দন ॥ ৪১ ॥
বুদ্ধ কল্কী করিয়া যতেক অবতার।
শাস্ত্রের প্রমাণে যত আছয়ে প্রচার ॥ ৪২ ॥
যার যেইরূপে ইচ্ছা ভজে সেই রূপ।
চৈতন্যের ভজন যে কহিয়ে স্বরূপ ॥ ৪৩ ॥
পূর্ব্বে নারদেরে জিজ্ঞাসিল মুনিগণ।
শাস্ত্রতত্ত্ব কহিলেন করিয়া গোপন ॥ ৪৪ ॥
নারদের বচন শুনিল যে জন।
মাধুর্য্য ভাবেতে তা'রা করিল ভজন ॥ ৪৫ ॥
বৃন্দাবনপতি কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
শ্রুতিগণ যেরূপ করিল ধিয়ান ॥ ৪৬ ॥
যমুনা-পুলিন বৃন্দাবন মনোহর।
কল্পতরুমূলে রাসমণ্ডলী সুন্দর ॥ ৪৭ ॥
নানারত্নমণি শোভে রত্ন-সিংহাসনে।
কোটি কোটি সূর্য্যতেজ মণির কিরণে ॥ ৪৮ ॥
ভূমি চিন্তামণি সেই অমৃত বরিষে।
পৃথ্বী ধন্য হইলেন যাঁহার পরশে ॥ ৪৯ ॥
সেই ধামের স্তিরীগণ লক্ষ্মী বিদ্যমান।
যতই পুরুষ তথা বিষ্ণু পরমাণ ॥ ৫০ ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর বাহিরে।
সদা বিরাজিত স্থান অতি মনোহরে ॥ ৫১ ॥
রত্নমণিময় পুরী অতি সুশোভিত।
কহিলে না হয় দেবেন্দ্রাদি সুপূজিত ॥ ৫২ ॥
হেন ধামে কল্পতরু রত্ন-সিংহাসনে।
শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ রাধাজীউ বামে ॥ ৫৩ ॥
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ নবীন কিশোর।
সুকুঞ্চিত কেশচূড়া শিখীপুচ্ছধর ॥ ৫৪ ॥
চূড়া বেড়ি মণিময় নানা রত্নঝারা।
জাতি যূথী মল্লিকা মালতী কেরা কেরা ॥ ৫৫ ॥
সুন্দর কপালে শোভে গোরোচনা রেখা।
তাহে রোমাবলী দেখি যেন ভৃঙ্গ রেখা ॥ ৫৬ ॥
ভাঁউযুগ দেখি যেন কামের কামান।
কমলের দল জিনি সে দুই নয়ন ॥ ৫৭ ॥
তিল ফুল জিনি নাসা মুকুতা হিল্লোলে।
সুরঙ্গ অধরে দন্তপংক্তি ঝলমলে ॥ ৫৮ ॥
মন্দ মন্দ হাস্য মুখে মধুরিম বাণী।
শরদ-চন্দ্রমা জিনি মুখ ঝলকিনী ॥ ৫৯ ॥
কুণ্ডল শোভিত কর্ণে গণ্ডেতে হিল্লোলে।
সে শোভা দেখিলে জগজন মন ভোলে ॥ ৬০ ॥
মণি-মুকুতার মালা কণ্ঠে সুশোভিত।
কৌস্তভ মণি হৃদে শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ॥ ৬১ ॥
সুসঞ্চ বাহুতে তাড় সোণার কঙ্কন।
মণিময় রত্নমুদ্রা অঙ্গুলি ভূষণ ॥ ৬২ ॥
সুন্দর গভীর নাভি ত্রিবলী ত্রিবেণী।
সুন্দর উদর শোভে কোটি সিংহ জিনি ॥ ৬৩ ॥
পীত ধটী পরিধান অঞ্চল দোলনী।
কটি মাঝে থরে থরে শোভিত কিঙ্কিণী ॥ ৬৪ ॥
জিনি মরকত স্তম্ভ দুই উরু শোভা।
যেরূপ দেখিয়া ব্রজাঙ্গনা মনোলোভা ॥ ৬৫ ॥
চরণপঙ্কজ দুই অতি সুকোমল।
কিশলয় কমল নবীন দিনকর ॥ ৬৬ ॥
মণিময় নূপুর শোভিত দুই পায়।
নখের কিরণে কোটি চন্দ্র লাজ পায় ॥ ৬৭ ॥

ধ্বজ উর্দ্ধরেখা তা'র দক্ষিণ চরণ।
পদ্ম বজ্র স্বস্তিক রথাঙ্গ সুশোভন ॥ ৬৮ ॥
ছত্রাঙ্কুশ শোভিত সে দক্ষিণ চরণ।
গোস্পদ অম্বর বামে কুম্ভ শঙ্খ মীন ॥ ৬৯ ॥
ইন্দ্রধনু ত্রিকোণ শোভিত বাম পায়।
জম্বুফল চন্দ্রার্দ্ধ শোভিত সেই ঠাঁয় ॥ ৭০ ॥
হেনরূপে নটবর বেশে বনমালী।
রাধিকা সুন্দরী বামে অতি মনোহারী ॥ ৭১ ॥
সিংহাসন অষ্ট কোণে অষ্ট প্রিয়সখী।
সেবেন রাধিকা-কৃষ্ণ অষ্ট চন্দ্রমুখী ॥ ৭২ ॥
অষ্টদ্বারে অষ্টসখী বসেন তথায়।
চারি যূথে যূথেশ্বরী নানাযন্ত্র বায় ॥ ৭৩ ॥
হেনরূপে রাধাকৃষ্ণ মধুর ভজন।
এইভাবে ভজ কৃষ্ণ করিয়া যতন ॥ ৭৪ ॥
আর যত নিজ প্রেমভাণ্ডার আছিল।
একে একে সব রসিকেরে প্রকাশিল ॥ ৭৫ ॥
পুরুষ প্রকৃতি হৈয়া রহে নন্দসুতে।
ভজিলে এভাবে কৃষ্ণ পাইবে ত্বরিতে ॥ ৭৬ ॥
বেদগোপ্য কথা এই না জানয়ে আন।
কৃষ্ণকৃপা হৈলে হয় প্রেমতত্ত্বজ্ঞান ॥ ৭৭ ॥
এই প্রেম বিনা কৃষ্ণ না পায় কখন।
প্রেমের অধীন কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন ॥ ৭৮ ॥
প্রেমে গোপী খাওয়া'ল মুখের চর্ব্বিত।
প্রেমে কান্ধে বহিলেন বসন বিদিত ॥ ৭৯ ॥
প্রেমবশ ভগবান্ সব শাস্ত্র কয়।
প্রেমভক্তিভাবে ভজ নন্দের তনয় ॥ ৮০ ॥
অনন্যশরণ হৈয়া ভজ ভগবান্।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণ অখিলের প্রাণ ॥ ৮১ ॥
শুনি' শ্যামানন্দ-বাণী রসিকশেখর।
নয়নের ধারায় সর্ব্বাঙ্গ জর জর ॥ ৮২ ॥
শ্যামানন্দ-পাদপদ্মে রসিক পড়িলা।
নয়নের জলে শ্রীচরণ প্রক্ষালিলা ॥ ৮৩ ॥
প্রেমে আলিঙ্গন দিলা শ্যামানন্দ রায়।
আশীর্ব্বাদ করিলেন পরম কৃপায় ॥ ৮৪ ॥
নিরবধি তোমা হৃদে কৃষ্ণের বিহার।
কৃষ্ণ-প্রেমময় মূর্ত্তি অচ্যুত-কুমার ॥ ৮৫ ॥
তোমা লঞা সর্ব্ব জীব করিব উদ্ধার।
হেনরূপে রসিকেরে কৈল অঙ্গীকার ॥ ৮৬ ॥
শ্যামানন্দ রসিকের হইল মিলন।
এবে উপদেশ কহি শুন সর্ব্বজন ॥ ৮৭ ॥
রসিক-মঙ্গল অতি পরম রসাল।
শুনিয়া সর্ব্বজন তরহ কলিকাল ॥ ৮৮ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৮৯ ॥
পূরব বিভাগে এই কৈল সমাধান।
যাতে রসিক মিলেন শ্যামানন্দ-স্থান ॥ ৯০ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পূর্ব্ববিভাগে শ্রীশ্যামানন্দ-
মিলন-নাম ষোড়শ-লহরী সম্পূর্ণা।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল

দক্ষিণ বিভাগ।

প্রথম-লহরী

রাগ—করুণাশ্রী

ঘোষা। রাম জয় গোবিন্দ রাম জয়॥

জয় জয় শ্যামানন্দ পতিতপাবন।
অখিলের বন্ধু রসিকের প্রাণধন॥ ১॥

হেনমতে শ্যামানন্দ ঘণ্টশিলা গ্রামে।
কৃষ্ণপ্রেমে নিশি দিশি কিছুই না জানে॥ ২॥
প্রতি ঘরে ঘরে করে হরিসংকীর্ত্তন।
রসিকের সঙ্গে সদা করয়ে মিলন॥ ৩॥

একদিন রসিকের গৃহে শ্যামানন্দ।
গমন করিলা সুখে মনের আনন্দ॥ ৪॥
দেখি' সবংশে রসিক চরণে পড়িলা।
গৃহমধ্যে আসন করিয়া বসাইলা॥ ৫॥

সুবাসিত জলে ধুই চরণ দু'খানি।
উত্তম বসনে মুছে রসিক আপনি॥ ৬॥
হেনকালে রসিকের দেবকী দুহিতা।
শ্যামানন্দ সন্নিধে হইল উপনীতা॥ ৭॥

পুঁছিলেন মহাপ্রভু কাহার নন্দিনী।
রসিকনন্দিনী পুরজনে কহে বাণী॥ ৮॥

কোলে করি' দেবকীরে শ্যামানন্দ রায়।
'হরে কৃষ্ণ' ষোল নাম তাহারে শুনায়॥ ৯॥

দেবকীরে অনুগ্রহ রসিক দেখিয়া।
শ্যামানন্দ-স্থানে কহে বিনয় করিয়া॥ ১০॥

শুন শুন মহাশয় ভকত-সদয়।
পূর্ব্বে মোরে কৃষ্ণ আজ্ঞা করিল নিশ্চয়॥ ১১॥
তোমা উপদেশকর্ত্তা শ্যামানন্দ রায়।
সে-কারণে কৃপা করি' করিলা বিজয়॥ ১২॥

বাল্যকালে মোরে দয়াল দাসী ঠাকুরাণী।
অনুগ্রহ করি নাম শুনা'ল আপনি॥ ১৩॥
নিরমায়া হৈয়া মোরে কহিলা সে মাতা।
কৃষ্ণপ্রিয়া মিলিবেন উপদেশকর্ত্তা॥ ১৪॥

গুরু-আজ্ঞা কৃষ্ণ-আজ্ঞা হৈল পরমাণে।
তেকারণে আচম্বিতে আইলা মোর স্থানে॥১৫॥
উপদেশ কর মোরে নিজ প্রেমভক্তি।
যেমনে পাইমু রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি॥ ১৬॥

রাধাকৃষ্ণ নিজনাম নিজমন্ত্র যত।
কৃপা কর মহাপ্রভু কৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্ব॥ ১৭॥

শুনি' শ্যামানন্দ সব রসিক বচন।
তন্ত্র মন্ত্র উপদেশ কৈল ততক্ষণ ॥ ১৮ ॥
রসিক পড়িল তবে চরণ-কমলে।
শ্যামানন্দ রসিকে তুলিয়া কৈল কোলে ॥ ১৯ ॥
তবে রসিক প্রবেশিলা ইচ্ছাদেবী-স্থানে।
কহিল রসিক শ্যামানন্দ বিবরণে ॥ ২০ ॥
যবে তুমি আমার প্রেয়সী পরমাণ।
তবে উপদেশ লও শ্যামানন্দ-স্থান ॥ ২১ ॥
ছাড়ি' সব কুল ভয় লজ্জা কুলাচার।
শ্যামানন্দে শরণ পশহ ততকাল ॥ ২২ ॥
শুনি' স্বামী-বাক্য ইচ্ছাদেবী পতিব্রতা।
তোমার যে গতি সেই আমার উচিতা ॥ ২৩ ॥
শুনিয়া প্রেয়সী-বাক্য রসিক আনন্দে।
কর্পূর তাম্বুল মালা চন্দন সুগন্ধে ॥ ২৪ ॥
নানা দ্রব্য নানা রত্ন উত্তম বসন।
থালি পুরি' লইলেন সঙ্গে সখীগণ ॥ ২৫ ॥
করিলেন শ্যামানন্দ-চরণ দর্শন।
রসিক জানায় পায় সব বিবরণ ॥ ২৬ ॥
সবংশে করহ কৃপা শ্যামানন্দ রায়।
জন্মে জন্মে পতি পত্নী ভৃত্য তুয়া পায় ॥ ২৭ ॥
শুনি' শ্যামানন্দ রায় হরষিত মনে।
মন্ত্র শুনালেন শ্রীমতী ইচ্ছাদেই-কর্ণে ॥ ২৮ ॥
নাম দিল শ্যামদাসী জগতবিখ্যাতা।
আজন্ম কৃষ্ণ-সেবায় কৈল নিয়োজিতা ॥ ২৯ ॥
আজ্ঞা কৈল শ্যামদাসী শুন মোর বাণী।
বৈষ্ণবেরে অন্নজল দিবেক আপনি ॥ ৩০ ॥
যেখানে বসিবে তুমি আমার আজ্ঞায়।
অষ্টসিদ্ধি নবনিধি মিলিবে তথায় ॥ ৩১ ॥
শ্যামদাসীরে করিয়া এই আশীর্ব্বাদ।
রসিকেরে দিল প্রেমভক্তি পরসাদ ॥ ৩২ ॥
সদাই থাকেন দোঁহে নিগমে বসিয়া।
তন্ত্রগ্রন্থ সদা পড়ে প্রেমযুক্ত হৈয়া ॥ ৩৩ ॥
কৃষ্ণপ্রেমময়-মূর্ত্তি শ্যামানন্দরায়।
প্রেমমূর্ত্তি হৈলা রসিক-চরণকৃপায় ॥ ৩৪ ॥
হেনমতে একদিন রাজার সভাতে।
ভাগবত শুনে সবে আনন্দিত চিতে ॥ ৩৫ ॥
অন্য দিকে রসিক করিল দৃক্‌পাত।
ক্রোধে শ্যামানন্দ মারিলেন দুই লাথ ॥ ৩৬ ॥
দুই লাথ খাইয়া রসিক চূড়ামণি।
দণ্ডবত হইয়া সে পড়িলা ধরণী ॥ ৩৭ ॥
আজি মোর হৈল শুভাশুভ কর্ম্মক্ষয়।
দুই লাথ মারিলেন শ্যামানন্দরায় ॥ ৩৮ ॥
আজি সে হইল ভববন্ধবিমোচন।
নির্ঘাতে পাইনু প্রভুর দু'খানি চরণ ॥ ৩৯ ॥
আজি হৈতে হৈল তিমির বিনাশন।
সবা স্থানে কহেন সে সজল নয়ন ॥ ৪০ ॥
রসিকের ভক্তি দেখি' শ্যামানন্দরায়।
বুকে করি' কান্দে প্রভু সম্বর না যায় ॥ ৪১ ॥
হেনমতে কত দিন গেলা শ্যামানন্দে।
রসিকের সঙ্গে সদা করিঞা আনন্দে ॥ ৪২ ॥
শ্যামানন্দ কহিলেন যাব জগন্নাথে।
তথা হৈতে ব্রজে আমি যাইব ত্বরিতে ॥ ৪৩ ॥
শুনিয়া রসিক কহে শ্যামানন্দ-স্থানে।
মোরে লঞা ব্রজে তুমি করিবে গমনে ॥ ৪৪ ॥
আজ্ঞা কৈল রসিকেরে শুনহ বচন।
তোমা বিনা সগোষ্ঠী রহিবে দুঃখ মন ॥ ৪৫ ॥
কিছুদিন গৃহে তুমি থাকিয়া নিশ্চলে ॥
পশ্চাৎ আসিবে ব্রজে কহিনু তোমারে ॥ ৪৬ ॥
আগে আমি ব্রজে যাই কহিলুঁ নিশ্চয়।
ব্রজ হৈতে তোমা লৈঞা যাইব তথায় ॥ ৪৭ ॥
সেই আজ্ঞা রসিক করিল পরমাণ।
তথা হৈতে শ্যামানন্দ করিল প্রয়াণ ॥ ৪৮ ॥
কতদূর রসিক তাঁহার সঙ্গে যান।
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তিগ্রন্থ করিল বাখান ॥ ৪৯ ॥
চাকুলিয়া গ্রামে আসি' প্রবেশিলা দোঁহে।
শ্রীদামোদর দাস গোঁসাইর গৃহে ॥ ৫০ ॥
তাঁরে উপদেশ-কথা কহি বিবরণ।
দামোদরে অনুগ্রহ হৈলা যে কারণ ॥ ৫১ ॥
অতি বড় যোগাভ্যাস করে মহাশয়।
নিরবধি যোগজ্ঞান চিন্তয়ে হৃদয় ॥ ৫২ ॥
মহাধীর সুপণ্ডিত অগাধ মহিমা।
রসিক জানেন যাঁর বিদ্যার গরিমা ॥ ৫৩ ॥

বাল্য হৈতে দোঁহে করে বিদ্যার বিলাস।
শ্যামানন্দ-কৃপায় হইলা পরকাশ ॥ ৫৪ ॥
হেনমতে শ্যামানন্দ দামোদরগৃহে।
রসিক লইয়া তাঁ'রে প্রেমতত্ত্ব কহে ॥ ৫৫ ॥
সাংখ্যতত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্ব কহিল তাঁহারে।
তবে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি করিল প্রচারে ॥ ৫৬ ॥
শুনি' শ্যামানন্দ-স্থানে ভক্তির মহিমা।
দামোদর করিলেন জ্ঞানের গরিমা ॥ ৫৭ ॥
তবে দুই তত্ত্ব শ্যামানন্দ বুঝাইল।
জ্ঞানযোগ-মধ্যে ভক্তি সূক্ষ্ম প্রকাশিল ॥ ৫৮ ॥
এ সবাতে পাই কৃষ্ণ-শাস্ত্র-পরমাণ।
শাস্ত্র সূক্ষ্মতত্ত্ব কহে ভক্তির লক্ষণ ॥ ৫৯ ॥
নবধা ভকতি প্রকাশিল শাস্ত্রমতে।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ তা'র নিখিলযুগতে* ॥ ৬০ ॥
তা'র মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি গরীয়সী।
যে ভাবেতে ব্রজবধূ কৃষ্ণের প্রেয়সী ॥ ৬১ ॥
আর যত প্রেমতত্ত্ব কহিল তাহারে।
বেদতত্ত্ব শাস্ত্রতত্ত্ব তন্ত্রের বিচারে ॥ ৬২ ॥
একে একে সব শুনিলেন দামোদর।
তবে কৃষ্ণপ্রেমে মন করিল নিশ্চল ॥ ৬৩ ॥
দামোদরে রসিক কহিল বিবরণ।
সব ছাড়ি ভজ শ্যামানন্দের চরণ ॥ ৬৪ ॥
সবংশেতে আমি বিকায়িনু এ চরণে।
তুমি কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা করহ গ্রহণে ॥ ৬৫ ॥
তবে দামোদর কহে রসিকের স্থানে।
অবশ্য বিকাব আমি এ প্রভু-চরণে ॥ ৬৬ ॥
যবে মুই কিছু দেখি ইহার প্রকাশ।
সবংশেতে হ'ব মুই এ প্রভুর দাস ॥ ৬৭ ॥
হেনমতে কতদিন দামোদরগৃহে।
রহিলেন শ্যামানন্দ আপনা লীলায়ে ॥ ৬৮ ॥
একদিন ভোজনাদি করি শ্যামানন্দে।
রসিকেরে লঞা বৈসে কৃষ্ণের সানন্দে ॥ ৬৯ ॥
দামোদর কর্পূর চন্দন দিল অঙ্গে।
তাম্বূল যোগান রসিক মনের আনন্দে ॥ ৭০ ॥
তথা হৈতে দামোদর সত্বর গমনে।
অরণ্য ভিতরে গেলা পবনসাধনে ॥ ৭১ ॥
খর্ব্বা নামে নদী এক আছয়ে তথায়।
উত্তরিলা দামোদর গিয়া সেই ঠাঁয় ॥ ৭২ ॥
গহন কানন দিব্য রমণীয় স্থান।
দামোদর দেখিলেন আপন নয়ন ॥ ৭৩ ॥
আচম্বিতে সেই স্থানে কল্পতরু হেরি।
মণিময় সিংহাসন রত্নময়-পুরী ॥ ৭৪ ॥
নবীন কিশোর মূর্ত্তি শ্যামল সুন্দর।
ত্রিভঙ্গ ললিত বংশী শিখীপুচ্ছধর ॥ ৭৫ ॥
পীতবাস পরিধান মনোহর বেশে।
শ্যামানন্দে দেখিলেন তাঁর বাম পাশে ॥ ৭৬ ॥
রত্নসিংহাসনে দেখি দোঁহা বিদ্যমান।
নিজ বেশে শ্যামানন্দ তাম্বূল যোগান ॥ ৭৭ ॥
দেখি কৃষ্ণপ্রিয়ারূপ শ্যানানন্দ রায়।
চমকিতে দামোদর পড়িলেন পায় ॥ ৭৮ ॥
আনন্দাশ্রু পুলকিত না যায় কথন।
দেখিয়া দোঁহার রূপ আপনা নয়ন ॥ ৭৯ ॥
উঠিয়া শ্রীদামোদর করেন ক্রন্দন।
অন্তর্দ্ধান হইলেন নন্দের নন্দন ॥ ৮০ ॥
কোথা গেল পবন-অভ্যাস যোগচিন্তা।
শীঘ্র চলিলেন ঘরে প্রেমময়ে মত্তা ॥ ৮১ ॥
ঘরে দেখে শ্যামানন্দ রসিকের সঙ্গে।
বসিছেন দোঁহে কৃষ্ণকথা মহারঙ্গে ॥ ৮২ ॥
দূর হৈতে দামোদর দেখি শ্যামানন্দে।
দণ্ডবত কায়ে ক্ষিতি পড়িলা আনন্দে ॥ ৮৩ ॥
পরম আনন্দে শ্যামানন্দে কৈল কোলে।
দামোদরে কৃপা করি কহে কুতূহলে ॥ ৮৪ ॥
যেরূপ দেখিলা তুমি আপনা নয়নে।
সব ছাড়ি সেইরূপ করহ ধিয়ানে ॥ ৮৫ ॥
শুনিঞা প্রভুবাক্য কহেন দামোদর।
তুমি যদি কৃপা কর শরণ সোদর ॥ ৮৬ ॥
তোমার মহিমা কিছু বুঝিতে না পারি।
ত্রিভুবনে কে'বুঝিবে তোমার চাতুরী ॥ ৮৭ ॥
মোরে কৃপা কর প্রভু দুরিকা-নন্দন।
সবংশেতে বিকাইনু তোমার চরণ ॥ ৮৮ ॥

* নিখিলযুগতে—সঙ্গতিমত।

দামোদর-বচন শুনিয়া শ্যামানন্দ।
কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিল মনের আনন্দ ॥ ৮৯ ॥
তবে তা'র দুই পত্নী মাতা ভাগ্যবতী।
সবংশে বিকা'ল পায় হঞা শুদ্ধমতি ॥ ৯০ ॥
কতদিন শ্যামানন্দ রহিল তথায়।
কৃষ্ণকথা তিন জন করেন সদায় ॥ ৯১ ॥
যত তন্ত্র মন্ত্র শাস্ত্র ভক্তি প্রেমময়।
রসিক দামোদরে কহিল কৃপায় ॥ ৯২ ॥
প্রথমেতে এই দুই শিষ্য মহাশয়।
প্রকাশ হইল শ্যামানন্দের কৃপায় ॥ ৯৩ ॥
পূর্ব্বে নেত্রানন্দ কিশোর হরিদাস খ্যাতা।
তবে রসিক দামোদর জগতে বিখ্যাতা ॥ ৯৪ ॥
তবে শ্যামানন্দ রায় গেলা নীলাচলে।
কতদিন রহি' গেলা মথুরামণ্ডলে ॥ ৯৫ ॥
রসিকের অপেক্ষা করিয়া সে ব্রজেতে।
বনে বনে নিরবধি ভ্রমিতে ভ্রমিতে ॥ ৯৬ ॥
উপদেশ-কথা এই শুন সর্ব্বজন।
দামোদর রসিকের মুখের বচন ॥ ৯৭ ॥
শ্রদ্ধা করি' শুধাইল তিন প্রভু স্থানে।
যে কিছু কহিল মোরে কৃপার কারণে ॥ ৯৮ ॥
নিরবধি সেই কথা জাগয়ে অন্তরে।
প্রকাশ করিলুঁ এবে আজ্ঞা পাঞা শিরে ॥ ৯৯ ॥
যে-কিছু কহেন মোরে অচ্যুত-নন্দন।
সেইরূপে যশঃ মুই করিনু গ্রন্থন ॥ ১০০ ॥
ইথে দোষ না লইবে পণ্ডিত সুজন।
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ব কার্ষ্ণজন ॥ ১০১ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-দক্ষিণবিভাগে দামোদর-
উদ্ধারনাম প্রথম-লহরী সম্পূর্ণা।

দ্বিতীয় লহরী

রাগ—করুণা শ্রী।

ঘোষা।
কোথা গেলে পাব শ্যামানন্দ জীবন আমার ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ অখিল জীবন।
মোরে কৃপা কর গুণ গাই অনুক্ষণ ॥ ১ ॥
হেনরূপে কৃপা করি' রসিক দামোদরে।
শ্যামানন্দ রহিলেন শ্রীব্রজমণ্ডলে ॥ ২ ॥
হেনকালে সদাশিব দাসের আজ্ঞায়।
শ্যামদাসী ঠাকুরাণী আইলেন তথায় ॥ ৩ ॥
কতদিন রহিলেন হিজলীমণ্ডলে।
পুনরপি লোক গেল আনিবার তরে ॥ ৪ ॥
হেনকালে কতদিনে রসিক-শেখর।
তনিয়াতে প্রবেশিলা অনন্তের ঘর ॥ ৫ ॥
কতদিন রহিলেন রসিক সেখানে।
হেনকালে ঠাকুরাণী আইলা সেস্থানে ॥ ৬ ॥
কতদিন রহিলেন কৃষ্ণকথা-রসে।
শ্যামদাসী-স্থানে প্রভু কহেন হরিষে ॥ ৭ ॥
ব্রজেতে যাইব আমি কহিনু নিশ্চয়।
তুমি গিয়া থাক সব কুটুম্বের আলয় ॥ ৮ ॥
শুনিয়া দুঃখিত বড় হৈল ঠাকুরাণী।
তোমার যে ইচ্ছা প্রভু কি বলিব আমি ॥ ৯ ॥
গৃহ ছাড়াইয়া মোরে আনিলে এথায়।
এবে একা করি যাহ ইথে কি উপায় ॥ ১০ ॥
মোরে সঙ্গে লঞা যাহ যদি আছে দয়া।
কহিলেন রসিকেরে বিনয় করিয়া ॥ ১১ ॥
শুনিয়া রসিক কহে শ্যামদাসী-স্থানে।
কোটি তীর্থফল হয় সাধুর সেবনে ॥ ১২ ॥
হেন সাধুসেবা কর ঘরেতে বসিয়া।
একবার আসি আমি শ্রীব্রজ দেখিয়া ॥ ১৩ ॥

তবে আমি লঞা যাব তোমায় নিশ্চয়।
ঠাকুরাণী সঙ্গে সত্য করিল নির্ণয় ॥ ১৪ ॥
তবে গৃহে আইলেন শ্যামা ঠাকুরাণী।
সবাস্থানে রসিকেন্দ্র করিল মেলানী ॥ ১৫ ॥
বনভূমি দিয়া গেল অযোধ্যার পথে।
অনুরাগভরে গেলা ব্রজেতে ত্বরিতে ॥ ১৬ ॥
প্রথমে রসিক গেলা মথুরানগরে।
কৃষ্ণ-জন্মস্থান দেখি' অশ্রুধারা গলে ॥ ১৭ ॥
তবে উত্তরিলা গিয়া বৃন্দাবনধামে।
মদনগোপাল গোবিন্দে দেখে যতনে ॥ ১৮ ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমি' দেখে সব দেবালয়।
একে একে অধিকারী সবে সম্ভাষয় ॥ ১৯ ॥
যমুনা-পুলিন দেখি' হরষিত মন।
বৃন্দাবনপুরী ফিরি' দেখে ঘনে ঘন ॥ ২০ ॥
কতদিন তথা রহি' মনের আনন্দে।
ব্রজ দেখিবারে গেলা শ্রীরসিকানন্দে ॥ ২১ ॥
দ্বাদশ বন সব দেখেন একে একে।
যথা যেই লীলা কৃষ্ণ করিলা কৌতুকে ॥ ২২ ॥
ভদ্রবন লোহ শ্রীবন ভাণ্ডীরবন।
মহাবন তালবন খদির অরণ্য ॥ ২৩ ॥
বহুলা কামোদ কাম্য মধু বৃন্দাবন।
আর যত বিদ্যমান আছে উপবন ॥ ২৪ ॥
সর্ব্বস্থান দেখিলেন ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া।
নিরবধি কৃষ্ণাবেশে রোদন করিয়া ॥ ২৫ ॥
বৈরাগ্যে উন্মত্ত চিত্ত নাহি বাহ্যজ্ঞান।
বনে বনে ভ্রমি' বুলে দেখি লীলা-স্থান ॥ ২৬ ॥
গোবর্দ্ধনগিরি দেখি হরিল চেতন।
তবে শ্রীগোপাল রায় করিল দর্শন ॥ ২৭ ॥
সেইদিন রহিলেন গোবর্দ্ধন-স্থানে।
কৃষ্ণের স্মরণ করে বসিয়া নিগমে ॥ ২৮ ॥
হেনকালে কৃষ্ণ ব্রজবাসি-রূপ হৈঞা।
রসিকেরে দরশন দিলেন আসিয়া ॥ ২৯ ॥
শুনহ রসিক তুমি আমার বচন।
শীঘ্র করি' যাও তুমি উৎকল-ভুবন ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বজীবে দেহ মোর ভক্তি আনন্দিতে।
মোর ব্রজবাসী হেন সেবে শুদ্ধ চিতে ॥ ৩১ ॥
তোমার অপেক্ষা করি মোর শ্যামানন্দ।
মথুরায় দেখ গিয়া তাঁ'র পদদ্বন্দ্ব ॥ ৩২ ॥
শুনিয়া এসব বাণী রসিক চাহিলা।
ব্রজবাসি-রূপে কৃষ্ণে নয়নে দেখিলা ॥ ৩৩ ॥
দেখি' মনোহর-রূপ মূর্চ্ছিত হইয়া।
পড়িল ভূমিতে রসিক চরণ ধরিয়া ॥ ৩৪ ॥
উঠিয়া দেখিল কেহ নাই সেই স্থানে।
অনেক রোদন কৈল বিচ্ছেদ-কারণে ॥ ৩৫ ॥
মথুরায় শ্যামানন্দ শুনিয়া শ্রবণে।
শীঘ্র শ্যামানন্দ-স্থানে করিল গমনে ॥ ৩৬ ॥
হেনকালে রসিকেন্দ্র দেখি' গোবর্দ্ধন।
ব্রজ পরিক্রমা করি' গেলা বৃন্দাবন ॥ ৩৭ ॥
গুপ্তরূপে রহিলেন তিন দিন তথা।
ভ্রমি' দেখিলেন কৃষ্ণলীলা যথা যথা ॥ ৩৮ ॥
গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণের পাইল দরশন।
নিরবধি প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ॥ ৩৯ ॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলকময় কদম্ব আকার।
নয়নের অশ্রুজল বহে অনিবার ॥ ৪০ ॥
স্বেদ কম্প গদ গদ ঘনে বহে শ্বাস।
ভূমে গড়ি' বুলে রসিক না সম্বরে বাক্ ॥ ৪১ ॥
প্রাণপতি কৃষ্ণ মোরে ছাড়ি কোথা গেলা।
কেমনে বাঁচিব না দেখিয়া নন্দবালা ॥ ৪২ ॥
অষ্ট সাত্ত্বিকভাব সে শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ।
অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমে করেন বিলাস ॥ ৪৩ ॥
নিশি দিশি নাহি জানে নাই বাহ্যজ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রাণপতি সদা করেন ধিয়ান ॥ ৪৪ ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি সদা সেরূপ ভাবিতে।
বড় উৎকণ্ঠিত চিত সেরূপ চিন্তিতে ॥ ৪৫ ॥
হেনকালে শ্যামানন্দ দর্শন কারণে।
বৃন্দাবন হৈতে কৈল মথুরা গমনে ॥ ৪৬ ॥
মথুরায় কেশবেরে দেখিল আনন্দে।
সেইস্থানে দরশন পা'ল শ্যামানন্দে ॥ ৪৭ ॥
দোঁহা দেখি' দোঁহা হৈল মুগধ অন্তরে।
রসিক পড়িল শ্যামানন্দ-পদতলে ॥ ৪৮ ॥
ত্বরিতে করিল কোলে শ্যামানন্দ রায়।
প্রেমে গদ গদ অশ্রু দোঁহার গলয় ॥ ৪৯

রসিকের মুখ পুঁছি' শ্যামানন্দ রায়।
আসনের কাছে ল'য়ে বসাইল তায় ॥ ৫০ ॥
পুঁছিলেন সব কথা মনের উল্লাসে।
তোমার অপেক্ষা করি' আছি সবিশেষে ॥ ৫১ ॥
ভাল হৈল দেখিলুঁ আইলা বৃন্দাবন।
ইবে আপনার ঘরে করহ গমন ॥ ৫২ ॥
শুনিয়া রসিক কহে শুন প্রভু বাণী।
ব্রজে কিছুদিন রহিবারে অনুমানি ॥ ৫৩ ॥
ভালমতে না দেখিলুঁ সব ব্রজভূমি।
ঘরে স্থির না হৈলুঁ যাঁহার নাম শুনি' ॥ ৫৪ ॥
সে ভূমি ছাড়িয়া আমি যাইব কেমনে।
আজ্ঞা কর কিছুদিন রহি বৃন্দাবনে ॥ ৫৫ ॥
শুনি শ্যামানন্দ কহে মধুর বচন।
তোমা বিনা তথা দুঃখ পাবে পরিজন ॥ ৫৬ ॥
সবাই দিবেক মোরে নানা দোষভার।
চলি' যাহ মোর বাছা না কর জঞ্জাল ॥ ৫৭ ॥
তোমা আমা আজ্ঞা আছে উৎকল যা'বারে।
কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি দিব সব ঘরে ঘরে ॥ ৫৮ ॥
মোর সাধুজন-সেবা কর শুদ্ধচিতে।
ব্রজবাসিরূপে কৃষ্ণে দেখিলে সাক্ষাতে ॥ ৫৯ ॥
গোবর্দ্ধনে তোমারে কহিল যেই জন।
কেমনে সে আজ্ঞা তুমি করিবে লঙ্ঘন ॥ ৬০ ॥
শুনিয়া রসিক বড় পা'ল চমৎকার।
নিশ্চয় কৃষ্ণপ্রিয় শ্যামানন্দ অবতার ॥ ৬১ ॥
নিগমে একলা মুই করিলুঁ দর্শন।
এথা মোরে কহিলেন সব বিবরণ ॥ ৬২ ॥
রসিক কহেন তবে শ্যামানন্দ-স্থানে।
তোমার যে আজ্ঞা প্রভু সেই পরমাণে ॥ ৬৩ ॥
শুনি' শ্যামানন্দ বড় আনন্দ হইয়া।
উৎকল গমন কৈল রসিকে লইয়া ॥ ৬৪ ॥
বনভূমি-পথে দোঁহে আইলা ত্বরিতে।
নাগপুর দিয়া উত্তরিল সেগলাতে* ॥ ৬৫ ॥
'বিষ্ণুদাস' বলিয়া আছেন ভাগ্যবান।
তা'র গৃহে আসি' প্রভু করিল বিশ্রাম ॥ ৬৬ ॥
সবংশে হইলা শিষ্য সেই মহাশয়।
নাম আজ্ঞা কৈল তা'র 'দাস রসময়' ॥ ৬৭ ॥
কতদিনে তথা হৈতে আইল ত্বরিতে।
প্রবেশ হইলা আসি রসিক গৃহেতে ॥ ৬৮ ॥
রসিকে দেখিয়া সবে আনন্দে পাথার।
শ্যামানন্দ রসিকেন্দ্র হৈল পরচার ॥ ৬৯ ॥
উৎকলের তিমিরান্ধ নাশিতে উদয়।
শ্যামানন্দ সঙ্গে আইল অচ্যুত-তনয় ॥ ৭০ ॥
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি কৃপার কারণ।
সংক্ষেপেতে যশঃ মুই করিলুঁ বর্ণন ॥ ৭১ ॥
ইথে দোষ না লইবে পণ্ডিত সুজন।
রসিকমঙ্গল শুন সব কার্ষ্ণজন ॥ ৭২ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-দক্ষিণবিভাগে শ্রীরসিকের ব্রজমণ্ডল-দর্শননাম দ্বিতীয়-লহরী সম্পূর্ণা।

* সেমুলা ইতি পাঠান্তর।

তৃতীয়-লহরী

রাগ করুণাশ্রী।

ঘোষা। কোথা গেলে পা'ব শ্যাম জীবন আমার॥
জয় জয় শ্যামানন্দ অখিল জীবন।
মোরে কৃপা কর গুণ গাই অনুক্ষণ ॥ ১ ॥
হেনমতে দিনে দিনে প্রেমের উল্লাস।
রসিকের হৃদয়ে হইল পরকাশ ॥ ২ ॥
শ্যামানন্দ-কৃপায় হইলা প্রেমভক্তি।
কৃষ্ণ বিনে রসিক না জানে দিন রাতি ॥ ৩ ॥

গর্ভ হৈতে রসিকের প্রেমভক্তি ধ্যান।
তবে পাইলেন বেদশাস্ত্র পুরাণে প্রমাণ ॥ ৪ ॥
তবে গুরু-বচনে শুনিয়ে তত্ত্বকথা।
নিশি দিশি কৃষ্ণপ্রেমে হৈলা উনমত্তা ॥ ৫ ॥
চতুঃষষ্ঠী ভক্তি-অঙ্গ শাস্ত্রের প্রমাণ।
রসিকের হৃদে সবে থাকে অনুক্ষণ ॥ ৬ ॥
গৃহ ব্যবহারে কিছু না করে যতন।
সেই হেতু দুঃখ পায় সর্ব্ব গৃহজন ॥ ৭ ॥
আর সবে অচ্যুতের বৈকুণ্ঠ-গমনে।
ভাই ভাই হিংসন করয়ে জনে জনে ॥ ৮ ॥
তা'তে রসিক নিরবধি সাধুজন সঙ্গে।
নিরবধি কৃষ্ণকথা করিঞা আনন্দে ॥ ৯ ॥
কৃষ্ণ-ব্যবহার বিনা নাহি জানে আন।
ঘরে যেই পায়েন অতিথি খাওয়ান ॥ ১০ ॥
গৃহে না থাকিলে ভিক্ষা করেন আপনে।
অতিথি-সেবা রসিক করে রাতিদিনে ॥ ১১ ॥
বৈষ্ণবেরে ষড়রস করায় ভোজন।
কৃষ্ণের সমান করি পূজে সাধুজন ॥ ১২ ॥
সাধুজনার চরণ-জল খায় নিতি।
অবশেষ * খায় নিত্য করিয়া ভকতি ॥ ১৩ ॥
পত্রাবলি আপনি তোলেন নিজ করে।
জাতিবুদ্ধি না করেন মালা মাত্র গলে ॥ ১৪ ॥
কোন জাতি হোউ তার না করে বিচার।
ঠাকুরাণী রসিক লয়েন শেষ তার ॥ ১৫ ॥
সবা পাছে পতি পত্নী করেন ভোজন।
ক্রোধে জ্বলে গৃহজন দেখি এ লক্ষণ ॥ ১৬ ॥
সবে বলে ভ্রষ্ট হইলেন এ নন্দন।
কুলেতে কলঙ্ক হবে ইহার কারণ ॥ ১৭ ॥
কাহার নন্দন হঞা করে কোন্ কাজ।
বন্ধুগণ-সমাজে এ করাইবে লাজ ॥ ১৮ ॥
হেনরূপে রসিকেরে ভৎর্সেন সবায়।
কেহ অগ্রে কেহ পিছে বলেন সদায় ॥ ১৯ ॥
তৃণ হেন নাহি মানে সে সব বচন।
দ্বিগুণ অধিক করে অচ্যুত-নন্দন ॥ ২০ ॥
সবাকারে বুঝায়েন নানাশাস্ত্রমতে।
সাধুসেবা কৃষ্ণসেবা নানাবিধি মতে ॥ ২১ ॥
সেই বোল শুনি কারো হয় শুদ্ধমতি।
তার মধ্যে কেহ কেহ পাষণ্ড দুর্ম্মতি * ॥ ২২ ॥
দেখি নিরবধি জ্বলে এই আচরণ।
নানাছলে নানাকথা কহে দুর্বচন ॥ ২৩ ॥
সাধুজন-নিন্দাবাক্য রসিক শুনিয়া।
সহিতে না পারে প্রভু ক্রোধযুক্ত হৈয়া ॥ ২৪ ॥
ঠাকুরাণী সঙ্গে আগে করিল বিচার।
সহন না যায় বন্ধুজনের ধিক্কার ॥ ২৫ ॥
আমা তোমা যত বলু সহিবারে পারি।
সাধুজন-নিন্দা আমি সহিতে না পারি ॥ ২৬ ॥
কৃষ্ণকে অধিক মোর বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমার কারণে তাঁর নিন্দার প্রচুর ॥ ২৭ ॥
নির্ভয় হৈয়া সাধু সেবিতে না পারি।
হেনরূপে গৃহে কেন বৃথা কাল হরি ॥ ২৮ ॥
তুমি মোর পতিব্রতা অতি প্রিয়স্বিনী।
আমা চাহ যদি সঙ্গে চলহ আপনি ॥ ২৯ ॥
নিশ্চয় আমি না রহিব এ সবা সঙ্গে।
নহে তুমি থাক আমি খেলিব আনন্দে ॥ ৩০ ॥
শুনি এই বাক্য শ্যামদাসী ঠাকুরাণী।
যথা যা'বে তথা যা'ব তোমা সঙ্গে আমি ॥ ৩১ ॥
তোমা ছাড়ি কোন্ সুখে থাকিব এথায়।
তোমা সঙ্গে তরুতলে সেও শোভা পায় ॥ ৩২ ॥
তোমা সঙ্গে উপবন সেও জানি ভাল।
অবশ্য আমারে লয়ে চলহ সকাল ॥ ৩৩ ॥
তোমা বিনা যে সম্পদ তাহে পড়ু বাজ।
তোমা বিনে এই গৃহে আমা কিবা কাজ ॥ ৩৪ ॥
শুনি ঠাকুরাণী স্থানে এসব বচন।
মনোহর স্থান দেখি করিলা গমন ॥ ৩৫ ॥
সুবর্ণরেখার দুই কূল দেখি বুলে।
মনোরম্য স্থান এক দেখি কুতুহলে ॥ ৩৬ ॥
দেখিল সুন্দর এক মনোহর স্থান।
কিবা বৃন্দাবন হেন দেখি বিদ্যমান ॥ ৩৭ ॥

* অবশেষ—ভক্ষ্যদ্রব্যের অবশিষ্টাংশ।

* দুর্ম্মতি—দুর্গতি ইতি পাঠান্তর।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের উত্তরাংশে সুবর্ণরেখাতীরস্থ শ্রীশ্রীগোপেশ্বর শিবমন্দির,
প্রাচীন গোকর্ণবট ও সুদৃশ্য তালবনমধ্যে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
গোস্বামীপ্রভুপাদগণের সমাধিমন্দির।

সুবর্ণরেখার কূল অতি সুশোভিত।
আম্র কাঁঠালের বন শোভে চারি ভিত ॥ ৩৮ ॥
পুলিন সুন্দর নদী দেখিতে সুন্দর।
যমুনার জল যেন দেখি পরিমল ॥ ৩৯ ॥
অতি সুকোমল স্থান কহন না যায়।
যতই বরষা করে কর্দ্দম না হয় ॥ ৪০ ॥
মল্লভুমি পরগণাতে চোরচিতাতপা।
তা'র মধ্যে নুয়াবসান বড়ই সুরূপা ॥ ৪১ ॥
তাহার সমীপে এই গ্রাম মনোহর।
গুপ্ত হ'য়েছিল কারো না হয় গোচর ॥ ৪২ ॥
দেবেন্দ্রাদি সুপূজিত সেই স্থানখানি।
বৈকুণ্ঠ সমান স্থান ভুমি চিন্তামণি ॥ ৪৩ ॥
চতুর্দ্দিকে কানন দেখিয়ে পরিমল।
নবীন সঘন কুঞ্জ দেখিতে সুন্দর ॥ ৪৪ ॥
নানাতরু শোভে নানাপুষ্প ফল ফুলে।
সদাই থাকেন গ্রাম ভিতর বাহারে ॥ ৪৫ ॥
সেই গ্রাম-শোভা কিছু কহন না যায়।
গুপ্ত বৃন্দাবন বলি' সব লোকে গায় ॥ ৪৬ ॥
রসিকেন্দ্র চন্দ্র তা'তে করিলা আলয়।
শতমুখে তাঁর গুণ কহন না যায় ॥ ৪৭ ॥
তা'র বিবরণ কহি শুন সর্ব্বজনে।
যেমনে রসিক তথা করিল গমনে ॥ ৪৮ ॥
রসিকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথদাস।
কাশীপুর বলি' নাম করিলা প্রকাশ ॥ ৪৯ ॥
দৈবে রাজ্য-অধিপতি আপন ইচ্ছায়।
কাশীপুর গ্রামে তিঁহ করিলা আলয় ॥ ৫০ ॥
সে গ্রাম দেখি' রসিক আনন্দিত মনে।
কুটুম্ব সহিতে তথা করিল গমনে ॥ ৫১ ॥
চিরকাল বংশাবলি ঠাকুর আছিলা।
বলাৎকারে ভঞ্জ রাজা তাঁহারে লইলা ॥ ৫২ ॥
আপনি তথায় গিয়া ঠাকুর আনিলা।
তাঁরে হৃদে বাঁধি রসিক গমন করিলা ॥ ৫৩ ॥
বড়ই সম্পত্তি যা'র কুবের সমান।
কিছু না লইল তা'র তিল পরমাণ ॥ ৫৪ ॥
পতি পত্নী দোঁহে আর ঠাকুর সঙ্গেতে।
পরিলা বসন মাত্র গেলা ঘর হ'তে ॥ ৫৫ ॥
কাশীপুরে রহিলেন রসিক-শেখর।
গ্রামের মধ্যেতে দিব্য করিলেন ঘর ॥ ৫৬ ॥
রসিকের সঙ্গে অষ্টসিদ্ধি নবনিধি।
যেখানে রহেন তথা খাটেন প্রসিদ্ধি ॥ ৫৭ ॥
এথা ভাই সব দুঃখী রসিক বিহনে।
সম্পত্তি হইল ছিন্ন ভিন্ন জনে জনে ॥ ৫৮ ॥
লক্ষ্মীকান্ত প্রিয়ভক্ত রসিক মুরারি।
সকল সম্পত্তি গেলা সঙ্গে কাশীপুরী ॥ ৫৯ ॥
হেনরূপে তথা থাকে রসিক-শেখর।
শত শত সাধু-সেবা করে নিরন্তর ॥ ৬০ ॥
মনের ইচ্ছায় করে বৈষ্ণব-সেবন।
অন্নজল ষড়রস বস্ত্র আভরণ ॥ ৬১ ॥
আপনার হাতে সাধু-চরণ প্রক্ষালে।
আপনি লয়েন পত্রাবলী করি শিরে ॥ ৬২ ॥
নির্ভয়ে পায়েন শেষ আনন্দিত হৈয়া।
কুলভয় লাজ সব দূরে তেয়াগিয়া ॥ ৬৩ ॥
দিনে দিনে রসিকের হৈলা পরকাশ।
শুনিয়া আসেন তথা সব কৃষ্ণদাস ॥ ৬৪ ॥
হেনরূপে রসিকেন্দ্র থাকে কতদিন।
কতদিনে শ্যামানন্দ করে আগমন ॥ ৬৫ ॥
দেখি' রসিকের আনন্দ না যায় ধরণ।
দণ্ডবতকায় ক্ষিতি পড়িলা চরণ ॥ ৬৬ ॥
তুলিয়া লইল কোলে প্রভু শ্যামানন্দ।
কহিলেন কৃষ্ণকথা করিয়া আনন্দ ॥ ৬৭ ॥
অহর্নিশি রসিক সেবেন পদদ্বন্দ্ব
নিশ্চয় জানিনু কৃষ্ণপ্রিয় শ্যামানন্দ ॥ ৬৮ ॥
কৃষ্ণকে অধিক করি পূজেন প্রভুরে।
রসিক আপনি নিরবধি সেবা করে ॥ ৬৯ ॥
শ্যামদাসী ঠাকুরাণী রাঁধেন আপনি।
লক্ষ্মী-অংশে অবতীর্ণ রসিক-গৃহিণী ॥ ৭০ ॥
অমৃত-সমান রান্ধে সকল ব্যঞ্জন।
ষড়রসে শ্যামানন্দে করান ভোজন ॥ ৭১ ॥
পিছে অবশেষ দোঁহে করেন গ্রহণে।
শ্যামানন্দ-সেবা বিনে আন নাহি জানে ॥ ৭২ ॥
কায়মনোবাক্যে শ্যামানন্দের শরণ।
নিষ্কপটে দোঁহে সেবা করে অনুক্ষণ ॥ ৭৩ ॥

মনসুখে শ্যামানন্দ যেই আজ্ঞা করে।
প্রাণপণ করি তাহা করেন সত্বরে ॥ ৭৪ ॥
অলঙ্ঘ্য বচন যবে কহে শ্যামানন্দ।
অবশ্য করেন তাহা রসিকেন্দ্র চন্দ্র ॥ ৭৫ ॥
দেহজ্ঞান নাহি তার শ্যামানন্দস্থানে।
নিরবধি শ্রীচরণ করেন সেবনে ॥ ৭৬ ॥
শয়নে স্বপনে কিম্বা ঘুমে জাগরণে।
নিরবধি শ্যামানন্দ করেন ধিয়ানে ॥ ৭৭ ॥
শ্যামানন্দ বিনে তা'র আন নাহি গতি।
ভজেন রসিক সদা হ'য়ে শুদ্ধমতি ॥ ৭৮ ॥
সর্ব্বাত্মভাবেতে শ্যামানন্দের চরণে।
সবংশে বিকা'ল পায় আর নাহি জানে ॥ ৭৯ ॥
হেন গুরুভক্ত কেহ না হ'য়েছে হবে।
পূর্ব্বে যেন গুরু-সেবা কৃষ্ণ বলদেবে ॥ ৮০ ॥
হেনরূপে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের প্রতি।
ভজেন অভেদরূপে হৈয়া দৃঢ়মতি ॥ ৮১ ॥
বহু কৃপা রসিকেরে শ্যামানন্দ রায়।
যথা যায় তথা ল'য়ে সঙ্গেতে বেড়ায় ॥ ৮২ ॥
একদিন রসিকেন্দ্র শ্যামানন্দ স্থানে।
কহিলেন গৃহে শ্রীমূর্ত্তির বিবরণে ॥ ৮৩ ॥
শ্রীমূর্ত্তি আছেন গৃহে চিরকাল হ'তে।
তাঁর নাম আজ্ঞা কর যেই লয় চিতে ॥ ৮৪ ॥
শুনি শ্যামানন্দ কহে মধুর বচনে।
গোপীবল্লভ রায় বলিবে সর্ব্বজনে ॥ ৮৫ ॥
এ গ্রামের নাম শ্রীগোপীবল্লভপুর।
ইথে সাধু-কৃষ্ণ-সেবা হ'বে পরচুর ॥ ৮৬ ॥
অনেক আনন্দ হবে এ গ্রাম-ভিতরে।
বৃন্দাবন সম এই হবে পরচারে ॥ ৮৭ ॥
এ গ্রাম-মহিমা কিছু কহিতে না জানি।
প্রকাশ হবেন এথা গোবিন্দ আপনি ॥ ৮৮ ॥
যেইরূপে ধ্যানেতে করিয়ে নিরীক্ষণ।
বিদ্যমান সেইরূপ দেখিবে সর্ব্বজন ॥ ৮৯ ॥
কতদিন কৃষ্ণ হেনরূপে আচম্বিতে।
পরকাশ হবেন গোবিন্দ এ গ্রামেতে ॥ ৯০ ॥
এ গ্রামের অধিকারী শ্যামদাসী মাতা।
সেই হ'তে সেবায় করিল নিয়োজিতা ॥ ৯১ ॥
উদাসীন রসিক সে আমার সঙ্গেতে।
নিরবধি ভ্রমিবেন জীব উদ্ধারিতে ॥ ৯২ ॥
শ্রীগোপীবল্লভপুর শ্যামদাসীস্থানে।
সাধুসেবা কৃষ্ণসেবা কৈল সমর্পণে ॥ ৯৩ ॥
সেইদিন হ'তে সেবা বাড়ে দিনে দিনে।
মহাদীপ্ত স্থান হৈলা আজ্ঞা পরমাণে ॥ ৯৪ ॥
শ্যামানন্দ রসিকেন্দ্র উৎকল প্রবেশ।
সেই হ'তে প্রেমভক্তি বাড়য়ে বিশেষ ॥ ৯৫ ॥
শতমুখে কহিলেও কহা নাহি যায়।
সে ভক্তি কাহার শক্তি করিবে নির্ণয় ॥ ৯৬ ॥
কিছুমাত্র সংক্ষেপে করিলুঁ প্রচার।
যে কিছু কহিল মোরে অচ্যুত-কুমার ॥ ৯৭ ॥
ইথে দোষ না লইবে পণ্ডিত সুজনে।
অনুক্রম দোষ কিছু না লইবে মনে ॥ ৯৮ ॥
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ববন্ধুগণ।
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-ধন ॥ ৯৯ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল দক্ষিণ-বিভাগে শ্রীগোপীবল্লভপুর-প্রকাশ-নাম তৃতীয়লহরী সম্পূর্ণা।

চতুর্থলহরী

রাগ—মোল্লার

ঘোষা। দৈত্যদলন দৈত্যারি।

ধ্রু। জয় জয় শ্যামানন্দ বন্দ শ্রীচরণ।
কৃপা কর যশঃ যেন করিহে বর্ণন ॥ ১ ॥
হেনমতে দিনে দিনে ভক্তির উদয়।
করিলেন রসিক শ্রীশ্যামানন্দ রায় ॥ ২ ॥
একদিন রসিকেরে কহে শ্যামানন্দে।
আমারে এক ভিক্ষা দেহ মনের আনন্দে ॥ ৩ ॥

এই ভিক্ষা—সব জীবে কর পরিত্রাণ।
সবাকারে দেহ 'হরে কৃষ্ণ' ষোল নাম ॥ ৪ ॥
ব্রহ্ম ক্ষেত্রী বৈশ্য শূদ্র যত যত জন।
চণ্ডাল পুক্কশ ছূণ আছে যত জন ॥ ৫ ॥
সবাকারে কর কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দান।
তোমাস্থানে এই ভিক্ষা মাগিনু নিদান ॥ ৬ ॥
কিবা রাজা কিবা প্রজা কিবা সাধুজন।
কিবা শিশু কিবা বৃদ্ধ কিবা স্ত্রীরিগণ ॥ ৭ ॥

সবা স্থানে আপনি ফিরিবে নিরন্তর।
হরিনাম-গ্রহণ করাবে ঘরে ঘর ॥ ৮ ॥
শুনি শ্যামানন্দবাক্য রসিক-শেখর।
দণ্ডবৎ করি উঠে জুড়ি দুই কর ॥ ৯ ॥
কতদিন তথা হৈতে শ্যামানন্দ রায়।
জীব-পরিত্রাণে ভ্রমে আপনা লীলায় ॥ ১০ ॥
দামোদরে সেই আজ্ঞা করিল যুগতে *।
সর্ব্ব জীবে হরিনাম শুনাহ ত্বরিতে ॥ ১১ ॥
সেই হ'তে শিষ্য করে অচ্যুতনন্দন।
সবাকারে দিল কৃষ্ণপ্রেমভক্তিধন ॥ ১২ ॥

দিনে দিনে ভক্তির হইল পরচার।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈলা সকল সংসার ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্ম ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র কিবা অন্য জন।
রসিক-পরশে হয় অনন্যশরণ ॥ ১৪ ॥
লৌহ যেন পরশ ছুঁইলে হয় সোনা।
রসিক-পরশে কাঞ্চ হৈল সর্ব্বজনা ॥ ১৫ ॥
সকল সংসার হৈলা প্রেমভক্তিময়।
উৎকলে রসিক-চাঁদ হইল উদয় ॥ ১৬ ॥

সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলা ঘরে ঘরে।
বৈষ্ণবের সেবা করাইলা পরচারে ॥ ১৭ ॥
আদ্য শিষ্য কালন্দী ভক্তদাস যবন।
তবে শ্যামগোপাল দীন শ্যামনারায়ণ ॥ ১৮ ॥
তবে রামকৃষ্ণ পরমানন্দ ভূধর।
গোউর গোপাল গোপীনাথ শ্রীগোকুল ॥ ১৯ ॥
প্রথমেতে শিষ্য হৈলা এই দশজন।
এই হৈতে শিষ্য হৈলা কে করে গণন ॥ ২০ ॥

সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তার বিবরণ।
যে গ্রামে যে লীলা করে অচ্যুতনন্দন ॥ ২১ ॥
ধারন্দা বলিয়া এক আছে পুণ্যস্থান।
প্রথমে সে গ্রামে রসিক কৈলা প্রয়ান ॥ ২২ ॥
অতি মনোহর স্থান দেখিতে সুন্দর।
সে গ্রামের অধিপতি ভীম শীরিকর ॥ ২৩ ॥
বড় সম্পত্তি দোহার বড় মহাজন।
শুদ্ধ গোপজাতি কুল বড়ই চলন ॥ ২৪ ॥

নানাদেব-দেবী পুজে করিয়া স্থাপনা।
বোদা মহিষ কাটে নাহিক গণনা ॥ ২৫ ॥
নানাজীব হত্যা করে হৈয়া অচেতন।
না জানি কৃষ্ণ বলি আছেন কোন জন ॥ ২৬ ॥
বৈষ্ণব দেখিলে তারা করে উপহাস।
কুটুম্ব পুষিতে নারি ছাড়িয়াছ বাস ॥ ২৭ ॥
যবে পেট পুষিবারে নার তোমা সবা।
অন্ন দিব তোমা সবা কর এই সেবা ॥ ২৮ ॥
নানা উপহাস করে সাধুজন দেখি'।
বলিতে না পারে সাধু কৃষ্ণে করে সাক্ষী ॥ ২৯ ॥

অত্যন্ত অদ্ভুত দুষ্ট ভীম শীরিকর।
প্রজাজন সাধুগণ ডরে নিরন্তর ॥ ৩০ ॥
সহস্র সহস্র টাকা নৃপে নাচ দিয়া। *
বাদাবাদি বোদাপোড় কাটে মত্ত হৈয়া ॥ ৩১ ॥
না শুনে কীর্ত্তন নাহি লয় হরিনাম।
দুষ্ট কর্ম্ম বিনা তার নাই আর কাম ॥ ৩২ ॥
কিবা অজামিল কিবা জগাই-মাধাই।
তা হ'তে অসুর বড় এই দুই ভাই ॥ ৩৩ ॥

ভীমের নন্দিনীগর্ভে হ'য়েছেন জাত।
শ্রীরসময় বংশী মথুর তিন ভ্রাত ॥ ৩৪ ॥
আদ্য শ্যামানন্দী তিঁহ হইলা প্রকাশ।
কুটুম্ব সহিতে তা'রা সে গ্রামে নিবাস ॥ ৩৫ ॥
পূর্ব্বে দামোদরস্থানে হৈল উপদেশ।
দুই ভাই বোইষ্ণব হইলা বিশেষ ॥ ৩৬ ॥
তা'র গৃহে উত্তরিলা রসিক-শেখর।
আপনার প্রিয় ভৃত্য জানিয়া সত্বর ॥ ৩৭ ॥

* যুগতে—যত্ন সহকারে।

* নাচ দিয়া—উৎকোচ দিয়া।

দেখি' রসময় বংশী আনন্দিত হৈয়া।
দণ্ডবৎ কায় ক্ষিতি চরণে লোটায়া ॥ ৩৮ ॥
উত্তম আসন করি' বসায় রসিকে।
সুবাসিত জলে পাদ প্রক্ষালে কৌতুকে ॥ ৩৯ ॥
সবংশে খাইলেন শ্রীচরণের জল।
সবংশে মানিল আজ জনম সফল ॥ ৪০ ॥
বড় ভাগ্যবান্ বংশী রসময়দাস।
সকল পুঁছিল প্রভু বসাইয়া পাশ ॥ ৪১ ॥
শ্যামানন্দ আজ্ঞা মোরে করিল নিশ্চয়।
উৎকলেতে প্রেমভক্তি করহ উদয় ॥ ৪২ ॥
সেই আজ্ঞা শিরে করি' হইলুঁ বাহার।
দুষ্ট কর্ম্ম ছাড়াইয়া করিতে সম্বশীল ॥ ৪৩ ॥
শুনি যে অসুর বড় ভীম শীরীকর।
কেমনে বৈষ্ণব হয় এ দুষ্ট সকল ॥ ৪৪ ॥
এ দুষ্ট বৈষ্ণব যদি হয় বড় কার্য্য।
দেখাদেখি বৈষ্ণব হইবে সব রাজ্য ॥ ৪৫ ॥
তবে রসময়ে বংশী কহে সব কথা।
বড়ই অসুর দোঁহে জগতে বিখ্যাতা ॥ ৪৬ ॥
তুমি যদি কৃপা কর এসবার প্রতি।
তবে হয় এসবার কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি ॥ ৪৭ ॥
তুমি যারে অনুগ্রহ করিবে যতনে।
যত দুষ্ট হউক সে হৈবে সাধুজনে ॥ ৪৮ ॥
রসিক-মহিমা জানে বংশী রসময়।
জানিলে এ দোঁহে সাধু হইবে নিশ্চয় ॥ ৪৯ ॥
সকল সম্পূর্ণ সুখ রসময় ঘরে।
ষড়রসে ভোজন করায় দ্বিজবরে ॥ ৫০ ॥
দুগ্ধ দধি ঘৃত সে উত্তম শালী অন্ন।
পকান্ন মিষ্টান্ন ভোগ কৈল নিবেদন ॥ ৫১ ॥
ভোজন মণ্ডলী করি' রসিক বসিলা।
বৈষ্ণব সঙ্গে প্রসাদ পাইতে লাগিলা ॥ ৫২ ॥
হেনকালে পিতা সঙ্গে শ্রীতুলসীদাস।
রসময় বংশী সঙ্গে করিলা নিবাস ॥ ৫৩ ॥
রসময় জ্যেষ্ঠ পুত্র তুলসীর সনে।
বাল্য হৈতে থাকেন সে অভেদ মিলনে ॥ ৫৪ ॥
প্রথমে কিশোরমূর্ত্তি দেখিতে সুন্দর।
তুলসী গায়েন যেন কোকিল সুস্বর ॥ ৫৫ ॥
হেনকালে প্রবেশ হইলা সেই স্থানে।
যেখানে রসিকচন্দ্র করেন ভোজনে ॥ ৫৬ ॥
গাইতে লাগিল সুখে কা'রে নাই শঙ্কা।
একেত কালিয়া কানু তিনু ঠাঁই বাঁকা ॥ ৫৭ ॥
কোকিল জিনিয়া শ্রুতি অতি মনোহর।
শুনি গান রসিকের বিদরে অন্তর ॥ ৫৮ ॥
বসন ভিজিল সব নয়নের জলে।
ভাসিলেন রসিকেন্দ্র প্রেমের হিল্লোলে ॥ ৫৯ ॥
আদর করিয়া লৈয়া বসাইলা পাশে।
পুনঃ পুনঃ এই পদ গাওয়ান্ বিশেষে ॥ ৬০ ॥
সন্ধ্যা হৈতে বসিলেন ভজন করিতে।
কোন্ দিকে রাত্র গেল এই পদ গাইতে ॥ ৬১ ॥
ভাবেতে আকুল চিত্ত না রহে ক্রন্দন।
ভাবাবেশ দেখি' চমৎকার সর্ব্বজন ॥ ৬২ ॥
ক্ষণেক সম্বরি' পুছে এ নন্দন কা'র।
রসময় কহিলেন সকল ব্যবহার ॥ ৬৩ ॥
হৃদয়ানন্দের শিষ্য গঙ্গাতে নিবাস।
পিতা-পুত্রে এথা কীর্ত্তন কৈলা প্রকাশ ॥ ৬৪ ॥
ঠাকুর গোপালদাস বড় মহাজন।
সুবলের শিষ্য হরিনামপরায়ণ ॥ ৬৫ ॥
সংকীর্ত্তন দেখিয়া শ্যামানন্দ রায়।
যত্ন করি' পিতা-পুত্রে রাখিল এথায় ॥ ৬৬ ॥
শুনি' আনন্দে রসিক কৃষ্ণ-প্রেমভাবে।
অবশ্য এ গোষ্ঠী আমা সঙ্গে বিহরিবে ॥ ৬৭ ॥
সেই দিন হৈতে রসময় গোষ্ঠী রঙ্গে।
তুলসী সহিত রসিক করিলা সঙ্গে ॥ ৬৮ ॥
প্রথম প্রমোদ কিছু কহি বিবরণ।
রসিকমঙ্গল শুন সব সাধুজন ॥ ৬৯ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল দক্ষিণ-বিভাগে রসময়-তুলসী-মিলন-নাম চতুর্থ-লহরী সম্পূর্ণা।

পঞ্চম-লহরী

রাগ—নারানী গৌড়া

ঘোষা। মোর কৃষ্ণ গুণনিধি।
অনাথশরণ বড় দয়ার অবধি ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ বন্দ শ্রীচরণ।
নিরবধি গাই যেন যশঃসংকীর্ত্তন ॥ ১ ॥
তবে রসময়গৃহে রসিকশেখর।
কৃষ্ণপ্রেমে সংকীর্ত্তনে হইলা বিভোর ॥ ২ ॥
চারি মাস রহিলেন রসিক সে গ্রামে।
কৃষ্ণপ্রেম-সংকীর্ত্তন কৈল স্থানে স্থানে ॥ ৩ ॥
প্রথম প্রমোদে সেই হৈতে দিল মন।
রাজা প্রজা উদ্ধারিল সকল ভুবন ॥ ৪ ॥
সর্ব্বজীবে রসিকেন্দ্র দিল পদছায়া।
তার বিবরণ কহি শুন মন দিয়া ॥ ৫ ॥
যেমনে বৈষ্ণব কৈলা ভীম শীরিকরে।
তার বিবরণ কহি শুনহ সকলে ॥ ৬ ॥
একদিন সভা করি' ভীম শীরিকর।
বসিছেন আপনার গৃহের ভিতর ॥ ৭ ॥
সেইখানে রসিক সগোষ্ঠী করি' সঙ্গে।
ভীম শীরিকরে গিয়া সম্ভাষিল রঙ্গে ॥ ৮ ॥
বৈষ্ণব বেশে দেখি সে রসিকেন্দ্র চন্দ্র।
সংকোচে না বলে কিছু ক্রোধে হৈল অন্ধ ॥ ৯ ॥
সহিতে না পারি ভীম বলে ধিৎকারিয়া।
কোন কার্য্য কৈলে অচ্যুতের পুত্র হৈয়া ॥ ১০ ॥
বয়স তোমার সবে বিংশতি বৎসর।
কোন্ সুখে বৈষ্ণব হইলা শিশুবর ॥ ১১ ॥
হেন বুদ্ধি কেবা দিল ছাড়ি' লেখা পড়া।
পালাইলে কানা পিঁধি জানিয়া ঝগড়া ॥ ১২ ॥
এ বয়সে বৈষ্ণব হইলে কা'র বোলে।
কুটুম্ব পুষিবে তুমি কেমন প্রকারে ॥ ১৩ ॥
মল্লভূমি দেশেতে অধিপতি অচ্যুত।
তাঁর কুলে জনমিল হেনই কুপুত ॥ ১৪ ॥
বেড়াইবে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা মাগি'।
অচ্যুতের বংশে লজ্জা হবে তোমা লাগি' ॥ ১৫ ॥
ভাল হৈল দেখা বাপু হৈল তোমা সনে।
ফিরি গিয়া লেখা-পড়া করহ সদনে ॥ ১৬ ॥
ধাতুর্বাহ্য কথা সব তোমারে না শোভে।
এসব কহিয়ে তোমা অচ্যুতের স্নেহে ॥ ১৭ ॥
শুনিয়া ভীমের এত কঠোর বচন।
হাসিয়া রসিক কহে মধুর বচন ॥ ১৮ ॥
শুন ভীম শীরিকর আমার বচনে।
যত পৌরাণিক আছে তোমার এখানে ॥ ১৯ ॥
সভামধ্যে সবাকারে আনহ ত্বরিতে।
যেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কহে শাস্ত্র অনুমতে ॥ ২০ ॥
ষড়শাস্ত্র বেদ স্মৃতি গীতা ভাগবত।
ব্যাস শুক জনকাদি নারদাদি মত ॥ ২১ ॥
করিব বিচার আজি নানাশাস্ত্র-মতে।
যেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হয় শাস্ত্রের যুগতে ॥ ২২ ॥
যবে সব শাস্ত্র কহে কৃষ্ণ পরমাণ।
তবে ছাড়ি' এক কৃষ্ণে কর ধ্যান ॥ ২৩ ॥
পূর্ব্বের বাসনা আছে ভীম শীরিকর।
আরে রসিকের আছে কৃপা বহুতর ॥ ২৪ ॥
শুনিয়া বলিল এই বাক্য সারোদ্ধার।
সে রাজ্যের পণ্ডিত আনাইল অপার ॥ ২৫ ॥
ভীমের আজ্ঞায় আইল সব দ্বিজগণ।
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা চারিবেদপরায়ণ ॥ ২৬ ॥
জানকী হরিচন্দন সবাই আইলা।
রাজা প্রজা ভট্টাচার্য্য সবে প্রবেশিলা ॥ ২৭ ॥
মণ্ডলী করিয়া সবে বসিলা বিচারে।
সবারে প্রমোদ করে রসিক-শেখরে ॥ ২৮ ॥
রসিকের ব্যাখ্যা কেহ লঙ্ঘিতে না পারে।
ব্যাসের সম্মত বেদশাস্ত্রের বিচারে ॥ ২৯ ॥

সবাকার গর্ব্ব চূর্ণ রসিক করিলা।
শাস্ত্রের তত্ত্বার্থ কেহ দিতে না পারিলা ॥ ৩০ ॥
এক শ্লোক নানাভাতি রসিক বাখানে।
শব্দার্থে সিদ্ধান্ত করে স্বামী পরমাণে ॥ ৩১ ॥
নারিল উত্তর দিতে সর্ব্ব দ্বিজগণে।
নিষ্কপটে কহি' ভীম শীরিকর স্থানে ॥ ৩২ ॥
রসিক যে কহে ব্যাসের বচন।
রসিক-বচন সবে করিল পালন ॥ ৩৩ ॥
নিজমুখে শুনি' ভীম শ্রীকর আনন্দে।
সবংশে শরণ লৈলা শ্রীরসিকানন্দে ॥ ৩৪ ॥
যেই দুই ভাই হৈল অনন্য শরণ।
সবাই ভজিল দোঁহে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৩৫ ॥
জীবহত্যা আদি সব ছাড়িল সত্বরে।
অনন্য শরণ হৈয়া কৃষ্ণের কিঙ্করে ॥ ৩৬ ॥
সবাকারে উপদেশ রসিক করিলা।
দিনে দিনে যুথ যুথ হইতে লাগিলা ॥ ৩৭ ॥
কিবা দ্বিজ কিবা শূদ্র কিবা অন্ত্যজন।
উপদেশ হৈয়া সবে কৃষ্ণে দিল মন ॥ ৩৮ ॥
রসিক দিলেন সবাকারে প্রেমভক্তি।
রসিক-পরশে হৈলা সবে শুদ্ধমতি ॥ ৩৯ ॥
ধারেন্দা নগর হৈলা যেন ব্রজপুর।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করেন প্রচুর ॥ ৪০ ॥
আনন্দে ভাসেন সবে কৃষ্ণ-অনুরাগে।
সে প্রেম দেখিয়া সবা চমৎকার লাগে ॥ ৪১ ॥
সে গ্রামে রহিলা প্রভু করিয়া যতন।
দেখিতে সুন্দর স্থান অতি মনোরম ॥ ৪২ ॥
আর সব লোকে দেখি' কৃষ্ণপ্রেমময়।
বন-বেহারন-লীলা করেন সদায় ॥ ৪৩ ॥
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ সব বালকে লইয়া।
বন-বেহারন কৈল কৌতুক করিয়া ॥ ৪৪ ॥
সেই অন্বেষণে * প্রভু করে নানালীলা।
বাল্য হৈতে কৃষ্ণলীলা করে নানাখেলা ॥ ৪৫ ॥
কিশোর বয়সী শিশু করিয়া সঙ্গতি।
বেশ বনায়েন যার যেমন আকৃতি ॥ ৪৬ ॥
নানাফুল গাঁথিয়া আনেন নানাভান্তি।
সাক্ষাতে সাজেন যেন ব্রজের যুবতি ॥ ৪৭ ॥
তার মধ্যে কৃষ্ণ করে কোন কোন জন।
দেখিতে আশ্চর্য্য শোভা না যায় কথন ॥ ৪৮ ॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান নূপুর কিঙ্কিনী।
হেনরূপে সাজায়েন রসিক আপনি ॥ ৪৯ ॥
আপনি হয়েন বেশ সে সবার সঙ্গে।
নৃত্য-গীতে বন হৈতে আইসেন রঙ্গে ॥ ৫০ ॥
বীণা বেণু রবাব মৃদঙ্গ করতাল।
পাখোয়াজ ডম্ফ বাঁশী মন্দিরা রসাল ॥ ৫১ ॥
কপিনাশ সারঙ্গ পিণাক কেহ বায়।
স্বর মণ্ডল আদি নানাযন্ত্র মিলায় ॥ ৫২ ॥
নানা অঙ্গ ভঙ্গে নৃত্য করে শিশুগণ।
তুলসী রসময় গোষ্ঠী সঙ্গে সংকীর্ত্তন ॥ ৫৩ ॥
সেই দিন হৈতে সঙ্গে এ সব বিহরে।
জন্মে জন্মে এ সব রসিক-কিঙ্করে ॥ ৫৪ ॥
ব্রজে কৃষ্ণ বন হৈতে আইসেন ঘরে।
সেইরূপে লীলা করে রসিক-শেখরে ॥ ৫৫ ॥
দেউটী মশাল চন্দ্রোদয় বহু জ্বলে।
শত শত লোক আসে দেখিবার তরে ॥ ৫৬ ॥
দেখিয়া সকল লোক লাগে চমৎকার।
সবে বলে রসিকেন্দ্র অংশ অবতার ॥ ৫৭ ॥
নানাগীত নানাবাদ্য সংকীর্ত্তন-রসে।
মহা আনন্দেতে গ্রাম হয়েন প্রবেশে ॥ ৫৮ ॥
নিতি নিতি এই মত করে নানালীলা।
প্রতিঘরে সংকীর্ত্তনে অচ্যুতের বালা ॥ ৫৯ ॥
পরমমাধুর্য্যরূপে জগজন মোহে।
সবাকারে কৃষ্ণকথা অনুক্ষণ কহে ॥ ৬০ ॥
সে বচন শুনিয়া সবাই আনন্দিত।
দর্শনমাত্রেকে সবে হয় শুদ্ধচিত ॥ ৬১ ॥
হেনমতে ধারন্দাতে বড় সুখ পায়্যা।
কতদিন রহিলেন প্রেমাবেশ হৈয়া ॥ ৬২ ॥
সে সব সুখদ কিছু কহন না যায়।
সংক্ষেপে রচিল কিছু রসিক-কৃপায় ॥ ৬৩ ॥
ক্ষণে ক্ষণে যত লীলা করিল মুরারি।
কোটী মুখে সেই লীলা কহিতে না পারি ॥ ৬৪ ॥

---

* অনুক্রমে—ইতি পাঠান্তর।

তবে যে স্বভাব কিছু করিনু বর্ণন।
হৃদে থাকি' যেবা কহে অচ্যুত-নন্দন ॥ ৬৫ ॥
রসিকমঙ্গল শুন সকল সংসার।
আনন্দে গাইয়া তর ঘোর কলিকাল ॥ ৬৬ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভুষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৬৭ ॥
ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-দক্ষিণ-বিভাগে ভীম- শ্রীকর-
উদ্ধার-নাম পঞ্চম-লহরী সম্পূর্ণা।

ষষ্ঠ-লহরী

রাগ বরাড়ী। পাঞ্চালী ছন্দ ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ, সবাকার প্রেমানন্দ
অখিল ভুবন প্রেমদাতা।
কৃপা কর প্রভু মোরে, তুয়া গুণ যেন স্ফুরে,
গাই যেন তুয়া যশগাথা ॥ ১ ॥
হেনমতে ধারন্দাতে, রহিলেন দিন কতে,
নানাসুখে করে সংকীর্ত্তন।
আপনার নিজালয়ে, শ্রীগোপীবল্লভ রায়ে,
মন কৈল বিভার কারণ ॥ ২ ॥
কারিকর আনাইয়া, ঠাকুরাণী প্রকাশিয়া,
বিভার সামগ্রী কৈল তথা।
রসময় বংশীঘরে, কৈল দ্রব্য উপহারে,
সবাকারে কহে বিভা-কথা ॥ ৩ ॥
মহোৎসব দুই তিন, সবে ইথে দেহ মন,
করিব রসময়ের ঘরে।
শুনি সবেই আনন্দে, আইলেন সর্ব্বারম্ভে,
নানাদ্রব্য নানা উপহারে ॥ ৪ ॥
যথা যথা সাধুগণ, দিয়া তারে নিমন্ত্রণ,
আনাইল রসিকশেখর।
আনাইয়া দ্বিজগণ, করি লগ্ন শুভক্ষণ,
বেদধ্বনি করে দ্বিজবর ॥ ৫ ॥
মহোৎসব অধিবাস, করি' রসময়দাস,
ঠাকুর আনাইলা তথায়।
তিন মহোৎসব করি', দোঁহার মিলন করি,
আনন্দেতে ভাসিল সবায় ॥ ৬ ॥
নানাবাদ্য কোলাহল, হইল বিভা মঙ্গল,
নিশি দিশি সুখে নাহি জানে।
ছাড়ি' সবে গৃহতন্ত্র, এই রসে সবে মত্ত,
কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে সর্ব্বজনে ॥ ৭ ॥
দেখিয়া যুগলরূপ, রসিক পাইলা সুখ,
নয়নে গলয়ে শতধার।
স্বেদ কম্প গদ গদ, পুলক সর্ব্বাঙ্গ সব,
ঘনে নিরখয়ে কতবার ॥ ৮ ॥
মহোৎসব মহানন্দে, বিভোর রসিকানন্দে,
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত দিন রাতি।
নানাবিধি পরকার, ষড়রস উপহার,
সাধুগণ ভোজন সঙ্গতি ॥ ৯ ॥
করি তিন মহোৎসব, বিদায় করিলা সব,
যথাবিধি বস্ত্র দ্রব্য ভার।
সবাকারে সন্তোষিয়া, প্রেমে বিনয় করিয়া,
সাধুগণে করিল ব্যবহার ॥ ১০ ॥
হেনমতে বিভা সারি, গেলা প্রভু নিজপুরী,
ঠাকুরকে করিয়া সংহতি।
ধারেন্দায় সর্ব্বজন, বিচ্ছেদে আকুল মন,
রসিক জপই দিন রাতি ॥ ১১ ॥
বালক-বৃদ্ধ-স্ত্রীগণ, কান্দিয়া না ধরে মন,
নিশি দিশি রসিক ধিয়ান।
পূর্ব্বে যেন ব্রজনারী, কৃষ্ণের বিচ্ছেদে ঝুরি,
সবাকার হরি' নিলা জ্ঞান ॥ ১২ ॥
এথা সে রসিক রায়, মনেতে করি সবায়,
কৃষ্ণভাবে করেন ক্রন্দন।

কৃষ্ণপ্রেমে যত লীলা, যেই স্থানে যে করিলা,
স্মরি স্মরি কান্দে ঘনে ঘন ॥ ১৩ ॥
কতদিনে এক পত্র, লিখিল যে অভিমত,
যে যে স্থানে করিল যে লীলা।
অত্যন্ত রহস্যভাবে, লেখি সব অনুভবে,
যার সঙ্গে যে করিল খেলা ॥ ১৪ ॥
যেখানে যে কৃষ্ণলীলা, করিল অচ্যুতবালা,
লেখিলুঁ সকল বিবরণ।
সুন্দর সে সরোবর, অতি পরিমল স্থল,
গহন কানন তরুগণ ॥ ১৫ ॥
যত লোক বৈসে তায়, লেখিলেন তা' সবায়,
কৃষ্ণকথা কহিল যার সঙ্গে।
সব লেখি একে একে, পাঠাইল নিজ লোকে,
নারায়ণ রামকৃষ্ণ রঙ্গে ॥ ১৬ ॥
সংকীর্ত্তন পূর্ণ করি', বসিলা মণ্ডলী করি',
রসিকের লেখা শুনিবারে।
এক এক পদ শুনি', সবার বিদরে প্রাণী,
কান্দিয়া উঠিল উচ্চৈঃস্বরে ॥ ১৭ ॥
সবাই আকুল হয়্যা, সে প্রেম-লেখা শুনিয়া,
ধরণ না যায় কার প্রাণ।
কৃষ্ণপ্রেমে সবে ভাসে, রসিকচরণ আশে,
সবলোক প্রেমে অগিয়ান * ॥ ১৮ ॥

রসিকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতঃ, পট্টনাএক জগন্নাথ,
লিখা শুনি' হরিল চেতন।
কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাভাবে, বিচ্ছেদের অনুরাগে,
লিখাতে সে সব বিবরণ ॥ ১৯ ॥
শুনি' সর্ব্বজন কান্দে, রসিকের প্রেমানন্দে,
কেহ কেহ ভূমে গড়ি যায়।
লিখা শুনি' জগন্নাথ, ভাবে হৈলা ভূমিপাত,
কান্দনা সে কহন না যায় ॥ ২০ ॥
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণভাবে, ব্রজাঙ্গনা অনুরাগে,
শুনিয়া সে সব প্রেমকথা।
সবাই আকুল হঞা, রসিকেরে সঙরিয়া,
গায়েন রসিক-গুণগাথা ॥ ২১ ॥
হেনমতে সর্ব্বজন, নিশি দিশি অনুক্ষণ,
ধিয়ায় রসিক-শ্রীচরণ।
ধন্য ভাগ্য সে সবার, তপস্যার ফল তার,
সঙ্গে খেলা করে অনুক্ষণ ॥ ২২ ॥
রসিকমঙ্গল-গাথা, গাও সবে যশঃকথা,
ভজহ রসিক-শ্রীচরণ।
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্বে, মাথায় করি' আনন্দে,
গায় রসময়ের নন্দন ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-দক্ষিণ-বিভাগে শ্রীশ্রীগোপীবল্লভ-রায়-বিবাহ-বর্ণন-নাম ষষ্ঠলহরী সম্পূর্ণা।

* অগিয়ান—অজ্ঞান।

সপ্তম-লহরী

রাগ—বরাড়ী।

ঘোষা। কৃপানিধি হে দয়ার শ্যাম।
পতিত দুর্গত জনে কর অবধান ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ জগতজীবন।
রসিকদেবের নিজ প্রিয় প্রাণধন ॥ ১ ॥
হেনরূপে রসিক আছেন নিজগৃহে।
দিনে দিনে প্রেমভক্তি করিল উদয়ে ॥ ২ ॥
দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলা অতি প্রভা।
সহস্র সহস্র বৈষ্ণব হয় নিত্য সেবা ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণকে আধিক্য করি' পূজে সাধুজনে।
সাধু-সেবা বিনে আর কিছু নাহি জানে ॥ ৪ ॥
দিনে দিনে সেবা বড় বাড়িতে লাগিলা।
কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে অচ্যুতের বালা ॥ ৫ ॥

শ্রীগোপীবল্লভ রায় ঠাকুরাণী সঙ্গে।
আপনি বসিয়া বেশ করায়েন রঙ্গে ॥ ৬ ॥
নানাদিনে নানাবেশ করে নানাভাতি।
কৃষ্ণসেবা বিনে না জানয়ে দিন-রাতি ॥ ৭ ॥
চতুঃষষ্টি ভক্তি-অঙ্গ করে নিরন্তর।
আপনি সাধিয়া সবে শিখায় তৎপর ॥ ৮ ॥
একে একে সব ভক্তি করেন সদায়।
রসিক-চরিত কিছু কহন না যায় ॥ ৯ ॥
দৃঢ়ভাবে করিলেন শ্রীগুরু-আশ্রয়।
দৃঢ়ে কৃষ্ণদীক্ষা আদি শিখিল নিশ্চয় ॥ ১০ ॥
দৃঢ় বিশ্বাসেতে কৈল শ্রীগুরুসেবন।
সাধু যেই মার্গ কহে দৃঢ়ে সে বর্ত্তন ॥ ১১ ॥
সদ্ধর্ম্মপুচ্ছা দৃঢ়ে করেন সাধুস্থানে।
ভোগত্যাগ কৃষ্ণের নিমিত্তে দৃঢ় মনে॥ ১২ ॥
দৃঢ়ে রসিক-রমণ ঘোরেন পুণ্যস্থানে।
দ্বারকা গঙ্গাতে ব্রজে কৃষ্ণসন্নিধানে ॥ ১৩ ॥
দৃঢ়ে সর্ব্বজন কয়ে সব ব্যবহার।
সেই করে যে অর্থে ব্যতীত আপনার ॥ ১৪ ॥
দৃঢ়ভাবে করে হরিবাসর-সম্মান।
অশ্বত্থ তুলসী ধাত্রী যত পুণ্যস্থান ॥ ১৫ ॥
কৃষ্ণের বিমুখ প্রাণী দূরে সঙ্গত্যাগ।
বহুশিষ্য করিবারে নাহি অনুরাগ ॥ ১৬ ॥
মহা আরম্ভাদি যত না করে কখনে।
স্বভাবে যে শুভারম্ভ নাই ত্রিভুবনে ॥ ১৭ ॥
বহুগ্রন্থ-কলা যত কৃষ্ণের বিমুখ।
অভ্যাস না করে তাহা জানিয়া স্বরূপ ॥ ১৮ ॥
বাদ বিবর্ত্তিয়া ব্যাখ্যা সবারে সন্তোষে।
ব্যবহার-কৃপণতা না করে বিশেষে ॥ ১৯ ॥
শোক আদি যত আছে তাহে বিবর্জ্জিত।
অন্য দেব অবজ্ঞা না করে কদাচিত ॥ ২০ ॥
উদ্বেগ না করে যত প্রাণী মহীতলে।
সেবা নামে অপরাধ নাহি কোনকালে॥ ২১ ॥
কৃষ্ণদ্বেষী ভক্তদ্বেষী নিন্দে যতজনে।
এসবার সহ সঙ্গ না করে কখনে॥ ২২ ॥
বৈষ্ণবের চিহ্ন সব রসিকের অঙ্গে।
হরিনামাক্ষর সব লিখি অঙ্গে অঙ্গে ॥ ২৩ ॥
নির্ম্মাল্য আদি করেন কৃষ্ণের সম্মুখে।
নৃত্য দণ্ডপরণাম করে একে একে ॥ ২৪ ॥
দৃঢ়ে অভ্যর্থনা করে দেখি' সাধুজনে।
অনুব্রজে আনেন দেখিয়া সাধুজনে ॥ ২৫ ॥
দেবালয়ে শ্রীমূর্ত্ত্যাদি যত পুণ্যস্থান।
পরিক্রমা করেন রসিক ভাগ্যবান্ ॥ ২৬ ॥
দৃঢ়ভাবে রসিকেন্দ্র কৃষ্ণে পূজা করে।
দৃঢ়ভাবে সেবা করে রসিকশেখরে ॥ ২৭ ॥
স্থ-স্থরে গায়েন গীত কৃষ্ণের সমীপে।
কখন সে সংকীর্ত্তন কখন সে জাপ্যে ॥ ২৮ ॥
আনন্দেতে স্তবপাঠ করে রসিকেন্দ্র।
আস্বাদেন নৈবেদ্য পাদ্য মকরন্দ ॥ ২৯ ॥
ধূপ-মাল্য-চন্দনাদি করেন আঘ্রাণ।
শ্রীমূর্ত্তি পরশ করে শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ৩০ ॥
নিরীক্ষণ করেন কৃষ্ণেরে দৃঢ়ভাবে।
আরাত্রিক আদি যত কৃষ্ণের উৎসবে ॥ ৩১ ॥
শ্রবণ করেন দৃঢ়ে কৃষ্ণ-গুণকীর্ত্তি।
বিনয় করেন কৃষ্ণে করিয়া কাকুতি ॥ ৩২ ॥
স্মরণ করেন দৃঢ়ে কৃষ্ণ-গুণ-নাম।
দৃঢ়ে করেন রসিক কৃষ্ণের ধিয়ান ॥ ৩৩ ॥
কখন কৃষ্ণের সঙ্গে করে দাস্যভাব।
কখন কৃষ্ণের সঙ্গে সখ্য অনুরাগ ॥ ৩৪ ॥
কখন কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমভক্তিরসে।
সে অষ্ট সাত্ত্বিকভাবে প্রেমানন্দে ভাসে ॥ ৩৫ ॥
কৃষ্ণেরে রসিক করে আত্ম-নিবেদন।
নিজ প্রিয় দ্রব্য সব কৃষ্ণে সমর্পণ ॥ ৩৬ ॥
নানা চেষ্টা করে সে কৃষ্ণের কারণে।
সর্ব্বাত্মভাবে রসিক কৃষ্ণের শরণে ॥ ৩৭ ॥
নিরবধি কৃষ্ণভক্তে করেন সেবন।
পূজে কৃষ্ণ সম মানী ভক্তের চরণ॥ ৩৮ ॥
কৃষ্ণের সমান করি' পূজে যথাবিধি।
তুলসী, শাস্ত্র, মথুরা, বৈষ্ণব আদি ॥ ৩৯ ॥
যথা-বৈভবে এ সব সামগ্রী করিয়া।
মহোৎসব করে রসিক সগোষ্ঠী লৈয়া ॥ ৪০ ॥
কার্ত্তিকেতে কৃষ্ণ-সেবা করেন বিশেষ।
যাত্রা-জন্ম-আদি যত করিয়া উদ্দেশ ॥ ৪১ ॥

শ্রীমূর্ত্তি-চরণ-অঙ্ঘ্রি বিশেষ স্নেহেতে।
পূজেন রসিকচন্দ্র দৃঢ়ভাব চিত্তে ॥ ৪২ ॥
রসিক সগোষ্ঠী সঙ্গে ভাগবতকথা।
রসিকচন্দ্র আস্বাদ করেন সর্ব্বথা ॥ ৪৩ ॥
সজাতীয় সব কাম্পে দেখি' সাধুবর।
হেন সাধুজনসঙ্গ করে নিরন্তর॥ ৪৪ ॥
রসিক করেন সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মনে মথুরাতে স্থিতি অচ্যুত-নন্দন ॥ ৪৫ ॥
রসিকের ভক্তি কিছু কহন না যায়।
কৃষ্ণভক্তি মূর্ত্তিমন্ত সেই মহাশয় ॥ ৪৬ ॥
যাহারে করুণা করে রসিকশেখর।
চতুঃষষ্টি ভক্তিতে সে হয় তৎপর ॥ ৪৭ ॥
দর্শনমাত্রেতে হয় অনন্যশরণ।
কৃষ্ণ বিনে আন নাহি জানে কোন জন ॥ ৪৮ ॥
কৃষ্ণপ্রেম ভাব প্রকাশিল চারিদিকে।
রসিক-কৃপায় কৃষ্ণে হৈলা অনুরাগে ॥ ৪৯ ॥
দিনে দিনে প্রেমভক্তি হইলা উদয়।
করিলেন শ্যামানন্দ রসিক রায় ॥ ৫০ ॥
ধ্যান শরণ আদি শয়ন ভোজনে।
রসিক না জানে কিছু শ্যামানন্দ বিনে ॥ ৫১ ॥
কিবা ঘরে অভ্যন্তরে কিবা দেশান্তরে।
গুরু-কৃষ্ণ-সাধু-সেবা রসিকেন্দ্র করে ॥ ৫২ ॥
আপনি সাধিয়া শিখায়েন সর্ব্বজনে।
ভক্তি দেখি' চমৎকার লাগে ত্রিভুবনে ॥ ৫৩ ॥
গুরু-কৃষ্ণ-সাধু-আজ্ঞা না করে লঙ্ঘন।
করেন রসিকচন্দ্র করি প্রাণপণ ॥ ৫৪ ॥
সাধু আজ্ঞা করে সুঘটন দুর্ঘটন।
অবশ্য আনন্দে করে অচ্যুত-নন্দন ॥ ৫৫ ॥
রসিক সবংশে যবে সাধু বিচে কিনে।
সবংশে রসিক বিকায় আনন্দিত মনে ॥ ৫৬ ॥
বৈষ্ণবের চিহ্ন মাত্র দেখে যার স্থানে।
পূজেন তাহারে দৃঢ়ে কৃষ্ণের সমানে ॥ ৫৭ ॥
কিবা দ্বিজ কিবা ন্যাসী কিবা শূদ্র আদি।
হূণ পুলিন্দ ম্লেচ্ছ অন্ত্যজ পুক্কসাদি ॥ ৫৮ ॥
সবাই আনন্দ হয় রসিক-পরশে।
কৃষ্ণ প্রাণপতি বিনে কিছু নাই বাসে ॥ ৫৯ ॥
হেনমতে গৃহেতে রসিক মহাশয়।
গুরু কৃষ্ণ সাধু সেবে সুদৃঢ় হৃদয় ॥ ৬০ ॥
সর্ব্বজীবে করিলেন প্রেমভক্তি দান।
বেদশাস্ত্র-তত্ত্ব অর্থ করিয়া বাখান ॥ ৬১ ॥
দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল প্রেমভক্তি।
রসিক কৃপায় হৈলা সবে শুদ্ধমতি ॥ ৬২ ॥
কহন না যায় কিছু রসিক-মহিমা।
সর্ব্বগুণে গুণধর লাবণ্য-গরিমা ॥ ৬৩ ॥
তাঁর অনুগ্রহে কিছু করিল বিদিত।
শ্যামানন্দ রসিকের পুণ্য যশঃকীর্ত্তি ॥ ৬৪ ॥
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ববন্ধুজন।
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-ধন ॥ ৬৫ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভুষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-দক্ষিণ-বিভাগে চতুঃষষ্টি-ভক্ত্যঙ্গ-প্রকাশ-নাম সপ্তম-লহরী সম্পূর্ণা।

অষ্টম-লহরী

রাগ—কৌশিক।

ঘোষা।

চাঁদ-বদন হেরি, রূপ না দেখিলে মরি,
কামিনী কেমনে প্রাণ ধরে।

জয় জয় শ্যামানন্দ গোপকুলশশী।
জয় রসিকেন্দ্রচন্দ্র কৃষ্ণের প্রেয়সী ॥ ১ ॥
হেনমতে দিনে দিনে ভক্তি উদ্দীপন।
করিলেন সর্ব্বদেশে অচ্যুত-নন্দন ॥ ২ ॥
রসিক-চরিত অতি পরম গহন।
কহন না যায় তাঁর যত গুণ করম ॥ ৩ ॥
কিবা ব্যাস নারদাদি নারায়ণ সম।
ঈশ্বর বলিয়া পুজে জগতের জন ॥ ৪ ॥

যত গুণ ধরে কৃষ্ণ জগত-জীবন।
রসিকের অঙ্গে রহে সে সব লক্ষণ ॥ ৫ ॥
অতি মনোহর অঙ্গ রসিকশেখর।
সর্ব্বসুলক্ষণযুত রসিকেন্দ্রবর ॥ ৬ ॥
অত্যন্ত মনোহর সে কহন না যায়।
সর্ব্বতেজোময় মূর্ত্তি অচ্যুত-তনয় ॥ ৭ ॥
ভক্তিবলে বলীয়ান্ কিশোর ভজন।
ভজনে তন্ময়মূর্ত্তি সদাই তরুণ ॥ ৮ ॥
নানাদেশে নানাভাষা অদ্ভুত কথন।
কহেন রসিকচাঁদ অতি বিলক্ষণ ॥ ৯ ॥
সব তত্ত্বকথা কহে অচ্যুতনন্দন।
অমৃত সমান লাগে কহে যে বচন ॥ ১০ ॥
বড় বাগ্মী সুপণ্ডিত নাহিক তুলনা।
রসিক সমান বুদ্ধি নাহি কোন জনা ॥ ১১ ॥
উত্তর করিলে প্রত্যুত্তর করে বাণী।
সর্ব্বগুণে প্রবীণ রসিক গুণমণি ॥ ১২ ॥
বড়ই প্রতিভান্বিত রসিকশেখর।
বিদগ্ধকলাতে পূর্ণ অচ্যুত-কুমার ॥ ১৩ ॥
চতুরের শিরোমণি অচ্যুত-তনয়।
দক্ষ সর্ব্বকার্য্যে বিচক্ষণ মহাশয় ॥ ১৪ ॥
সুকৃতিসকল ধর্ম্ম জানেন সাক্ষাত।
নিরবধি করেন সুদৃঢ়ে কৃষ্ণব্রত ॥ ১৫ ॥
দেশ কাল সুপাত্রেতে রসিকেন্দ্র খ্যাত।
শাস্ত্র-দৃষ্টি নিরবধি জগতে বিখ্যাত ॥ ১৬ ॥
বড় শুচিমন্ত প্রভু জগত-জীবন।
কৃষ্ণপ্রেমে বশ কৈল এ তিন ভুবন ॥ ১৭ ॥
অতিশয় স্থিরমূর্ত্তি রসিকশেখর।
ইন্দ্রগণ জিনি' তপোবন্ত কলেবর ॥ ১৮ ॥
অত্যন্ত অদ্ভুত ক্ষমা করে সর্ব্বজীবে।
হেন সুশীলতা কেহ না হৈছে না হ'বে ॥ ১৯ ॥
বড়ই গভীর ধৈর্য্য রসিক মুরারি।
সমবুদ্ধি সর্ব্বজীবে সর্ব্বগুণশালী ॥ ২০ ॥
বড় দাতা রসিক নাহিক পটান্তর।
তুলনা দিবারে নাই জগত ভিতর ॥ ২১ ॥
সর্ব্বধর্ম্মে ধার্ম্মিক রসিক মহাশয়।
ভক্তিবলে বলীয়ান্ জগৎপাপক্ষয় ॥ ২২ ॥
অদ্ভুত করুণ মূর্ত্তি সর্ব্বজীবে দয়া।
মান্যজনে মান্য করে সদয় হইয়া ॥ ২৩ ॥
সর্ব্বদিনে সুখী বড় রসিকেন্দ্র চন্দ্র।
সবাকার সৌহার্দ্দ সে সবার আনন্দ ॥ ২৪ ॥
প্রেমের অধীন বড় অচ্যুতনন্দন।
শুভকারী রসিকেন্দ্র এ তিন ভুবন ॥ ২৫ ॥
কৃষ্ণভক্তি প্রতাপী রসিকচূড়ামণি।
যাঁর প্রতাপে কুবিদ্যা ছাড়িলা ধরণী ॥ ২৬ ॥
রসিক-দেবের কীর্ত্তি জগতে বিদিত।
সর্ব্বজন অনুরক্ত যাঁহার চরিত ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বলোক সাধুর আশ্রয় রসিকেন্দ্র।
ভক্তির প্রভাবে মন হরে জনবৃন্দ ॥ ২৮ ॥
অতি ভাগ্যবান্ জগতের যত জন।
রসিকে দর্শন করে মানী কৃষ্ণ-সম ॥ ২৯ ॥
সবাকার আরাধ্য রসিক মহাশয়।
বহুমান সম্পত্তি বড়ই সুখোদয় ॥ ৩০ ॥
সুশিষ্ট চরিত অতি রসিকশেখর।
ত্যাগী আত্মা বড়ই বিনয়ী কলেবর ॥ ৩১ ॥
অতি লজ্জাবন্ত রসিকেন্দ্র মহোদয়।
শরণ জনের প্রতিপালক নিশ্চয় ॥ ৩২ ॥
অত্যন্ত গরিষ্ঠ গুণ ঈশ্বর-সমান।
শতমুখে কহা নহে তাঁর গুণগ্রাম ॥ ৩৩ ॥
ধন্য পৃথ্বী ধন্য উৎকল ধন্য পুণ্যধাম।
ধন্য পিতা ধন্য মাতা যে গর্ভে বিশ্রাম ॥ ৩৪ ॥
ধন্য গ্রাম সেই যথা লভিলা জনম।
ধন্য সেই স্থান যথা পড়ে সে চরণ ॥ ৩৫ ॥
ধন্য সেই গ্রাম যাতে করেন নিবাস।
ধন্য সেই স্থান যথা প্রেমের বিলাস ॥ ৩৬ ॥
ধন্য সঙ্গীগণ যার সঙ্গেতে বিহার।
ধন্য সে কুটুম্ব বন্ধু সব পরিবার ॥ ৩৭ ॥
ধন্য উৎকলের সব নর-নারীগণ।
যে করয়ে রসিকের চরণ দর্শন ॥ ৩৮ ॥
দরশনে সর্ব্বপাপ হয় বিমোচন।
রসিক-বচন শুনি' জুড়ায় শ্রবণ ॥ ৩৯ ॥
কোমল গভীর মৃদু মধুর সে বাণী।
কোথাও মিশ্রিত নহে সে মধুর শুনি ॥ ৪০ ॥

অমৃত সিঞ্চিত হয় অক্ষরে অক্ষরে।
সে বচন শুনি' সবে আপনা পাসরে ॥ ৪১ ॥
মন্দ মন্দ হাসি মুখে সদাই বরিষে।
রূপ দেখি' সব লোক প্রেমানন্দে ভাসে ॥ ৪২ ॥
খণ্ডিল লোকের মনে যত দুর্ব্বাসনা।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-মূর্ত্তি হৈলা সর্ব্বজনা ॥ ৪৩ ॥
হেনরূপে গৃহেতে রসিক নিশি-দিনে।
গুরু-কৃষ্ণ-সাধু-সেবা করে অনুক্ষণে ॥ ৪৪ ॥
হেনরূপে কতদিনে শ্যামানন্দ রায়।
বড় বলরামপুরে করিলা বিজয় ॥৪৫ ॥
প্রমোদ করিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে।
শ্যামানন্দ আশ্রে সব করিলা বিশেষে ॥ ৪৬ ॥
বহু শিষ্য হৈল সেই গ্রামে নরনারী।
গোপীনাথ জগন্নাথ অক্রূর শ্রীহরি ॥ ৪৭ ॥
রাধাবল্লভদাস বালক মনোহর।
শ্যামদাস আদি সব শ্যামানন্দ-অনুচর ॥ ৪৮ ॥
রাজা প্রজা সবাই হইল অনুগত।
কৃষ্ণ-দীক্ষা নৈল সবে ছাড়ি' নিজ মত ॥ ৪৯ ॥
বনভূমে সবলোকে করিলেন দয়া।
সবাকারে শ্যামানন্দ দিল পদছায়া ॥ ৫০ ॥
কতদিনে তথা হৈতে শ্যামানন্দ রায়।
রসিকেরে আনিবারে দূতেরে পাঠায় ॥ ৫১ ॥
লেখিলেন নিজ হস্তে পত্র একখানি।
ত্বরিতে আমারে আসি' দেখিবে আপনি ॥ ৫২ ॥
কৃষ্ণসেবা সাধুসেবা রসিক করিয়া।
ভোজনে বসিলা পাছে প্রসাদ লইয়া ॥ ৫৩ ॥
প্রথম গরাস মাত্র করিছে গ্রহণ।
হেনকালে লিখা আসি হৈল উপসন ॥ ৫৪ ॥
লেখাতে আজ্ঞা—আসিবে ত্বরিতে।
দ্বিতীয় প্রসাদ গ্রাস আছে তাঁর হাতে ॥ ৫৫ ॥
উঠিলেন রসিকেন্দ্র গুরু আজ্ঞা শুনি'।
সুবর্ণরেখাতে হস্ত ধুইলা আপনি ॥ ৫৬ ॥
আচমন করিয়া চলিল সেই মুখে।
দিবা অবসান হৈলা আঁধার সম্মুখে ॥ ৫৭ ॥
ব্যাঘ্র গণ্ডার হস্তী সব বৈসে বনভাগে।
দিবসে না যায় একা বড় ভয় লাগে ॥ ৫৮ ॥
সে পথে রসিক একা করিলা গমন।
মন্দ মন্দ বৃষ্টি মেঘে আচ্ছাদে গগন ॥ ৫৯ ॥
অন্ধকারে আপনি আপনা নাহি দেখি।
হেন বেলা একেশ্বর ভোজন উপেক্ষি ॥ ৬০ ॥
আজ্ঞা শিরে করি' হরেকৃষ্ণ নাম করি'।
প্রবেশিল রসিকেন্দ্র বলরামপুরী ॥ ৬১ ॥
দেখি' শ্যামানন্দ বড় সন্তুষ্ট হইলা।
আলিঙ্গন করি' সম্মুখে বসাইলা ॥ ৬২ ॥
পথশ্রান্তে উপবাসে শুষ্ক মুখ দেখি'।
পুঁছিলেন কেমনে সে আইলা শীঘ্রগতি ॥ ৬৩ ॥
কোন কথা না কহে লজ্জায় হেটমাথা।
কতক্ষণে ভৃত্য সব মিলিলেন তথা ॥ ৬৪ ॥
কহিলেন গমনের সব ব্যবহার।
শুনি' প্রভু মনদুঃখ করিল অপার ॥ ৬৫ ॥
স্নান-ভোজনাদি করি' বসি' সভা করি'।
কহিলেন শুন বাপু রসিক মুরারি ॥ ৬৬ ॥
শুনিলুঁ ধারেন্দা তুমি করিলা বৈষ্ণব।
ইবে উপদেশ কর বনভূমি সব ॥ ৬৭ ॥
আমার মনেতে আছে এক অভিলাষ।
করিব পঞ্চমদোল বোইশাখ মাস ॥ ৬৮ ॥
বড়কোলা স্থান বড় দেখিতে সুন্দর।
গহন কানন আম্র নদী মনোহর ॥ ৬৯ ॥
মহোৎসব আরম্ভ করিব সেই স্থলে।
সর্ব্বদ্রব্য তুমি লঞা আইস সকালে ॥ ৭০ ॥
আমি তথা গিয়া আগে করিব প্রচার।
তুমি তথা ধারেন্দাতে করহ সুসার ॥ ৭১ ॥
তথা হৈতে শ্যামানন্দ করিল গমন।
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ববন্ধুগণ ॥ ৭২ ॥
যে যে স্থানে যে যে লীলা কৈল দুইজন।
সংক্ষেপে তাহার কিছু করিব বর্ণন ॥ ৭৩ ॥
মানুষিক লীলা বলি' না করিহ মনে।
যুগে যুগে অবতরি' লীলা ভিন্নে ভিন্নে ॥ ৭৪ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-দক্ষিণ-বিভাগে গুরুভক্তিপ্রদর্শন-নাম অষ্টম-লহরী সম্পূর্ণা।

নবম-লহরী

রাগ—কামোদ। পঞ্চালী ছন্দ ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ, ত্রিভুবন-জনবন্দ্য,
ভুবনপাবনবানা।
ওহে জগত-জীবন, রসিকের প্রাণধন,
সদয় জীবে করুণা ॥ ১ ॥
বলরামপুরে, রসিকশেখরে,
রহিলা কত দিন।
হেন সময়েতে, বৈষ্ণব বিংশেতে,
আইলা তথা সে দিন ॥ ২ ॥
করি' সম্ভাষণ, দিল মিষ্ট অন্ন,
সব শিদা * আদি দিল।
ঘৃত নাহি মাত্র, হৈল অর্দ্ধরাত্র,
রসিকে ভৃত্য কহিল ॥ ৩ ॥
শুনিয়া সত্বরে, ঘৃত আনিবারে,
নগর ভিতরে গেলা।
আঁধার রজনী, পথ নাহি চিনি,
ম্লেচ্ছ-ঘরে প্রবেশিলা ॥ ৪ ॥
পালঙ্ক উপরে, ম্লেচ্ছ দুরাচারে,
বৈসে দম্পতী সহিতে।
রসিক সেখানে, করিলা গমনে,
ক্রোধে দুষ্ট ধরি' হাতে ॥ ৫ ॥
করিল প্রহার, দুষ্ট দুরাচার,
রসিক-কোমলাঙ্গে।
রসিক দেখিয়া, কহেন হাসিয়া,
হাতে ধরি' তা'র রঙ্গে ॥ ৬ ॥
শুন মহাজন, মার' কি কারণ,
তার নাহি কিছু দায়।
তোমার হাতখানি, ব্যথা পাবে জানি,
এ কঠিন মোর গায় ॥ ৭ ॥
শুনিয়া মোগল, চমৎকার হৈল,
ছাড়ি' রসিকের কর।
কাকুতি করিয়া, চরণ ধরিয়া,
ভূমে পড়িলা সত্বর ॥ ৮ ॥
রসিক ত্বরিতে, আনিলা সে ঘৃতে,
দিল বৈষ্ণব-সমাজে।
দিন দুই তিনে, সেই সে যবনে,
হইল তা'র অকাজে ॥ ৯ ॥
ঘোড়া হাতী যত, আচম্বিতে হত,
সম্পত্তি গেলা না চিনি।
স্ত্রীরি আদি যত, সবে হৈল হত,
প্রাণ লৈয়া টানাটানি ॥ ১০ ॥
রসিক-মহিমা, দেখি' সর্ব্বজনা,
সবে লাগে চমৎকার।
আতঙ্ক হইয়া, মোগল আসিয়া,
শরণ প্রভু তোমার ॥ ১১ ॥
মুঞি অপরাধী, কি জানি সুবুদ্ধি,
অগাধ বড় মহিমা।
শরণ পঞ্জর, সর্ব্বগুণধর,
মোরে করহ করুণা ॥ ১২ ॥
শুনি' তার বাণী, কহেন আপনি,
শুন শুন মহাশয়।
কৃষ্ণ ভজ গিয়া, সর্ব্বজীবে দয়া,
সম্পত্তি হ'বে নিশ্চয় ॥ ১৩ ॥
মানি সে বচন, সাধু সে যবন,
হৈলা রসিক শরণ।
পুনর্ব্বার তা'র, সম্পত্তি অপার,
রসিক দয়া কারণ ॥ ১৪ ॥
রসিক-মহিমা, দিতে নাহি সীমা,
এই জগত বিখ্যাতা।
তবে রসিকেন্দ্র, আজ্ঞা শ্যামানন্দ,
বহু দ্রব্য কৈল তথা ॥ ১৫ ॥
সব দ্রব্য লয়া, ধারেন্দা আসিয়া,
রসিক প্রবেশ হৈলা।

---

* শিদা—রন্ধনসামগ্রী।

রসময় ঘরে, রসিক-শেখরে,
সে দিন তথা রহিলা ॥ ১৬ ॥
সব পরমার্থি, আনা'য়ে ত্বরতি,
কহি সব বিবরণ।
শ্যামানন্দ রায়, আজ্ঞা কৈল মোয়,
পঞ্চম দোল কারণ ॥ ১৭ ॥
সকল সম্ভার, কর যে যাহার,
বহু দ্রব্য নানারূপে।
বসন্তপূর্ণমী, বৈশাখ যামিনী,
যাত্রা অতি অপরূপে ॥ ১৮ ॥
আগে আমি গিয়া, স্থল বানাইয়া,
মণ্ডপ করি রচনা।
শ্যামানন্দ-স্থানে, কহি বিবরণে,
পাছে চল সবজনা ॥ ১৯ ॥
শুনি সবজন, আনন্দিত মন,
কৈল বহু দ্রব্য ভার।
প্রথম মিলন, সুখী সর্ব্বজন,
কৈল অনেক সম্ভার ॥ ২০ ॥
রসিকের গুণ, শুন সবজন,
ভজ রসিক-চরণ।
শ্যামানন্দ-পদ, সকল সম্পদ,
রসময়ের নন্দন ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-দক্ষিণ-বিভাগে পঞ্চমদোল-আয়োজন-নাম নবম-লহরী সম্পূর্ণা।

দশম-লহরী

রাগ—বরাড়ী।

ঘোষা। কৃপানিধি হে দয়ার শ্যাম।
পতিত দুর্গতি জনে কর অবধান ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ বল্লভের প্রাণ।
অখিল ভুবনবন্ধু করুণানিদান ॥ ১ ॥
হেনরূপে রসিকেন্দ্র করিলা গমন।
সে দিন বসন্তপুরে করিলা বিশ্রাম ॥ ২ ॥
মাধব শ্রীহরিদাস মদনমোহন।
শ্যামানন্দ প্রভুর এ শিষ্য তিনজন ॥৩ ॥
তার ঘরে রহিলেন রসিকশেখর।
সঙ্গেতে বালক দশ বিংশ সহচর ॥ ৪ ॥
দিন দুই তিন রহিলেন সেই গ্রামে।
বহু শিষ্য করিলেন রসিক সেখানে ॥ ৫ ॥
সবাকারে কহিলেন যাত্রা-বিবরণ।
সবে চল দোলযাত্রা করিতে দর্শন ॥ ৬ ॥
যার যেই ইচ্ছা লহ নানাদ্রব্য ভার।
সবাস্থানে এই বাক্য করহ প্রচার ॥ ৭ ॥
তথা হৈতে রসিকেন্দ্র করিলা গমন।
বড়কোলা গ্রামে প্রভু করিলা দর্শন ॥ ৮ ॥
পুছিলেন শ্যামানন্দ রসিকের প্রতি।
কোন্ দ্রব্য আনাইলা করিয়া সঙ্গতি ॥ ৯ ॥
কহিলেন রসিকেন্দ্র শ্যামানন্দ-স্থানে।
কোন চিন্তা না করিবে দ্রব্যের কারণে ॥ ১০ ॥
মহোৎসব সময়ে আসিবে দ্রব্যভার।
সর্ব্বজন আনিবেন যথাশক্তি যাঁর ॥ ১১ ॥
দেশে দেশে সব কথা করিলুঁ প্রচার।
বহু দ্রব্য আসিবেক নানা উপহার ॥ ১২ ॥
শুনি আনন্দিত হৈল শ্যামানন্দ রায়।
মণ্ডপ করিতে আজ্ঞা করিল সবায় ॥ ১৩ ॥
আজ্ঞা পাঞা মণ্ডপ করিল সর্ব্বজন।
রাসস্থলী মণ্ডপ সে করিল রচন ॥ ১৪ ॥
নানা ভাতি চন্দ্রাতপ বান্ধিল তোরণা।
নানা বস্ত্র ফুলঝারা না হয় গণনা ॥ ১৫ ॥
চতুর্দ্দিকে রম্ভাবৃক্ষ করিয়া স্থাপন।
দেখিতে সুন্দর স্থান গহন কানন ॥ ১৬ ॥

আম্র পনস লেবু জম্বির কমলা।
টাভা শতকরা সব বৃক্ষে ঝারা ঝারা ॥ ১৭ ॥
অতি মনোহর স্থান দেখিতে সুন্দর।
বৈকুণ্ঠ সমান হৈলা পরম উজ্জ্বল ॥ ১৮ ॥
পাটনেত চামর মণ্ডিল নানা ভান্তি।
বৈশাখ পূর্ণিমা-চন্দ্র উজ্জ্বল সে রাতি ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বদেশের আইলা রাজা প্রজাগণ।
স্ত্রীরি পুরুষ বালক লক্ষ লক্ষ জন ॥ ২০ ॥
রসিকেরে আজ্ঞা কৈল শ্যামানন্দ রায়।
ধারন্দার আনহ ঠাকুর শ্যামরায় ॥ ২১ ॥
আজ্ঞা পাঞা রসিকেন্দ্র করিলা গমন।
ভীমের মন্দিরে গিয়া হৈল উপসন ॥ ২২ ॥
রসময় চিন্তামণি বংশীরে কহিলা।
শ্যামরায়ে বিজে করাইহ বড়কোলা ॥ ২৩ ॥
শ্রীপঞ্চম দোলযাত্রা হইবে তথায়।
ত্বরিতে করাহ বিজে তথা শ্যামরায় ॥ ২৪ ॥
শুনিয়া আনন্দে সবে করিলা গমন।
ঠাকুর লইয়া তথা গেলা সর্ব্বজন ॥ ২৫ ॥
শঙ্খ মচ্ছরী নানাবাদ্য রবাব বীণা।
জয় জয়কার করি' দুন্দুভি বাজনা ॥ ২৬ ॥
প্রবেশ হইলা সবে বড়কোলা-স্থানে।
গন্ধ অধিবাস করিলেন সেই দিনে ॥ ২৭ ॥
পূর্ণিমাতে মহোৎসব জুড়িয়া আনন্দে।
দোলযাত্রা-মহোৎসব বড় সুখানন্দে ॥ ২৮ ॥
বহু সম্প্রদা আইলা কীর্ত্তন করিতে।
বহুত বৈষ্ণব আইলেন চারিভিতে ॥ ২৯ ॥
অপ্রমিত লোক হৈলা না হয় গণনা।
রাজা ভুঞা আইলেন করিয়া বাজনা ॥ ৩০ ॥
মেদিনীপুরের সুবা আইলা তথায়।
লক্ষ লক্ষ লোক হৈলা কহন না যায় ॥ ৩১ ॥
দেউটী মশাল চন্দ্রোদয় নানা ভান্তি।
আনন্দেতে লোকে না জানে দিনরাতি ॥ ৩২ ॥
অনেক আইলা দ্রব্য নানা উপহার।
সর্ব্বজন দিল দ্রব্য নানা পরকার ॥ ৩৩ ॥
কিবা রাজা কিবা প্রজা কিবা যাত্রীগণ।
সবাকারে সন্তুষ্ট করিল জনে জন ॥ ৩৪ ॥
সংকীর্ত্তন দুন্দুভি বাজনা নানা ভান্তি।
সিঙ্গা বেণু বিশান সঙ্গীত কত জাতি ॥ ৩৫ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পুরিল জয়কার।
দুন্দুভি শবদে কিছু না শুনয়ে আর ॥ ৩৬ ॥
দেবলোক নরলোক একত্র হইয়া।
নাচেন আনন্দে সুখে মণ্ডলী করিয়া ॥ ৩৭ ॥
আনন্দে মজিল সবে নাহি দেহ-জ্ঞান।
বৈকুণ্ঠ অধিক হৈলা সেই সব স্থান ॥ ৩৮ ॥
সে সুখ দেখিয়া সবে লাগে চমৎকার।
লক্ষ লক্ষ মণ ফাগু, চুয়া ভারে ভার ॥ ৩৯ ॥
কর্পূর চন্দন সুবাসিত ফুলদামে।
কেবা আনে কেবা দেই কেহ নাহি জানে ॥ ৪০ ॥
রঙময় হৈলা সবে আবির ভুষিতে।
হাতেক প্রমাণ ফাগু পড়িলা ভুমিতে ॥ ৪১ ॥
সবে বলে হেন সুখ না দেখি কখন।
আনন্দে মজিল সব নরনারীগণ ॥ ৪২ ॥
শত মুখে কহা নহে সে সুখ-বিহার।
শ্যামানন্দ রসিকের প্রথম বিহার ॥ ৪৩ ॥
হেনকালে বিশ্বনাথ ভুঞা মহাশয়।
শশধর ভুঞা আর কনিষ্ঠ তনয় ॥ ৪৪ ॥
হরিচন্দনের ভ্রাতা রাজ্য-অধিপতি।
সঙ্গীত-সাহিত্যে যোগ্য বড় শুদ্ধমতি ॥ ৪৫ ॥
সর্ব্বগুণে গুণধর কুলশীল মান।
যাত্রা দেখিবারে তথা করিলা প্রয়াণ ॥ ৪৬ ॥
রসময় বংশী সনে অভেদ মিলন।
শ্যামানন্দ রসিকের করিলা দর্শন ॥ ৪৭ ॥
রসিকের স্থানে বংশী কহে বিবরণ।
অনুগ্রহ কর প্রভু করিয়া যতন ॥ ৪৮ ॥
বড়ই প্রবীণ এই সঙ্গীত-সাহিত্যে।
প্রেমভক্তি দান দেহ ইহারে ত্বরিতে ॥ ৪৯ ॥
রাজ্য-অধিপতি হরিচন্দনের ভাই।
ইহারে করহ কৃপা রসিক গোসাঞী ॥ ৫০ ॥
হেন যোগ্যশিষ্য যবে হয়েন তোমার।
অনেক করিবে এই জীবের উদ্ধার ॥ ৫১ ॥
বংশী বাণী শুনি' কহে রসিক-শেখর।
শ্যামানন্দ স্থানে শিষ্য করহ সত্বর ॥ ৫২ ॥

এ বোল শুনিয়া কহে বিশ্বনাথদাস।
জন্মে জন্মে মুই তোমা নিজ ভৃত্য দাস ॥ ৫৩ ॥
তুয়া পদ বিনে মোর আন নাহি গতি।
তুমি মোর প্রাণনাথ কুল শীল জাতি ॥ ৫৪ ॥
তোমার চরণ বিনে নাহি জানি আন।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি মোরে করহ প্রদান ॥ ৫৫ ॥
শুনিয়া রসিক অতি দৃঢ় বাণী তার।
বিশ্বনাথে কৃষ্ণকথা করিলা প্রচার ॥ ৫৬ ॥
মন্ত্র উপদেশ কৈল রসিকশেখর।
প্রেমে নাম দিল তা'র শ্যাম মনোহর ॥ ৫৭ ॥
তন্ত্র মন্ত্র সব দিল শ্যাম মনোহরে।
আজ্ঞা দিল সর্ব্বজীবে করহ উদ্ধারে ॥ ৫৮ ॥
সেই দিন হ'তে শ্যাম মনোহরদাস।
ছাড়িল সকল চেষ্টা বিষয়-বিলাস ॥ ৫৯ ॥
অনন্যশরণ হৈলা রসিক-পরশে।
বহু শিষ্য করিলেন সর্ব্ব দেশে দেশে ॥ ৬০ ॥
জন্মে জন্মে অনেক সে তপস্যা কারণে।
সবংশে শরণ লৈলা রসিক-চরণে ॥ ৬১ ॥
রসিকেন্দ্র চন্দ্র বিনে নাহি জানে আন।
গর্ভ হৈতে রসিকেরে করেন ধিয়ান ॥ ৬২ ॥
সঙ্গীতের বিশারদ শ্যাম মনোহর।
রসিক-কৃপায় প্রেমমূর্ত্তি কলেবর ॥ ৬৩ ॥
বড় বাগ্মী সুপণ্ডিত সেই মহাশয়।
সম্মুখে উত্তর দিতে কেহ না পারয় ॥ ৬৪ ॥
বাদী বিবাদী তর্ক পাতঞ্জল আদি।
সাঙ্খ্য সাঙ্খ্যায়ন মীমাংসা যতেক প্রসিদ্ধি ॥ ৬৫ ॥
শৈব শাক্ত সৌর গাণপত্য যত জন।
শ্যাম মনোহর সবা করিল দলন ॥ ৬৬ ॥
রসিক-কৃপায় হৈলা সর্ব্বশাস্ত্র-জ্ঞাতা।
চারি বেদ তন্ত্র শ্যাম মনোহর বক্তা ॥ ৬৭ ॥
কৃষ্ণপ্রেমে ডগমগী করীন্দ্র গমন।
কৃষ্ণানন্দে খেলে সে সকল ভুবন ॥ ৬৮ ॥
হেনমতে রসিকের অগাধ মহিমা।
ত্রিভুবনে উপমা দিবারে নাহি সীমা ॥ ৬৯ ॥
হেনরূপে দোলযাত্রা করিয়া আনন্দে।
বিদায় করিলা প্রভু বৈষ্ণববৃন্দে ॥ ৭০ ॥
বস্ত্র আভরণ দিয়া করিল বিদায়।
সে সকল সুখ কিছু কহন না যায় ॥ ৭১ ॥
সংক্ষেপে করিনু কিছু স্বভাব বর্ণন।
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ববন্ধুগণ ॥ ৭২ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-দক্ষিণ-বিভাগে পঞ্চমদোল-বর্ণন-
নাম দশমলহরী সম্পূর্ণা।

একাদশ-লহরী

রাগ—মোল্লার।

ঘোষা। দৈত্যদলন দৈত্যারি ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ কৃপা অবতার।
প্রেমভক্তি দিয়া কৈল জীবের উদ্ধার ॥ ১ ॥
হেনকালে দোলযাত্রা করি মহাশয়।
সর্ব্ববৈষ্ণবেরে তথা করিল বিদায় ॥ ২ ॥
হেনকালে সে দেশের যবন রাজন।
হরবোলা বলি দুষ্ট বড়ই দুর্জ্জন ॥ ৩ ॥
দোল মহোৎসব আসি' দেখিল নয়নে।
আশ্চর্য্য দেখিয়া বলে যবন রাজনে ॥ ৪ ॥
নর নহে, নারায়ণ এই মহাজন।
ইহার চরণ আমি করিলুঁ দর্শন ॥ ৫ ॥
শুনি কহে শ্যামানন্দ রসিকের প্রতি।
চল যাই দেখিব যবন অধিপতি ॥ ৬ ॥
দেখিলেন গিয়া প্রভু যবন রাজন।
দেখি' বহু মান্য কৈলা দুষ্ট সে যবন ॥ ৭ ॥

শ্যামানন্দ-স্থানে কহে সেই সে যবন।
মহোৎসব কর এথা শুন মহাজন ॥ ৮ ॥
সকল সম্ভার দিব নাহি কিছু দায়।
হিন্দু অধিকারী সব করিব বিদায় ॥ ৯ ॥
সর্ব্বদ্রব্য গৃহে গিয়া করহ যতন।
সুখে যেন সাধুজন করেন ভোজন ॥ ১০ ॥
মেদিনীপুরেতে সে আলমগঞ্জ স্থান।
তা'র মধ্যে মহোৎসব জুড়িল নিদান * ॥ ১১ ॥
তিন দিন তিন রাত্রি মহা আনন্দেতে।
সংকীর্ত্তন হরিধ্বনি হৈলা চারিভিতে ॥ ১২ ॥
আনন্দিত বড় হৈলা সেই সে যবন।
নিরবধি সংকীর্ত্তন করেন দর্শন ॥ ১৩ ॥
বহুত বিশ্বাস হৈলা শ্যামানন্দ-স্থানে।
ঈশ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিল পূজনে ॥ ১৪ ॥
হেন শ্যামানন্দ রসিকের পরতাপ।
যবনেও যাঁর নাম করয়ে সে জপ ॥ ১৫ ॥
তথা হৈতে শ্যামানন্দ করিলা গমন।
ধারেন্দাতে আসিয়া হৈল উপসন ॥ ১৬ ॥
বহু শিষ্য করিলেন তথা শ্যামানন্দ।
চিন্তামণি মধুবন মথুরা মুকুন্দ ॥ ১৭ ॥
শ্যামসুন্দর সে নরসিংহ ভাগ্যবান্।
কানুদাস হীরাধর কানু ভাগ্যবান্ ॥ ১৮ ॥
উদ্ধব অক্রূর আদি কত ল'ব নাম।
বহুশিষ্য শ্যামানন্দ করিল সে গ্রাম ॥ ১৯ ॥
তবে রসময় বংশী ভীম শীরিকর।
শ্যামানন্দ-স্থানে কহে জুড়ি' দুই কর ॥ ২০ ॥
আমা সবার বচন করহ পালন।
করি নিবেদন যদি না কর লঙ্ঘন ॥ ২১ ॥
তীর্থপর্য্যটন তুমি কৈলা চিরকাল।
ইবে কিছুদিন প্রভু করহ সংসার ॥ ২২ ॥
আজ্ঞা কৈলে কন্যা আমি করিব সঞ্জাত।
শুনি শ্যামানন্দ কিছু হইলেন ভীত ॥ ২৩ ॥
ভাল তোমা সবাকারে যেই লয় মনে।
তথা হৈতে শ্যামানন্দ করিলা গমনে ॥ ২৪ ॥

রসিকেরে বিদাই করিল সেই স্থানে।
বড় বলরামপুরে করিলা গমনে ॥ ২৫ ॥
তথায় আছেন জগন্নাথ ভাগ্যবান্।
তার কন্যা শ্যামানন্দে করিল প্রদান ॥ ২৬ ॥
নাম শ্যামপ্রিয়া অতি বড় সুরূপিণী।
রূপে গুণে লক্ষ্মী অংশে ভুবনমোহিনী ॥ ২৭ ॥
সংকীর্ত্তন-মহোৎসব করিয়া আনন্দে।
বিভা করিলেন শ্যামপ্রিয়া শ্যামানন্দে ॥ ২৮ ॥
বিভা করি কন্যা পাঠাইলা ধারন্দাতে।
চিন্তামণি গৃহে রহিলেন দিন কতে ॥ ২৯ ॥
তবে শ্যামানন্দ রাধানগরে আইলা।
কতদিন গৃহ তথা প্রথমে করিলা ॥ ৩০ ॥
রসিকেন্দ্র গেলা তবে আপনার স্থানে।
গুরু-কৃষ্ণ-সাধু-সেবা করে অনুক্ষণে ॥ ৩১ ॥
সর্ব্বদিনে শ্যামদাসী ঠাকুরাণী গৃহে।
নিরবধি ঠাকুরের সেবা করে স্নেহে ॥ ৩২ ॥
একদিন ঠাকুরের ভোগের কারণে।
শঙ্কা * করিবারে মাতা বসিল যতনে ॥ ৩৩ ॥
হেনকালে পুত্র ছিল তুলীর উপরে।
কান্দিতে লাগিলা পুত্র ক্ষুধার আকুলে ॥ ৩৪ ॥
নাম ব্রজানন্দ রূপ অতি মনোহর।
প্রথম নন্দন রসিকের শিশুবর ॥ ৩৫ ॥
কান্দনা শুনিয়া মাতা উৎকণ্ঠিতা হৈয়া।
শঙ্কা ছাড়ি পুত্রে কোলে লইল আসিয়া ॥ ৩৬ ॥
দুগ্ধপান করায়েন আপনা নন্দন।
হেনকালে রসিক সে স্থানে উপসন ॥ ৩৭ ॥
শঙ্কা কেহ না করেন দেখিয়া নয়নে।
বিলম্ব দেখিয়া ভোগে, ক্রোধিত বচনে ॥ ৩৮ ॥
ক্রোধে বলিলেন রসিক শুন শ্যামদাসী।
কৃষ্ণসেবা ছাড়ি তুমি কি করহ বসি ॥ ৩৯ ॥
শ্যামদাসী কহিলেন রসিকের স্থানে।
কান্দিলেন শিশু বড় ক্ষুধার কারণে ॥ ৪০ ॥
দুগ্ধপান করাইয়া করি উপহার।
ক্রোধেতে রসিক বলে শুন বার বার ॥ ৪১ ॥

---

* বিহান—ইতি পাঠান্তর।

* শঙ্কা—কুটনা, আনাজ আমান।

প্রাণপতি কৃষ্ণসেবা ছাড়িলা অজ্ঞানে।
মায়াপুত্র কোলে লৈয়া বসিলা যতনে ॥ ৪২ ॥
ছাড়ি মোর প্রাণপতি কৃষ্ণের সেবন।
মোহিত হইলা ভ্রমে মায়ার কারণ ॥ ৪৩ ॥
কৃষ্ণস্নেহ ছাড়ি কৈলা পুত্রে বড় স্নেহে।
বড় ক্রোধে রসিকেন্দ্র তাঁর স্থানে কহে ॥ ৪৪ ॥
পল মাত্র যবে কৃষ্ণসেবা হয় ভঙ্গ।
যত পুত্র তো'র হৈবে না রহিবে সঙ্গ ॥ ৪৫ ॥
নিরপরাধে যাহারে করিবে পালন।
সে পুত্র থাকিবে পৃথ্বী কহিনু কারণ ॥ ৪৬ ॥
চমৎকার হৈলা সবে শুনি সে বচন।
আজ্ঞা প্রমাণে হত হৈলা ছয় নন্দন ॥ ৪৭ ॥
গুরু-কৃষ্ণ-সাধু-সেবা হয় অনুক্ষণে।
পলমাত্র ত্রুটী যবে দেখেন নয়নে ॥ ৪৮ ॥
তবে আজ্ঞা করেন যাইতে সে নন্দন।
হেনরূপে বৎসরে বৎসরে ছয় নন্দন ॥ ৪৯ ॥
পুত্রের বিয়োগে শ্যামদাসী ঠাকুরাণী।
বড়ই দুঃখিত হৈলা জগত-জননী ॥ ৫০ ॥
তবে প্রভু দয়ায়, করুণাগুণমণি।
রাখিলেন তিন পুত্রে দয়ায় ধরণী ॥ ৫১ ॥
রাধানন্দ কৃষ্ণগতি রাধাকৃষ্ণদাস।
নিরবধি কৃষ্ণানন্দে করেন বিলাস ॥ ৫২ ॥
গুরু-কৃষ্ণ-সাধু-স্থানে নিরপরাধী।
প্রেমময়মূর্ত্তি তাঁরা অতি শুদ্ধমতি ॥ ৫৩ ॥
হেনরূপে শ্রীগোপীবল্লভপুর মাঝে।
আনন্দে রসিকচন্দ্র সদাই বিরাজে ॥ ৫৪ ॥
হেনকালে শ্রীহৃদয়ানন্দ অধিকারী।
উত্তরিলা আসি প্রভু ধারিন্দা নগরী ॥ ৫৫ ॥
শ্যামানন্দ রসিকের প্রকাশ শুনিয়া।
দেখিবারে আইলেন সাঙ্গোপাঙ্গ লৈয়া ॥ ৫৬ ॥
ধারেন্দা রহি লোক পাঠান সত্বরে।
আনিতে শ্যামানন্দ রসিক দামোদরে ॥ ৫৭ ॥
আজ্ঞা শুনি তিন প্রভু সত্বরে আইলা।
অধিকারী ঠাকুরের দর্শন করিলা ॥ ৫৮ ॥
গোষ্ঠী দেখি সুখ পাইল শ্রীহৃদয়ানন্দ।
কোলে করি আজ্ঞা করি শুন শ্যামানন্দ ॥ ৫৯ ॥
চৈতন্যের প্রেমভক্তি হরেকৃষ্ণ নাম।
উৎকলে সর্ব্বজীবে করহ প্রদান ॥ ৬০ ॥
এ গোষ্ঠী দেখিয়া বড় হইনু উল্লাস।
নিরবধি কর কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ ॥ ৬১ ॥
বহু কৃপা করিলেন রসিকের প্রতি।
কতদিন রহিলেন সবার সঙ্গতি ॥ ৬২ ॥
তবে গেলা অধিকারী প্রভু নিজ দেশে।
বহু দ্রব্য শ্যামানন্দ দিলেন বিশেষে ॥ ৬৩ ॥
বহু সুখ পায়্যা গেলা শ্রীহৃদয়ানন্দ।
অনুব্রজে কতদূর গেলা শ্যামানন্দ ॥ ৬৪ ॥
বিদাই করিয়া সবে আইলা ত্বরিতে।
উত্তরিলা রসময় বংশীর গৃহেতে ॥ ৬৫ ॥
রসময়-গৃহে শ্যামানন্দের ভোজন।
কতদিন রহিলেন তথা তিন জন ॥ ৬৬ ॥
দিনে দিনে করুণা করিলা সর্ব্বজীবে।
রসিকমঙ্গল কিছু বর্ণিলুঁ স্বভাবে ॥ ৬৭ ॥
মন দিয়া শুন সবে ছাড়ি আন কথা।
শুনিয়া ধ্বংসন কর ভবভয়-ব্যথা ॥ ৬৮ ॥
শ্যামানন্দপদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-দক্ষিণ-বিভাগে কৃষ্ণসেবাপরাধে শ্যামদাসী-প্রতি অভিশাপপ্রদান-নাম একাদশ-লহরী সম্পূর্ণা।

দ্বাদশ-লহরী

রাগ—ধানশ্রী।

ঘোষা। মধুর বচন মন মোহনারে।
জয় জয় শ্যামানন্দ অগাধ মহিমা।
অখিল ভুবনবন্ধু জীবের করুণা॥ ১ ॥
ধারন্দা থাকিয়া শ্যামানন্দ কতদিনে।
রসিকেরে সঙ্গে করি করিলা গমনে॥ ২ ॥
নৈহাটীর অর্জ্জুনীর সেখানে আসিয়া।
তিন মহোৎসব কৈলা আনন্দিত হৈয়া॥ ৩ ॥
বহুশিষ্য করিলেন প্রভু সেই স্থানে।
জগন্নাথ দামোদর আর বধূগণে॥ ৪ ॥
অর্জ্জুনীর পুত্র শ্যামদাস আদি করি।
তথা হৈতে গেলা প্রভু কাশীয়াড়ী পুরী॥ ৫ ॥
রসিক করিল শিষ্য বহুত সে গ্রামে।
ব্রজমোহন শ্যামদাস আর নারায়ণে॥ ৬ ॥
রাধামোহন ভক্ত আর যাদবেন্দ্র দাস।
দিনে দিনে বহুশিষ্য কৈলা পরকাশ॥ ৭ ॥
তথা হৈতে ঝাটীয়াড়া গ্রামেতে রহিলা।
তথা হরিদাসে প্রভু অনুগ্রহ কৈলা॥ ৮ ॥
তথা হৈতে মুরুড়াতে প্রবেশ হইলা।
ভীমধনে শ্যামানন্দ অনুগ্রহ কৈলা॥ ৯ ॥
সেই ভুঞা দিল গ্রাম শ্রীগোবিন্দপুর।
সে গ্রামে ঘর কৈল শ্যামানন্দ ঠাকুর॥ ১০ ॥
কতদিন তথা রহিলেন শ্যামানন্দ।
নিরবধি কৃষ্ণাবেশে করিয়া আনন্দ॥ ১১ ॥
শ্যামপ্রিয়া ঠাকুরাণী আসিল তথায়।
গৌরাঙ্গদাসী ঠাকুরাণী যমুনা সবায়॥ ১২ ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ পতিতপাবন।
ভক্তি দিয়া সর্ব্বদেশ করিল দলন॥ ১৩ ॥
রসিকে করিল আজ্ঞা শ্যামানন্দ রায়।
সর্ব্বজীবে পরিত্রাণ কর মহাশয়॥ ১৪ ॥
উৎকলের রাজা প্রজা করহ উদ্ধার।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তিরস কর পরচার॥ ১৫ ॥
আজ্ঞা পাঞা রসিকেন্দ্র করিল গমন।
রাজগড় স্থানে গিয়া হৈল উপসন॥ ১৬ ॥
বৈদ্যনাথ ভঞ্জ রাজা ছোট রায় সেন।
রাউত্রা অনুজ তার তিন ভাগ্যবান্॥ ১৭ ॥
মহাদীপ্ত তিন ভাই বড়ই প্রতাপী।
শুদ্ধ সূর্য্যবংশে জাত বড়ই প্রতাপী॥ ১৮ ॥
শত শত সুপণ্ডিত থাকেন সভায়।
বেদবিদ্যা ভাগবত পঢ়েন সদায়॥ ১৯ ॥
ষড়শাস্ত্র জ্ঞাত তাঁরা বৃহস্পতি সম।
কৃষ্ণভক্তি না জানেন ব্যর্থ পরিশ্রম॥ ২০ ॥
হেনকালে সভা করি বৈদ্যনাথ রাজা।
তিন ভাই বসিছেন সারি * পঞ্চপূজা॥ ২১ ॥
হেনকালে রসিকেন্দ্র করিলা গমন।
সভার মধ্যেতে আসি হৈলা উপসন॥ ২২ ॥
শ্যামল সুন্দর অঙ্গ মধুর মুরতি।
মন্দ মন্দ হাস্যমুখ মন্থর সে গতি॥ ২৩ ॥
চাঁচর চিকুর কেশ সুদীর্ঘ কপোল।
সুন্দর অধরে মৃদু লহু লহু বোল॥ ২৪ ॥
আজানুলম্বিত ভুজ নয়ান সুন্দর।
নাসা তিলফুল দন্তপংক্তি মনোহর॥ ২৫ ॥
বিশাল হৃদয় নাভি গভীর শোভন।
কটি সিংহ রম্ভা জানু বিচিত্র বসন॥ ২৬ ॥
অতি সুকোমল সে চরণ দুইখানি।
চন্দ্রমা জিনিয়া নখপংক্তি ঝলকিনী॥ ২৭ ॥
ঝিনবাস দোসরা সে বামস্কন্ধে শোভে।
সে মধুর রূপ দেখি জগজন মোহে॥ ২৮ ॥
হাতেতে করিয়া ভাগবত পুঁথিখানি।
সভামধ্যে প্রবেশিলা যেন দিনমণি॥ ২৯ ॥
দ্বিজগণ সবাকারে করিয়া বন্দন।
রাজার নিকটে আসি হৈল উপসন॥ ৩০ ॥

---

* সারি—শেষ করিয়া, পঞ্চপূজা—ভগবানের পঞ্চোপচারে পূজা।

দেখি তিন ভাই বড় চমৎকার হৈলা।
নারায়ণ সম রূপ নয়নে দেখিলা ॥ ৩১ ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম-স্বরূপ সে বড় তেজোময়।
অধর্ম্ম বিনাশকর্ত্তা সেই মহাশয় ॥ ৩২ ॥
তিন ভাই দেখিলেন এই রূপখানি।
গৃহে নারীগণ দেখি মোহিত ধরণী ॥ ৩৩ ॥
সবে বলে কোথা ছিলা পুরুষরতন।
কন্দর্প জিনিয়া অঙ্গ জগতমোহন ॥ ৩৪ ॥
শৈব শাক্ত সে বাদী বিবাদী সবে বলে।
আমা সবা গর্ব্ব চূর্ণ করিবে এ ছেলে ॥ ৩৫ ॥
ষড়শাস্ত্রবেত্তা দ্বিজ কৃষ্ণেরে বিমুখ।
সে সব দেখিল যেন ব্যাস শুকরূপ ॥ ৩৬ ॥
এই সে করিবে আমা সবা গর্ব্বনাশ।
বেদশাস্ত্র তত্ত্বার্থ এ করিবে প্রকাশ ॥ ৩৭ ॥
কুলবধূ সবে বলে অচ্যুততনয়।
কুলোদ্দীপন চন্দ্র এই মহাশয় ॥ ৩৮ ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ববন্ধু থাকিবেক সুখে।
আমা সবাকার ভাগ্যে জন্মিল এরূপে ॥ ৩৯ ॥
গুরুজন সবে বলে কুলের নন্দন।
চিরজীবী হৈয়া থাকু রক্ষ নারায়ণ ॥ ৪০ ॥
ইহার যে পুত্র নাতি দেখিব নয়নে।
হেনই বাৎসল্য করে সর্ব্ব গুরুজনে ॥ ৪১ ॥
সখা সব বলে আমা নিজ সখা এই।
ইহা বিনে প্রিয় সখা ত্রিভুবনে নাই ॥ ৪২ ॥
সঙ্গী জনে বলে এ আমার প্রিয় ভাই।
নির্ভয়েতে ইহা সঙ্গে জগতে বেড়াই ॥ ৪৩ ॥
ইহা সঙ্গে কখন না জানি কোন দুঃখ।
অষ্টসিদ্ধি নবনিধি ইহা সনে সুখ ॥ ৪৪ ॥
ভৃত্য সব বলে এই পুরুষপ্রধান।
কোটী মুখে ইহা গুণ না যায় বাখান ॥ ৪৫ ॥
সাধু সবে বলে এই পুরুষশেখর।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি বিলাইবে ঘরে ঘর ॥ ৪৬ ॥
সব জীবে উদ্ধারিবে এই মহাশয়।
এহার মহিমা কিছু কহন না যায় ॥ ৪৭ ॥
সুপণ্ডিত দ্বিজগণ বলে প্রিয়বাণী।
এ পুরুষ নর নহে আমা সবা জানি ॥ ৪৮ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ এই মহাশয়।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি এই করিবে উদয় ॥ ৪৯ ॥
মীমাংসা পাতঞ্জলাদি সাংখ্য সাংখ্যায়ন।
সবার গরব চূর্ণ করিবে এ জন ॥ ৫০ ॥
জ্ঞানী সব বলে এ নারায়ণ সম।
পরংব্রহ্ম বলি যাঁরে বলে যোগিগণ ॥ ৫১ ॥
এ বালক সে স্বরূপ দেখি বিদ্যমান।
ইহার দর্শনে আমার হরিলা অজ্ঞান ॥ ৫২ ॥
এ মধুর রূপখানি কখন না দেখি।
মনোহর রূপ দেখি না পিছলে আঁখি ॥ ৫৩ ॥
সত্য নারায়ণ সম এই মহাশয়।
কলিঘোর তিমিরান্ধ নাশিতে উদয় ॥ ৫৪ ॥
হেনরূপে সবাকারে দিল দরশন।
যেই জন রূপ দেখে বলে সর্ব্বজন ॥ ৫৫ ॥
সবাকার মানস পুরিল একা চাঁদ।
দর্শনে মোহিত সবে দেখি মুখচাঁদ ॥ ৫৬ ॥
রসিকের ফাঁদে পড়িলেন সর্ব্বজন।
সবাকারে বশ কৈল অচ্যুতনন্দন ॥ ৫৭ ॥
হেনকালে রাজা দেখি সেই রূপখানি।
তিন ভাই চরণে পড়িলা ধরণী ॥ ৫৮ ॥
আসনেতে বসাইলা রসিকেন্দ্রচন্দ্রে।
চরণ প্রক্ষালে রাজা মনের আনন্দে ॥ ৫৯ ॥
এক ভাই জল তুলি দিলেন আনন্দে।
আপনি ধুইলেন রাজা চরণারবিন্দে ॥ ৬০ ॥
আর ভাই বসনে মুছিল শ্রীচরণ।
জন্মে জন্মে রসিকের ভৃত্য তিন জন ॥ ৬১ ॥
ভূমিতে বসিলা তিন ভাই যুড়ি কর।
প্রকাশ দেখিয়া রাজা ডরিলা অন্তর ॥ ৬২ ॥
প্রণত হইয়া কহে রসিকের স্থানে।
আমা সবা ভাগ্যে গৃহে করিল গমনে ॥ ৬৩ ॥
আজ সে হইলা জন্ম সফল আমার।
নয়নে দেখিনু আমি চরণ তোমার ॥ ৬৪ ॥
কোটী কোটী জন্মে আমি তপস্যা সাধিনু।
সে কারণে প্রভু তোমা চরণ দেখিনু ॥ ৬৫ ॥
আমা সবা উদ্ধারিতে হইলা প্রকাশ।
যুগে যুগে ভৃত্য লাগি লহ গর্ভবাস ॥ ৬৬ ॥

স্বেচ্ছাময় রূপ তুমি কে জানিতে পারে ।
ভকতবৎসল প্রভু শরণ সোদরে ॥ ৬৭ ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড কর সৃজন পালন।
তুমি বিশ্বরূপ প্রভু দেব নারায়ণ ॥ ৬৮ ॥
তোমার মায়াতে যাতায়াত চরাচর।
সবাকার আত্মা তুমি শরণপঞ্জর ॥ ৬৯ ॥
মহাঘোর কলিযুগে জীবেরে দেখিয়া।
উদ্ধারিতে জন্ম লৈলা সাঙ্গোপাঙ্গ ল'য়া ॥ ৭০ ॥
বহুরূপে স্তুতি কৈল বৈদ্যনাথ রাজা।
নারায়ণ সম কৈল শ্রীচরণ পূজা ॥ ৭১ ॥
আপনা মন্দিরে দিল করিয়া আসন।
ষড়রসে ভোজনাদি করিয়া যতন ॥ ৭২ ॥
আপনি বসিয়া রাজা তাম্বূল যোগায়।
মনের বেদনা সব চরণে জানায় ॥ ৭৩ ॥
ইবে উপদেশ-কথা করিব বিদিত।
রসিকমঙ্গল শুন সবে দিয়া চিত ॥ ৭৪ ॥
অত্যন্ত অদ্ভুত লীলা কে জানিতে পারে।
যে কিছু কহিল মোরে রসিক-শেখরে ॥ ৭৫ ॥
সেই অনুক্রমে কিছু করিনু বর্ণন।
ইথে দোষ না লইবে পণ্ডিত সুজন ॥ ৭৬ ॥
দক্ষিণ-বিভাগে এই করিল রচন।
মাথায় ভূষণ করি রসিকচরণ ॥ ৭৭ ॥
রসিকমঙ্গল কিছু করিব বিদিত।
স্বভাব-বর্ণনা শুন সবে দিয়া চিত ॥ ৭৮ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-দক্ষিণবিভাগে রাজা বৈদ্যনাথ-ভঞ্জ-মিলন-নাম দ্বাদশ-লহরী সম্পূর্ণা।

ত্রয়োদশ-লহরী

রাগ—কৌশিক।

ঘোষা। জয়রে রামকৃষ্ণ মুরারে
ও মুরারে ও মুরারে।

জয় জয় শ্যামানন্দ ভুবন-পাবন।
কৃপাকর যশঃ যেন গাই অনুক্ষণ ॥ ১ ॥
হেনমতে রাজা কহে রসিক-চরণে।
তিন ভাই উপদেশ করহ যতনে ॥ ২ ॥
জন্মে জন্মে আমা সবা তোমার কিঙ্কর।
ভৃত্য দেখি' দয়া কর কৃপার সাগর ॥ ৩ ॥
শুনিয়া কহেন প্রভু রাজার বচন।
অবশ্য করিব দীক্ষা ভাই তিন জন ॥ ৪ ॥
মন দিয়া শুন এক কহিয়ে বচন।
অনন্যশরণ হৈয়া ভজ নারায়ণ ॥ ৫ ॥
নানা দেবতার পূজা না করিবে আর।
একান্ত হইয়া ভজ নন্দের কুমার ॥ ৬ ॥
কৃষ্ণ হৈতে সব দেহ হয় উৎপত্তি।
সবাকার প্রাণ কৃষ্ণ সবাকার গতি ॥ ৭ ॥
কৃষ্ণেরে ভজিলে কার মনে নাহি ত্রাস।
কৃষ্ণগুণে সবে মত্ত আনন্দে উল্লাস ॥ ৮ ॥
নানাশাস্ত্রমতে তারে বুঝাইল সার।
সব মিথ্যা কৃষ্ণ সত্য শাস্ত্রের বিচার ॥ ৯ ॥
শুনিয়া রসিক-বাক্য রাজা আনন্দিত।
যেই আজ্ঞা কর প্রভু সেই বাক্য সত্য ॥ ১০ ॥
দীক্ষা-কথা শুনি যত আছে ভট্টাচার্য্য।
শুন মহারাজা তুমি কর কোন কার্য্য ॥ ১১ ॥
শত শত আছে ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী।
বিদ্যার বিবাদ করি উহার সঙ্গতি ॥ ১২ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে যেই ধর্ম্ম হইবে নিশ্চয়।
আমরাও সেই ধর্ম্ম করিব আশ্রয় ॥ ১৩ ॥
শুনিয়া রসিক বড় আনন্দিত হৈয়া।
কর যুড়ি বিপ্রস্থানে কহেন হাসিয়া ॥ ১৪ ॥

যেই বাক্য আজ্ঞা কৈলে সেই সারোদ্ধার।
বেদতত্ত্ব ষড়শাস্ত্র করিব বিচার ॥ ১৫ ॥
রাজা তিন ভাই বসিলেন আনন্দিতে।
শাস্ত্রের বিচার সবে লাগিলা করিতে ॥ ১৬ ॥
রসিক বসিলা রঙ্গে কৃষ্ণ সমরিয়া।
বৃহস্পতি ব্যাস শুক মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া ॥ ১৭ ॥
প্রথম বিচার কৈল সাংখ্য সাংখ্যায়ন।
সাংখ্যতত্ত্বে নিষ্ঠা কৈল কৃষ্ণের ভজন ॥ ১৮ ॥
সবাকারে কহে প্রভু তত্ত্ব সারোদ্ধার।
কেহ জানে নাহি আর ইহার বিচার ॥ ১৯ ॥
কেহ না কহেন কথা হেট মাথে রহে।
মনে মনে পুঁথি চিন্তে সেই অর্থ হয়ে ॥ ২০ ॥
তবেত' মীমাংসা-শাস্ত্র করিল বিচার।
তাহাতে করিল নিষ্ঠা কৃষ্ণ সারোদ্ধার ॥ ২১ ॥
তবে পাতঞ্জল-শাস্ত্র বিচার করিলা।
তাহে নিষ্ঠা-ধর্ম্ম কৃষ্ণভজন করিলা ॥ ২২ ॥
তবে তর্কশাস্ত্র সব করিল বিদিত।
তাহে কৃষ্ণধর্ম্ম-নিষ্ঠা শাস্ত্রপ্রণিহিত ॥ ২৩ ॥
তবে বৈশেষিক-শাস্ত্র করিল প্রকাশ।
তাহাতে করিল নিষ্ঠা ধর্ম্ম শ্রীনিবাস ॥ ২৪ ॥
তবে বেদান্তশাস্ত্র করিলা পঠন।
তাহাতে নিশ্চিত হৈল কৃষ্ণের ভজন ॥ ২৫ ॥
চারিবেদ-তত্ত্ব সব করিল বাখান।
তাহাতে নিশ্চিত কৃষ্ণভক্তি পরমাণ ॥ ২৬ ॥
ছত্রিশ যে স্মৃতি আদি আছে মহীতলে।
তাহাতে সে কৃষ্ণভক্তি করিল নিশ্চলে ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত করিল রসিকেন্দ্র।
খণ্ডিতে না পারে কেহ পণ্ডিতের বৃন্দ ॥ ২৮ ॥
কাব্য সে নাটক যত উপশাস্ত্র আদি।
কৃষ্ণভক্তি সব শাস্ত্রে বাখানে প্রসিদ্ধি ॥ ২৯ ॥
ধাতু সূত্র বাখানয় প্রসিদ্ধ স্বরূপে।
টীকা সে টিপ্পনি বাখানয় একে একে ॥ ৩০ ॥
নানাশব্দে সিদ্ধান্ত করেন নানাভান্তি।
শব্দার্থে বেদার্থ শুক ব্যাসের সম্মতি ॥ ৩১ ॥
সর্ব্বশাস্ত্র বেদতত্ত্ব করি সারোদ্ধার।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি সব শাস্ত্রে কৈল সার ॥ ৩২ ॥

সব শাস্ত্রে নিষ্ঠা কহে কৃষ্ণের ভজন।
না জানিয়ে পণ্ডিত ভ্রময়ে অকারণ ॥ ৩৩ ॥
এক শ্লোক রসিক বাখানে নানারূপে।
কৃষ্ণের ভজন সত্য শাস্ত্র-তত্ত্বরূপে ॥ ৩৪ ॥
শাস্ত্রতত্ত্ব না বুঝেন পণ্ডিতের গণ।
সর্ব্বশাস্ত্রে করে কৃষ্ণভক্তি নিরূপণ ॥ ৩৫ ॥
রসিকের ব্যাখ্যা শুনি সবে চমৎকার।
দ্বিজগণ বলে—ব্যাস-শুক-অবতার ॥ ৩৬ ॥
চারি বেদ ষড়শাস্ত্র পড়িলাম সবে।
তত্ত্ব না জানিয়া ভ্রমি মনের উদ্বেগে ॥ ৩৭ ॥
বালকের মুখে শুনি শাস্ত্র নিরূপণ।
ইবে সে জানিনু কৃষ্ণ-নিষ্ঠার ভজন ॥ ৩৮ ॥
রসিকের ব্যাখ্যা কেহ নারিল খণ্ডিতে।
যে কহেন রসিকেন্দ্র সেই সে উচিতে ॥ ৩৯ ॥
রাজারে কহিল সব ভট্টাচার্য্যগণ।
রসিক বালক নহে নারায়ণ সম ॥ ৪০ ॥
রাজা তিন ভাই বলে শুন দ্বিজবর।
বালকের সঙ্গে সবে করহ উত্তর ॥ ৪১ ॥
শুনিয়া কহেন সব দ্বিজ রাজাস্থানে।
বালক নহেন এই সম নারায়ণে ॥ ৪২ ॥
কিবা ব্যাস শুক নারদাদি মুনিগণ।
কিবা বৃহস্পতি জন্ম হইলা আপন ॥ ৪৩ ॥
আমরা পড়িনু যেই শাস্ত্র প্রাণপণে।
সেই শাস্ত্র কতরূপে রসিক বাখানে ॥ ৪৪ ॥
এক শ্লোক নানাভান্তি করয়ে বাখান।
বেদার্থ শব্দার্থ শাস্ত্রতত্ত্ব পরমাণ ॥ ৪৫ ॥
ধাতু সূত্র বাখানয় যে আছে প্রসিদ্ধি।
ব্যাস-শুক-সম এই বালকের বুদ্ধি ॥ ৪৬ ॥
নারিনু সমস্যা দিতে এ বালক-স্থানে।
যে কহেন রসিক সেই সে পরমাণে ॥ ৪৭ ॥
শুনি দ্বিজমুখে রাজা আনন্দিত হৈয়া।
রসিকে পুছেন সব বিশ্বাস করিয়া ॥ ৪৮ ॥
জীবতত্ত্ব প্রচারিল রসিকের স্থানে।
সবাকারে রসিক কহেন বিবরণে ॥ ৪৯ ॥
ঈশ্বর অধীন জীব কর্ম্মবশে ফিরে।
কৃষ্ণতত্ত্ব না জানিয়া ভ্রময়ে সংসারে ॥ ৫০ ॥

নানাযোনি ভ্রমে জীব হৈয়া অচেতন।
না ভজে আপনা প্রভু দেব নারায়ণ ॥ ৫১ ॥
কহি যে জীবের গতি শুন সর্ব্বজন।
রজোবীর্য্য এক দ্রব্য বিধাতা-ঘটন ॥ ৫২ ॥
জল হৈতে জন্মে রক্ত মাংস অস্থি চর্ম্ম।
প্রবেশ হয়েন গর্ভে ল'য়ে আত্মকর্ম্ম ॥ ৫৩ ॥
সপ্তমাসে জীব গর্ভে হয় পরকাশ।
বহু দুঃখ পায় জীব গর্ভেতে নিবাস ॥ ৫৪ ॥
কটু তিক্ত লবণাদি যত খায় মায়।
রোমে রোমে সব বিন্ধে সহন না যায় ॥ ৫৫ ॥
ব্যাকুল হইয়া জীব করেন শরণ।
গর্ভেতে শরণ করে দেব নারায়ণ ॥ ৫৬ ॥
যত জন্ম হৈয়া থাকে কর্ম্মের অধীনে।
একে একে সব তত্ত্ব গর্ভে-পড়ে মনে ॥ ৫৭ ॥
তখন আতঙ্ক হৈয়া ডাকে নারায়ণ।
উদ্ধারহ মোরে প্রভু তোমার শরণ ॥ ৫৮ ॥
বিষয়েতে অন্ধ হৈয়া না ভজিনু তোমা।
সে কারণে গর্ভকষ্ট দিলা প্রভু আমা ॥ ৫৯ ॥
পাঁচ প্রাণ পঁচিশ সে তত্ত্ব দেহে বৈসে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ বৈরি বিশেষে ॥ ৬০ ॥
মদমাৎসর্য্য বৈসে এ ষড় সম্পত্তি।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এ সঙ্গতি ॥ ৬১ ॥
এ সব বৈরি মোর সঙ্গে নিরন্তর।
ভজিতে না দিল তোমা চরণকমল ॥ ৬২ ॥
এই মত বহু দুঃখ পাই জন্মে জন্মে।
না লইনু হরিনাম হরিসংকীর্ত্তনে ॥ ৬৩ ॥
না করিনু সাধুসেবা তীর্থপর্য্যটন।
না করিনু জীবে দয়া বিফল জীবন ॥ ৬৪ ॥
ব্রহ্মক্ষেত্রী বৈশ্য শূদ্র নারায়ণ পিতা।
পিতা না চিনিয়া ভ্রমে হ'য়ে বিমোহিতা ॥ ৬৫ ॥
ইবে কৃপা কর মোরে প্রভু ভগবান্।
জন্মে জন্মে যেন তোমা পদ করি ধ্যান ॥ ৬৬ ॥
দয়া কর শরণ সোদর নারায়ণ।
ভজি যেন জন্মে জন্মে তোমার চরণ ॥ ৬৭ ॥
তোমা না ভজিলে জীব উদ্ধার না হয়।
এইমত নানা যোনি সদাই ভ্রময় ॥ ৬৮ ॥
ব্রহ্মা শিব পুরন্দর তোমার মায়ায়।
ভ্রমেন সংসারচক্রে তোমার লীলায় ॥ ৬৯ ॥
তুমি যারে কৃপা কর করি অঙ্গীকার।
সেই জন সুখে পায় চরণ তোমার ॥ ৭০ ॥
হেনমতে যোগ ধ্যান গর্ভের ভিতরে।
নানা স্তুতি করে জীব জানিয়া ঈশ্বরে ॥ ৭১ ॥
সে সব বচন শুনি তিন সহোদরে।
তবে কেন জন্ম হৈয়া কৃষ্ণেরে পাশরে ॥ ৭২ ॥
রসিক কহেন সব শাস্ত্র-বিবরণ।
শত মুখে কে কহিবে সে সব বচন ॥ ৭৩ ॥
সংক্ষেপেতে কিছু তার করিব রচন।
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্বসাধুজন ॥ ৭৪ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-দক্ষিণবিভাগে সর্ব্বশাস্ত্রবিচারে
কৃষ্ণভজন-স্থাপন-নাম ত্রয়োদশ-লহরী সম্পূর্ণা।

চতুর্দ্দশ-লহরী

রাগ—বরাড়ী।

ঘোষা। কৃপানিধি হে দয়ার শ্যাম।
পতিত দুর্গতি জনে কর অবধান ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ দুরিকানন্দন।
জয় জয় রসিক-জীবন প্রাণধন ॥ ১ ॥
হেনরূপে রসিক কহেন রাজা-স্থানে।
নিশ্চল হইয়া স্নেহে তিন ভাই শুনে ॥ ২ ॥
জীবতত্ত্ব কহিলেন গর্ভের ভিতর।
নারায়ণে ধ্যান জীব করে নিরন্তর ॥ ৩ ॥

গর্ভ হৈতে যেই জীব ভূমিগত হয়।
সকল পাসরে জীব ঈশ্বর-মায়ায় ॥ ৪ ॥
ঈশ্বর অধীন জীব ফিরে কর্ম্মফলে।
পৃথ্বী পরশিতে জ্ঞান হরিল সকলে ॥ ৫ ॥
বাল্যকালে ভ্রমে জীব অচেতন হৈয়া।
আপনার প্রাণপতি কৃষ্ণ পাসরিয়া ॥ ৬ ॥
তবেত পৌগণ্ডে জীব কতই দিবসে।
ছাড়ি কৃষ্ণপদ জীব মত্ত বিদ্যারসে ॥ ৭ ॥
কিশোর-বয়সে জীব হয় মদে মত্ত।
না ভজয় কৃষ্ণপদ অবিদ্যায় রত ॥ ৮ ॥
তবে কতদিনে হয় বয়স সময়।
নানাবিষয়েতে অন্ধ কৃষ্ণ না ভজয় ॥ ৯ ॥
তবে কতদিনে জীবে জরা পরবেশ।
কৃষ্ণ না ভজয় জীব পায় নানা ক্লেশ ॥ ১০ ॥
এই-রূপেতে জীবের উৎপত্তি-প্রলয়।
কৃষ্ণ না ভজিয়া নানা যোনি সে ভ্রময় ॥ ১১ ॥
চৌরাশি লক্ষ জীব ভ্রমে নানা যোনি।
নারায়ণ না ভজে না শুনে সাধুবাণী ॥ ১২ ॥
চৌরাশি লক্ষ জীবের কহি বিবরণ।
শাস্ত্রের তত্ত্বার্থ কহি শুন দিয়া মন ॥ ১৩ ॥
লক্ষ বিংশতি জীব সে ভ্রমে স্থাবরাদি।
শাস্ত্রের সম্মত কহি যে আছে প্রসিদ্ধি ॥ ১৪ ॥
তবে জলচর হয় নবলক্ষ জন্ম।
কৃষ্ণ না ভজিলে হয় এসব লক্ষণ ॥ ১৫ ॥
লক্ষ এগার সে ভ্রমে নানা কৃমি-যোনি।
জন্মে জন্মে দুঃখ পায় কৃষ্ণ নাহি চিনি ॥ ১৬ ॥
তবে দশ লক্ষ হয় পক্ষিযোনি জাত।
মায়াচক্রে ভ্রমে সে না জানি কৃষ্ণনাথ ॥ ১৭ ॥
লক্ষ ত্রিংশ ভ্রমেন সে নানা পশুযোনি।
কৃষ্ণ না ভজিলে বহু দুঃখ পায় প্রাণী ॥ ১৮ ॥
তবে চারি লক্ষ জন্ম মনুষ্য হইয়া।
নানা অন্ত্যজ-যোনি ভ্রমে কৃষ্ণ না চিনিয়া ॥ ১৯ ॥
তবে শত জন্ম হয় ব্রহ্মণ্য বিদিত।
কৃষ্ণ না ভজিয়া কুবিদ্যাতে বিমোহিত ॥ ২০ ॥
নানা শাস্ত্র পড়ে দ্বিজ হ'য়ে অচেতন।
না লয় না ভজয় শ্রীকৃষ্ণের চরণ ॥ ২১ ॥

সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ সবাকার পিতা।
না চিনয়ে কৃষ্ণ পিতা হ'য়ে বিমোহিতা ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণ-মুখ হৈতে জন্ম হৈলা দ্বিজগণ।
কৃষ্ণ-কর হৈতে হৈলা ক্ষত্রিয় জনম ॥ ২৩ ॥
কৃষ্ণ উরু হৈতে হৈলা বৈশ্যের জনম।
শূদ্র জনমিলা তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ২৪ ॥
নিজ পিতা কৃষ্ণে জীব পাসরে মায়ায়।
এইমতে জন্মে জন্মে বহু দুঃখ পায় ॥ ২৫ ॥
অত্যন্ত দুর্ল্লভ এই মনুষ্য-শরীর।
পলকে ভঙ্গুর হয় তড়িত-অস্থির ॥ ২৬ ॥
তবেই দুর্ল্লভ বলি এ মানুষ দেহ।
যবে কৃষ্ণ সাধুসঙ্গে করয়ে সেনেহ * ॥ ২৭ ॥
সাধুসঙ্গ করিলে সে পাইবে নারায়ণ।
না ভজিলে এই দেহ পায় বহু শ্রম ॥ ২৮ ॥
যতই কহিনু জীবের জনম মরণ।
কৃষ্ণ না ভজিলে পুনঃ করয়ে ভ্রমণ ॥ ২৯ ॥
এখন মরণ কিবা শত বৎসরে।
দেহ সঙ্গে মৃত্যু জাত শাস্ত্রের বিচারে ॥ ৩০ ॥
হেন দেহ পাঞা কেন করে অবহেলা।
ভবসিন্ধু পার হ'তে কৃষ্ণনাম ভেলা ॥ ৩১ ॥
কৃতান্ত নগর আসি নিকট হইলা।
কালগ্রস্তে দিনে দিনে যায় আয়ুর্বলা † ॥ ৩২ ॥
ইহাতে সম্বল কর নারায়ণ-নাম।
নিশ্চয় মরণ সত্য কৃষ্ণ কর ধ্যান ॥ ৩৩ ॥
কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ সঙরণ।
সর্ব্ব জীবে দয়া কর বৈষ্ণব-সেবন ॥ ৩৪ ॥
কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করি লহ হরিনাম।
আদর করিয়া শুন কৃষ্ণগুণগ্রাম ॥ ৩৫ ॥
নিরবধি সাধুসেবা কর মন সুখে।
নিষ্কপটে সাধুসঙ্গে প্রেম অতিরেকে ॥ ৩৬ ॥
আপনার গৃহে থাকি ভজ নারায়ণ।
প্রেমে সাধুসেবা কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ॥ ৩৭ ॥

---

* সেনেহ—স্নেহ।

† আয়ুর্বলা—আয়ুঃ এবং পরাক্রম,

সুখে অন্ন জল দেহ অতিথের প্রতি।
সর্ব্ব ছাড়ি' কৃষ্ণ ভজ হ'য়ে শুদ্ধমতি ॥ ৩৮ ॥
জীবের সঙ্গেতে কাল সদাই ফিরয়।
বালক যুবক বৃদ্ধ নাহিক নির্ণয় ॥ ৩৯ ॥
কেহ কোলে কেহ হাতে কেহই মুখেতে।
কালের অধীন জীব হেনই যুগতে ॥ ৪০ ॥
মাতা পিতা স্ত্রীরি পুত্র বন্ধু সহোদর।
কেহ আপনার নহে সবে জান পর ॥ ৪১ ॥
যারে সহোদর বলি সেই পুড়ে মুখে।
কৃষ্ণ স্নেহ কর প্রাণী, মর কেন দুঃখে ॥ ৪২ ॥
ধনমদ বিদ্যামদ যৌবনের মদ।
কুলমদ রাজ্যমদ আর যে সম্পদ ॥ ৪৩ ॥
ইহাতে মোহিত হৈয়া না মর মিথ্যায়।
দৃঢ় অনুরাগে ভজ নারায়ণ-পায় ॥ ৪৪ ॥
নারায়ণ না ভজিলে নাইক উদ্ধার।
বেদ শাস্ত্র পুরাণেতে কৃষ্ণভক্তি সার ॥ ৪৫ ॥
সত্য কৃষ্ণ সত্য কৃষ্ণ জানহ নিশ্চয়।
সব মিথ্যা জানি' কৃষ্ণে করহ আশ্রয় ॥ ৪৬ ॥
ধন্য সেই কৃষ্ণভক্ত পাঁচ দিন থাকে।
কৃষ্ণ না ভজিয়া কোন কার্য্য কোটি কল্পে ॥ ৪৭ ॥
সব ছাড়ি' হও প্রভু কৃষ্ণের শরণ।
বালক যুবক বৃদ্ধ না কর ভরম ॥ ৪৮ ॥
বয়স নির্ণয় নাই কৃষ্ণেরে ভজিতে।
ধ্রুব প্রহ্লাদ শুক হনু বাল্য হইতে ॥ ৪৯ ॥
অবিলম্বে ভজ কৃষ্ণ করিয়া যতন।
গুরুস্থানে কৃষ্ণকথা করহ শ্রবণ ॥ ৫০ ॥
যতদিন গুরুকর্ণ জীবে নাহি হয়।
পশু বলি সে প্রাণীরে জানহ নিশ্চয় ॥ ৫১ ॥
তা'র হাতে যত দ্রব্য অমৃত সমান।
তা না হ'লে জল মূত্র শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ৫২ ॥
চারিবেদ-বিশারদ তপস্বী আচার।
পুণ্যক্ষেত্রে মৈলে তবু নাহিক উদ্ধার ॥ ৫৩ ॥
শ্রাদ্ধ আদি যত করে সব অধোগতি।
যতদিন আশ্রয় না করে কৃষ্ণপতি ॥ ৫৪ ॥
অনন্যশরণ গুরু করিবে আশ্রয়।
ভববন্ধ বিমোচন যে গুরু করয় ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্বাত্মভাবে আশ্রহ গুরুর চরণে।
উপদেশ লভি' প্রবেশ কৃষ্ণের শরণে ॥ ৫৬ ॥
চারিবেদ ষড়শাস্ত্র দ্বিজ কুলবান্।
সন্ন্যাসী তপস্বী হয় মহাদীপ্তজ্ঞান ॥ ৫৭ ॥
অনন্যশরণ কার্ষ্ণ না হয়, যে জন।
তা'র স্থানে উপদেশ না ল'বে কখন ॥ ৫৮ ॥
অনন্যশরণ যবে কোন জাতি হয়।
সর্ব্বাত্মভাবেতে কৃষ্ণ করয়ে আশ্রয় ॥ ৫৯ ॥
সেইগুরু আশ্রয় করিবে দৃঢ়ভাবে।
সে গুরুর কৃপায় যায় মনের উদ্বেগে ॥ ৬০ ॥
বিশ্বাসে ভজিবে সেই গুরুর চরণ।
তবে অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণভক্তিধন ॥ ৬১ ॥
হেনরূপে রসিক কহেন রাজা-স্থানে।
ষড়শাস্ত্র ভাগবত নিগম পরমাণে ॥ ৬২ ॥
পণ্ডিতসমূহ তবে করিলা শ্রবণ।
কা'র হেন শক্তি আছে করিবে খণ্ডন ॥ ৬৩ ॥
রসিক-বচন সবে করিলা প্রমাণ।
অবিদ্যা ছাড়িয়া সবে কৃষ্ণ কৈলা ধ্যান ॥ ৬৪ ॥
নানা দেবান্তর-পূজা ছাড়ি' সর্ব্বজন।
সর্ব্বাত্মভাবেতে হৈল কৃষ্ণের শরণ ॥ ৬৫ ॥
জীবহত্যা আদি যত ছাড়িল যেমনে।
তা'র বিবরণ কহি শুন সর্ব্বজনে ॥ ৬৬ ॥
রসিক-মঙ্গল শুন সর্ব্ব বন্ধুগণ।
অবিলম্বে পা'বে কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তিধন ॥ ৬৭ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-দক্ষিণবিভাগে জীবতত্ত্ব ও অভিধেয়-তত্ত্ববিচারনাম চতুর্দ্দশ-লহরী সম্পূর্ণা।

পঞ্চদশ-লহরী

রাগ—কৌশিক।

ঘোষা। জয় রে জয় রামকৃষ্ণ মুরারে।
ও মুরারে ও মুরারে ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ ভুবন বিদিত।
গোপবংশ-সমূহের কুলচন্দ্র দীপ্ত ॥ ১ ॥
হেনকালে রসিক কহেন রাজা-স্থানে।
বড় বড় ভট্টাচার্য্য করেন শ্রবণে ॥ ২ ॥
অশ্রু-পুলকিত শুনে রসিক-বচন।
ছাড়িয়া অবিদ্যা কৃষ্ণে পশিলা শরণ ॥ ৩ ॥
তবে সাধু-মহিমা কহেন দৃঢ়ভাবে।
শুনিয়া সবার গেলা মনের উদ্বেগে ॥ ৪ ॥
শুন শুন সর্ব্বজন সাধুর মহিমা।
ব্রহ্মা কহিতে না পারে তার সীমা ॥ ৫ ॥
এক লব যবে ভাগ্যে সাধুসঙ্গ হয়।
দরশনে জন্মবন্ধ-পাপ ক্ষয় যায় ॥ ৬ ॥
দেবতীর্থ সব উদ্ধারয় চিরকাল।
সাধু দরশনমাত্র পরম মঙ্গল ॥ ৭ ॥
হেন সাধুসঙ্গ কর ছাড়ি' সর্ব্ব কথা।
সাধুসঙ্গে খণ্ডে সব ভবজন্মব্যথা ॥ ৮ ॥
সাধুজন-হিতে কৃষ্ণ থাকে নিরন্তর।
সাধুর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিজ ঘর ॥ ৯ ॥
হেন সাধুসঙ্গ কর ভজ কৃষ্ণ প্রভু।
সাধুসঙ্গ বিনে কৃষ্ণ না পাইয়ে কভু ॥ ১০ ॥
সাধুসঙ্গ করি' ভজ কৃষ্ণের চরণ।
বৃথা কেন নাশ কর মনুষ্য-জনম ॥ ১১ ॥
কৃষ্ণ না ভজিলে প্রাণী বড় দুঃখ পায়।
মহাঘোর নরকেতে ডুবেন সদায় ॥ ১২ ॥
সদাই প্রহার জীবে যমদণ্ড করে।
উঠু পড়ু হঞা মরে নরক-ভিতরে ॥ ১৩ ॥
যবে সব ছাড়ি' নারায়ণ আশ্রয় করে।
তবে সে উদ্ধার হয় প্রভবসংসারে ॥ ১৪ ॥
যে প্রাণী না ভজে কৃষ্ণ, ক্রম প্রায় জীএে।
কামারের যাঁতা যেন নিশ্বাস বহয়ে ॥ ১৫ ॥
কৃষ্ণের অভক্ত প্রাণী যত দ্রব্য খায়।
যত দ্রব্য খায় সে, অমেধ্য বলি তায় ॥ ১৬ ॥
শূকর সমান বুদ্ধি না করে বিচার।
শ্বানের সমান বুদ্ধি সেই দুরাচার ॥ ১৭ ॥
উষ্ট্রসম বুদ্ধি তা'র না ভজে কৃষ্ণেরে।
নানা কণ্টকাদি খায় পেটখানি ভরে ॥ ১৮ ॥
গর্দ্দভের সম নানা ভার বহে প্রাণী।
না শুনে যতেক দিন কৃষ্ণামৃত-বাণী ॥ ১৯ ॥
দ্বিষড়্গুণযুত যদি বিপ্রবর হয়।
কৃষ্ণ না ভজিলে শ্বপচ বলি তায় ॥ ২০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে,—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ—

শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশমহাগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এবম্ভূত চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি ; কেননা তিনি স্বীয় কুল পবিত্র করেন, কিন্তু প্রচুর মাননীয় ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না ॥ ২১ ॥

যত দেব দেবীগণ কৃষ্ণের কিঙ্কর।
কৃষ্ণসুখরসে সবে মুগ্ধ নিরন্তর ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণ ভজিলে দেবতার ক্রোধ নাহি হয়।
বৃক্ষমূলে দিলে জল পত্র তুষ্ট হয় ॥ ২৩ ॥
দেবাসুর মনুষ্য যক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব্বাদি।
সবার মঙ্গল হয়, ভজে কৃষ্ণে যদি ॥ ২৪ ॥
সবার পরমানন্দ দেব নারায়ণ।
সব ছাড়ি' ভজ সবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ২৫ ॥
এ দুর্ল্লভ জন্ম ব্যর্থ না কর সর্ব্বথা।
কৃষ্ণ ভজিলে খণ্ডে সব ভব-ব্যথা ॥ ২৬ ॥
দারা সুত আদি নিজ গৃহব্যবহার।
ধন জন অসত্য কুটুম্ব পরিবার ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণে সমর্পণ করি' কায়মনোবাক্যে।
সবে একমনে ভজ কৃষ্ণ অতিরেকে ॥ ২৮ ॥
এ সবাতে থাকি' কৃষ্ণ ভজ দৃঢ়ভাবে।
একান্তে ভজিলে কৃষ্ণ ত্বরিতে পাইবে ॥ ২৯ ॥
মনঃ নিবেশহ নিরবধি কৃষ্ণপায়।
কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ করহ আশ্রয় ॥ ৩০ ॥
ছাড়িয়া অমৃত, নাহি কর বিষপান।
কৃষ্ণ সে অমৃত, আর গরল সমান ॥ ৩১ ॥
হেনমতে সব শাস্ত্র-তত্ত্বনিরূপণে।
কহিলেন রসিকেন্দ্র তিন ভাই স্থানে ॥ ৩২ ॥
রাজার সভাতে যত ছিলা প্রজাগণ।
ক্ষেত্রী বৈশ্য দ্বিজ শূদ্র কৃষ্ণে দিল মন ॥ ৩৩ ॥
রসিক-বচন যেই করিল শ্রবণ।
দুঃখ খণ্ডিল সবার, কৃষ্ণের শরণ ॥ ৩৪ ॥
চতুঃষষ্টি ভক্তি তা'র হয় ততক্ষণে।
যা'রে অনুগ্রহ করে অচ্যুত-নন্দনে ॥ ৩৫ ॥
পরম বৈষ্ণব হয় অতি শুদ্ধ মন।
শ্রদ্ধা করি' যে শুনয় রসিক বচন ॥ ৩৬ ॥
তবে আজ্ঞা করিলেন রসিক-শেখর।
এক ভিক্ষা আমা দেহ তিন সহোদর ॥ ৩৭ ॥
শশব্যস্তে তিন ভাই যুড়ি' দুই কর।
ধন জন প্রাণ সব তোমার গোচর ॥ ৩৮ ॥
যেই ইচ্ছা আজ্ঞা কর সেবক-গিয়ানে।
সব সমর্পিনু মুই তোমার চরণে ॥ ৩৯ ॥
শুনিয়া আনন্দে কহে অচ্যুত-তনয়।
জীবহত্যা ভিক্ষা তুমি দেহ ত' আমায় ॥ ৪০ ॥
বহু পাপ হয় জীবহিংসন করিলে।
অন্তে প্রাণী গিয়া পড়ে রৌরব ঘোরে ॥ ৪১ ॥
অষ্টজন হয় ঘোর নরকে পতন।
কহি শুন মন দিয়া করিয়া যতন ॥ ৪২ ॥
পশু দেখি' অনুমান করে যেই জন।
সেই গ্রামের অধিপতি থাকে যেবা জন ॥ ৪৩ ॥
আর যেবা জন পশু ধরি' নিয়া যায়।
যেবা কিনে যেবা বিচে মোহিত মায়ায় ॥ ৪৪ ॥
পশু উৎসর্গ করে যেই দ্বিজাধম।
যেবা কাটে যেবা খায় এই অষ্টজন ॥ ৪৫ ॥
মহাঘোর নরকে পড়য়ে এই অষ্টজন।
যেই পশু বদ্ধ করে হৈয়া অচেতন ॥ ৪৬ ॥
পশুর দেহেতে যত রোমাবলী থাকে।
তত সম্বৎসর পড়ে এসব নরকে ॥ ৪৭ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

অনুমন্তা হ্যধিষ্ঠাতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
তৎসংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা খাদকাশ্চাষ্টঘাতকা ॥ ৪৮ ॥
বসেত্তু নরকে ঘোরে বর্ষাণি পশুলোমভিঃ।
প্রমিতানি দুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্ ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ—

প্রাণিহত্যায় যাহার অনুমতির অপেক্ষা থাকে, যে ঐ কার্য্যের কর্তৃপক্ষ, যে স্বহস্তে হত্যা করে, যে ক্রয় করে, যে বিক্রয় করে, যে মাংস পাক করে, যে পরিবেশন করে এবং যাহারা মাংস ভোজন করে—এই আট প্রকার ব্যক্তি ঘাতক মধ্যে গণনীয় ॥ ৪৮ ॥

যে ব্যক্তি বৈদিক প্রয়োজন ব্যতীত পশুহত্যা সাধন করে, সেই দুরাচার পশুর দেহস্থিত লোমসংখ্যক বর্ষ ঘোর নরকে বাস করে ॥ ৪৯ ॥

আত্মঘাতী দুরাচার নাহিক উদ্ধার।
এইমত জন্ম জন্ম ব্যর্থ যায় তার ॥ ৫০ ॥
সর্ব্ব জীবে নারায়ণ বৈসে সূক্ষ্মরূপে।
কিবা কীট কিম্বা ব্রহ্মা থাকেন স্বরূপে ॥ ৫১ ॥
হেন জবীহিংসা করে যত যত প্রাণী।
মহারৌরবে পড়ে ভ্রমে অন্ত্যজযোনি ॥ ৫২ ॥
হেনমতে সব ছাড়ি কৃষ্ণে দেহ মন।
গৃহ সুত বিত্ত কর কৃষ্ণে সমর্পণ ॥ ৫৩ ॥
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ হর্ত্তা কর্ত্তা।
কৃষ্ণ সে সবার প্রভু, কৃষ্ণ পালয়িতা ॥ ৫৪ ॥
কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ * জন কৃষ্ণ বন্ধুগণ।
কৃষ্ণ আত্মা জানি পশ কৃষ্ণের শরণ ॥ ৫৫ ॥
জীবের এ দুঃখ দেখি' মোরে লাগে দয়া।
সে-কারণে কহিলাম ক্রম বিবরিয়া ॥ ৫৬ ॥
আমার বচন শুন কৃষ্ণে দেহ মন।
সফল করহ এ মনুষ্য-জনম ॥ ৫৭ ॥

---

* প্রাণ—ইতি পাঠান্তর

দেখা দেখি সবে হৈল অনন্যশরণ।
রাজারে কহেন সব ভট্টাচার্য্যগণ ॥ ৫৮ ॥
শুনিয়া রসিক-বাক্য মহানৃপবর।
অনন্য বৈষ্ণব হৈলা তিন সহোদর ॥ ৫৯ ॥
হেন দুষ্ট সাধু হৈলা রসিক-বচনে।
অসুরদলনবানা অচ্যুত-নন্দনে ॥ ৬০ ॥
যেই সাধু হৈলা রাজা তিন মহাশয়।
শুনি' সর্ব্বজনে কৃষ্ণ করিলা আশ্রয় ॥ ৬১ ॥
কিবা স্ত্রীরি কিবা শিশু কিবা বৃদ্ধগণ।
দেখা দেখি সবে হৈলা অনন্যশরণ ॥ ৬২ ॥
রাজারে কহেন সব ভট্টাচার্য্যগণ।
রসিক যে কহে শুক ব্যাসের বচন ॥ ৬৩ ॥
অনেক করিল বাদ ষড়শাস্ত্র মতে।
নারিল সে রসিকেরে উত্তর করিতে ॥ ৬৪ ॥
শাস্ত্রতত্ত্বে স্থাপিলেন কৃষ্ণের ভজন।
কা'র শক্তি না হইল করিতে খণ্ডন ॥ ৬৫ ॥
আমরা ভ্রমিনু এতকাল না জানিয়া।
ব্যর্থ পড়িলাম সবে কৃষ্ণ না চিনিয়া ॥ ৬৬ ॥
বেদ-গোপ্য কথা এই করিল প্রচার।
কৃষ্ণপারিষদ এই অচ্যুত-কুমার ॥ ৬৭ ॥
ধন্য বৈদ্যনাথ ভঞ্জ রাজা তিন ভাই।
যাঁরে কৃপা করিলেন রসিক গোঁসাঞী ॥ ৬৮ ॥
হেনমতে দ্বিজগণ প্রশংসি' রসিকে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন পা'য়্যা মনঃসুখে ॥ ৬৯ ॥
রসিকের পরতাপ দেখি' মহারাজা।
বহুরূপে রসিক-চরণে কৈল পূজা ॥ ৭০ ॥
কৃষ্ণমন্ত্রে উপদেশ তিন ভাই হৈলা।
নিগমেতে কৃষ্ণ-কথা কহিতে লাগিলা ॥ ৭১ ॥
ভজন-নির্ণয় প্রভু কহিলা তাহারে।
নিশ্চল হইয়া শুনে তিন সহোদরে ॥ ৭২ ॥
আপনার নিজভাব কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি।
যে ভাবে পাইল কৃষ্ণে ব্রজ-গোপ-গোপী ॥ ৭৩ ॥
বৃন্দাবনপতি কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
মাধুর্য্যভাবেতে কৃষ্ণ করহ ধিয়ান ॥ ৭৪ ॥
রসিক কহেন রাজা শুন দৃঢ়চিতে।
বৃন্দাবন-শোভা কিছু কহি সংক্ষেপেতে ॥ ৭৫ ॥

তিন সহোদর শুনে সেই সব কথা।
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি করিল বিখ্যাতা ॥ ৭৬ ॥
বৃন্দাবন-মহিমা সে কহন না যায়।
দেবেন্দ্রাদি দেব যত যাঁহারে ধেয়ায় ॥ ৭৭ ॥
কুসুম পল্লবে বৃন্দাবনে তরুগণ।
পুষ্পেতে মণ্ডিত বৃক্ষ নানা পক্ষিগণ ॥ ৭৮ ॥
যূথে যূথে ভ্রমর আসে উন্মত্ত হৈয়া।
মুখরব-ধ্বনি সব পায়েন ভ্রমিয়া ॥ ৭৯ ॥
বৃন্দাবন বেড়ি' সে কালিন্দী মনোহর।
অত্যন্ত শীতল জল তরঙ্গ সুন্দর ॥ ৮০ ॥
বৃন্দাবনে তরুলতা নানা পুষ্প শোভে।
পুষ্পেতে মণ্ডিত বৃক্ষ দেবগণ মোহে ॥ ৮১ ॥
এককালে চন্দ্র সূর্য্য উদে সেই ধামে।
তেজে উদ্দীপন, দীপ্ত সদাই সেস্থানে ॥ ৮২ ॥
কমল উৎপল কহ্লার-পুষ্পগণ।
পরাগধূলিতে ভূমি সর্ব্বত্র ভূষণ ॥ ৮৩ ॥
বনচর সব সদা খেলেন তথায়।
নানা মৃগগণ তথা সেবেন সদায় ॥ ৮৪ ॥
শত্রু মিত্র নাহি সবে খেলেন আনন্দে।
সদা দেখে রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে ॥ ৮৫ ॥
দুয়াদশবন তাহে বিরাজিত স্থান।
আর অষ্টাদশ উপবন পরমাণ ॥ ৮৬ ॥
অতি শোভাবান্ রাজে বন সুশোভন।
বৈকুণ্ঠ-অধিক শোভা না যায় কথন ॥ ৮৭ ॥
রত্নময় ভূমি-চিন্তামণি সুশোভন।
সূর্য্য যূথ যূথ সদা দীপ্ত সে ভুবন ॥ ৮৮ ॥
হেন কল্পতরু বৃন্দাবনে কর ধ্যান।
মণিময় ঝারা লম্বে না যায় বাখান ॥ ৮৯ ॥
সদাই সে তরু নানা রত্ন বরিষয়।
রত্নের কিরণে স্থান অতি তেজোময় ॥ ৯০ ॥
চতুর্দ্দিকে মাণিক্য খচিত সেই স্থান।
তার মধ্যে মণিময় মণ্ডপ সুশোভন ॥ ৯১ ॥
নানারত্নে সে চর্চ্চিত মণ্ডপরচনা।
সর্ব্ব তেজোময় স্থান নাহিক তুলনা ॥ ৯২ ॥
মণ্ডপের চিত্র সব চন্দ্রকে উজ্জ্বল।
দেখিতে সুন্দর স্থান অতি পরিমল ॥ ৯৩ ॥

চারিদিকে চামর লম্বিত রত্নঝারা।
তোরণ লম্বিত নানা মণি কেরা কেরা ॥ ৯৪ ॥
মাণিকে সুশোভিত বেদী অতি দীপ্তিমান্।
নিত্য নূতন জ্যোতিঃ দেখিতে সুবন্ধান ॥ ৯৫ ॥
চারিদিকে নানা মুক্তাদাম সে হিল্লোলে।
কোটি কোটি সূর্য্য জিনি মাণিক্য উজলে ॥ ৯৬ ॥
নানা মণি-মাণিকেতে শোভিত মন্দিরে।
কোটি-সূর্য্য তেজ সে এক মাণিক্য ধরে ॥ ৯৭ ॥
মণ্ডপের অষ্টদল পঙ্কজে শোভিত।
মণির কিরণে স্থান অতি তেজোদ্দীপ্ত ॥ ৯৮ ॥
চতুর্থ দুয়ার শোভে সেই শ্রীমন্দিরে।
মণি মাণিক্যের কপাট অষ্ট মনোহরে ॥ ৯৯ ॥
কত কত রতন প্রদীপ জ্বলে তা'য়।
উজল করিছে রাস-মণ্ডলী সদায় ॥ ১০০ ॥
তা'র মধ্যে কল্পতরু দেখিতে সুন্দর।
রত্নপুরী রত্নবেদী অতি মনোহর ॥ ১০১ ॥
চতুর্দ্দিকে রত্নবৃষ্টি হয় সেই স্থানে।
নিরবধি ষড়ঋতু থাকয়ে সে বনে ॥ ১০২ ॥
অমৃত বরিষে সদা বৃন্দাবন মাঝে।
হেনরূপে কল্পতরু সদাই বিরাজে ॥ ১০৩ ॥
কল্পতরু-পত্রগণ উন্মত্ত উল্লাস।
প্রবালের দাণ্ডি সব শোভে তার পাশ ॥ ১০৪ ॥
রতন-পল্লবে কল্পতরু সুশোভিত।
মণি-মুক্তাগণ নানারত্ন প্রদীপিত ॥ ১০৫ ॥
পদ্মরাগ মাণিক্য সে ফল কেরা কেরা।
নানা মণি মাণিক্য সে লম্বে ঝারা ঝারা ॥ ১০৬ ॥
মণি মাণিক্য সকল দেখিতে উজ্জ্বল।
সংসারের তাপ হরে সেই তরুবর ॥ ১০৭ ॥
সেই তরু ছায়া করে সবার মঙ্গল।
ত্রিবিধ তাপ হরে অদ্ভুত তরুবর ॥ ১০৮ ॥
হেন তরুমূলে শোভে রত্নময় পুর।
তার মধ্যে রত্নসিংহাসন সুমধুর ॥ ১০৯ ॥
কোটি কোটি সূর্য্যতেজ অতি দীপ্তিবান্।
অষ্টদল সিংহাসন মণিতে নির্ম্মাণ ॥ ১১০ ॥
হেন বৃন্দাবনে কল্পতরু সিংহাসনে।
সদাই দেখহ কৃষ্ণ করহ ধিয়ানে ॥ ১১১ ॥

পীতাম্বরধারী কৃষ্ণ রাধাজীউ বামে।
অরুণিম হস্ত দুই রাতুল চরণে ॥ ১১২ ॥
রাতুল নয়ন দুই অরুণ অধরে।
বক্ষে কৌউস্তুভমণি নানারত্ন ধরে ॥ ১১৩ ॥
মুকুতা দোসরি কণ্ঠে নানারত্নহার।
নানারত্নে ভূষিত অঙ্গভূষণ তা'র ॥ ১১৪ ॥
নানারত্নমাণিক্যে উজ্জ্বল চূড়াখানি।
কণ্ঠেতে শোভিত হার ঝলকে দামিনী ॥ ১১৫ ॥
কুণ্ডল কেয়ূর শোভে কঙ্কণ কিঙ্কিণী।
ঝলমল করে রূপ মধুর চাহনি ॥ ১১৬ ॥
হৃদয়ে শ্রীবৎস চিহ্ন অতি মনোহর।
চরণ-কমল দুই দেখিতে সুন্দর ॥ ১১৭ ॥
মণিময় মঞ্জির শোভিত দুই পায়।
পরম মধুর ধ্বনি সে পঞ্চম গায় ॥ ১১৮ ॥
ত্রিজগত মনঃ হরে সে ধ্বনি শুনিয়া।
হেন সুমধুর বাজে চরণে থাকিয়া ॥ ১১৯ ॥
গোরচনা কুঙ্কুম সে অতি দীপ্তিমান্।
ললাটে তিলক শোভে অলি পরমাণ ॥ ১২০ ॥
সুন্দর মধুর মুখে মধুরিম হাস।
ত্রিভুবন বশ কৈল চাহনি প্রকাশ ॥ ১২১ ॥
কোটি কোটি কন্দর্প জিনিয়া মনোহর।
পরম লাবণ্যরূপ দেখিতে সুন্দর ॥ ১২২ ॥
সুন্দর উদরে শোভে ত্রিবলী প্রমাণ।
কটি সিংহ জিনি, রম্ভা অতি সুবন্ধান ॥ ১২৩ ॥
হেনরূপে কৃষ্ণ বেণু হস্তেতে করিয়া।
বাজাইতে লাগিলেন মুখে বাঁশী দিয়া ॥ ১২৪ ॥
কিবা দিব্য রাগে সব গাইতে লাগিলা।
বৃন্দাবন যমুনা পুলিন তরুতলা ॥ ১২৫ ॥
মধ্যে রাধাকৃষ্ণ চারিদিকে গোপীগণ।
সহস্র সহস্র যূথ কে করে গণন ॥ ১২৬ ॥
পদ্মের কেশর দল যেনই বেষ্টিত।
তৈল রাধাকৃষ্ণে বেড়ি গোপী চারিভিত ॥ ১২৭
ত্রৈলোক্যমোহনরূপ ত্রৈলোক্যের পর।
আপনার স্বভাবেতে ভাব নিরন্তর ॥ ১২৮ ॥
ভজিলে পাইবে রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি।
দৃঢ়ভাবে ভজ রাজা করি দৃঢ়মতি ॥ ১২৯ ॥

নানাতন্ত্র নানাশাস্ত্র করিয়া প্রমাণ।
বেদতত্ত্ব কহিলেন করিয়া ব্যাখ্যান ॥ ১৩০ ॥
রসিক-বচন শুনি তিন সহোদর।
দৃঢ়ভাবে কৃষ্ণেরে ভজিল নিরন্তর ॥ ১৩১ ॥
অপার সমুদ্র-লীলা কে বর্ণিতে পারে।
সংক্ষেপেতে মুই কিছু করিনু প্রচারে ॥ ১৩২ ॥
দক্ষিণ-বিভাগে এই করিলা প্রচার।
মন দিয়া শুন সব না কর বিচার ॥ ১৩৩ ॥
রসিকমঙ্গল অতি পরম রসাল।
শুনিয়া সকল প্রাণী তর কলিকাল ॥ ১৩৪ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ১৩৫ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-দক্ষিণবিভাগে মহারাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জের প্রতি
বৃন্দাবন-ধ্যান-ভজনোপদেশ-নাম পঞ্চদশ-লহরী সম্পূর্ণা।

ষোড়শ-লহরী

রাগ—নারানি গৌড়া।
ঘোষা। মোর কৃষ্ণ গুণনিধি।
অনাথ শরণ বড় দয়ার অবধি ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ অখিলজীবন।
কৃপা কর যশঃ যেন করিয়ে রচন ॥ ১ ॥
হেনরূপে বৈদ্যনাথ উপদেশ হৈলা।
দিনে দিনে প্রেমভক্তি বাড়িতে লাগিলা ॥ ২ ॥
অনন্য শরণ হৈল তিন সহোদর।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল উৎকলনগর ॥ ৩ ॥
বহু শিষ্য করিলেন রসিক সেখানে।
কত দিন রহিলেন রাজার সে গ্রামে ॥ ৪ ॥
অদ্ভুত বৈষ্ণব হৈলা তিন সহোদর।
তুলনা দিবারে নাই জগতভিতর ॥
ভঞ্জভূমে সর্ব্বলোক হইলা বৈষ্ণব।
শৈব শাক্ত জীবহত্যা ছাড়িলেন সব ॥ ৬ ॥
এক দিন সভা করি রসিকশেখর।
বসিছেন রাজার সে মন্দিরভিতর ॥ ৭ ॥
ভাগবত-কথা সে শুনেন তিন ভাই।
মনের আনন্দে কহে রসিক গোসাঞী ॥ ৮ ॥
হেনকালে রাজার বেবর্ত্তা * সেই স্থানে।
নিউছানি † করি দাণ্ডাইলা বিদ্যমানে ॥ ৯ ॥
ইঙ্গিত করিবামাত্র চাহিলা তাহারে।
ক্রোধে উঠিলেন রামকৃষ্ণ দ্বিজবরে ॥ ১০ ॥
রসিকের শিষ্য বড় অনন্যশরণ।
ভুবনমঙ্গল বলি গায় সর্ব্বজন ॥ ১১ ॥
উঠিয়া বলিলা. রাজা হইলা অজ্ঞান।
কৃষ্ণামৃতবাণী ছাড়ি কথা কর পান ॥ ১২ ॥
নির্ঘাতে মারিলা এক চড় রাজামুখে।
মূর্চ্ছাগত হৈলা রাজা. সবে পাইল দুঃখে ॥ ১৩ ॥
বড় বড় লোক সব ক্রোধাবেশ হৈয়া।
খড়গ যোড়ি * মারিবারে যায়েন গর্জ্জিয়া ॥ ১৪ ॥
দেখিয়া আকুল রাজা উঠিয়া সত্বরে।
পড়িলেন রামকৃষ্ণদাস পদতলে ॥ ১৫ ॥
দুই কর জুড়িয়া কহেন সভাস্থানে।
অপরাধহেতু দণ্ড হৈলা পরমাণে ॥ ১৬ ॥
রসিক কহেন কথা কৃষ্ণামৃতবাণী।
তাহা ছাড়ি অন্য দিকে চাহিলুঁ আপনি ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে সত্য কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ বিনা আর যত গরল-ভক্ষণ ॥ ১৮ ॥
কৃষ্ণকথা সন্নিধে যে অন্য কথা শুনে।
সেই বড় মহাপাপী পড়ে ঘোরতমে ॥ ১৯ ॥
শ্বান শূকর হেন বুদ্ধি জানিহ তাহার।
রত্নস্থালি অন্ন ছাড়ি ঝুটা খাইবার ॥ ২০ ॥

---

* বেবর্ত্তা—ব্যবস্থাপক।
† নিউছানি—বস্ত্রভেট দিয়া প্রণাম।

* যোড়ি— বাহির করিয়া।

অমৃত ছাড়িয়া কৈল গরল ভোজন।
কৃষ্ণ কথা ছাড়ি অন্য দিকে কৈল মন ॥ ২১ ॥
উচিত এ দণ্ড অপরাধ অনুসার।
আজ রামকৃষ্ণ ভাই করিল-উদ্ধার ॥ ২২ ॥
অতি বড় স্নেহ মোরে জানিনু অন্তরে।
চৌরাশী হইতে মোরে করিল উদ্ধারে ॥ ২৩ ॥
রামকৃষ্ণ গলা ধরি কান্দিতে লাগিলা।
নয়নের জলে রাজা অঙ্গ পাখালিলা ॥ ২৪ ॥
দেখি চমৎকার লাগে সব সভাজনে।
বৈদ্যনাথ সাধু কথা অদ্ভুন কথনে ॥ ২৫ ॥
রামকৃষ্ণ হাতে ধরি কহে রাজা রঙ্গে।
হস্ত দুঃখাইল তোমা এ কঠিন অঙ্গে ॥ ২৬ ॥
সব লোকে নিবারিল তাড়না করিয়া।
রামকৃষ্ণদাস পাশে বসাইল লৈয়া ॥ ২৭ ॥
অনেক করিল প্রীতি নিষ্কপটভাবে।
রসিক জানিল নিশ্চয় হৈলা বৈষ্ণবে ॥ ২৮ ॥
উঠিয়া করিল কোলে রাজা তিন ভাই।
নিষ্কপটে কৃপা কৈল রসিক গোঁসাই ॥ ২৯ ॥
হেন সাধু বৈদ্যনাথ তিন সহোদর।
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি ভজ নিরন্তর ॥ ৩০ ॥
শয়ন ভোজন নিদ্রা নিশি দিশি ধ্যান।
রসিক-চরণ বিনে নাহি জানে আন ॥ ৩১ ॥
প্রেমভক্তি রাজার দেখিয়া সর্ব্বজন।
দেখা-দেখি সবে হৈলা অনন্যশরণ ॥ ৩২ ॥
দিনে দিনে ভক্তির হইল উদ্দীপন।
সবাকারে দয়া কৈল অচ্যুতনন্দন ॥ ৩৩ ॥
হেনকালে কত দিন তথায় থাকিয়া।
শ্যামানন্দ স্থানে গেল রাজারে কহিয়া ॥ ৩৪ ॥
বিচ্ছেদ কারণে রাজা বড় দুঃখিত হৈলা।
বহু ধন বস্ত্র দিয়া চরণে পড়িলা ॥ ৩৫ ॥
তথা হৈতে রসিকেন্দ্র করিলা গমন।
গোবিন্দপুরে শ্যামানন্দে কৈল দর্শন ॥ ৩৬ ॥
উৎকলে জন্মেছিলা যমুনা ঠাকুরাণী।
শ্যামানন্দে রসিকেন্দ্র তারে দিল আনি ॥ ৩৭ ॥
ধন বস্ত্র সব দিল শ্যামানন্দ-স্থানে।
রাজা উপদেশ কথা কহিল চরণে ॥ ৩৮ ॥

শুনিয়া আনন্দ হৈল শ্যামানন্দ রায়।
আর এক কথা আছে কহিব তোমায় ॥ ৩৯ ॥
নৃসিংহপুরের ভুঞা উদ্দণ্ড সে রায়।
বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হিংসা করেন সদায় ॥ ৪০ ॥
শত শত গুধড়ি সে লয় ছাড়াইয়া।
দ্রব্যলোভে বৈষ্ণবেরে মারে মত্ত হৈয়া ॥ ৪১ ॥
হেন জন সাধু যবে হয় ভাল হয়।
চল যাব তার ঠাঁই তোমায় আমায় ॥ ৪২ ॥
এতবলি শ্যামানন্দ করিল গমন।
নরসিংহপুরে আসি হৈল উপসন ॥ ৪৩ ॥
সেই রাত্রে রাজা উদ্দণ্ড শুইয়া ছিলা।
শয়ন করিয়া মাত্র জাগ্রত আছিলা ॥ ৪৪ ॥
হেনকালে এক মহাপুরুষ প্রধান।
ভুঞার সাক্ষাতে আসি হৈল অধিষ্ঠান ॥ ৪৫ ॥
কোমল সুস্বর * বাণী কহিল সাক্ষাতে।
শ্যামানন্দ আশ্রয় কর হৈয়া দৃঢ় চিতে ॥ ৪৬ ॥
শ্যামানন্দ-স্থানে কর সর্ব্ব সমর্পণ।
অন্তর্দ্ধান হৈল তা'রে কহি এ বচন ॥ ৪৭ ॥
আপনি দেখিল রূপ শুনিল বচন।
উঠিয়া দেখিল তথা নাহি কোন জন ॥ ৪৮ ॥
দিব্য জ্ঞান হৈল তা'র পাই দরশন।
কবে পামু শ্যামানন্দ-চরণ-দর্শন ॥ ৪৯ ॥
হেনকালে তথা প্রভু করিল গমনে।
দুই প্রভু বীজে কৈল উদ্দণ্ড ভবনে ॥ ৫০ ॥
রসিকমুরারি সঙ্গে শ্যামানন্দ লৈঞা।
উদ্দণ্ড রায়ের কাছে প্রবেশিল গিয়া ॥ ৫১ ॥
দেখিয়া দুঁহারে রাজা বড় আনন্দিতে।
যে বাণী শুনিল কর্ণে সে প্রভু সাক্ষাতে ॥ ৫২ ॥
বহু রূপে করিলেন চরণ-বন্দন।
দৃঢ়ভাবে শ্যামানন্দে পশিল শরণ ॥ ৫৩ ॥
নিষ্কপটে প্রেমভক্তি তা'রে কৈল দান।
সবংশে শরণ লৈলা ভুঞা ভাগ্যবান্ ॥ ৫৪ ॥
বড়ই প্রতাপী বড় অসুর আছিলা।
শ্যামানন্দ পরশে পরম সাধু হৈলা ॥ ৫৫ ॥

* গভীর—ইতি পাঠান্তর।

দেখিয়া সকল লোকে লাগে চমৎকার।
গুরু কৃষ্ণ সাধু বিনে না জানয়ে আর ॥ ৫৭ ॥
ধারন্দা হইতে আনাইলা শ্যামরায়ে।
তিন মহোৎসব কৈল শ্যামানন্দ রায়ে ॥ ৫৭ ॥
বড়ই বৈষ্ণব হৈলা সেই দিন হৈতে।
শত শত সাধুসেবা লাগিল করিতে ॥ ৫৮ ॥
দধি কাদা সারি বসিলেন শ্যামানন্দ।
নিবেদন করে ভুঞা মনের আনন্দ ॥ ৫৯ ॥
বহু দুষ্ট মহাপাপী মুই দুরাচার।
সহস্র সহস্র সাধু করিনু সংহার ॥ ৬০ ॥
এক ঘর ভরিয়াছে গুধড়ি তাহার।
যদি আজ্ঞা কর আনি সাক্ষাতে তোমার ॥ ৬১ ॥
শুনি শ্যামানন্দ আজ্ঞা দিল অনিবারে।
গুধড়ি আনিয়া কৈল পর্ব্বত আকারে ॥ ৬২ ॥
সাত শত অষ্টাদশ হইলা গণনে।
দেখিয়া অদ্ভুত লাগে সব কার্য্য জনে ॥ ৬৩ ॥
তবে প্রভু একে একে দিল বৈষ্ণবেরে।
গুধড়ি পাইয়া সবে আশীর্ব্বাদ করে ॥ ৬৪ ॥
বহু বস্ত্র বহু ধন দিল সাধুগণে।
দৃঢ়ভাবে কৈল শ্যামানন্দের শরণে ॥ ৬৫ ॥
তা'র দেখাদেখি সাধু হৈল সব জন।
উদ্দণ্ড সাধুতা কিছু না যায় কথন ॥ ৬৬ ॥
হেন শ্যামানন্দ রসিকের পরতাপ।
যাহার পরশে খণ্ডে ভব তিন পাপ ॥ ৬৭ ॥
হেনরূপে দিনে দিনে প্রেমের উদয়।
দুষ্ট কর্ম্ম ছাড়ি সবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৬৮ ॥
মহা মহা পাপী সব ছাড়ি দুষ্ট কর্ম্ম।
পরম বৈষ্ণব হৈলা অনন্যশরণ ॥ ৬৯ ॥
কোটি মুখে বর্ণিলে সে না হয় বর্ণন।
স্বভাব সংক্ষেপে কিছু করিনু রচন ॥ ৭০ ॥
দক্ষিণ-বিভাগে এই করিনু প্রকাশ।
রসিক-মঙ্গল শুন হইয়া উল্লাস ॥ ৭১ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভুষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-দক্ষিণবিভাগে উদ্দণ্ড-উদ্ধার-নাম ষোড়শ-লহরী সম্পূর্ণা।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল

পশ্চিম বিভাগ

—-:•:—-

প্রথম-লহরী

রাগ—বরাড়ী

ঘোষা। কৃপা নিধি হে দয়ার শ্যাম।
পতিত দুর্গত জনে কর অবধান॥
জয় জয় শ্যামানন্দ পতিতপাবন।
জয় জয় রসিকদেবের প্রাণধন॥ ১॥
হেনরূপে কতদিনে শ্যামানন্দ রায়।
তথা হৈতে গেলা সঙ্গে করি শ্যামরায়॥ ২॥
কাশীয়াড়ি নগরেতে উতরিল গিয়া।
শ্যামরায় ঠাকুরাণী প্রকাশ করিয়া॥ ৩॥
আনন্দেতে ঠাকুরের বিবাহ করাঞা।
মহানন্দে তিন মহোৎসব করাইয়া॥ ৪॥
বড়ই আনন্দ হৈলা কাশীয়াড়ী পুরী।
নয়ন ভরিয়া সুখ দেখে নর-নারী॥ ৫॥
শ্রীপুরুষোত্তম দামোদর মথুরা দাস।
হাড়ঘোষ মহাপাত্র দ্বিজ হরিদাস॥ ৬॥
মন্ত্র উপদেশ কৈল শ্যামানন্দ-স্থানে।
কুলধর্ম্ম ছাড়ি শ্যামানন্দের শরণে॥ ৭॥
কত দিন তথা রহি শ্যামানন্দ রায়।
ধারেন্দাতে প্রবেশিলা ল'য়ে শ্যামরায়॥ ৮॥
ঠাকুরাণী বিজয় করিয়া এক সঙ্গে।
কত দিন তথা কৃষ্ণকথা কৈল রঙ্গে॥ ৯॥
এক দিন সভা করি শ্যামানন্দ রায়।
সঙ্গে করি রসিকেন্দ্র দামোদর তায়॥ ১০॥
নেত্রানন্দ কিশোর ঠাকুর হরিদাস।
ভীম শীরিকর রসময় বংশীদাস॥ ১১॥
চিন্তামণি আদি সব কৃষ্ণ-ভক্তগণে।
শ্যামানন্দ বিচারিল রসিকের স্থানে॥ ১২॥
এক মহারাসযাত্রা করহ প্রচার।
ত্রিভুবনজনে যেন লাগে চমৎকার॥ ১৩॥
বসন্ত সময় আর বৈশাখপূর্ণিমী।
শরদ উজ্জ্বল চন্দ্র নির্ম্মল-যামিনী॥ ১৪॥
সবাকারে ভার দেহ করিয়া যতন।
আজি হৈতে দ্রব্য করিবারে দেহ মন॥ ১৫॥
রাজা প্রজা সবাকারে দেহ আজ্ঞা ভার।
যার যত শক্তিরূপে করহ সম্ভার॥ ১৬॥
সবাকার স্থানে কহে রসময়গৃহে।
মহানন্দে রাসযাত্রা করিল নির্ণয়ে॥ ১৭॥

শ্রীগোবিন্দপুরে প্রভু করিলা গমন।
রসিকেরে আজ্ঞা দিল দ্রব্যে দেহ মন ॥ ১৮ ॥
শ্যামানন্দ-চরণ হৃদয়ে করি হার।
রসিক বাহার হৈলা ভিক্ষা করিবার ॥ ১৯ ॥
আজ্ঞা হৈলা শ্রীগোপীবল্লভপুরমাঝে।
মহারাসযাত্রা হ'বে ত্রৈলোক্য বিরাজে ॥ ২০ ॥
রসিক করিলা আজ্ঞা সব অনুচরে।
তোমা সবা কর রাসস্থল পরিষ্কারে ॥ ২১ ॥
আজ্ঞায় লাগিলা শত শত অনুচর।
কণ্টকাদি কাটিয়া করিল পরিষ্কার ॥ ২২ ॥
বৎসরেক লাগিলেন শত শত জন।
তবে মূল উপাড়িল কণ্টকের বন ॥ ২৩ ॥
পরাগ ধূলি সমান হৈল সব স্থান।
তা'র মধ্যেতে মণ্ডপ কৈল নিরমাণ ॥ ২৪ ॥
দিনশ্যাম রামকৃষ্ণ নারায়ণদাস।
শ্যামগোপাল শ্রীরসময় বংশীদাস ॥ ২৫ ॥
শ্রীগোপীবল্লভপুরে এ সবা রাখিয়া।
এখানের সর্ব্বকার্য্য করহ বলিয়া ॥ ২৬ ॥
আপনি বাহির হৈলা দ্রব্য করিবারে।
নানারূপে দ্রব্য কৈল একই বৎসরে ॥ ২৭ ॥
মহোৎসবদ্রব্য সব করিয়া প্রথমে।
তণ্ডুলাদি মুগ বিরি আনিল যতনে ॥ ২৮ ॥
মরাই করিয়া রাখি পর্ব্বত সমান ॥
মহোৎসব মহানন্দে এ সব প্রধান ॥ ২৯ ॥
গোধুম ময়দা ছোলা খেসারী অপার।
ঘৃত তৈল গুড় গুয়া শত শত ভার ॥ ৩০ ॥
পক্বান্ন মিষ্টান্ন কৈল নানা পরকার।
নানা জাতি কদলী সে সুপক্ক অপার ॥ ৩১ ॥
অতি সুকোমল লাড়ু নানা ভাঁতি ভাঁতি।
শত শত হাঁড়ী পুরি রাখিল ত্বরতি ॥ ৩২ ॥
শত শত ডোল ভরি সালিয়া * উখড়া।
শত শত ডোল পুরি দিব্য সরু চিড়া ॥ ৩৩ ॥
শত শত ডোল খই হুড়ুম † করিয়া।
লুচি পুরী শত শত হাঁড়ীতে পুরিয়া ॥ ৩৪ ॥

নানাবিধ পক্বান্ন সে শত শত ভার।
দধি দুগ্ধ সর চিনি অনেক প্রকার ॥ ৩৫ ॥
যথাযোগ্য সময়েতে আনে পরিজন।
শাক বড়ি আম্র * মাজা রম্ভা বাইগন ॥ ৩৬ ॥
কুষ্মাণ্ড কদলী আদি পলতা করলা।
টাবা জাম্বির নেম্বু শত ভার কমলা ॥ ৩৭ ॥
শতকরা † দাড়িম্ব নারেঙ্গ মনোহর।
নানা দ্রব্য আনেন সবাই বহুতর ॥ ৩৮ ॥
খদির তাম্বূল চূর্ণ অনেক আইলা।
হিঙ্গু মেথী জায়ফল মঙ্গুরী সে জিরা ॥ ৩৯ ॥
কর্পূর মরিচ আনাইল বহুতর।
মহোৎসবে ষড়রস ব্যঞ্জন সুন্দর ॥ ৪০ ॥
আর যত উপদ্রব্য আনিল যতনে।
যত দ্রব্য করিল সে বিধাতা সৃজনে ॥ ৪১ ॥
অপ্রমিত নানাদ্রব্য আনে সর্ব্বজন।
সবে বলে মহালক্ষ্মী হৈল উপসন ॥ ৪২ ॥
যথাযোগ্য সময়ে এ সব দ্রব্য ভার।
যথাস্থানে আনিয়া পুরিল পরিবার ॥ ৪৩ ॥
তবে রাস-মণ্ডলী সে করিল নির্ম্মাণ।
অষ্টদলাকৃতি অষ্টকোণ পরিমাণ ॥ ৪৪ ॥
নানাচিত্র করিল তাহার চারি পাশে।
রাসস্থল দেখি সর্ব্বলোক পায় ত্রাসে ॥ ৪৫ ॥
বড় বড় কাষ্ঠ সব আনিয়া সত্বরে।
মণ্ডলী বেড়িয়া কাষ্ঠ পুতিল সুন্দরে ॥ ৪৬ ॥
মত্ত হাতি ঠেলিলেও ঠেলা নাহি হয়।
হেন গোড়া বাড় চারিদিকে শোভা পায় ॥ ৪৭ ॥
চারি দিকে চারি দ্বার পরম সুন্দর।
চতুর্দ্দিকে বড় উচ্চ মঞ্চ মনোহর ॥ ৪৮ ॥
ব্রহ্মা শিব পুরন্দর যত দেবগণ।
যথাস্থানে স্থাপিলেন করিয়া যতন ॥ ৪৯ ॥
নানা বাদ্য নিশান স্থাপিলেন স্থানে স্থানে।
শব্দে পৃথ্বী থরহর পুষ্প বরিষণে ॥ ৫০ ॥
হেনরূপে উচ্চে বড় মঞ্চ সুশোভন।
তাহে ইন্দ্রজাল শোভে না যায় কথন ॥ ৫১ ॥

* উত্তম মুড়কী।
† চিড়াভাজার প্রকারভেদ।

* মাজা—থোড়।
† শতকরা—বাতাপি নেবু।
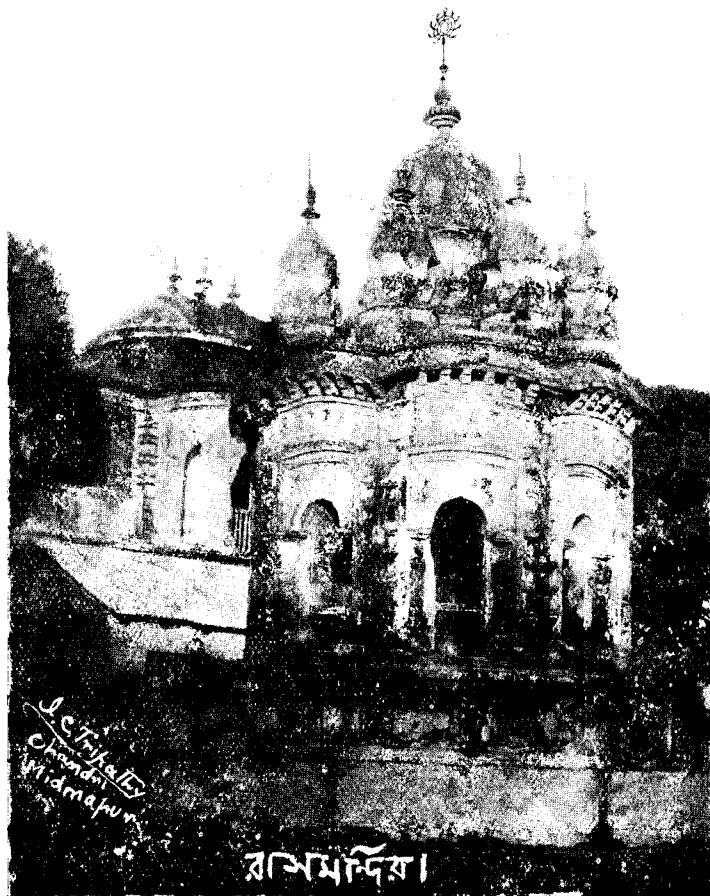
প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরস্থ
(কদম্বখণ্ডী) অষ্টকোণ ও নবরত্নবিশিষ্ট শ্রীশ্রীরাধা-
গোবিন্দজীউর শ্রীরাসমঞ্চ

চামর লম্বিত তাহে নানা মণিঝারা।
নানারূপ বসনে বিচিত্র কেরা কেরা ॥ ৫২ ॥
শোলার বিচিত্র পুষ্পঝারা কত ভাস্তি।
নানা সুগন্ধি পুষ্পঝারা পাঁতি পাঁতি ॥ ৫৩ ॥
মণ্ডলী করিল ইন্দ্রজাল নানা ছাঁদে।
উচ্চ উচ্চ কাষ্ঠেতে পতাকা সব বাঁধে ॥ ৫৪ ॥
তাহে সুবর্ণের কুম্ভ শোভে সারি সারি।
তোরণ লম্বিত ঝারা অতি মনোহারী ॥ ৫৫ ॥
মণ্ডিল সকল স্তম্ভ বিচিত্র-বসনে।
সব স্থানে মণ্ডিলেন তণ্ডুলের চূর্ণে ॥ ৫৬ ॥
দেখিতে পরম শোভা অতি দীপ্তিমান্।
বৃন্দাবন দৃগ্‌গোচর হৈলা বিদ্যমান ॥ ৫৭ ॥
রাস-মণ্ডলীর মধ্যে মণ্ডপ শোভিত।
তা'র মধ্যে সিংহাসন অতি তেজোদীপ্ত ॥ ৫৮ ॥
মণ্ডপের মধ্যে কল্পতরু সুশোভন।
নানা মণিরত্নঝারা অতি বিচক্ষণ ॥ ৫৯ ॥
সুবর্ণমণ্ডিত বৃক্ষ নানামণি জ্বলে।
সে বৃক্ষের কিরণে চতুর্দ্দিক উজলে ॥ ৬০ ॥
অষ্টকোণে রত্ন-সিংহাসন তরুমূলে।
অষ্টকোণে অষ্ট শ্রীমূরতি দিল বারে ॥ ৬১ ॥
অষ্ট ঠাকুরাণী সঙ্গে অতি তেজোময়।
নানা অলঙ্কারযুত কহন না যায় ॥ ৬২ ॥
নানা ভাঁতি চাঁদুয়া টানিল চারিদিকে।
তোরণে চামর ঝারা যুথ যুথ লম্বে ॥ ৬৩ ॥
মণ্ডলী দেখিয়া চমৎকার শোভা লাগে।
কহন না যায় রসিকের অনুভবে ॥ ৬৪ ॥
ব্যাস-শুক-নারদাদি যে গুণ বাখানে।
কিবা শক্তি মোর তাহা করিতে বর্ণনে ॥ ৬৫ ॥
তবে রসিকের অবশেষের কৃপায়।
হৃদে থাকি রসিকেন্দ্র যে মোরে বলায় ॥ ৬৬ ॥
নয়নে দেখিল তাঁ'র যত গুণ-লীলা।
বাল্য হৈতে তাঁ'র সঙ্গে যত কৈল খেলা ॥ ৬৭ ॥
সংক্ষেপে রচিল কিছু স্বভাব-বর্ণন।
রসিক-মঙ্গল শুন সর্ব্ব কাঙ্ক্ষ্য জন ॥ ৬৮ ॥
পশ্চিম বিভাগে এই প্রথম বর্ণনা।
রাসমহোৎসব কিছু করিল রচনা ॥ ৬৯ ॥
রসিক করিল বড় রাস যশ খ্যাতা।
তা'র বিবরণ কিছু করিলু বিখ্যাতা ॥ ৭০ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পশ্চিম-বিভাগে শ্রীগোপীবল্লভপুরে
বাসন্তরাসোত্তমনাম প্রথম-লহরী সম্পূর্ণা।

দ্বিতীয়-লহরী

রাগ—বরাড়ী।

ধোয়া। জীবন রাধানাথরে পরাণ গোপীনাথ ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ মধুর মূরতি।
কৃপা কর যশ যেন গাই দিনরাতি ॥ ১ ॥
হেনকালে রসিকেন্দ্র ফিরি চারিদিকে।
এক সম্বৎসরে সব করিল সংযোগে ॥ ২ ॥
বসন্ত সময় বৈশাখ পূর্ণ মাস।
পূর্ণমী তিথিতে যাত্রা করিল প্রকাশ ॥ ৩ ॥
শ্যামানন্দ রায় বীজে * করিলা প্রথমে।
শ্রীহৃদয়ানন্দেরে আনাইলা যতনে ॥ ৪ ॥
আউলিয়া ঠাকুর সে আইল কৌতুকে।
বিদ্যুৎমালা ঠাকুরাণী লক্ষ্মীর স্বরূপে ॥ ৫ ॥
আইলেন রাসযাত্রা দেখিবার তরে।
বড় বড় মহাজন সঙ্গে অনুচরে ॥ ৬ ॥

---

* বীজে—আগমন।

ঠাকুর সুবলদাস বড় মহাজন।
জগতবল্লভ সঙ্গে করেন কীর্ত্তন ॥ ৭ ॥
শ্যাম মথুরা দাস বায়েন বল্লভ।
হৃদয়ানন্দের সঙ্গে নিজ ভৃত্য সব ॥ ৮ ॥
বড় বলরাম দাস ঠাকুর আইলা।
নিত্যানন্দ পুত্র পৌত্র আসি প্রবেশিলা ॥ ৯ ॥
অদ্বৈতের পুত্র পৌত্র সব আগমন।
দ্বাদশ গোপালের শিষ্য প্রশিষ্যগণ ॥ ১০ ॥
চৌষষ্টি মোহান্তের ভৃত্য তদ্‌ভৃত্য।
প্রবেশিলা রাসযাত্রা সময় ত্বরিত ॥ ১১ ॥
রামদাস ঠাকুর বৈরাগী কৃষ্ণদাস।
শ্রীপ্রসাদ ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ দাস ॥ ১২ ॥
দ্বারকা মথুরা বৃন্দাবন নীলাচল।
যে যে স্থানে যত ছিলা কৃষ্ণ-সহচর ॥ ১৩ ॥
রাসযাত্রা দেখিবারে আইল সবায়।
শত শত মহারাজা আইলা তথায় ॥ ১৪ ॥
সমুচ্চয় নাই লোক চতুর্দ্দিক হৈতে।
দ্বিজ ন্যাসী সাধু রাজা প্রজা যূথে যূথে ॥ ১৫ ॥
স্ত্রীরি পুরুষ কিবা বালক বৃদ্ধ আদি।
সবাই আইলা ঘর দ্বার সব মুদি ॥ ১৬ ॥
অপ্রমিত লোক শতমুখে কহা নয়।
সরিষা ফেলিলে কভু ভূমে না পড়য় ॥ ১৭ ॥
সংকীর্ত্তন করিবারে সম্প্রদা বহুত।
চতুর্দ্দিক হৈতে আইলেন যূথ যূথ ॥ ১৮ ॥
মহোৎসব-অধিবাস করিলা মঙ্গল।
বস্ত্র-আভরণে পূজে বৈষ্ণবসকল ॥ ১৯ ॥
স্থাপিয়া মঙ্গল ঘট মঙ্গল আরতি।
হরিদ্রা তণ্ডুল দূর্ব্বা ধান্য আম্রপত্রী ॥ ২০ ॥
নারিকেল স্থাপিয়া সে ঘটের উপরে।
রত্নের প্রদীপ চারি ঘট বেড়ি জ্বলে ॥ ২১ ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু শর্করা সহিত।
মাল্য চন্দন বস্ত্রাভরণ সে যুকত ॥ ২২ ॥
কুঙ্কুম কস্তুরি চুয়া আবির কেশর।
কর্পূর চন্দন শত হাণ্ডী একতর ॥ ২৩ ॥
হেনমতে অধিবাস করিয়া আনন্দে।
প্রথমে রসিক পূজা কৈল শ্যামানন্দে ॥ ২৪ ॥

তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ-চরণ পূজিলা।
তবে সংকীর্ত্তনে তুলসীদাসে বন্দিলা ॥ ২৫ ॥
বস্ত্র আভরণ মালা চন্দন ভূষিতে।
পূজেন রসিকচন্দ্র আপনার হস্তে ॥ ২৬ ॥
রসিকের গুরু-ভাই যোগ্য শিষ্যগণে।
এক এক মোহান্তের এক এক জনে ॥ ২৭ ॥
কর্পূর চন্দন মালা বস্ত্র আভরণ।
দিলেক যথাযোগ্য শত শত জন ॥ ২৮ ॥
হেনমতে অধিবাস করিয়া সন্ধ্যায়।
মহোৎসব জুড়িলেন রসিকেন্দ্র রায় ॥ ২৯ ॥
শত শত জন ভাণ্ডারেতে প্রবেশিলা।
শীতল সামগ্রী সিদা দিবারে লাগিলা ॥ ৩০ ॥
শত শত রাজা প্রজা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
সবারে সন্তোষ করি কৈল প্রবেষণ * ॥ ৩১ ॥
শত শত দ্বিজগণ করেন রন্ধন।
বয়েসিয়া শত বিপ্র করে প্রবেষণ ॥ ৩২ ॥
শত শত জন জল আনেন বহিয়া।
শত শত জন পত্র শিঞ্চেন বসিয়া ॥ ৩৩ ॥
শত শত পত্রাবলী কৃষ্ণের সম্মুখে।
শালি অন্ন ষড়রস ব্যঞ্জন শতেকে ॥ ৩৪ ॥
ক্ষীর পীঠা পকান্ন সে নানা উপহার।
কৃষ্ণে নিবেদন করে দ্বিজ সদাচার ॥ ৩৫ ॥
তবেত প্রসাদ লৈয়া দেন সবাকারে।
পাঁচ শত সহস্র বৈসেন একবারে ॥ ৩৬ ॥
হেনরূপে কত কত বৈসেন মণ্ডলী।
শত শত ভৃত্যগণ তুলে পত্রাবলী ॥ ৩৭ ॥
যাত্রা বৈভব দেখিতে লাগে চমৎকার।
সবে বলে রসিকেন্দ্র অংশ অবতার ॥ ৩৮ ॥
দেবলোক'নরলোক হৈয়া এক সঙ্গ।
রাসযাত্রা মহানন্দে করে নানারঙ্গ ॥ ৩৯ ॥
রন্ধন করেন'কেহ করে প্রবেষণ।
কেহ কারে নাহি চিনে গুপ্তে দেবগণ ॥ ৪০ ॥
মানুষের শক্তি কিবা সে কার্য্য করিতে।
সে সমাজ দেখি সুর নর চমকিতে ॥ ৪১ ॥

* প্রবেষণ—পরিবেষণ।

অত্যন্ত অদ্ভুত লীলা ত্রিভুবন-বন্ধু।
পৃথিবীতে প্রকাশ করিলা রসিকেন্দু ॥ ৪২ ॥
এ সকল কার্য্যে লোক খুঁজি একে একে।
শিশুগণ বেশ তবে করিল সমীপে ॥ ৪৩ ॥
অষ্ট সখী এক কৃষ্ণ করিল নিশ্চয়।
পূর্ব্ব হৈতে নৃত্য শিখাইল তা সবায় ॥ ৪৪ ॥
দৈবকী দাস আর গোকুল মহাশয়।
গোপীজনবল্লভ রসময়-তনয় ॥ ৪৫ ॥
গোউর গোপাল দাস বালক গোকুল।
নারায়ণ দাস গোপীজীবন ভুপুর ॥ ৪৬ ॥
এই অষ্ট শিশু অষ্ট সখী পরমাণ।
কৃষ্ণবেশ এক শিশু রঘুনাথ নাম ॥ ৪৭ ॥
বেশ বনাইলা সবা করিয়া যতন।
এই নব শিশু বড় নৃত্যে বিচক্ষণ ॥ ৪৮ ॥
বেণী বান্ধিলেন মস্তকের কেশভার।
তাহে মণিখোপঝারা বাঁধিল সুসার ॥ ৪৯ ॥
নানারত্ন মুকুতা সে দোসতি গাঁথিয়া।
সুন্দর সুসঞ্চ বান্ধি মস্তক বেড়িয়া ॥ ৫০ ॥
সবার কপালে দিল সুগন্ধি চন্দন।
গোরোচনা মধ্যে ফাগুবিন্দু সুশোভন ॥ ৫১ ॥
নয়নে কজ্জল দিল অতি মনোহর।
নাসিকায় শোভে রত্ন পাঁতি মুক্তাবর ॥ ৫২ ॥
অধরে তাম্বূল রাগ দেখিতে সুন্দর।
কর্ণে রত্নকাপ শোভা করে ঝলমল ॥ ৫৩ ॥
নানারত্ন মণিময় কণ্ঠে সুশোভিত।
বক্ষে থরে থরে লম্বে অতি তেজোদীপ্ত ॥ ৫৪ ॥
বাজুবন্ধ সোণার দুই বাহুতে সাজে।
তাহে থোপ সোণা ঝাঁপা সুন্দর বিরাজে ॥ ৫৫ ॥
তা'র পাশে সুবর্ণের তাড় শোভা করে।
বিচিত্র সে খঁজা শাঁখা শোভে দুই করে ॥ ৫৬ ॥
শাঁখার উপরে হাতে সোণার কঙ্কণ।
তা'র পাশে বাজুবন্ধ সুবর্ণ ভূষণ ॥ ৫৭ ॥
রত্নমুদ্রিকা সকল অঙ্গুলি ভূষিত।
বিচিত্র কাঞ্চলী সব হৃদয়ে শোভিত ॥ ৫৮ ॥
নীল পীত পাট নেত বিচিত্র বসন।
নানাছান্দে পরাইল সব শিশুগণ ॥ ৫৯ ॥
তাহার উপরে সুবর্ণের উড়য়ানি।
আঁটায় * বান্ধিল তাহে খঞ্জিত কিঙ্কিণী ॥ ৬০ ॥
ঘুঘুঁরী দোসরী পায় নূপুর রসাল।
পরম মাধুরী রূপ কৈল সবাকার ॥ ৬১ ॥
সাক্ষাতে দেখিতে যেন ব্রজাঙ্গনাগণ।
কৃষ্ণরূপ এক শিশু করিল যতন ॥ ৬২ ॥
নানাছাঁদে ভূষণে ভূষিত প্রতি অঙ্গে।
পীতাম্বর বাস পরাইল নানারঙ্গে ॥ ৬৩ ॥
চন্দন কুঙ্কুম মৃগমদেতে ধূসর।
মস্তকে মুকুট দিল পরম সুন্দর ॥ ৬৪ ॥
ঝলমল করে তাহে নানা মণি জ্বলে।
ময়ূর-চন্দ্রিকা তা'তে অতি মনোহরে ॥ ৬৫ ॥
হেনরূপ সাজাইল কৃষ্ণ-ব্রজাঙ্গনা।
দেখি মোহ পায় সব নর-নারীগণা ॥ ৬৬ ॥
রসিকের অনুভব কহন না যায়।
কিবা বৃন্দাবন আসি হইল উদয় ॥ ৬৭ ॥
আনন্দে মজিল সবে নাহি বাহ্যজ্ঞান।
শত্রু মিত্র নাহি সবে একই পরাণ ॥ ৬৮ ॥
কোন দুঃখ নাহি জানে সুখে সবে ভোর।
আপনারে সবে জানে তরুণ অমর ॥ ৬৯ ॥
ক্রোধ মদ অহঙ্কার নাহিক কাহার।
ভিন্ন ভিন্ন নাই কার সবে আপনার ॥ ৭০ ॥
নিশি দিশি নাই জানে আনন্দে উল্লাস।
চমৎকার লাগে দেখি রসিক প্রকাশ ॥ ৭১ ॥
যত দ্রব্য মনে করে, আইসে তথায়।
অষ্ট সিদ্ধি নব নিধি সঙ্গেতে বেড়ায় ॥ ৭২ ॥
হেনই করুণা-সিন্ধু মধুর মূরতি।
কৃষ্ণ যাঁর প্রাণধন কুলশীল জাতি ॥ ৭৩ ॥
রসিক-মহিমা কিছু না যায় কথনে।
কৃষ্ণ প্রাণপতি মিলে যাঁহার স্মরণে ॥ ৭৪ ॥
রসিক-মঙ্গল শুন সর্ব্ব বন্ধুগণ।
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণপ্রেমভক্তিধন ॥ ৭৫ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পশ্চিম-বিভাগে রাসাধিবাস-বর্ণন-নাম দ্বিতীয়-লহরী সম্পূর্ণা।

---

* আঁটায়—কটিতে।

তৃতীয়-লহরী

রাগ—কামোদ।

ঘোষা। ধন্যরে ধন্য রাধাশ্যাম সঙ্গ।
অমিয়-সাগরে কত বাড়িল তরঙ্গ ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ অনাথ-শরণ।
বল্লভ-জীবনবন্ধু দুরিকা-নন্দন ॥ ১ ॥
শ্রীগোপীবল্লভপুর মনোহর স্থান।
সুবর্ণরেখার তটে অতি সুবন্ধান ॥ ২ ॥
চতুর্দ্দিকে কানন সে অতি মনোহর।
অতি সুকোমল স্থান পুলিন সুন্দর ॥ ৩ ॥
হেন স্থানে রাস আরম্ভিলা রসিকেন্দ্র।
দেখিবারে আইলেন সব দেববৃন্দ ॥ ৪ ॥
সমুচ্চয় নাই লোক হৈল অপ্রমিত।
নানাবাদ্য দুন্দুভি বাজয়ে চারিভিত ॥ ৫ ॥
হরিধ্বনি শঙ্খধ্বনি বেণু সে বিষাণ *।
নানাবাদ্য চহলে † পৃথিবী কম্পবান্ ॥ ৬ ॥
সংকীর্ত্তন দুন্দুভি সে অতি ঘোরতর।
তুলু তুলু শবদে পৃথিবী থরহর ॥ ৭ ॥
হেনকালে রসিকেন্দ্র রাস প্রকাশিলা।
ত্রিভুবন-জন সব আনন্দে মজিলা ॥ ৮ ॥
বৈশাখ পূর্ণিমা অতি উজ্জ্বল চন্দ্রমা।
চিরকাল সেই রাত্র নাহি তা'র সীমা ॥ ৯ ॥
বসন্ত সময়ে কল্পতরু সুশোভন।
রাসমণ্ডলীর মধ্যে রত্ন-সিংহাসন ॥ ১০ ॥
তা'র মধ্যে কৃষ্ণ গিয়া হৈল সন্নিধান।
ত্রিভঙ্গিম ছান্দে বাঁশী সুমধুর গান ॥ ১১ ॥
গোপীগণ নাম-ধরি ডাকে একে একে।
মুরলী শুনিয়া গোপা আইলা সমীপে ॥ ১২ ॥
কৃষ্ণের বদন দেখি হরিল চেতন।
নয়নের জলে গোপীর ভিজিল বসন ॥ ১৩ ॥
গোপীগণ দেখি কৃষ্ণ হেট মাথা হৈয়া।
ক্ষণেক রহিল কল্পতরু আউজিয়া ‡ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণেরে বিরস দেখি সব গোপীগণ।
হেট মাথে ভুমি লেখি করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৫ ॥
উসসি উসসি কান্দে নাহি দেহ-জ্ঞান।
কহিতে লাগিলা প্রভু দেব ভগবান্ ॥ ১৬ ॥
ভাগবত-অনুক্রমে যথা প্রতি বিধি।
রাস প্রকাশিল শ্রীরসিক গুণনিধি ॥ ১৭ ॥
গোপীগণে কৃষ্ণ কহে মধুর বচন।
গৃহ ছাড়ি কোন কার্য্যে আইলা অরণ ॥ ১৮ ॥
গৃহে পরিজন তোমা খুঁজে উৎকণ্ঠিতে।
বনেতে আইলা কেন এ ঘোর নিশীথে ॥ ১৯ ॥
যমুনার নীল জল পুলিন সুন্দর।
তরুগণ পল্লব সে অতি মনোহর ॥ ২০ ॥
দেখিলা এ সব স্থান চলি যাহ ঘর।
শিশুগণ রোদন করিছে বহুতর ॥ ২১ ॥
আমার স্নেহেতে যদি আইলা দেখিতে।
দেখিলা আমারে, এবে ঘরে যাহ ত্বরিতে ॥ ২২ ॥
পতিসেবা কর ঘরে আনন্দিত হৈঞা।
বিষ্ণু সম করি পূজ সুদৃঢ় হইয়া ॥ ২৩ ॥
দরিদ্র দুঃখিত রোগী যদি স্বামী হয়।
বিষ্ণুর সমান তাঁরে জানিহ নিশ্চয় ॥ ২৪ ॥
হেন পতিসেবা কর দৃঢ় অনুরাগে।
কেন বনে ভ্রমি বুল মনের উদ্বেগে ॥ ২৫ ॥
রসিক সমান সব রসিকের সঙ্গে।
নানা যন্ত্র নানা বাদ্য গায় নানা রঙ্গে ॥ ২৬ ॥
পাখোয়াজ মৃদঙ্গ আর ডম্ফ ঢোল ॥
আর যত নানা বাদ্য করিল তুমুল ॥ ২৭ ॥
বীণা বেণু মুরলী উপাঙ্গ মনোরম।
স্বরমণ্ডল রঙ্গে বাজান কোন জন ॥ ২৮ ॥
কপিনাস সারঙ্গ সে পিনাক কিন্নরী।
রবাব মাদোল কাঁসি মুচুঙ্গ মঞ্জরী ॥ ২৯ ॥
করতাল মন্দিরাদি পঞ্চম রসাল।
গোপী বেড়ি গায় সবে বহু পরকার ॥ ৩০ ॥
শ্রীভাগবত রাস পঞ্চাধ্যায় কে গায়।
সেই অনুক্রমে লীলা শিশুরে করায় ॥ ৩১ ॥

---

* বিষাণ—শৃঙ্গ নির্ম্মিত শিঙ্গা।

† চহলে—শব্দে।

‡ আউজিয়া—ঠেস দিয়া।

সেই গতি সেই ভঙ্গী সেই আচরণ।
সেই আনন্দাশ্রু নিবেদয় কোন জন ॥ ৩২ ॥
শিশু সব পরবীণ সঙ্গীত-সাহিত্যে।
একে একে সব লীলা করে নানামতে ॥ ৩৩ ॥
নৃত্য গীত চলনে সে জগজন মোহে।
প্রেমে গদ গদ হৈয়া শিশু সব কহে ॥ ৩৪ ॥
অতি মনোহর নৃত্য করে শিশুগণ।
নৃত্য দেখি মোহ পায় নরনারীগণ ॥ ৩৫ ॥
নৃত্য করি ফিরি কহে মধুর বচন।
সেই লীলা করে ভাগবত অনুক্রম ॥ ৩৬ ॥
হেনকালে কৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাক্য শুনি।
হেট মাথে নিশ্বাস ছাড়িয়া কহে বাণী ॥ ৩৭ ॥
শুকা'ল অধর সব করেন ক্রন্দন।
ভিজিল বসন লোহে ধুইল চরণ ॥ ৩৮ ॥
চরণে পড়িয়া কহে মধুর বচন।
শুন প্রভু কৃপার সাগর ভগবন্ ॥ ৩৯ ॥
তোমার মুরলী ডাকে আমা সবা নাম।
নারিনু রহিতে ঘরে আকুল পরাণ ॥ ৪০ ॥
ছাড়ি গৃহ-ব্যবহার সুত বিত্ত ধন।
নিশিতে আসিনু বনে দেখিতে চরণ ॥ ৪১ ॥
তোমার মুরলী আমা আনিল ডাকিয়া।
ইবে বল ঘর যাহ সবাই ফিরিয়া ॥ ৪২ ॥
বেদ বিধি যত তুমি কহিলে আমারে।
তা'র বিবরণ কহি শুন বংশীধরে ॥ ৪৩ ॥
চারি বেদ ধ্যান করে তোমার চরণ।
তবু দেখিবারে নারে এ চরণ ধন ॥ ৪৪ ॥
দেবেন্দ্রাদি মুনীন্দ্রাদি যে চরণ ভাবে।
আজি ভাগ্যে পাইলুঁ সে চরণ দুর্লভে ॥ ৪৫ ॥
হেনই চরণ ছাড়ি গৃহে কিবা কাজ।
তোমা বিনে আর যত সুখে পড়ু বাজ ॥ ৪৬ ॥
তুমি ধন তুমি জন তুমি বন্ধু স্বামী।
এ চরণ বিনে আর না জানিয়ে আমি ॥ ৪৭ ॥
বেদ বিধি সব যত কহিলে আমারে।
স্বামিসেবা গুরুসেবা স্বধর্ম্ম বিচারে ॥ ৪৮ ॥
সবাকার স্বামী তুমি জগতজীবন।
সর্ব্বভূতে আছ তুমি দেব-নারায়ণ ॥ ৪৯ ॥
সবাকার হর্ত্তা তুমি সবার পালন।
জানিয়া না ছাড়ে গোপী তোমার চরণ ॥ ৫০ ॥
অনেক তপস্যা আমি সাধিনু যতনে।
তেঁই সে পাইল গোপী তোমার চরণে ॥ ৫১ ॥
অভাগিনী গোপীগণ বড়ই দুঃখিনী।
সবেই ভরসা তোমা চরণ দুখানি ॥ ৫২ ॥
এ চরণ বিনে গোপী তিলেক না জিএে।
শরণ পশিনু তোমা ছাড়ি সব মোহে ॥ ৫৩ ॥
তুমি বিনা গোপিকার নাই গৃহ-আশা।
সব সুখ ছাড়ি কৈনু তোমার ভরসা ॥ ৫৪ ॥
ইথে যদি দয়া না করিবে ভগবান্।
অবশ্য মরিবে গোপী ইথে নাহি আন ॥ ৫৫ ॥
শুনিয়া গোপীর অত্যন্ত দৃঢ় বচন।
হাসি ডাকিলা গোপীরে কমললোচন ॥ ৫৬ ॥
আনন্দিত হৈয়া গোপী বেড়িল গোপালে।
সেই ভাবে শিশু সব রাসে নৃত্য করে ॥ ৫৭ ॥
মণ্ডলী বেড়িয়া চতুর্দ্দিকে সংকীর্ত্তন।
মধ্যে নানারঙ্গে নৃত্য করে শিশুগণ ॥ ৫৮ ॥
যত কিছু সঙ্গীত আছয়ে মহীতলে।
সবে এক মেল করি গায় কুতূহলে ॥ ৫৯ ॥
বৃন্দাবন-সুখ সব হৈল পরকাশ।
দেখিয়া সকল লোক পায় মহাত্রাস ॥ ৬০ ॥
রসিক-মহিমা সব অদ্ভুত কথন।
সবে বলে রসিক দ্বিতীয় নারায়ণ ॥ ৬১ ॥
এক এক ক্ষণে যত করিলেন লীলা।
কোটী মুখে বর্ণিলেও না হয় সে খেলা ॥ ৬২ ॥
তাঁর অনুগ্রহে কিছু করিলু বর্ণন।
হৃদে থাকি যেবা কহে অচ্যুতনন্দন ॥ ৬৩ ॥
রসিক-মঙ্গল অতি পরম রসাল।
শুনিয়া সকল প্রাণী তর কলিকাল ॥ ৬৪ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পশ্চিম-বিভাগে রাস-বর্ণন-নাম
তৃতীয়-লহরী সম্পূর্ণা।

চতুর্থ-লহরী

রাগ—নারাণী গৌড়া।

ঘোষা। মোর কৃষ্ণ গুণনিধি।
অনাথ শরণ বড় দয়ার অবধি॥
জয় জয় শ্যামানন্দ অখিলতারণ।
কৃপা কর যশঃ যেন করিয়ে রচন॥ ১॥
হেন মতে শ্রীগোপীবল্লভপুর স্থানে।
রাস প্রকাশিলা যেন দ্বিতীয় বৃন্দাবনে॥ ২॥
কিবা সে মণ্ডলী-শোভা না যায় কথন।
কিবা নৃত্য-গীত কিবা কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥ ৩॥
কিবা বালকসবার সে নৃত্য গরিমা।
কিবা বেশ কিবা সে ভূষণ সর্ব্বজনা॥ ৪॥
কিবা সে সঙ্গীত মেলি অদ্ভুত কথন।
কিবা সে মধুর ধ্বনি জগতমোহন॥ ৫॥
কিবা সে দুন্দুভিবাদ্য বাজে ঘোরতর।
কিবা রত্ন-সিংহাসন কিবা তরুবর॥ ৬॥
হেনরূপে রাসযাত্রা করিল প্রকাশ।
সদা রসিকেন্দ্রমণি করেন বিলাস॥ ৭॥
হেনরূপে রাস-রসে সবে হৈলা ভোর।
সব লোক মজিল আনন্দে নাই ওর॥ ৮॥
শিশুগণে হাত ধরাধরি ফিরে বনে।
কৃষ্ণ বেড়ি ব্রজাঙ্গনা যেন বিহরণে॥ ৯॥
নানা সুখে বঞ্চিলেন মহারাস-রসে।
একে আরে নৃত্য শিশু করয়ে উল্লাসে॥ ১০॥
ক্ষণে কোউতুকে কহে ভাগবত-লীলা।
কৃষ্ণ ব্রজবধূ যেন করিলেন খেলা॥ ১১॥
সেই অঙ্গ-ভঙ্গী শিশু করেন কৌতুকে।
দেখি চমৎকার লাগে ত্রিজগত লোকে॥ ১২॥
ক্ষণে শিশু গোপীভাবে কহে সর্ব্বকথা।
আমা সবা বশ কৈল কৃষ্ণেরে সর্ব্বথা॥ ১৩॥
গোপীগর্ব্ব শুনি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা।
ক্ষণেকে জানিলা গোপী কৃষ্ণ কোথা গেলা॥১৪॥
কৃষ্ণ না দেখিয়া গোপী হরিল চেতন।
খুঁজিতে লাগিলা সবে করিয়া যতন॥ ১৫॥
বৃন্দাবতী নামে এক গোপী ভাগ্যবতী।
তা'রে লৈয়া গেলা কৃষ্ণ করিয়া সংহতি॥ ১৬॥
দোঁহার চরণ চিহ্ন গোপী অন্বেষণে।
সব গোপী খুঁজিয়া ভ্রমে বনে বনে॥ ১৭॥
কৃষ্ণের চলন, হাস্য, নিরীক্ষণ, বাণী।
সমরি সমরি কান্দয়ে উচ্চে গোপিনী॥ ১৮॥
রাস-রস বিহার সে ভাবিয়া যুবতী।
বনে ভ্রমে অনুরাগে অতি দুঃখমতি॥ ১৯॥
অশ্বত্থ সে কুরুবক অশোকের বনে।
নাগ পুন্নাগ চম্পক তুলসী-বিপিনে॥ ২০॥
পুঁছিলেন এ পথে দেখিলে প্রাণনাথে।
আমা সবা ছাড়ি গেলা করিয়া অনাথে॥ ২১॥
মল্লিকা মালতী জাতি যুথী বনে বনে।
কহে সবে এ পথে দেখিলা নারায়ণে॥ ২২॥
আম্রবনে গিয়া গোপা পুছে জনে জনে।
পিয়াল, পনস, অশন, দাড়িম্ব বনে॥ ২৩॥
দেখিলা এ পথে যেতে নন্দের নন্দনে।
পুঁছিয়ে দেখিল পথে কৃষ্ণ প্রাণধনে॥ ২৪॥
জম্বু, বেল, কদম্ব, বকুল বনে বনে।
যমুনার কূলে গোপী খুঁজে বনে বনে॥ ২৫॥
সবারে পুছয় গোপী কৃষ্ণ কোথা গেলা।
কহে সবে দেখিলা কি মোর নন্দবালা॥ ২৬॥
কহিতে কহিতে গোপী হরিল চেতন।
তদাত্মিকা হৈয়া খোঁজে সব গোপীগণ॥ ২৭॥
যত লীলা ব্রজেতে করিলা ভগবান্।
সেই লীলা করে গোপী কৃষ্ণময় জ্ঞান॥ ২৮॥
কেহ বলে পূতনারে করিনু বিনাশ।
কোন গোপা স্তন খায় করি দৃঢ় গ্রাস॥ ২৯॥
শকট-ভঞ্জন কৈলু বলে কোন জন।
ভুমিতে লুঠিয়া কান্দে কোন গোপীজন॥ ৩০॥
কেহ বলে তৃণাবর্ত্ত করিলুঁ সংহার।
কেহ বলে বিনাশিনু বকা দুরাচার॥ ৩১

মুই কৃষ্ণ বলি বলে কোন গোপীজন।
বেণু স্ফুরে মন্দস্মিত মন্থর গমন ॥ ৩২ ॥
কোন গোপী বসন পালটি বাম করে।
সবা ডাকি বলে মুই তুলিলু মন্দরে ॥ ৩৩ ॥
কি করিতে পারে রাজা ইন্দ্র সুরপতি।
মহা ঘোর ঝড় বৃষ্টি যত তা'র শক্তি ॥ ৩৪ ॥
আর গোপী বলে মুই কালিয়দমন।
খল-বিনাশক নাম দুষ্টসংহারণ ॥ ৩৫ ॥
আর গোপী মুখে কর দিয়া সবা ডাকে।
দাবাগ্নি বিনাশ কৈনু দেখহ প্রত্যেকে * ॥ ৩৬ ॥
এক গোপী কটিতে বসন বাঁধি ডাকে।
যমলার্জ্জুন ভগ্ন করিনু কৌতুকে ॥ ৩৭ ॥
কেহ বলে ধন্য সেই গোপীর জীবন।
যাঁরে লৈঞা প্রাণনাথ করিল গমন ॥ ৩৮ ॥
কৃষ্ণের চরণ পাশে সে গোপীচরণ।
ধন্য গোপী বশ কৈল নন্দের নন্দন ॥ ৩৯ ॥
যে চরণ হৃদে লক্ষ্মী ধরে অনুক্ষণ।
একান্তে রমিল গোপী দেব-নারায়ণ ॥ ৪০ ॥
হেনরূপে কৃষ্ণলীলা অন্বেষণ করি।
বনে বনে ভ্রমি বুলে যত গোপনারী ॥ ৪১ ॥
হেন কালে যে গোপীরে কৃষ্ণ ল'য়ে গেলা।
মর্ম্মকথা মনে করি কৃষ্ণেরে বলিলা ॥ ৪২ ॥
চলিতে না পারি আমি শুন নারায়ণ।
কৃষ্ণ কহে কান্ধে বৈস ওহে গোপীজন ॥ ৪৩ ॥
কতদূর গিয়া কৃষ্ণ কৈল অন্তর্দ্ধান।
মুখ মাড়ি গোপিকা পড়িল সেই স্থান ॥ ৪৪ ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে কৃষ্ণনাম লৈয়া।
কান্দনা শুনিয়া সবে মিলেন আসিয়া ॥ ৪৫ ॥
কায়মনোবাক্যে গোপী তদাত্মিকা হৈয়া।
কৃষ্ণগুণ গায়েন সে স্মরণ করিয়া ॥ ৪৬ ॥
হেনরূপে শিশু সব নানা কৌতুকে।
ভাগবত-অনুক্রমে লীলা একে একে ॥ ৪৭ ॥
সেই গতি সেই ভঙ্গী সেই আচরণ।
অঙ্গভঙ্গী দেখায়েন অতি বিলক্ষণ ॥ ৪৮ ॥
বড়ই প্রবীণ নৃত্যে সব শিশুগণ।
দেখি চমৎকার লাগে সব সভাজন ॥ ৪৯ ॥
যত লীলা কৃষ্ণ গোপী কৈল রাসরসে।
শিশুগণ সব করে অশেষ-বিশেষে ॥ ৫০ ॥
সবে বলে সাক্ষাত হইলা বৃন্দাবন।
নারায়ণ-অংশে জন্ম অচ্যুত-নন্দন ॥ ৫১ ॥
ধন্য ভাগ্য পৃথিবীর ধন্য এই স্থান।
যাতে রসিকেন্দ্রচন্দ্র করিলা বিশ্রাম ॥ ৫২ ॥
হেনকালে গৃহ হৈতে রসিকেন্দ্রচন্দ্র।
রাসস্থলে বিজে কৈল মনের আনন্দ ॥ ৫৩ ॥
হেনকালে গোক্ষুর একই নাগ ছিলা।
রসিক-চরণে সেই সরপ দংশিলা ॥ ৫৪ ॥
মহাতেজে দংশন করিল দুষ্টবর।
দুই দন্ত ভাঙ্গি রহে মাংসের ভিতর ॥ ৫৫ ॥
রক্তধারা বহিবারে লাগিল চরণে।
চমৎকার হৈয়া কৈল কৃষ্ণ-সঙরণে ॥ ৫৬ ॥
দেউটী আনিয়া দেখে সহচরগণ।
মনুষ্য-গহলে সর্প ছাড়িলা জীবন ॥ ৫৭ ॥
সমুচ্চয় নাহি লোক চরণের ঘাতে।
ধূলি হৈয়া সর্প দেহ গেলা চারিভিতে ॥ ৫৮ ॥
রাসস্থলে গেলা রসিকেন্দ্র মহাশয়।
কাহারে না কহে কিছু বিষ তেজোময় ॥ ৫৯ ॥
রাসস্থলে মহানন্দে রহে কৃষ্ণ-সুখে।
চারি পরহর গেলা নাহি কোন দুঃখে ॥ ৬০ ॥
চির নিশি আনন্দিত রাস দরশনে।
নৃত্য গীতে বিহরেন অচ্যুত-নন্দনে ॥ ৬১ ॥
বিহানে দেখিল সবে চরণ উপরে।
দুই দন্ত আছে রক্ত বহে অনিবারে ॥ ৬২ ॥
খসাইলা দন্ত সবে করিয়া যতন।
রসিকের লীলা চমৎকার ত্রিভুবন ॥ ৬৩ ॥
ঝাড়িতে না দিল কা'রে বিষ হৈল নাশ।
চমৎকার সবে দেখি রসিক-প্রকাশ ॥ ৬৪ ॥

* প্রত্যক্ষে—পাঠান্তর।

রসিক-মহিমা কিছু কহন না যায়।
নারায়ণ-অংশ বলি সব জন গায় ॥ ৬৫ ॥
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ব বন্ধুগণ।
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণপ্রেমভক্তিধন ॥ ৬৬ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পশ্চিম-বিভাগে রাসযাত্রা-
বর্ণন-নাম চতুর্থ-লহরী সম্পূর্ণা।

পঞ্চম-লহরী

রাগ—কাফি ভাটিয়ারি।

ঘোষা। ঝুরেরে প্রাণ শ্যামবন্ধু লাগিয়া ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ ভুবনবিদিত।
কৃপা কর অনুক্ষণ গাইব চরিত ॥ ১ ॥
হেনমতে রাসলীলা করে রসিকেন্দ্র।
দেখি আনন্দে মগন দেব-নরবৃন্দ ॥ ২ ॥
শ্রীভাগবত-লীলা করেন শিশুগণে।
তেন অঙ্গভঙ্গী যেন নৃত্যে গোপীগণে ॥ ৩ ॥
সেই সব কথা কহে বিলাপ করিয়া।
মোহ পায় সব জন সে নৃত্য দেখিয়া ॥ ৪ ॥
কৃষ্ণেরে না পেয়ে গোপী করে অভিমান।
সেই অঙ্গ ধরি শিশু করয়ে বাখান ॥ ৫ ॥
সবায়েরে পুছে গোপী কৃষ্ণ কোথা গেলা।
উদ্দেশ না পেয়ে বহু বিলাপ করিলা ॥ ৬ ॥
বাল্য হৈতে যতগুণ করিলা কানাই।
সঙরিয়া কান্দে গোপী কারো জ্ঞান নাই ॥ ৭ ॥
বিষজল হৈতে আমা রাখিল গোপাল।
ব্যাল রাক্ষস বৃষ্টি পবন দুর্ব্বার ॥ ৮ ॥
যণ্ডাসুর স্থানে তুমি রাখিলে সবারে।
যশোদানন্দন নহ অখিল ঈশ্বরে ॥ ৯ ॥
অখিলের আত্মা তুমি দেব ভগবান্।
এ বিশ্ব সংসারে সাধুজন-পরিত্রাণ ॥ ১০ ॥
ব্রজবধূজনের আরত কর নাশ।
চন্দ্রবদন তোমা দেখাহ পীতবাস ॥ ১১ ॥
হেনরূপে বিলাপ করিয়া নানারূপে।
ব্রজবধূ বিলাপ করিলা সে স্বরূপে ॥ ১২ ॥
একে একে সব লীলা করে শিশুগণ।
দেখি চমৎকার লাগে নর-নারীগণ ॥ ১৩ ॥
কৃষ্ণে গোপী নিবেদন কৈল যতরূপে।
শিশু সব সেই লীলা দেখায় স্বরূপে ॥ ১৪ ॥
ক্ষণেক এ সব লীলা করিয়া কৌতুকে।
গোপীগণে সনতুষ্ট করিলা অতিরেকে ॥ ১৫ ॥
দরশন দেন কৃষ্ণ অখিলের প্রাণ।
দেখিয়া কৃষ্ণেরে গোপী পাইলা পরাণ ॥ ১৬ ॥
কেহ করে কর ধরি কেহ বাহে বাহু।
চর্ব্বিত তাম্বূল মাগে কেহ হাস্য লহু ॥ ১৭ ॥
কা'রে বশ কৈল কুচে দিয়া নখরেখে।
কা'রে বশ কৈল ভুরু চাহনি বিশিখে ॥ ১৮ ॥
অধর দংশন দিয়া কেহ দূরে রহে।
কেহ আলিঙ্গন দেই পরম সেনেহে ॥ ১৯ ॥
হেনমতে সবার পূরিল অভিলাষ।
অভিমান ছলে কিছু করিল প্রকাশ ॥ ২০ ॥
শুনিয়া চাতুর্য্যবাণী ভকত-বৎসল।
গোপীর সংশয় দূর করিল সকল ॥ ২১ ॥
সদয় হইয়া কহে গোপিকা-রমণ।
তোমা সবা কুটিলতা না ছাড় কখন ॥ ২২ ॥
সতত তোমার সঙ্গে থাকিহে কৌতুকে।
নিজ প্রিয় তোমা সবে কহিলুঁ স্বরূপে ॥ ২৩ ॥
হেনরূপে সন্তোষ করিয়া গোপীগণে।
রাস আরম্ভিলা প্রভু কমললোচনে ॥ ২৪ ॥
পুলিন সুন্দর কুঞ্জ যমুনার কূলে।
ফুল তুলি মালা গাঁথি সাজা'ল গোপালে ॥ ২৫ ॥

হেনরূপে রাসলীলা করে ভগবান্।
এক এক গোপী এক কৃষ্ণ গুণধাম ॥ ২৬ ॥
কোন গোপী বশ করে মধুর বচনে।
কোন গোপী বশ করে মধুর গায়নে ॥ ২৭ ॥
কোন গোপী বশ করে সঙ্গীত রসালে।
কোন গোপী নৃত্যে বশ করে দামোদরে ॥ ২৮ ॥
চাহনি ভঙ্গীতে বশ করে কোন বালা।
হেনরূপে শিশু সব করে নানা খেলা ॥ ২৯ ॥
কর ধরাধরি শিশু ফিরে ঘনে ঘনে।
কিঙ্কিণী মঞ্জীর শব্দ করয়ে সঘনে ॥ ৩০ ॥
অতি বিচক্ষণ নৃত্য করে শিশুগণ।
সেই লীলা করে ভাগবত অনুক্রম ॥ ৩১ ॥
পদন্যাস অঙ্গভঙ্গী কহন না যায়।
শিশু নৃত্য দেখি সব লোক মোহ পায় ॥ ৩২ ॥
নানা যন্ত্র নানা বাদ্য করি এক তান।
নৃত্য গীত অঙ্গভঙ্গী সুমধুর গান ॥ ৩৩ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল হইল জয় জয়।
স্বর্গে থাকি দেবগণ পুষ্প বরিষয় ॥ ৩৪ ॥
অর্দ্ধস্বর্গে দুন্দুভি বাজয়ে ঘনে ঘনে।
রাসমহানন্দে মজিল সকল জনে ॥ ৩৫ ॥
হেনমতে রাসযাত্রা করিল প্রচার।
চমৎকার লীলা করে অচ্যুত-কুমার ॥ ৩৬ ॥
বৃন্দাবনের বৈভব কৃষ্ণ-প্রেম-লীলা।
দৃগ্গোচর করাইল অচ্যুতের বালা ॥ ৩৭ ॥
দেখিয়া সকল লোক আনন্দে পাথার।
সবে বলে রসিকেন্দ্র অংশ-অবতার ॥ ৩৮ ॥
হেনমতে রাস কৈল মধুর যামিনী।
আর দিনে রাস করিবারে অনুমানি ॥ ৩৯ ॥
বহুলোক দেখি সব কৈল নিবেদন।
আজিহ করাহ রাস অচ্যুত-নন্দন ॥ ৪০ ॥
মনে নাহি লয় তবু সবার বচনে।
আজ্ঞা দিল বেশ কর সব শিশুগণে ॥ ৪১ ॥
আজ্ঞা পাঞা সবা বেশ করিল যতনে।
হেনকালে ঘোর মেঘ আচ্ছাদে গগনে ॥ ৪২ ॥
সন্ধ্যাতে করিল বৃষ্টি মহা ঘোর নাদে।
পৃথ্বী থরহর কাঁপে মেঘের শবদে ॥ ৪৩ ॥
বজ্রাঘাত ঝড় বৃষ্টি বহে দুরবার।
চতুর্থ প্রহর বৃষ্টি হৈল অনিবার ॥ ৪৪ ॥
তবে আজ্ঞা করিলেন শ্যামানন্দ রায়।
একরাত্রি প্রমাণ সে আর না যোগায় ॥ ৪৫ ॥
সেই বাক্য সবাই করিল পরমাণ।
দধিকাদা আরম্ভিল তাহার বিহান ॥ ৪৬ ॥
শত শত হাণ্ডী দধি হরিদ্রা সহিতে।
ফাগু চুয়া চন্দন ঢালেন অপ্রমিতে ॥ ৪৭ ॥
নানা ভান্তি পুষ্প মালা আনিয়া সত্বরে।
রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি দধি কাদা করে ॥ ৪৮ ॥
কস্তুরি কুঙ্কুম অরগজা সে কেশর।
শত শত জন হাঁড়ী পুরি লয়ে কর ॥ ৪৯ ॥
কেহ দধি হরিদ্রা কেহ সে চন্দন।
কেহ ফুল তৈল চুয়া শত শত জন ॥ ৫০ ॥
সুগন্ধি পুষ্পের মালা দেয় শত জন।
মালা চন্দনাদি সবা করিল ভুষণ ॥ ৫১ ॥
শত শত সম্প্রদায় করয়ে কীর্ত্তন।
মৃদঙ্গ দুন্দুভি শব্দ পরশে গগন ॥ ৫২ ॥
জয় জয় হরিধ্বনি আনন্দে চহল।
বৈকুণ্ঠের শোভা হৈল অবনিমণ্ডল ॥ ৫৩ ॥
বাজনা দুন্দুভিনাদ অতি ঘোরতর।
অপ্রমিত লোক রবে পৃথ্বী টলমল ॥ ৫৪ ॥
সমুচ্চয় নাহি লোক ঘন হরিধ্বনি।
শিঙ্গা বেণু বিশান নানাবাদ্য শুনি ॥ ৫৫ ॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ প্রভু করিলেন নৃত্য।
তৃতীয় প্রহর হৈল, সবে চমকিত ॥ ৫৬ ॥
হেনমতে দধিকাদা দিল সর্ব্ব অঙ্গে।
সবে হাত ধরাধরি নাচে নানারঙ্গে ॥ ৫৭ ॥
রাস-রসানন্দে গেলা চতুর্থ প্রহর।
সন্ধ্যাতে কৈলা পূরণ রসিকেন্দ্রবর ॥ ৫৮ ॥
সংকীর্ত্তন পূর্ণ করি রসিকেন্দ্র রায়।
দণ্ডবত কায় ক্ষিতি শ্যামানন্দ পায় ॥ ৫৯ ॥
তবে হৃদয়ানন্দেরে করিলা প্রণাম।
সর্ব্ব গুরুজনেরে বন্দিল গুণধাম ॥ ৬০ ॥
সকল বৈষ্ণব সনে করিল সম্ভাষ।
সঙ্গীগণে কোলে কৈল হইয়া উল্লাস ॥ ৬১ ॥

শিষ্য অনুশিষ্য আর ভৃত্য শিষ্যগণে।
তবে রসিকেন্দ্র কোলে কৈল সর্ব্বজনে ॥ ৬২ ॥
দণ্ডবত কোলাকোলি করিয়া কৌতুকে।
জলকেলি করিবারে গেলেন রসিকে ॥ ৬৩ ॥
সুবর্ণরেখার জল নির্ম্মল গভীর।
পুলিন সুন্দর কুঞ্জ শোভে দুই তীর ॥ ৬৪ ॥
সেই জলে প্রবেশিল রসিকেন্দ্র রায়।
একে আরে জল দেয় হাতাহাতি গায় ॥ ৬৫ ॥
ক্ষণে জলকেলি করি' আইলা সত্বরে।
ভোজনাদি করাইল সব বৈষ্ণবেরে ॥ ৬৬ ॥
চিরিলেন সহস্র সহস্র কৌউপিনী।
সমূহ বৈষ্ণবে দিয়া করিল মেলানী ॥ ৬৭ ॥
নিশ্চলে করিল পূজা সব গুরুজনে।
টঙ্কা সোনা চন্দনাদি বস্ত্র আভরণে ॥ ৬৮ ॥
তবে ত' করিল পূজা ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী।
রাজা প্রজা বিদায় করিল ব্রজবাসী ॥ ৬৯ ॥
সম্প্রদা সকলে দিল বস্ত্র আভরণ।
তবে রসিকেন্দ্র পূজিলেন আত্মগণ ॥ ৭০ ॥
নৃত্যকারী শিশুগণে করিল বিদায়।
বস্ত্র আভরণ অলঙ্কার দিল গায় ॥ ৭১ ॥
যেই যেন যোগ্য তেন করিল বিদায়।
রসিকের গুণ যশঃ গাঞা সবে যায় ॥ ৭২ ॥
সর্ব্ব মোহান্ত বৈষ্ণব গেলা যথাস্থানে।
রসিকের যশঃকীর্ত্তি ভাবি' মনে মনে ॥ ৭৩ ॥
সবে বলে হেন যাত্রা কভু নাহি দেখি।
রসিক মনুষ্য নহে কৃষ্ণচন্দ্র সাক্ষী ॥ ৭৪ ॥
শতমুখে কহিলেও কহা নাহি যায়।
হেন যাত্রা পৃথিবীতে করিল উদয় ॥ ৭৫ ॥
ধন্য ধন্য রসিকেন্দ্র ধন্য মাতা পিতা।
অবনিমণ্ডল ধন্য যাহে হেন যাত্রা ॥ ৭৬ ॥
হেন যাত্রা রসিকেন্দ্র করিল প্রচার।
যা'র দরশনে নর হইলা উদ্ধার ॥ ৭৭ ॥
হেনমতে রসিকেন্দ্র অবনিমণ্ডলে।
কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি দিল সব ঘরে ঘরে ॥ ৭৮ ॥
দিনে দিনে কৃষ্ণভক্তি অধিক উদয়।
কোটি কোটি উদ্ধারিল অচ্যুত-তনয় ॥ ৭৯ ॥
সর্ব্বগুণে গুণধর রসিকেন্দ্রচন্দ্র।
যাঁহার মহিমা গায় দেব নরবৃন্দ ॥ ৮০ ॥
সে মহিমা গাইবারে কিবা শক্তি মোর।
হৃদে থাকি যেবা বলে অচ্যুত-কুঙর ॥ ৮১ ॥
সেই অনুসারে কিছু করিলুঁ বর্ণন।
রসিক-মঙ্গল শুন সর্ব্ব সাধুগণ ॥ ৮২ ॥
সংক্ষেপে করিল কিছু রাসের প্রচার।
শুনিয়া সকল লোক তর কলিকাল ॥ ৮৩ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পশ্চিম-বিভাগে রাসলীলা-সমাপন-নাম পঞ্চম-লহরী সম্পূর্ণা।

ষষ্ঠ-লহরী

রাগ বরাড়ী—ছন্দ পাঁচালি

জয় জয় শ্যামানন্দ, সবার পরমানন্দ,
অখিল ভুবন সুখদাতা।
রসিকের বড় রাস, জগতে হৈলা প্রকাশ,
ত্রিভুবনে সর্ব্বজন-খ্যাতা ॥ ১ ॥
সবারে করি' বিদায়, তবে শ্যামানন্দ রায়,
কত দিন রহিলা সে গ্রামে।
শ্রীমূর্ত্তি অধিক করি' পূজে রসিক মুরারি,
সেবা বিনে আন নাহি জানে ॥ ২ ॥
পতি পত্নী গোষ্ঠী জন, শ্যামানন্দ-শ্রীচরণ,
দৃঢ়ভাবে করয়ে সেবন।

শ্যামানন্দ-স্থানে যবে, বৈসেন রসিকদেবে,
চরণেতে ঢাকিয়া বসন ॥ ৩ ॥
হেট মাথে লজ্জাভরে, লহু হাস্য সুমধুরে,
কা'র সনে কথা নাহি বলে।
শ্যামানন্দ-শ্রীচরণে, দিয়া দুই শ্রীনয়নে,
অঙ্গ ভাসে লোহের হিল্লোলে ॥ ৪ ॥
করি' আত্মনিবেদন, রহে অচ্যুত-নন্দন,
গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য শিরোমণি।
যবে শ্যামানন্দ বলে, কৃষ্ণ-কথা কুতূহলে,
কহ বাছা সবারে বাখানি ॥ ৫ ॥
লজ্জায় কাতর হৈয়া, মন্দ মধুর হাসিয়া,
ধীরে ধীরে কহে বোল খানি।
কেহ যেন নাহি শুনে, কহে মধুর বচনে,
পাষাণ দ্রবয়ে তাহা শুনি' ॥ ৬ ॥
একমুখে লাগে কথা, আরে লজ্জা হেটমাথা,
সঙ্কুচিত শ্যামানন্দ-স্থানে।
জানি' শ্যামানন্দ রায়, কোন ছলে উঠি যায়,
আজ্ঞা করি অচ্যুত-নন্দনে ॥ ৭ ॥
আজ্ঞা পাঞা শ্যামাপতি, শুক ব্যাস বৃহস্পতি,
মহাতেজে সভাতে বসিয়া।
কৃষ্ণকথা কহে রঙ্গে, এক অর্থ নানাছন্দে,
কৃষ্ণপ্রেমে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ৮ ॥
রসিকের বাণী শুনি', বৃহস্পতি হয় তূণি,
সভাজনে লাগে চমৎকার।
সুপণ্ডিত সবে বলে, ব্যর্থ পড়ি এতকালে,
রসিক যে কহে সারোদ্ধার ॥ ৯ ॥
রসিক যে কহে তত্ত্ব, ব্যাস শুক অভিমত,
থাপিয়া সে স্বামীর সম্মতি।
বেদ শাস্ত্র ভাগবত, পুরাণাদি আছে যত,
সবে কহে কৃষ্ণে দেহ মতি ॥ ১০ ॥
হেন বলি' রসিকেন্দ্র, প্রশংসে পণ্ডিতবৃন্দ,
সবে কৈল সেই আচরণ।
হূন পুলিন্দ আদি, ম্লেচ্ছান্ত্যজ পুকশাদি,
সবে হৈলা কৃষ্ণের শরণ ॥ ১১ ॥
হেনরূপে কত দিনে, শ্যামানন্দ সেই স্থানে,
রহিলেন পরম আনন্দে
হেনকালে রঘুনাথ, পাঠাইল এক ভ্রাত,
কহে সবে চরণারবিন্দে ॥ ১২ ॥
ভ্রাতা কহে প্রভু-স্থানে, শ্রীরাধানগর গ্রামে,
যবন সে করিল পীড়ন।
শীঘ্র বিজে হবে তথা, বিচারিবে সব কথা,
শুনি প্রভু সব বিবরণ ॥ ১৩ ॥
শুনিয়া উচাট মন, সঙ্গে অচ্যুত-নন্দন,
বিজে কৈল শ্যামানন্দ রায়।
বড় ত্বরিতে আইলা, ধারন্দাতে প্রবেশিলা,
উতরিলা গৃহে রসময় ॥ ১৪ ॥
প্রভু কহে বংশী শুন, ত্বরিতে সবারে আন,
রঘুনাথ পট্টনায়েকেরে।
আজ্ঞা পাঞা বংশীদাস, প্রবেশিলা সবা পাশ,
সবাকারে আনিল সত্বরে ॥ ১৫ ॥
সবে শ্যামানন্দ-স্থানে, বন্দিলেন শ্রীচরণে,
কহিল সকল সমাচার।
শুন প্রভু সাবধানে, কহি সব বিবরণে,
গ্রাম হরিল দুরাচার ॥ ১৬ ॥
দশ বিশ কার্ষ্ণজন, ত্বরিতে কর গমন,
আহম্মদ বেগ সুবা স্থানে।
তবে নিরুপদ্রবে, সে গ্রাম ভোগ করিবে,
নিশ্চয় কহি তোমা চরণে ॥ ১৭ ॥
শুনি শ্যামানন্দ রায়, রসিকের মুখ চায়,
ইঙ্গিত বুঝেন রসিকেন্দ্র।
আজ্ঞা হোউ প্রভু মোরে, বানপুর যাইবারে,
সঙ্গে দেহ অনুচরবৃন্দ ॥ ১৮ ॥
শুনিয়া রসিক-কথা, শ্যামানন্দ আনন্দিতা,
সঙ্গে দিল সর্ব্ব সহচরে।
সঙ্গীত-সাহিত্য যত, আপনার মনোমত,
সঙ্গেতে দিল দাস বংশীরে ॥ ১৯ ॥
শুভ অনুকূল কৈলা, কত দূর গিয়া রৈলা,
বাণপুরে করিলা গমন।
শ্যামানন্দ-শ্রীচরণ, মাথায় করি' ভূষণ,
গায় রসময়ের নন্দন ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পশ্চিম-বিভাগে বানপুরোদ্দেশ্যে
গমন-নাম ষষ্ঠ-লহরী সম্পূর্ণা।

সপ্তম-লহরী

রাগ—মোল্লার।

ঘোষা। দৈত্যদলন দৈত্যারি।

জয় যদুনন্দন, ত্রিভুবন-বন্দন,
দুর্জ্জয় অসুর-সংহারী ॥—

জয় জয় শ্যামানন্দ করুণানিধান।
হেনকালে রসিকেন্দ্র করিল প্রয়াণ ॥ ১ ॥
মহামত্ত কৃষ্ণানন্দে অঙ্গ জর জর।
নয়নের জলে ভিজে সর্ব্ব কলেবর ॥ ২ ॥
নিরবধি কৃষ্ণকথা কথোপকথনে।
পথে ঘাটে নিরবধি কৃষ্ণ অন্বেষণে ॥ ৩ ॥
এক তিল কৃষ্ণ বিনা নাহি জানে আন।
শয়ন ভোজন নিদ্রা সদা কৃষ্ণধ্যান ॥ ৪ ॥
পথশ্রমে যেইখানে এক তিল বৈসে।
দেখিবারে সহস্র সহস্র লোক আইসে ॥ ৫ ॥
দেখিয়া মধুর রূপ আপনা পাসরে।
শ্রীমুখের বাণী শুনি আনন্দ অন্তরে ॥ ৬ ॥
আধ আধ কথাখানি অমৃত সমান।
শুনিয়া সকল লোক জুড়ায় পরাণ ॥ ৭ ॥
সে কথা শুনিবা মাত্র তিন তাপ হরে।
অনন্যশরণ হ'য়ে কৃষ্ণে ভক্তি করে ॥ ৮ ॥
প্রেমময় মূর্ত্তি হয় রসিক-পরশে।
লক্ষ লক্ষ শিষ্য হয় দিবসে দিবসে ॥ ৯ ॥
কোন স্থানে করে স্থিতি কোন স্থানে স্নান।
কোনখানে ভোজনাদি, না করে বিশ্রাম ॥ ১০ ॥
তবে লক্ষ লক্ষ লোক পথেতে যাইতে।
দুই দিন না রহেন গুরু-আজ্ঞামতে ॥ ১১ ॥
গ্রামে গ্রামে অনেক হইল শিষ্যগণ।
অনু-শিষ্য ভৃত্য-শিষ্য না যায় কথন ॥ ১২ ॥
রসিকের শিষ্য রামকৃষ্ণ দিনশ্যাম।
দোঁহে অতি বড় প্রেমভক্তির নিধান ॥ ১৩ ॥
শুদ্ধ অন্তঃকরণ দেখিয়া সে দোঁহার।
আজ্ঞা কৈল রসিক-শেখর বারেবার ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বজনে কর দোঁহে হরিনাম দান।
দীন হীন আচণ্ডাল কর পরিত্রাণ ॥ ১৫ ॥
সর্ব্ব রাজা প্রজাগণে দেহ হরিনাম।
বনভূমি সবাকারে প্রেমভক্তি দান ॥ ১৬ ॥
আমারে মাগিল ভিক্ষা শ্যামানন্দ রায়।
জীব পরিত্রাণ কর আমার আজ্ঞায় ॥ ১৭ ॥
সেইমত দোঁহা স্থানে ভিক্ষা মাগি আমি।
উৎকলে সবারে হরিনাম দেহ তুমি ॥ ১৮ ॥
শুনি' দণ্ডবত দোঁহে পড়িলা চরণে।
মুই কোন ছার শক্তি অচ্যুত-নন্দনে ॥ ১৯ ॥
পূর্ব্বে শ্যামানন্দ-আজ্ঞা এ দোঁহার প্রতি।
যা'রে পরশিবে তা'র হবে বিষ্ণুভক্তি ॥ ২০ ॥
সেই আজ্ঞায় এদোঁহা দরশ-পরশে।
কোটি কোটি শিষ্য হৈলা বনভূমি দেশে ॥ ২১ ॥
নানা অন্ত্যজ জাতি সব হৈলা উদ্ধার।
সাধু-সেবা বিনা তা'রা নাহি জানে আর ॥ ২২ ॥
গুরুসেবা কৃষ্ণসেবা দ্বিজসেবা করে।
অনন্যশরণ সবে কৃষ্ণের কিঙ্করে ॥ ২৩ ॥
হেনমতে রসিকেন্দ্র কহে শিষ্যগণে।
যথায় যে যাহা দেহ সবা হরিনামে ॥ ২৪ ॥
বংশীদাসে আজ্ঞা কৈলেন রসিকেন্দ্র।
হরিনাম দিয়া শিষ্য কর বৃন্দ বৃন্দ ॥ ২৫ ॥
হেনরূপে কতদিন রসিকমুরারি।
খেলি খেলি উতরিলা গিয়া বাণপুরী ॥ ২৬ ॥
তা'র বিবরণ কহি শুন সর্ব্বজন।
আহম্মদ বেগ বড় দুষ্ট সে যবন ॥ ২৭ ॥
উড়িষ্যা দেশেতে যত রাজা ভুঞা বৈসে।
সবাকার ঘরদ্বার ভাঙ্গিল বিশেষে ॥ ২৮ ॥
ঘর বাড়ী ভাঙ্গিল কাটিল সব বন।
সবাকারে সঙ্গে ধরি' লইল যবন ॥ ২৯ ॥
বড়ই প্রতাপী দুষ্ট যবন রাজন।
থর হর কাম্পে সব ভুঞা রাজাগণ ॥ ৩০ ॥

সবে সেবা করে সেই বাণপুর স্থানে।
ভয়ে এক দিন যায় যুগের সমানে ॥ ৩১ ॥
প্রতিদিন দুই চারি করে সংহারণ।
অতি বড় দুষ্ট কর্ম্ম করে সে যবন ॥ ৩২ ॥
সবে উৎকণ্ঠিত চিত ভয়েতে ব্যাকুল।
কৃষ্ণ সঙরণ করে মনের ভিতর ॥ ৩৩ ॥
হেনকালে রসিকেন্দ্র প্রবেশ সে গ্রামে।
উতরিল বৈদ্যনাথ রাজার সেখানে ॥ ৩৪ ॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে রাজা চরণে পড়িলা।
চরণ প্রক্ষালি আসনেতে বসাইলা ॥ ৩৫ ॥
কৃষ্ণ-কথামৃত কহে রসিক-শেখর।
শ্রীমুখের বাণী শুনি সবে জর জর ॥ ৩৬ ॥
বড় সুখী হৈলা রাজা রসিক-দর্শনে।
আপনা মন্দিরে বাসা দিল দিব্য স্থানে ॥ ৩৭ ॥
প্রতিদিন সর্ব্ব রাজাগণ যান তথা।
সবাকারে ক'ন প্রভু কৃষ্ণতত্ত্ব-কথা ॥ ৩৮ ॥
অহর্নিশ সে বাসাতে রাজা প্রজা যায়।
অত্যন্ত লোকের ভিড় নাহি সমুচয় ॥ ৩৯ ॥
দেখা দেখি ধায়ে সবে শুনিয়া সত্বরে।
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি দেখিবার তরে ॥ ৪০ ॥
সে মধুর বাণী শুনি' সবাই আনন্দে।
শরণ পশিলা সবে শ্রীরসিকানন্দে ॥ ৪১ ॥
অনন্যশরণ হৈল সব রাজাগণ।
দেখা দেখি আইলা সবার যত জন ॥ ৪২ ॥
হিন্দু-গোষ্ঠী যত তা'র কায়েত করণ।
সবে রসিকেন্দ্র-স্থানে পশিলা শরণ ॥ ৪৩ ॥
অনন্যশরণ হৈলা রসিক-পরশে।
বিষয়ে থাকিয়া সবে মত্ত কৃষ্ণরসে ॥ ৪৪ ॥
টলটল হইলা সে বাণপুর গ্রাম।
সংকীর্ত্তন-রসে নিশি দিশি নাই জান ॥ ৪৫ ॥
নিরবধি সঙ্গীত সাহিত্য করে খেলা।
সর্ব্বজনে প্রেম দিল অচ্যুতের বালা ॥ ৪৬ ॥
যে কার্য্যেতে পাঠাইলা শ্যামানন্দ রায়।
শ্রবণ মাত্রেকে পত্র করায় সবায় ॥ ৪৭ ॥
পত্র পাঠাইয়া দিল শ্যামানন্দ-স্থানে।
কত দিন রসিকেন্দ্র রহিলা সে গ্রামে ॥ ৪৮ ॥

বাণপুরে সুবা সঙ্গে যবনের গণ।
নিতি আসি' রসিকেরে করে দরশন ॥ ৪৯ ॥
একমাত্র সুবা নাহি যায় সেই স্থানে।
রাজা প্রজা হিন্দু আদি যতেক যবনে ॥ ৫০ ॥
সবে প্রতিদিন গিয়া দেখে রসিকেরে।
শত শত যবনাদি শিষ্য হৈল হেলে ॥ ৫১ ॥
মহাযাত্রা হইল সে বাণপুর গ্রামে।
সমুচয় নাহি লোক আইসে নিশি দিনে ॥ ৫২ ॥
জগতীতে বসিয়া থাকেন দুষ্ট সুবা।
দেখিল নয়নে লক্ষ লক্ষ লোক উভা ॥ ৫৩ ॥
নিতি অনুক্ষণে এইমত আসে যায়।
দেখিয়া কোপিল দুষ্ট সবারে শুধায় ॥ ৫৪ ॥
তোমা সবা কোথা যাও কোন্ কার্য্য-অর্থে।
লক্ষ লক্ষ যাও করি' হরিধ্বনি পথে ॥ ৫৫ ॥
শুনিয়া কহেন সব বড় বড় লোক।
শ্রীরসিকমুরারি সে কৃষ্ণের স্বরূপ ॥ ৫৬ ॥
বড়ই মোহান্ত এই উড়িষ্যা ভিতরে।
যাঁ'রে জগন্নাথ কথা কহে নিরন্তরে ॥ ৫৭ ॥
উড়িষ্যাতে বৈসে যত রাজা প্রজাগণে।
সবাই হইলা শিষ্য রসিক-চরণে ॥ ৫৮ ॥
এই যত লোক আছে তোমার সমীপে।
সবাই হইলা শিষ্য রসিকের কাছে ॥ ৫৯ ॥
শত শত যবন হইল শিষ্য তাঁ'র।
মনুষ্য নহেন তিঁহ অংশ-অবতার ॥ ৬০ ॥
বহুরূপে মহিমা কহিল সর্ব্বজনে।
সুবা কহে দেখি তাঁরে আন বিদ্যমানে ॥ ৬১ ॥
অতি বড় দুষ্ট সেই যবন রাজন।
মহিমা শুনিয়া ক্রোধে কহে দুর্ব্বচন ॥ ৬২ ॥
হিন্দুগণে শিষ্য করু তা'র নাহি দায়।
যবনেরে শিষ্য করিবারে না যুয়ায় ॥ ৬৩ ॥
মিথ্যা আড়ম্বরি করে লোক ভাণ্ডিবারে।
চটক নাটক করে দ্রব্য লইবারে ॥ ৬৪ ॥
যবে সে কেরামতি দেখায়েন আমারে।
তবে নারায়ণ বলি' জানিব তাহারে ॥ ৬৫ ॥
দূত পাঠাইলা শীঘ্র আনিতে রসিকেরে।
যবে কেরামতি তিঁহ দেখায়েন আমারে ॥ ৬৬ ॥

পূর্ব্বে কবিরাদি নামে দেব মহাজন।
কেরামতি দেখা'লেন মোহান্তের গণ ॥ ৬৭ ॥
তবে আমি সবা মানি ঈশ্বর-সমানে।
যবে কেরামতি কিছু দেখি এ-নয়নে ॥ ৬৮ ॥
সর্ব্ব হিন্দুরাজাগণ কহিল যবনে।
রসিক-মুরারিদাসে আনহ এখানে ॥ ৬৯ ॥
বড় ভীত হৈল শুনি সব রাজাগণে।
কি কার্য্যে আইলা প্রভু যবনের স্থানে ॥ ৭০ ॥
না জানি কি কেরামতি চাহে দেখিবারে।
না দেখিলে কিবা জানি করে দুরাচারে ॥ ৭১ ॥
চিতে বড় দুঃখ জনমিলা রাজাগণ।
সবাস্থানে শুনিলেন অচ্যুত-নন্দন ॥ ৭২ ॥
আজ্ঞা করিলেন প্রভু যা'ব তা'র স্থানে।
বহুরূপে নিষেধ করিলেন সঙ্গিগণে ॥ ৭৩ ॥
কি কার্য্যে যাইবে প্রভু যবনের স্থানে।
পলাইয়া যাই চল সবে বনে বনে ॥ ৭৪ ॥
প্রাণ লৈয়া যাই চল পলাইয়া ঘরে।
যবনের সঙ্গে কেন এত কি বিচারে ॥ ৭৫ ॥
হেনকালে বাণপুরে প্রতি দিনে দিনে।
অরণ্যের এক গজ করয়ে পীড়নে ॥ ৭৬ ॥
অনেক ভাঙ্গিল ঘর নর-নারীগণে।
বধ করে অশ্ব গজ প্রতি দিনে দিনে ॥ ৭৭ ॥
পথ ঘাট নাহি চলে তার ভয়-ত্রাসে।
সুবা আদি সর্ব্বজন ডরিল বিশেষে ॥ ৭৮ ॥
কিবা রাতি কিবা দিন আসি গজরাজ।
নিতি উপদ্রব করে বাণপুর মাঝ ॥ ৭৯ ॥
সবার বাক্য প্রভু করিলা লঙ্ঘন।
সুবারে দেখিতে শীঘ্র করিল গমন ॥ ৮০ ॥
জগতীতে বসিয়াছে যখন নৃপতি।
সব হিন্দু রাজাগণ বৈসে চারিভিতি ॥ ৮১ ॥
হেনমতে সুবা স্থানে করিলা গমন।
নানারস-বিনোদে চলয়ে সঙ্গীগণ ॥ ৮২ ॥
কৃষ্ণপ্রেমে জর জর আনন্দিত মন।
ইবে রসিক-মহিমা শুন দিয়া মন ॥ ৮৩ ॥

হেনকালে আচম্বিতে সেই গজরাজ।
প্রবেশ হইলা আসি বাণপুর মাঝ ॥ ৮৪ ॥
বনের উন্মত্ত হাতী অতি ভয়ঙ্কর।
প্রচণ্ড বিক্রম দুষ্ট দীর্ঘ কলেবর ॥ ৮৫ ॥
মহামদ-মত্ত হাতী কিছু নাই মানে।
সব ঘর দ্বার ভাঙ্গি করে খানে খানে! ॥ ৮৬ ॥
অতি ঘোরতর নাদ করয়ে সঘনে।
পৃথ্বী থরহর কাম্পে আর মেঘগণে ॥ ৮৭ ॥
নিশ্বাসেতে ধূলি উড়ে গগন-মণ্ডলে।
পদভরে পৃথিবী পশয়ে রসাতলে ॥ ৮৮ ॥
শুণ্ডে ধরি বৃক্ষ সব উপাড়য় বলে।
অশ্বে গজে ধরিয়া মারয়ে কুতূহলে ॥ ৮৯ ॥
অনেক মারিল লোক মত্ত করিবরে।
আস্তে ব্যস্তে সবে পলাইল দেশান্তরে ॥ ৯০ ॥
অট্টালিকা উপরে কেহ কেহ জগতী।
উচ্চ উচ্চ স্থানে গিয়া উঠিলা ত্বরতি ॥ ৯১ ॥
মহাভয়ে কম্পমান বাণপুর সবে।
প্রলয় জানিয়া সবে হইলা উদ্বেগে ॥ ৯২ ॥
সবে বলে রক্ষাকর প্রভু নারায়ণ।
অকারণে প্রাণ হারাইনু সবজন ॥ ৯৩ ॥
হেনরূপে সবাই করেন হাহাকার।
সর্ব্ব মন জানিলেন অচ্যুত-কুমার ॥ ৯৪ ॥
মনে করিলেন আজি রাখিব সবারে।
পরম অনন্য সাধু করিব গজেরে ॥ ৯৫ ॥
হেন অরণ্যের হাতী রসিকের ভৃত্য।
তা'র বিবরণ কহি শুন দিয়া চিত্ত ॥ ৯৬ ॥
শুন শুন রসিকমঙ্গল সর্ব্বজন।
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণপ্রেমভক্তিধন ॥ ৯৭ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিলা রসময়ের নন্দন ॥ ৯৮ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল পশ্চিম-বিভাগে হরিনাম-প্রচার ও বন্যহস্তীর উপদ্রব-বর্ণন-নাম সপ্তম-লহরী সম্পূর্ণা।

অষ্টম-লহরী

রাগ—কৌশিক।

ঘোষা। জয়রে রামকৃষ্ণ মুরারে
ও মুরারে ও মুরারে।

জয় জয় শ্যামানন্দ করুণানিধান।
পরম দয়াল প্রভু জগতের প্রাণ ॥ ১ ॥
হেনকালে দুষ্ট সে যবন-অধিপতি।
জগতীতে বসি' সব আনাইলা নৃপতি ॥ ২ ॥
সব রাজাগণে কহে যবন রাজন।
এই হাতী আজি কৈল সবার পীড়ন ॥ ৩ ॥
অশ্ব গজ মনুষ্য মারিল বহু জন।
কেমনে নিবৃত্ত হয় করহ যতন ॥ ৪ ॥
তবে সে যবন কহে সব রাজাগণে।
রসিকমুরারিদাসে আনহ এখানে ॥ ৫ ॥
সব হিন্দুগণ তাঁরে বলে নারায়ণ।
আজ এই হাতীরে দিবেন হরিনাম ॥ ৬ ॥
যবে হাতী হৈতে উতুরেন মহাশয়।
তবে নারায়ণ বলি' জানিব নিশ্চয় ॥ ৭ ॥
শুনিয়া সকল লোক চমকিত হৈলা।
সবাকার চিতে বড় দুঃখ জনমিলা ॥ ৮ ॥
সবে বলে আজি তবে হৈল সর্ব্বনাশ।
কি কার্য্যে আইলা প্রভু এ দুষ্টের পাশ ॥ ৯ ॥
সবাই করিল মনে কৃষ্ণ-সঙরণ।
কাহার দেহেতে প্রাণ নাই রাজাগণ ॥ ১০ ॥
হেনকালে রসিক শুনিয়া এই কথা।
আজ্ঞা কৈল সুবা-স্থানে যাইব সর্ব্বথা ॥ ১১ ॥
যবে নিশ্চে আশ্রয় করিয়ে কৃষ্ণপতি।
তবে কি করিতে পারে অরণ্যের হাতী ॥ ১২ ॥
সুবারে দেখিতে প্রভু করিলা গমন।
সজল নয়নে করে কৃষ্ণ-সঙরণ ॥ ১৩ ॥
পরবেশ হৈলা প্রভু গ্রামের সমীপে।
দেখিলেন মদ-মত্ত করি আসে পথে ॥ ১৪ ॥
সন্নিকটে পায় যারে করে প্রাণনাশ।
দুরন্ত দেখিয়া কেহ নাহি আসে পাশ ॥ ১৫ ॥
গর্জ্জন শুনিয়া অতি ঘোরতর নাদ।
বাণপুর দেশে কিবা ঘটিলা প্রমাদ ॥ ১৬ ॥
দেখিল পথেতে আসে পর্ব্বত সমান।
ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া করিল খান খান ॥ ১৭ ॥
বহু লোক অশ্ব মারে বিক্রমী কেশরী।
শুণ্ড ফিরাইয়া মত্ত যায় ধীরি ধীরি ॥ ১৮ ॥
পলাইয়া যায় সর্ব্বজন তা'র ডরে।
আজি হাতী বহু জন করিল সংহারে ॥ ১৯ ॥
হেনকালে রসিক আইসে সেই পথে।
ত্বরিতে দুরন্ত আসি' করিল সাক্ষাতে ॥ ২০ ॥
দেখি' সঙ্গীগণ ভয়ে কহে রসিকেরে।
পলাইয়া যাই চল নগর-ভিতরে ॥ ২১ ॥
বড়ই দুরন্ত হাতী কহন না যায়।
একতিলে সবা প্রাণ লৈবে এক ঠাঁয় ॥ ২২ ॥
কাহারো বচন প্রভু না শুনিলেন কর্ণে।
দাণ্ডাইয়া করে কৃষ্ণনাম সঙরণে ॥ ২৩ ॥
পলাইলা সঙ্গীগণে প্রাণের বিকলে।
উঠু পড়ু হঞা গেলা সবে তেপান্তরে ॥ ২৪ ॥
একলা রহিলা প্রভু আনন্দিত মনে।
না সঙ্কোচ নাহি ভয় লয় হরিনামে ॥ ২৫ ॥
জগতীতে থাকি' দেখে দুরন্ত যবন।
মনে সঙরণ করে রক্ষ নারায়ণ ॥ ২৬ ॥
অকারণে সাধুজনে আনাইলুঁ হেথা।
সাধু-বধভাগী হৈনু জানিনু সর্ব্বথা ॥ ২৭ ॥
এ দুরন্ত হাতে ঠেকিলেন মহাশয়।
আজ কৃষ্ণ-প্রতিজ্ঞা সে জানিব নিশ্চয় ॥ ২৮ ॥
মনে মনে করে সেই যবন রাজন।
ব্যাকুল হইয়া সর্ব্ব হিন্দু-রাজাগণ ॥ ২৯ ॥
অতি বড় দুষ্ট এই যবন রাজন।
হঠ করি' আনাইলা অচ্যুত-নন্দন ॥ ৩০ ॥

বড়ই প্রতাপী দুষ্ট দুরন্ত কুঞ্জর।
কৃষ্ণ-সঙরণ করে মনের ভিতর ॥ ৩১ ॥
এক আরে রোদন করয়ে জনে জনে।
তা দেখিয়া সঙ্গীগণ না ধরে পরাণে ॥ ৩২ ॥
আনন্দিত মনে প্রভু সজল নয়নে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সুমরণ করে ঘনে ঘনে ॥ ৩৩ ॥
সনমুখ হৈল যবে মত্ত করিবর।
নয়নে দেখিল হাতী রসিক সুন্দর ॥ ৩৪ ॥
রসিকে দেখিয়া হাতী দাঁড়ায় সত্বরে।
তা'র মুখ চাহি কহে রসিকশেখরে ॥ ৩৫ ॥
শুন শুন ওহে তুমি মত্ত করিবর।
কৃষ্ণ ভজ সাধু-সেবা কর নিরন্তর ॥ ৩৬ ॥
ব্যর্থ কেন মর করি নানা দুষ্ট কর্ম্ম।
কৃষ্ণ বিনা আর যত ব্যর্থ পরিশ্রম ॥ ৩৭ ॥
কৃষ্ণ জপ কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণে দেহ মন।
একান্ত হইয়া ভজ কৃষ্ণের চরণ ॥ ৩৮ ॥
সর্ব্বশাস্ত্র তত্ত্বে কহে কৃষ্ণের ভজন।
অবিদ্যা ছাড়িয়া ভজ কৃষ্ণের চরণ ॥ ৩৯ ॥
কৃষ্ণ বিনা যত দেখ নহে আপনার।
আজি হৈতে দুষ্ট কর্ম্ম না করিহ আর ॥ ৪০ ॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ সে জীবন।
কৃষ্ণ না ভজিয়া কেন মর অকারণ ॥ ৪১ ॥
মদ গর্ব্ব না করিহ কৃষ্ণেরে ভজিতে।
ঐরাবত ইন্দ্র গর্ব্ব নাশিলা ত্বরিতে ॥ ৪২ ॥
কুম্ভীর ধরিলা পূর্ব্বে গজরাজবরে।
কুম্ভীর নাশিয়া গজ করিলা নিস্তারে ॥ ৪৩ ॥
দয়ার সাগর প্রভু দেব ভগবান্।
ছাড়ি' মদ গর্ব্ব প্রভু কৃষ্ণে কর ধ্যান ॥ ৪৪ ॥
সাধু-বাক্য শুনি' বাপু কৃষ্ণে দেহ মন।
দয়া করিবেন তোমা নন্দের নন্দন ॥ ৪৫ ॥
পূর্ব্ব-তপস্যার ফলে রসিক দর্শন।
দর্শনে দ্রবিল চিত্ত, করে নিরীক্ষণ ॥ ৪৬ ॥
রসিকে দেখিল যেন দ্বিতীয় নারায়ণ।
সজল নয়নে হাতী ভাবে মনে মন ॥ ৪৭ ॥
এ পুরুষ নর নহে অংশ নারায়ণ।
যে তত্ত্ব কহিল মোরে শাস্ত্র নিরূপণ ॥ ৪৮ ॥

দিব্যজ্ঞান প্রকাশিলা হাতীর হৃদয়ে।
কৃষ্ণ সত্য করিয়া সে জানিল নিশ্চয়ে ॥ ৪৯ ॥
শুনিয়া রসিক-বাক্য মত্ত করিবর।
রসিক-চরণে হাতী পড়িলা সত্বর ॥ ৫০ ॥
শ্রীচরণে মাথা দিয়া আনন্দিত মনে।
অশ্রুজলে ধোয়াইল রসিক-চরণে ॥ ৫১ ॥
হস্তীর দক্ষিণ কর্ণে রসিকশেখর।
কৃষ্ণনাম শুনাইল মুণ্ডে দিয়া কর ॥ ৫২ ॥
হরে কৃষ্ণ ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
হস্তি-কর্ণে শুনাইল রসিকশেখর ॥ ৫৩ ॥
কৃষ্ণ-নাম শুনি হাতী উঠিল ত্বরিতে।
দণ্ডবত কায় ক্ষিতি পড়ে চরণেতে ॥ ৫৪ ॥
পরিক্রমা করি' সে করয়ে পরণামে।
শত শত ধারা গলে হস্তীর নয়নে ॥ ৫৫ ॥
রসিকের রূপ দেখি' মুগুধ অন্তর।
দৃঢ়ে নিরীক্ষণ করে মত্ত করিবর ॥ ৫৬ ॥
রূপের হিল্লোলে আঁখি পড়িলা পাথারে।
প্রেমময়ে মত্ত হৈয়া আপনা পাসরে ॥ ৫৭ ॥
তবে শ্রীগোপাল দাস নাম দিল তা'র।
শুনি' হাতী চরণে পড়য়ে কতবার ॥ ৫৮ ॥
অশ্রুজলে ধুয়াইল চরণ-দুখানি।
নারায়ণ-স্বরূপে সে দেখিল আপনি ॥ ৫৯ ॥
ছাড়িয়া যাইতে তা'র নাহি লয় মন।
দৃঢ় বিশ্বাসেতে হৈল রসিক-শরণ ॥ ৬০ ॥
রসিক-চরণ বিনা আন নাহি ভায়।
সব মিথ্যা কৃষ্ণ সত্য জানিল নিশ্চয় ॥ ৬১ ॥
ক্ষণেক রহিয়া হাতী পরণাম করি'।
অশ্রু-পুলকিত হৈয়া যায় ধীরি ধীরি ॥ ৬২ ॥
রসিকের পাদপদ্ম হৃদয়ে করিয়া।
দিব্যজ্ঞান হৈয়া যায় প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥ ৬৩ ॥
বনেতে পশিল গিয়া গজেন্দ্র অনন্য।
সর্ব্বত্মভাবে হৈলা রসিক-শরণ ॥ ৬৪ ॥
সবে রসিকেরে আসি করে দরশন।
রাজা প্রজা হিন্দু আদি যবনের গণ ॥ ৬৫ ॥
রসিকের প্রকাশ দেখিল সর্ব্বজন।
অদ্ভুত মানিল সবে দেখিয়া লক্ষণ ॥ ৬৬ ॥

দেখি চমৎকার হেলা নর নারীগণ।
রসিকে জানিল সবে অংশ নারায়ণ ॥ ৬৭ ॥
এক আরে কহাকহি করে সর্ব্বজনে।
মত্ত হাতী পড়িলা সে রসিক-চরণে ॥ ৬৮ ॥
মত্ত-হাতী নাম দিল রসিক-শেখর।
এই শবদ চৌদিকে হৈলা বহুতর ॥ ৬৯ ॥
শুনি সব লোক গেলা রসিক দেখিতে।
রাজা প্রজা বাল বৃদ্ধ স্ত্রীরি যূথে যূথে ॥ ৭০ ॥
যবনের গণ সব দেখেন আসিয়া।
ত্বরিতে আইলা সুবা প্রকাশ দেখিয়া ॥ ৭১ ॥
অন্তরে ডরিল বড় যবন রাজন।
অকারণে রসিকে করিলুঁ বিড়ম্বন ॥ ৭২ ॥
রসিক সম্মুখে আসি হৈল উপসন।
আহম্মদ বেগ আসি পড়িল চরণ ॥ ৭৩ ॥
কর যুড়ি সুবা কহে রসিকের স্থানে।
এক নিবেদন করি তোমার চরণে ॥ ৭৪ ॥
মুই না জানিনু তুমি ঈশ্বর সাক্ষাতে।
সে কারণে পাঠাইলুঁ তোমারে আনিতে ॥ ৭৫ ॥
হেনই দুরন্ত কর্ম্ম করিলু অজ্ঞানে।
অপরাধ ক্ষমা কর তোমার শরণে ॥ ৭৬ ॥
কৃপার সাগর তুমি করুণা-নিধান।
শরণ-পঞ্জর তুমি জগতের প্রাণ ॥ ৭৭ ॥
তোমার মায়াতে প্রভু মোহিত হইয়া।
বিড়ম্বিনু তোমার মহিমা না জানিয়া ॥ ৭৮ ॥
সুবার এতেক শুনি বিনয় বচন।
কহিতে লাগিলা প্রভু সজল নয়ন ॥ ৭৯ ॥
শুন শুন ওহে তুমি যবন রাজন।
তোমা দেখিবারে আমি করি আগমন ॥ ৮০ ॥
পথেতে দেখিলা এক দুরন্ত কুঞ্জর।
আমা মারিবারে হাতী আইলা সত্বর ॥ ৮১ ॥
ত্বরিতে আইলা হাতী বধের কারণে।
দুরন্ত দেখিয়া কৈলুঁ কৃষ্ণ-সুমরণে ॥ ৮২ ॥
সব ঘটে বৈসে প্রভু এক ভগবান্।
সব জীবহৃদে বৈসে করুণা-নিধান ॥ ৮৩ ॥
পাতাল সুতল সে বিতল রসাতল।
মহাকূর্ম্ম স্থান মহাতল অতিতল ॥ ৮৪ ॥
তা'র তলে পদ্ম স্থান সেই কোন স্থান।
সপ্ত সে ভুবনতল আছয়ে প্রমাণ ॥ ৮৫ ॥
ভূলোক ভুবলোক স্বর্লোক তিন স্থান।
জনলোক তপোলোক শাস্ত্র পরমাণ ॥ ৮৬ ॥
তা'র পরে মহলোক ব্রহ্মলোক আদি।
উপরেতে এই সাত ভুবন প্রসিদ্ধি ॥ ৮৭ ॥
সামান্য ব্রহ্মাণ্ড এই চতুর্দ্দশ ভুবন।
ইথে এক ব্রহ্ম ইন্দ্র যত দেবগণ ॥ ৮৮ ॥
সপ্ত সে ভুবন কিবা সহস্র ভুবন।
এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের করিয়া রচন ॥ ৮৯ ॥
লক্ষপতি অনন্ত ভুবন আদি করি।
এক এক ব্রহ্মাণ্ড এইরূপে সৃজি হরি ॥ ৯০ ॥
চতুর্ম্মুখ শতমুখ কোটিমুখ ব্রহ্মা।
হেনরূপে ইন্দ্রগণ কে করিবে সীমা ॥ ৯১ ॥
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এইরূপে আছয়।
নারায়ণ রোমকূপে এ-সব উদয় ॥ ৯২ ॥
হেন নারায়ণ আদি জ্যোতি নিরঞ্জন।
সর্ব্ব চরাচর প্রভু করেন পালন ॥ ৯৩ ॥
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড স্থাবর জঙ্গম।
কীট পশু পক্ষী কৃমি মনুষ্য-জনম ॥ ৯৪ ॥
সচরাচরাদি যত অনন্ত ভুবনে।
সবা হৃদে সূক্ষ্মরূপে বৈসে নারায়ণে ॥ ৯৫ ॥
সবা হৃদে থাকি' ধর্ম্ম করেন পালন।
অধর্ম্ম বিনাশকর্ত্তা দেব নারায়ণ ॥ ৯৬ ॥
যুগে যুগে ধর্ম্মের সে করেন স্থাপন।
ধর্ম্মহীন সব দুষ্ট করে সংহারণ ॥ ৯৭ ॥
যেই যা'রে হিংসে, সেই তা'রে হিংসা করে।
অহিংসকে হিংসা কৈলে কভু নাহি তরে ॥ ৯৮ ॥
হেনরূপে হস্তীর হৃদয়ে নারায়ণ।
সর্ব্ব-অন্তর্যামী প্রভু এক নিরঞ্জন ॥ ৯৯ ॥
আমি তা'রে হিংসা নাই করিয়ে কখনে।
দর্শনে কহিলুঁ কর কৃষ্ণ সঙরণে ॥ ১০০ ॥
কৃষ্ণনাম শুনি হ'স্তী পড়িল চরণে।
অশ্রুজলে ধোয়াইল আমার চরণে ॥ ১০১ ॥
হস্তি-কর্ণে শুনাইলুঁ কৃষ্ণমন্ত্র নাম।
পরিক্রমা করিয়া গেলেন যথাস্থান ॥ ১০২ ॥

দুষ্ট কর্ম্ম ছাড়িলেন সেই গজরাজ।
শুনি' আনন্দিত হৈলা যবনের রাজ ॥ ১০৩ ॥
শুন শুন রসিকমঙ্গল সর্ব্বজন।
রসিকের লীলা চমৎকার ত্রিভুবন ॥ ১০৪ ॥
অপার সমুদ্র লীলা কে জানিতে পারে।
রসিকের কৃপায় যে কিছু মোরে স্ফুরে ॥ ১০৫ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ১০৬ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পশ্চিম-বিভাগে মত্তহস্তি
উদ্ধার-নাম অষ্টম-লহরী সম্পূর্ণা।

নবম-লহরী

রাগ—বরাড়ী।

ঘোষা। কৃপানিধি হে দয়ার শ্যাম।
পতিত দুর্গতি জনে কর অবধান ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ পতিত-তারণ।
কৃপা কর যশঃ যেন করিয়ে রচন ॥ ১ ॥
হেনমতে অহম্মদবেগ সুবা স্থানে।
কহিল সকল তত্ত্ব নিগম-প্রমাণে ॥ ২ ॥
শুনিয়া সে রসিকের মুখামৃতবাণী।
আনন্দ হইয়া সুবা পড়িলা ধরণী ॥ ৩ ॥
অনেক করিলা স্তুতি বিনয়বচনে।
নিশ্চে নারায়ণ-অংশ জানিলেন মনে ॥ ৪ ॥
সুবার বিনয় ভক্তি দেখি' রাজাগণ।
রসিক-চরণে সবে পশিলা শরণ ॥ ৫ ॥
বহু শিষ্য হইলেন বাণপুর গ্রামে।
প্রেম-ভক্তি-মত্ত হৈলা রাজা-প্রজাগণে ॥ ৬ ॥
প্রকাশ দেখিয়া শিষ্য হৈলা রাজাগণ।
হরিনারায়ণ রাজা কৈল দরশন ॥ ৭ ॥
পঞ্চটীর অধিপতি বড় ভাগ্যবান্।
সর্ব্ব রাজগণ তা'রে করেন বাখান ॥ ৮ ॥
রসিকের রূপ দেখি' মুগ্ধ হৈলা রাজা।
সর্ব্বাত্মভাবেতে কৈল শ্রীচরণ পূজা ॥ ৯ ॥
গজপতি-স্থানে কহে হরি নারায়ণ।
রসিক-চরণ তুমি করহ দর্শন ॥ ১০ ॥
কলিঘোর বিনাশিতে অংশ অবতার।
উৎকলের ভাগ্যে রসিক হৈলা প্রচার ॥ ১১ ॥
ত্বরিতে দর্শন কর চরণকমল।
দর্শনে খণ্ডয়ে পাপ পরম মঙ্গল ॥ ১২ ॥
রসিক মহিমা জানে হরিনারায়ণে।
বহুরূপে কহিলেন গজপতি-স্থানে ॥ ১৩ ॥
শুনিয়া নৃসিংহদেব আনন্দিত মনে।
যাইতে করিল মন চরণ-দর্শনে ॥ ১৪ ॥
অন্তর্যামী রসিকেন্দ্র জ্ঞাত সর্ব্বজন।
গজপতি স্থানে গিয়া দিল দরশন ॥ ১৫ ॥
মধুর মূরতিখানি গজেন্দ্র-গমন।
মন্দ সুমধুর হাসি শ্রীচন্দ্রবদন ॥ ১৬ ॥
ঝিন বস্ত্র পরিধান ঝিন আচ্ছাদন।
প্রাণপতি-হাতে বাঁশী জগতমোহন ॥ ১৭ ॥
সঙ্গীতসাহিত্য যত আছয়ে সঙ্গেতে।
অনুচরগণ সঙ্গে যায় যূথে যূথে ॥ ১৮ ॥
পরবেশ হৈলা প্রভু গজপতি-স্থানে।
দেখিলেন রাজা যেন দ্বিতী নারায়ণে ॥ ১৯ ॥
আস্ত ব্যস্ত হৈয়া রাজা উঠিল ত্বরিতে।
দণ্ডবত পরণাম করিলা সাক্ষাতে ॥ ২০ ॥
শ্রীজগন্নাথের অধিকারী সেই রাজা।
রসিকেন্দ্রচন্দ্রে বহুরূপে কৈল পূজা ॥ ২১ ॥
বড় সুখী হৈলা রাজা রসিকেন্দ্র সনে।
দাঁড়াইয়া নিরখেন সজলনয়নে ॥ ২২ ॥

করযোড় করি' রাজা রসিকের স্থানে।
মুরলী বাজাও শুনি জুড়াই শ্রবণে ॥ ২৩ ॥
শুনিয়া রসিকচন্দ্র আনন্দিত মনে।
বংশীধ্বনি কৈল প্রভু মধুর বদনে ॥ ২৪ ॥
তিন গ্রাম সপ্তস্বর মূর্চ্ছনা সে আদি।
ছয় রাগ বাজাইলা যে আছে প্রসিদ্ধি ॥ ২৫ ॥
শুনিয়া মূর্চ্ছিত রাজা হৈল অচেতন।
সবাই মূর্চ্ছিত হৈল সর্ব্ব রাজাগণ ॥ ২৬ ॥
সবে বলে হেন বাঁশী কোথাও না শুনি।
বৃন্দাবন-পতি কৃষ্ণ আইলা আপনি ॥ ২৭ ॥
পুরাণেতে শুনি যেন সে ধ্বনি-মাধুরী।
সেইরূপ বংশী শুনি রসিকমুরারি ॥ ২৮ ॥
সবাই শুনিয়া বাঁশী চমৎকার হৈলা।
নিশ্চল হইয়া সবে শুনিতে লাগিলা ॥ ২৯ ॥
কারো মুখে বাণী নাহি সরে সভাজনে।
ঘূর্ণিত নয়ন অশ্রু বহে ঘনে ঘনে ॥ ৩০ ॥
বাঁশী শুনি' সবাই আনন্দে হৈলা মগন।
ক্ষণে শুনি' গজপতি করে নিবেদন ॥ ৩১ ॥
আসনেতে বস তুমি রসিকশেখর।
তা' শুনি সঙ্গীত রায় করিল উত্তর ॥ ৩২ ॥
গজপতি-সন্নিধে বসিতে না যুয়ায়।
পরম্পরা এই রীতি আছয়ে সভায় ॥ ৩৩ ॥
শুনিয়া রসিকচাঁদ এই কথা ছলে।
কৃষ্ণরসামৃতকথা করিল উদ্গারে ॥ ৩৪ ॥
ষড়্ শাস্ত্র অষ্টাদশ পুরাণাদি যত।
শ্রুতি স্মৃতি কহিলেন চারিবেদ-তত্ত্ব ॥ ৩৫ ॥
কৃষ্ণনিষ্ঠা-ধর্ম্ম কহে সব শাস্ত্রমতে।
শাস্ত্রতত্ত্ব কহে সাধুসেবা দৃঢ়চিতে ॥ ৩৬ ॥
দেবতীর্থ আদি উদ্ধারয়ে চিরকালে।
সাধুজন প্রসন্নেতে পরম মঙ্গলে ॥ ৩৭ ॥
গুরু কৃষ্ণ সাধুজন একই সমান।
গুরু-সাধু-হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজধাম ॥ ৩৮ ॥
কৃষ্ণকে অধিক মান্য করিবে সাধুরে।
সাধুরে সেবিলে কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে ॥ ৩৯ ॥
সতত বেড়ায় সাধুসঙ্গে নারায়ণ।
সাধু-পদরেণু করে অঙ্গেতে ভূষণ ॥ ৪০ ॥
সাধুনিন্দা যেই করে কৃষ্ণের বিমুখ।
কৃষ্ণ তা'রে জন্মে জন্মে দেয় মহাদুঃখ ॥ ৪১ ॥
কংশ কেশী হিরণ্যকশিপু দুর্য্যোধন।
দুর্ব্বাসাদি কুম্ভকর্ণ রাবণ রাজন ॥ ৪২ ॥
দন্তবক্র শিশুপাল নরকাদি যত।
সাধুনিন্দা করি' সবে প্রাণে হৈল হত ॥ ৪৩ ॥
দেবকী যশোদা নন্দ বসু যদুবংশ।
ইহার হিংসন করি' ক্ষয় হৈল কংশ ॥ ৪৪ ॥
কেশী অঘা বকা তৃণা পূতনাদি যত।
ব্রজবাসী হিংসা করি' প্রাণে হৈল হত ॥ ৪৫ ॥
প্রহ্লাদে হিংসা করি' হিরণ্য-নৃপতি।
সংহারণ করিলেন কমলার পতি ॥ ৪৬ ॥
কশিপু সহিত তা'র যত দুষ্টগণ।
সাধুহিংসা করি' সবে ত্যজিল জীবন ॥ ৪৭ ॥
পাণ্ডবের পাঁচ ভাই কৃষ্ণের শরণ।
তা'রে হিংসা করি' নাশ হৈলা দুর্য্যোধন ॥ ৪৮ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা দুঃশাসনে।
ঊনশত ভাই নাশ পাণ্ডব-হিংসনে ॥ ৪৯ ॥
অম্বরীষে হিংসিয়া দুর্ব্বাসা ঋষিবর।
সুদর্শন দুঃখ তারে দিলা বহুতর ॥ ৫০ ॥
সীতা-পদে অপরাধ করিয়া রাবণ।
সবংশে হইল নাশ আর কুম্ভকর্ণ ॥ ৫১ ॥
দন্তবক্র শাল্ব শিশু করিল হিংসন।
নরকাদি নাশ কৈল দেব নারায়ণ ॥ ৫২ ॥
হেনরূপে সাধুহিংসা করে যে যে জন।
সবংশে করেন নাশ তা'রে নারায়ণ ॥ ৫৩ ॥
আপনার নিন্দা সহে জগত-জীবন।
সাধু-নিন্দা না সহেন কমলা-রমণ ॥ ৫৪ ॥
হেন সাধু-সেবা রাজা কর দৃঢ়ভাবে।
তবে ত' ধ্বংসন হবে মরনে উদ্বেগে ॥ ৫৫ ॥
সাধুসঙ্গ করি' ভজ নন্দের নন্দন।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণ পুরুষরতন ॥ ৫৬ ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব-সেবা কর নিরন্তর।
সব জীবে দয়া কর শুন নৃপবর ॥ ৫৭ ॥
সর্ব্বভূতে বৈসে কৃষ্ণ এক ভগবান্।
সর্ব্বাত্মভাবেতে ভজ করুণা-নিধান ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণের চরণ ভজ দৃঢ় ভাব চিতে।
সব মিথ্যা জান সত্য এক নন্দসুতে ॥ ৫৯ ॥
ষড়্‌শাস্ত্র বুঝাইল রসিকশেখর।
শুনি' কৃষ্ণপ্রেমে রাজা অঙ্গ জর জর ॥ ৬০ ॥
জীবহিংসা ভিক্ষা মাগিলেন রসিকেন্দ্র।
শুনি' রাজা হইলেন মনের আনন্দ ॥ ৬১ ॥
সেই হ'তে জীবহত্যা না করিল আর।
জগন্নাথ বিনে মনে আন নাহি তা'র ॥ ৬২ ॥
পাইলা বহুত সুখ রসিক-দর্শনে।
শুনিল সকল কথা রসিকের স্থানে ॥ ৬৩ ॥
সব পরিহরি' দৃঢ়ে কৃষ্ণে দিল মন।
রসিক-দর্শনে হৈলা অনন্যশরণ ॥ ৬৪ ॥
জীবহত্যা-আদি সব ছাড়িল নৃপতি।
গুরু কৃষ্ণ সাধু বিনা আন নাহি গতি ॥ ৬৫ ॥
সর্ব্বজীবে দয়াযুত হৈলা মহারাজা।
নারায়ণ সম রসিকেরে কৈল পূজা ॥ ৬৬ ॥
বড়ই বিশ্বাস হৈল রসিকেন্দ্র প্রতি।
জগন্নাথ সম আজ্ঞা মানিল নৃপতি ॥ ৬৭ ॥
গজপতি-ভক্তি দেখি' সব রাজাগণ।
রসিকচরণে সবে পশিলা শরণ ॥ ৬৮ ॥
রসিকের প্রকাশ দেখিয়া রাজাগণ।
জানিল রসিক দ্বিতীয়াংশ নারায়ণ ॥ ৬৯ ॥
ভূমণ্ডলে চমৎকার দেখি' পরকাশে।
প্রেম দিল রসিক মত্ত গোপাল দাসে ॥ ৭০ ॥
যাঁর আজ্ঞা যবনেও করে প্রাণপণে।
যাঁর আজ্ঞা গজপতি করে রাজাগণে ॥ ৭১ ॥
সবাই করিতে লাগিলেন সাধুসেবা।
মালা সে তিলক লৈঞা সবে হৈল শোভা ॥ ৭২ ॥
অনন্যবৈষ্ণব হৈল রাজা প্রজাগণ।
সব ছাড়ি' হৈল সবে কৃষ্ণের শরণ ॥ ৭৩ ॥
রসিক-মহিমা দেবেন্দ্রাদি-অগোচর।
তুলনা দিবারে নাই জগত-ভিতর ॥ ৭৪ ॥
যাঁহার আজ্ঞায় রাজা সাধুসেবা করে।
তাঁর বিবরণ কিছু করিলুঁ প্রচারে ॥ ৭৫ ॥
প্রেমে ঢলঢল হৈল উৎকল-ধাম।
সব জীবে দয়া কৈল করুণানিধান ॥ ৭৬ ॥
অসীম গরিমা গুণ রসিকশেখর।
প্রেমভক্তি দিয়া সবে কৈল জর জর ॥ ৭৭ ॥
শতমুখে কহিলে না হয় গুণ-সীমা।
তাঁর অনুগ্রহে কিছু করিলুঁ রচনা ॥ ৭৮ ॥
রসিকমঙ্গল অতি পরম রসাল।
শুনিয়া সকল প্রাণী তর কলিকাল ॥ ৭৯ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পশ্চিম-বিভাগে সুবা আহম্মদীবেগ ও
গজপতি নৃসিংহদেবের শরণ-গ্রহণ-নাম নবম-লহরী সম্পূর্ণা।

দশম-লহরী

রাগ—ধানশ্রী।

ধোয়া। ধন্য ধন্য গোপালের যশ নারে।
জয় জয় শ্যামানন্দ অখিলের বন্ধু।
দীনহীন-তারণ করুণার সিন্ধু ॥ ১ ॥
কতদিন রসিকেন্দ্র থাকি' বাণপুরে।
বিজয় করিলা শ্যামানন্দ দেখিবারে ॥ ২ ॥
জগন্নাথ দেখিয়া আইসে পথে পথে।
শ্যামদাস মোহনাদি শিষ্যগণ সাথে ॥ ৩ ॥
পূর্ব্বে ছিলা হিজলী-অধিপতি স্থানে।
শ্যামদাস মোহন সে বড় সুগায়নে ॥ ৪ ॥
পথেতে দেখিলা তাঁরে হিজলীর পতি।
দোঁহাকারে ফিরাইয়া লইয়া সংহতি ॥ ৫ ॥

উত্তরিলা গিয়া ফিরি বাণপুর-স্থানে।
যথাস্থানে অনুচর কহিল চরণে ॥ ৬ ॥
শুনিয়া রসিক আর না কৈল ভোজন।
ফিরি বাণপুরে প্রভু করিল গমন ॥ ৭ ॥
দেখি' রাজাগণ সবে হইলা উল্লাস।
উপবাস শুনি' সবে পাইলা তরাস ॥ ৮ ॥
বহুরূপে দুই শিষ্য আনিল ছাড়াঞা।
রসিক-সন্নিধে দুই ভাই দিল লৈঞা ॥ ৯ ॥
দোঁহারে পাইয়া প্রভু আনন্দিত হৈলা।
ভোজনাদি সারি' তথা সে দিন রহিলা ॥ ১০ ॥
সে নিশি আনন্দে রহিলেন সংকীর্ত্তনে।
শ্রীগোপাল দাস হাতী শুনিলেন কর্ণে ॥ ১১ ॥
পুনর্ব্বার রসিকেন্দ্র করিলা গমন।
মনে কৈল প্রভুরে করিব দরশন ॥ ১২ ॥
আইলা অরণ্য ত্যজি' মত্ত করিবরে।
ধীরে ধীরে গমন করিল কুতূহলে ॥ ১৩ ॥
একান্তে বসিয়া প্রভু করে হরিনাম।
মত্ত হাতী গিয়া প্রবেশিলা সেইস্থান ॥ ১৪ ॥
রসিকে দেখিয়া হাতী পড়িল চরণে।
অশ্রুজলে ধুয়াইল দুখানি চরণে ॥ ১৫ ॥
পুনঃ দণ্ডবত পুনঃ পরিক্রমা করি'।
পুনঃ নিরীক্ষণ করে সেই মত্ত করী ॥ ১৬ ॥
বহুরূপে রসিক কহিল কৃষ্ণ-কথা।
শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝাইল ভাগবত গীতা ॥ ১৭ ॥
শুনিয়া হাতীর হৈল দিব্য-জ্ঞানোদয়।
সব মিথ্যা কৃষ্ণ সত্য জানিল নিশ্চয় ॥ ১৮ ॥
অশ্রু-পুলকিত হৈয়া রসিক চরণে।
বিদাই করিয়া হাতী পশিলেন বনে ॥ ১৯ ॥
তীর্থ-পর্য্যটনে গেলা মত্ত করিবর।
কৃষ্ণানন্দে শরীর অন্তর জর জর ॥ ২০ ॥
আগে কত দূরে গিয়া রহিলেন বনে।
রসিক-চরণ ধ্যান শরণ ভজনে ॥ ২১ ॥
হেনকালে তথা হৈতে রসিকেন্দ্র গেলা।
অরণ্যেতে সন্ধ্যা হৈল পথ হারাইলা ॥ ২২ ॥
আশে পাশে গ্রাম নাই বড় তেপান্তর।
বৃক্ষতলে রহিলেন অরণ্য ভিতর ॥ ২৩ ॥
রহে উপবাসে বহু বৈষ্ণব সঙ্গে।
সেইস্থানে আইলেন হাতী মহারঙ্গে ॥ ২৪ ॥
দেখিলেন উপবাসে শুতিয়াছে সবে।
তখনি গেলেন হাতী পবনের বেগে ॥ ২৫ ॥
মনে মনে জানে যথা যেই দ্রব্য থাকে।
মিলিলেন গিয়া এক গৃহস্থ-সমীপে ॥ ২৬ ॥
তা'র ঘরে তণ্ডুলের পুড়া সে আনিলা।
আর উপদ্রব্য রসিকের সঙ্গে ছিলা ॥ ২৭ ॥
তণ্ডুল নাহিক জানি' নৈল করিবরে।
উত্তরিল গিয়া রসিকের পদতলে ॥ ২৮ ॥
পথশ্রান্তে নিদ্রাতে আছিলা সর্ব্বজনে।
হাতী পরণাম করে রসিক-চরণে ॥ ২৯ ॥
উঠিলেন রসিকেন্দ্র হস্তীরে দেখিয়া।
মনে সঙ্কুচিত হৈয়া কৃষ্ণ সঙরিয়া ॥ ৩০ ॥
নিদ্রা ত্যজি' সবে করে চিতে কৃষ্ণ ধ্যান।
আজি হাতী সবাকার লইবে পরাণ ॥ ৩১ ॥
সবাকার চিত্ত জানি' মত্ত করিবর।
তণ্ডুলের পুড়া দিল রসিক-গোচর ॥ ৩২ ॥
আপনি বনেতে গিয়া রহে কতদূরে।
তণ্ডুল দেখিয়া কহে রসিকশেখরে ॥ ৩৩ ॥
দ্বিজগণে আজ্ঞা দিল করিতে রন্ধন।
ক্ষুধায় আকুল বড় সব সাধুগণ ॥ ৩৪ ॥
শুনি' আজ্ঞা অনুচর লাগিলা ত্বরায়।
রন্ধন করিয়া সাধু ভোজন করায় ॥ ৩৫ ॥
পশ্চাতে বসিল প্রভু রসিকশেখর।
আইলেন সেইখানে মত্ত করিবর ॥ ৩৬ ॥
সাধুজন-ভোজন সে দেখিয়া আপনি।
দণ্ডবৎকায় ক্ষিতি পড়িলা ধরণি ॥ ৩৭ ॥
পরিক্রমা করিয়া গজেন্দ্র ভাগ্যবান্।
নিরীক্ষণ করিয়া রসিকে করে ধ্যান ॥ ৩৮ ॥
ছাড়িয়া যাইতে তা'র নাহি লয় মন।
পুলকিত সর্ব্ব অঙ্গ সজল নয়ন ॥ ৩৯ ॥
রসিক আনন্দ হৈলা হাতীরে দেখিয়া।
তা'র মাথে হাত দিয়া কহে প্রশংসিয়া ॥ ৪০ ॥
দৃঢ়ভাবে সাধুসেবা কর নিরন্তর।
ভ্রমণ করহ তুমি তীর্থ তীর্থান্তর ॥ ৪১ ॥

না করিহ সাধুজনে হিংসন কখন।
সেবন করহ সদা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ॥ ৪২ ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম কহিলেন মত্ত করিবরে।
সেই হৈতে সদা হাতী ফিরে দেশান্তরে ॥ ৪৩ ॥
গোপাল দাসের কথা কহন না যায়।
প্রেমভক্তি মূর্ত্তিমন্ত হৈল মহাশয় ॥ ৪৪ ॥
নিরবধি কৃষ্ণনাম করেন সঙরণ।
মনঃসুখে বনে বনে করেন ভ্রমণ ॥ ৪৫ ॥
কৃষ্ণস্থান দ্বিজস্থান বৈষ্ণবের স্থান।
দূর হৈতে পরিক্রমা করি' তা'রে যান ॥ ৪৬ ॥
সুজন থাকেন যদি গহন কাননে।
সর্ব্বদ্রব্য আনি দেয় হাতী সেই স্থানে ॥ ৪৭ ॥
হেনরূপে সাধুসেবা করে নিরন্তর।
পরম বৈষ্ণব হৈলা মত্ত করিবর ॥ ৪৮ ॥
যবে কা'রো কৃষিতে করয়ে আগমন।
রসিকের নাম ধরি' কহে যে যে জন ॥ ৪৯ ॥
তা'রে পরণাম করি' ছাড়ে সেইস্থান।
শতমুখে হাতী গুণ না যায় বাখান ॥ ৫০ ॥
হেন রসিকের চরণের পরতাপে।
শত শত সাধুসেবা করে গজ সুখে ॥ ৫১ ॥
হুন সে পুলিন্দ ম্লেচ্ছ নানা অন্ত্যজাতি।
রসিক-পরশে হৈলা সবে শুদ্ধমতি ॥ ৫২ ॥
আপনার স্বভাব সবে ছাড়িলা দর্শনে।
পরম বৈষ্ণব হৈলা রাজা প্রজাগণে ॥ ৫৩ ॥
কৃষ্ণপ্রেমে ঢলাঢলী হৈলা সর্ব্বদেশে।
অনন্যশরণ সবে রসিক-পরশে ॥ ৫৪ ॥
তুলনা দিবারে নাই রসিক-মহিমা।
সর্ব্বগুণে গুণধর লাবণ্য-গরিমা ॥ ৫৫ ॥
পটান্তর দিতে নাই জগত-ভিতরে।
দীন হীন দুঃখী বন্ধু শরণ সোদরে ॥ ৫৬ ॥
ভকত-বৎসলবানা রসিকশেখর।
কৃপার সাগর বড় অচ্যুত-কুমার ॥ ৫৭ ॥
কিবা সে মধুর হাসি মৃদু মৃদু বাণী।
কিবা সে কমল-দল নয়ন-চাহনি ॥ ৫৮ ॥
কিবা সে মন্থরগতি গজেন্দ্রগমন।
কিবা সে মোহনরূপ মোহে ত্রিভুবন ॥ ৫৯ ॥
কিবা গজশুণ্ড জিনি হস্তের তুলনী।
কিবা সে কোমল অতি চরণ-দুখানি ॥ ৬০ ॥
কিবা সে কোমল করে গ্রন্থ সুশোভন।
কিবা সে অধরে কৃষ্ণনাম সঙরণ ॥ ৬১ ॥
কিবা সে মধুরমূর্ত্তি জগতমোহন।
ত্রিজগত-মন হরে দেখি' সে বদন ॥ ৬২ ॥
কিবা সে নয়ন-ধারা বহে অনুক্ষণ।
কিবা সে পুলক অঙ্গে না যায় কথন ॥ ৬৩ ॥
কিবা সে অঙ্গের কান্তি জগজন মোহে।
কিবা সে অধর রঙ্গ দন্তপংক্তি শোহে ॥ ৬৪ ॥
কিবা সে ললাট দীর্ঘ তিলক-শোভিত।
কিবা সে নাসিকা কম্বুকণ্ঠ-সুশোভিত ॥ ৬৫ ॥
কিবা সে হৃদয় অতি পরম বিশাল।
কিবা সে কটিতে শোভে বসন রসাল ॥ ৬৬ ॥
কিবা সে শ্যামল অঙ্গ জগজন মোহে।
সে মধুর বাণী শুনি আনন্দ হৃদয়ে ॥ ৬৭ ॥
শত শত লোক আসি' করে দরশন।
ছাড়িয়া যাইতে কারো নাহি লয় মন ॥ ৬৮ ॥
সর্ব্বদেশে পরকাশ কৈল প্রেমভক্তি।
অনন্যশরণ হৈয়া কৃষ্ণে দিল মতি ॥ ৬৯ ॥
হেনকালে রসিকেন্দ্র আইসেন পথে।
রাত্রে জগন্নাথ আজ্ঞা কৈল আচম্বিতে ॥ ৭০ ॥
আমার প্রকাশ তুমি করহ তথায়।
ত্রিভঙ্গ ললিতমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দ রায় ॥ ৭১ ॥
তা'র হৃদে আমি বিহরিব অনুক্ষণ।
ত্রিভুবন পূজিবেন আমার চরণ ॥ ৭২ ॥
যেন নীলাচলে সেবা করে সর্ব্বজনে।
তেনই বিশ্বাস হ'বে তোমার সে স্থানে ॥ ৭৩ ॥
শুনিয়া আপন কর্ণে রসিক এ বাণী।
সবারে কহিল কৃষ্ণ-আজ্ঞা কর্ণে শুনি' ॥ ৭৪ ॥
হেনকালে রঘুনাথ আনন্দ কামিলা।
আচম্বিতে রসিকের সঙ্গে হৈল মেলা ॥ ৭৫ ॥
নীলাচলবাসী তা'রা দুই সহোদর।
বিশ্বকর্ম্মা রূপ শিল্পশাস্ত্রেতে তৎপর ॥ ৭৬ ॥
দেখিয়া আনন্দ হৈলা অচ্যুতনন্দন।
দুই ভাই'সঙ্গে লৈয়া করিল গমন ॥ ৭৭ ॥

মনেতে জানিল নিশ্চে আজ্ঞা জগবন্ধু।
অবশ্য প্রকাশ হৈবে ত্রৈলোক্যের বন্ধু ॥ ৭৮ ॥
আনন্দসাগরে ভাসে রসিকেন্দ্র-চন্দ্র।
হেন ভাগ্য কবে হ'বে দেখিব গোবিন্দ ॥ ৭৯ ॥
রসিকচন্দ্রের কথা না যায় কথন।
জগত মানিল যেন নারায়ণ সম ॥ ৮০ ॥
পাপ-তিমিরান্ধ নাশ হৈল ভূমণ্ডলে।
রসিকেন্দ্র-চন্দ্র প্রকাশিল উতকলে ॥ ৮১ ॥
রসিকমঙ্গল রসিকের গুণগাথা।
শুনিয়া ধ্বংসন কর ভববন্ধব্যথা ॥ ৮২ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পশ্চিম-বিভাগে গোপালদাস-হস্তীর
গুরুভক্তি ও সাধুসেবা-নাম দশম-লহরী সম্পূর্ণা।

একাদশ-লহরী

রাগ—কামোদ। ছন্দ—পাঁচালী

শ্যামানন্দ জয়, ভুবন বিজয়,
অখিল ভুবন-পতি।
জগত-জীবন, রসিক-পরাণ,
গুণ গাই যেন নিতি ॥ ১ ॥
কত দিনে গেলা, অচ্যুতের বালা,
শ্যামানন্দ-দরশনে।
থুরিয়া নগরে, রসিকশেখরে,
দেখিল প্রভু চরণে ॥ ২ ॥
দেখি' শ্যামানন্দ, প্রভুর আনন্দ,
তুলিয়া করিল কোলে।
পাশে বসাইলা, সব পুছাইলা,
যত লীলা বাণপুরে ॥ ৩ ॥
শ্যামানন্দ-বাণী, রসিকেন্দ্র শুনি'
লজ্জাভরে হেটমাথে।
সঙ্গে সঙ্গিগণে, কহে বিবরণে,
যথা লীলা যথোচিতে ॥ ৪ ॥
গজেন্দ্র নামাদি, কহিল প্রসিদ্ধি,
শুনিয়া আনন্দ হৈলা।
ভোজনাদি সারি' বৈসে সভা করি'
শ্রীশ্যামানন্দ বসিলা ॥ ৫ ॥
বস্ত্র আভরণ, বহু রত্ন ধন,
রসিক দিল সেস্থানে।
কৃষ্ণকথা-রসে, বসিলা আবেশে,
নিশি দিশি নাহি জানে ॥ ৬ ॥
রঘু আনন্দেরে, আনিয়া সত্বরে,
উপদেশ প্রভু-স্থানে।
বিশ্বকর্ম্মা রূপ, - এ দুই স্বরূপ,
কহে সব বিবরণে ॥ ৭ ॥
শুনিয়া আনন্দ, প্রভু শ্যামানন্দ,
শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ কৈলা।
বৃন্দাবনচন্দ্র, মনের আনন্দ,
এ নাম তাঁর রাখিলা ॥ ৮ ॥
কহে শ্যামানন্দে, রসিকেন্দ্র-চন্দ্রে,
গমন কর সত্বরে।
কারিকর লহ, শ্রীমূর্ত্তি বনাহ,
শ্রীগোপীবল্লভপুরে ॥ ৯ ॥
শ্রীগোবিন্দ নাম, হ'বে অনুপম,
প্রকাশ হ'বে সে ভুবনে।
আজ্ঞা কর্ণে শুনি' মাগিল মেলানি,
সঙ্গে ভাই দুইজনে ॥ ১০ ॥

গণি' শুভদিন, সর্ব্ব সুলক্ষণ,
প্রকাশ গোবিন্দ রায়।
দেখি' প্রতি অঙ্গ, মোহিত অনঙ্গ,
আনন্দে ভাসে সবায় ॥ ১১ ॥
দেখিয়া সে রূপ, আনন্দে রসিক,
স্বপ্ন-আজ্ঞা পরমাণি।
বহু দ্রব্য ভারে, দিল কারিকরে,
গোবিন্দরূপে নিছানি ॥ ১২ ॥
গোবিন্দ আনিয়া, মন্দিরে স্থাপিয়া,
মহোৎসব আরম্ভিলা।
আনি' দ্বিজগণ, শ্রুতি উচ্চারণ,
যথাবিধি সব কৈলা ॥ ১৩ ॥
মহা মহোৎসব, আনন্দ-উৎসব,
কে কহে সে সুখ ওর।
কৃষ্ণগুণ-লীলা, সেই করে খেলা,
সুখে রসিক বিভোর ॥ ১৪ ॥
হেন নানা রঙ্গে, অনেক আনন্দে,
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি।
সদা ভাগবত, কৃষ্ণরসে মত্ত,
সর্ব্বগুণে গুণমণি ॥ ১৫ ॥

কত কত দিনে, আপনা সদনে,
রহে কৃষ্ণ-সেবা-রসে।
সদা সংকীর্ত্তনে, অশ্রুবরিষণে,
না জানি রাত্রি দিবসে ॥ ১৬ ॥
গোবিন্দের রূপ, আনন্দ-স্বরূপ,
সদা নিরীক্ষণ করে।
পাদপদ্মতলে, তুলসীর দলে,
পূজে রসিকশেখরে ॥ ১৭ ॥
কিবা নিজ ঘরে, কিবা দেশান্তরে,
গুরু-কৃষ্ণ-সাধুসেবা।
রসিক-লক্ষণ, অদ্ভুত কথন,
জগতে তুলনা কেবা ॥ ১৮ ॥
প্রেমভক্তিরূপ, রসিক-স্বরূপ,
দেখি' সবে চমৎকার।
জগতের জন, প্রেমে পরিপূর্ণ,
মিথ্যা মানিল সংসার ॥ ১৯ ॥
রসিক-মঙ্গল, আনন্দ-কল্লোল,
শুনহ সকল জন।
শ্যামানন্দ-পদ, সকল সম্পদ,
গায় রসময়ের নন্দন ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পশ্চিম-বিভাগে শ্রীগোপীবল্লভপুরে
শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ-প্রকাশ-নাম একাদশ-লহরী সম্পূর্ণা।

দ্বাদশ-লহরী

রাগ নারায়নী—গৌড়া।

ঘোষা। মোর কৃষ্ণ গুণনিধি।
অনাথ-শরণ বড় দয়ার অবধি ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ শরণ-পঞ্জর।
জয় জয় রসিকেন্দ্র অচ্যুতকুঙর ॥ ১ ॥
থুরিয়াতে শ্যামানন্দ থাকেন সদনে।
রসিকেরে আনাইলা আপনার স্থানে ॥ ২ ॥
যূথ যূথ সাধুগণ আইসে তথায়।
বড় অতিথের ভীড় কহন না যায় ॥ ৩ ॥
রসিকের সঙ্গে প্রভু করিলা বিচার।
দশ পাঁচ ঘর ভিক্ষা কর বাপু আর ॥ ৪ ॥
তবে দুই প্রভু ঘন্টশিলা গ্রামে গেলা।
সাধু-সেবা-প্রসঙ্গ সে রাজারে কহিলা ॥ ৫ ॥
সাতুটী বলিয়া গ্রাম দিলা সেই রাজা।
বহুরূপে বসাইলা তথা জন প্রজা ॥ ৬ ॥
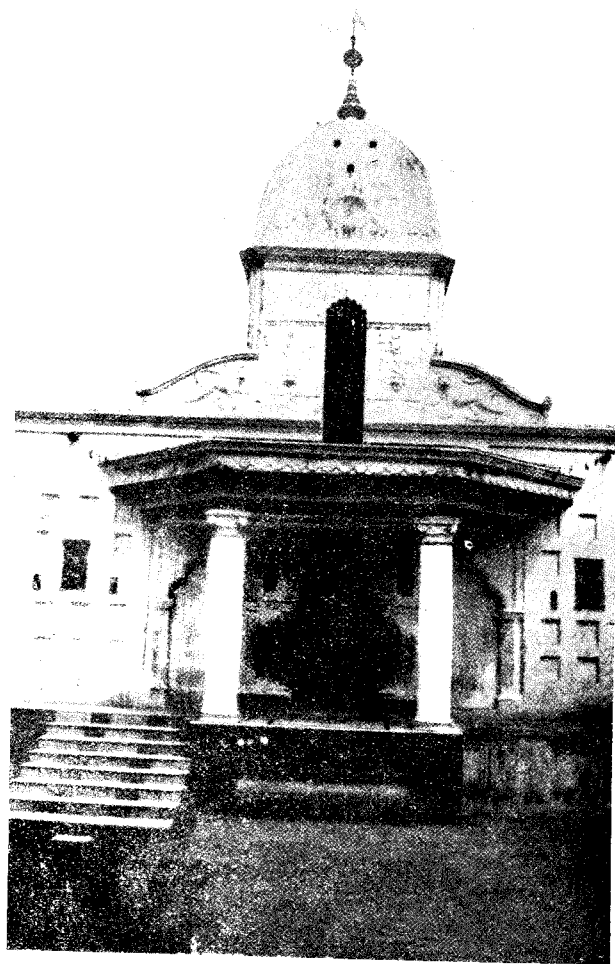
শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরস্থ
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর শ্রীমন্দির

নাম দিল তার শ্রীশ্যামসুন্দরপুর।
বহু সাধুসেবা যাত্রা * হইলা প্রচুর ॥ ৭ ॥
তথা এক বাড়ি কৈলা শ্যামানন্দ রায়।
কত দিন অযোধ্যাতে করিলা আলয় ॥ ৮ ॥
যাত্রা-মহোৎসব কত করিল সে গ্রামে।
আনন্দে মজিল সব রাজা প্রজাগণে ॥ ৯ ॥
সান† সে গোবিন্দপুর কৈল আর স্থান।
কত কত দিন তথা করিল বিশ্রাম ॥ ১০ ॥
তিন ঠাকুরাণী রাখিলেন সেই স্থানে।
বহু সাধু-সেবা হয় সেই সব গ্রামে ॥ ১১ ॥
সর্ব্ব রাজা প্রজা দিল গ্রাম বহুতর।
বহুরূপে সাধু-সেবা উৎকল-ভিতর ॥ ১২ ॥
সাধু-সেবা বিনে আর কিছুই না জানে।
ঘরে ঘরে সাধু-সেবা রাজা প্রজাগণে ॥ ১৩ ॥
রসিকে সঙ্গেতে করি' শ্যামানন্দ রায়।
বনভূঁই দেশে দেশে সর্ব্বত্র বেড়ায় ॥ ১৪ ॥
কৌতুকে হাসিয়া কহে শ্যামানন্দ রায়।
ঠাকুর গোঁসাই বলি' ডাকিবে সবায় ॥ ১৫ ॥
ঠাকুর গোঁসাই বলি' ডাকিবে রসিকে।
সেই হৈতে এই নামে ডাকে সর্ব্বলোকে ॥ ১৬ ॥
সবাকারে দিল প্রভু কৃষ্ণপ্রেমভক্তি।
আচণ্ডাল-আদি সবে হৈল শুদ্ধমতি ॥ ১৭ ॥
শত শত ব্রজবাসী আইসে সদায়।
গুরুকুল গৌড়ীয়া সে গণন না যায় ॥ ১৮ ॥
শ্যামানন্দ রসিক সেবেন সাধুগণে।
অন্ন বস্ত্র নানারত্ন দেই জনে জনে ॥ ১৯ ॥
বৈকুণ্ঠভুবন হৈল উৎকল নগর।
কৃষ্ণপ্রেমে সব লোক হৈল জর জর ॥ ২০ ॥
বহু শিষ্য হইলেন শ্যামানন্দ-স্থানে।
রসিকের শিষ্যগণ না যায় গণনে ॥ ২১ ॥
অনুশিষ্য ভৃত্য-শিষ্য তদ্‌ভৃত্যগণ।
লক্ষ লক্ষ শিষ্য হৈলা না যায় কথন ॥ ২২ ॥
এক এক দিগ্বিজয়ী মোহান্ত শিষ্য হৈলা।
বনভূমি চারিদিকে প্রমোদ করিলা ॥ ২৩ ॥

অনন্যশরণ সবে কৃষ্ণের কিঙ্কর।
কুবিদ্যা ছাড়িয়া সাধু-সেবা নিরন্তর ॥ ২৪ ॥
গোষ্ঠী দেখি' শ্যামানন্দ আনন্দিত চিতে।
আজ্ঞা কৈল সবে শিষ্য কর চারিভিতে ॥ ২৫ ॥
হেনমতে কতদিনে শ্যামানন্দ রায়।
থুরিয়াতে বিজে কৈল আপনা লীলায় ॥ ২৬ ॥
রসিক সঙ্গেতে ছিলা থুরিয়া বাড়ীতে।
দোল-মহোৎসব তথা কৈলা আনন্দিতে ॥ ২৭ ॥
দামোদর গোসাঞী সে আছেন সঙ্গেতে।
দশ বিশ ভাই ভৃত্য-শিষ্য যূথে যূথে ॥ ২৮ ॥
মহা-মহোৎসব-যাত্রা কৈল সেই স্থানে।
আচম্বিতে শুনিলেন শ্যামানন্দ কর্ণে ॥ ২৯ ॥
ব্রজেতে আইস তুমি করিয়া যতন।
আজ্ঞা শুনি' শ্যামানন্দ করিলা ক্রন্দন ॥ ৩০ ॥
বড় অনুরাগ হৈলা শ্যামানন্দ রায়।
সব সমর্পণ কৈল রসিকে কৃপায় ॥ ৩১ ॥
আজ্ঞা কৈল নিশ্চয় আমি যাব বৃন্দাবন।
যাত্রা করি' বৃক্ষতলে করিল গমন ॥ ৩২ ॥
মহা উৎকণ্ঠিত চিত কৃষ্ণের বিরহে।
নিশি দিশি অশ্রুধারা সম্বরণ নহে ॥ ৩৩ ॥
তৃতীয় দিবস রহিলেন বৃক্ষতলে।
শুনি' রাজা প্রজাগণ মিলিল সত্বরে ॥ ৩৪ ॥
সবাকারে রসিকেন্দ্র কহিলা ইঙ্গিতে।
সবে মেলি জানাও সে চরণ-অগ্রেতে ॥ ৩৫ ॥
সবে মেলি' সেবা কর শ্রীচরণ-তলে।
কিছুদিন প্রভুরে রাখহ উৎকলে ॥ ৩৬ ॥
আজ্ঞা পাঞা রাজাগণ পড়িলা চরণে।
বহু পরকারে কহিলেন প্রভু-স্থানে ॥ ৩৭ ॥
অন্ন জল তেয়াগিল রসিকশেখর।
প্রভুর বিচ্ছেদ শুনি' বিদীর্ণ অন্তর ॥ ৩৮ ॥
নয়নের জল তাঁর নহে নিবারণ।
নিশি দিশি তুয়া ভাবে করেন ক্রন্দন ॥ ৩৯ ॥
প্রাণ নিবেদিল পায় রসিকেন্দ্রমণি।
তুয়া বিনে রসিকের না রহে পরাণী ॥ ৪০ ॥
প্রাণ নিবেদিল পায় রসিকেন্দ্রচন্দ্র।
তারে ছাড়ি' কেন যাহ প্রভু শ্যামানন্দ ॥ ৪১ ॥

---

* তথা—ইতি পাঠান্তর।

† সান—ছোট।

শুনিয়া সবার বাক্য শ্যামানন্দ রায়।
রসিকের দুঃখ দেখি' রহিলা তথায় ॥ ৪২ ॥
মহাবায়ু প্রবল পীড়িত শ্যামানন্দ।
বড় বড় বোইদ্য আইলা বৃন্দ বৃন্দ ॥ ৪৩ ॥
দেখি' সবে কহিলেন রসিকের স্থানে।
এ বায়ু শান্ত নহে হেমসাগর বিনে ॥ ৪৪ ॥
বহু কষ্টে এই তৈল হইবে রন্ধন।
শীঘ্র আনহ হরিচন্দনের সদন ॥ ৪৫ ॥
শুনিয়া রসিক গেলা বলরামপুরে।
মেলিলেন গিয়া হরিচন্দনের ঘরে ॥ ৪৬ ॥
বহুরূপে পূজা কৈল রসিক চরণে।
সবংশে পূজিল যেন দ্বিতীয় নারায়ণে ॥ ৪৭ ॥
রসিক কহিল তা'রে সব বিবরণ।
সে তৈল আনিয়া কর রোগ উপশম ॥ ৪৮ ॥
আনন্দে গেলা হেমসাগর তৈল লৈয়া।
শীঘ্র শ্যামানন্দ-স্থানে উতরিলা গিয়া ॥ ৪৯ ॥
তৈল মাথে দিতে সুস্থ হৈলা ততক্ষণে।
কত দিন রহিলেন সবে সেই স্থানে ॥ ৫০ ॥
কৃষ্ণ-রসানন্দে বঞ্চেন রাতি দিনে।
সদাই বিভোর সবে কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে ॥ ৫১ ॥
হেনকালে রসিক আইলা নিজ স্থানে।
কাশীয়াড়ী শ্যামানন্দ করিল গমনে ॥ ৫২ ॥
প্রভুর দর্শনে সবে আনন্দিত হৈলা।
বহুরূপে সবে সেবা করিতে লাগিলা ॥ ৫৩ ॥
ঘরে ঘরে আরম্ভিলা কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেমে ঢলাঢলি রাজা প্রজাগণ ॥ ৫৪ ॥
তথাকার অধিকারী দুষ্ট সে যবন।
ক্রোধে জ্বলে নিরবধি শুনি' সংকীর্ত্তন ॥ ৫৫ ॥
শ্যামানন্দ-কথা সুধাইল সবা স্থানে।
বহুরূপে মহিমা কহিল সর্ব্বজনে ॥ ৫৬ ॥
শুনি' ক্রোধে মোগল কহিল সবা স্থানে।
ইহার যে শিষ্য বনভূমি প্রজাগণে ॥ ৫৭ ॥
ইহারে ধরিলে সবে মিলিবে আসিয়া।
এত বলি' বহু লোক দিল পাঠাইয়া ॥ ৫৮ ॥
আনিয়া নিগম স্থানে রাখিল সবারে।
বহুরূপে সব লোক কহিল তাহারে ॥ ৫৯ ॥

কাহারো বচন না শুনিল সে যবন।
দিন দুই তিনে তা'র হৈল অঘটন ॥ ৬০ ॥
বিষয় ছুটিল দারা সুত হইল নাশ।
অশ্ব ধন জন সব হইলা বিনাশ ॥ ৬১ ॥
অঙ্গে মহাদুঃখ হৈল জানিল যবন।
শ্যামানন্দ-স্থানে কহে বিনয় বচন ॥ ৬২ ॥
শুন শুন মহাপ্রভু মুই দুষ্টমতি।
তোমা না জানিয়া মোর এতেক দুর্গতি ॥ ৬৩ ॥
তোমার মহিমা দেবেন্দ্রাদি-অগোচর।
মুই না জানিনু তুমি শরণ সোদর ॥ ৬৪ ॥
বহু রূপে স্তুতি কৈলা সেই সে যবন।
শ্যামানন্দ-পায়ে সেই পশিলা শরণ ॥ ৬৫ ॥
তারে কৃপা করি' প্রভু তথা হৈতে গেলা।
নারায়ণগড়ে গিয়া পরবেশ হৈলা ॥ ৬৬ ॥
শ্যামপাল ভুঞা সঙ্গে করিল মিলন।
দেখিলেন তা'র দ্বারে দুয়ারি সে যবন ॥ ৬৭ ॥
আজ্ঞা কৈল শ্যামানন্দ শুন শ্যামপাল।
ভিতরে যবন দ্বারি না রাখিবে আর ॥ ৬৮ ॥
গুরু কৃষ্ণ সাধু সেবা হয় যেই স্থানে।
নিরবধি যাতায়াত করে দ্বিজগণে ॥ ৬৯ ॥
যবনের দরশে পরশে অকারণ।
আজ হৈতে দ্বারে রাখ সব হিন্দুগণ ॥ ৭০ ॥
হেলন করিয়া আজ্ঞা সঙ্গীগণ বলে।
শ্যামপালে শ্যামানন্দ কহে কুতুহলে ॥ ৭১ ॥
বড় শ্রদ্ধা দেখি যবনের প্রতি তোমা।
এখানে উচিত নহে রহিবারে আমা ॥ ৭২ ॥
সদাই এ স্থানে বহু যবনের গণ।
এত বলি' শ্যামানন্দ করিল গমন ॥ ৭৩ ॥
সেই হৈতে যবন না রৈল সেই স্থানে।
অঘটন ঘটায় সে আজ্ঞা পরমাণে ॥ ৭৪ ॥
যাঁর আজ্ঞা ব্রহ্মা শিব ভাঙ্গিতে না পারে।
যাঁর আজ্ঞা ইন্দ্র আদি দিক্‌পাল ধরে ॥ ৭৫ ॥
হেন রূপে ভুবন করিল পরিত্রাণ।
কোটি কোটি মুখে গুণ না যায় বাখান ॥ ৭৬ ॥
শুন শুন রসিকমঙ্গল সব জন।
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি-ধন ॥ ৭৭ ॥

শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পশ্চিম-বিভাগে শ্যামসুন্দরপুর-প্রকাশ-
নাম দ্বাদশ-লহরী সম্পূর্ণা।

ত্রয়োদশ-লহরী

রাগ—নারাণি গৌড়া।

ঘোষা। মোর কৃষ্ণ গুণনিধি।
অনাথশরণ বড় দয়ার অবধি ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ রসিকজীবন।
জয় জয় রসিকেন্দ্র অচ্যুত-নন্দন ॥ ১ ॥
হেনমতে শ্যামানন্দ রসিকেন্দ্র-চন্দ্র।
সর্ব্ব দেশে প্রেম দিল মনের আনন্দ ॥ ২ ॥
হেনকালে কত দিনে আম্বুয়া-মলুকে*।
শ্রীঅধিকারী ঠাকুর পাইলা গোলোকে ॥ ৩ ॥
কত দিনে অনুচর শ্যামানন্দ-স্থানে।
কহিলেন তথাকার সব বিবরণে ॥ ৪ ॥
শুনি' শ্যামানন্দ বহু রোদন করিলা।
রসিকেরে আনাইতে লোক পাঠাইলা ॥ ৫ ॥
আইলেন রসিকেন্দ্র আজ্ঞা প্রবেশিতে।
শ্যামানন্দ কহিলেন রসিক-অগ্রেতে ॥ ৬ ॥
আর না রহিব আমি অবনিমণ্ডলে।
হৃদয়ানন্দ-বিচ্ছেদ অন্তর বিদরে ॥ ৭ ॥
বহুরূপে শ্যামানন্দ করিলা ক্রন্দন।
বড় দুঃখিত হইলেন সর্ব্ব গোষ্ঠীজন ॥ ৮ ॥
সব বিবরণ কহিলেন রসিকেরে।
মহোৎসব করিব শ্যামসুন্দরপুরে ॥ ৯ ॥
সব দেশে এই বাক্য করহ প্রচার।
বহুরূপে সব স্থানে আনহ সম্ভার ॥ ১০ ॥
আজ্ঞা পাঞা রসিকেন্দ্র করিল গমন।
চতুর্দ্দিকে পাঠাইলা অনুচরগণ ॥ ১১ ॥
আজ্ঞা পাঞা বহু দ্রব্য আনিল তথায়।
বহু লোক আইলেন রসিক-আজ্ঞায় ॥ ১২ ॥
ফাল্গুনেতে মহোৎসব করিল প্রকাশ।
আইলেন সব গোষ্ঠী শ্যামানন্দ দাস ॥ ১৩ ॥
মহা আনন্দিত হৈল শ্যামসুন্দরপুরে।
শত মুখে সে সুখ কহিতে কে পারে ॥ ১৪ ॥
আরাধনা মহোৎসব করি' সে বৎসরে।
বিজে কৈল শ্যামানন্দ শ্রীগোবিন্দপুরে ॥ ১৫ ॥
কত দিনে দামোদর হৈল অন্তর্দ্ধান।
শুনি' শ্যামানন্দ প্রভু আকুল পরাণ ॥ ১৬ ॥
আজ্ঞা কৈল শ্যামানন্দ রসিকের স্থানে।
পথ কাড়াইলা* দামোদর দেখি মনে ॥ ১৭ ॥
আরাধনা মহোৎসব করিলা তাহার।
অধিকারী গোসাঞীর দিন পুনর্ব্বার ॥ ১৮ ॥
গোবিন্দপুরেতে সেই মহোৎসব কৈলা।
সব শ্যামানন্দী স্থানে প্রভু প্রকাশিলা ॥ ১৯ ॥
রসিকে বসায়ে পাশে কহে ধীরে ধীরে।
শুন শুন ওহে বাপু রসিকশেখরে ॥ ২০ ॥
পূর্ব্বে মোরে আজ্ঞা কৈল প্রভু ভগবান্।
রসিকে লইয়া কর জীব পরিত্রাণ ॥ ২১ ॥
সে আজ্ঞাতে কৃষ্ণভক্তি কৈলুঁ পরচার।
উৎকলের সর্ব্বজীব কৈলুঁ উদ্ধার ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা সকল সংসার।
এ সবারে লৈয়া তুমি করহ বিহার ॥ ২৩ ॥

---

* আম্বুয়া—অম্বিকা পাঠ।

* কাড়াইলা—দেখাইলা।

কৃষ্ণের হইল আজ্ঞা আমারে যাইতে।
নিশ্চে আমি আর না রহিব পৃথিবীতে ॥ ২৪ ॥
এত বলি' নৃসিংহপুরেতে প্রবেশিলা।
রসিকে সঙ্গেতে করি' প্রভু তথা গেলা ॥ ২৫ ॥
হেনকালে শ্যামানন্দ অসুস্থ হৈলা।
উদণ্ড রায়ের ঘরে সবাই রহিলা ॥ ২৬ ॥
বড়ই অসুস্থ হৈলা শ্যামানন্দ রায়।
চারি মাস রহিলেন সগোষ্ঠী তথায় ॥ ২৭ ॥
দশ বিশ বৈদ্য আসি' কৈল চিকিৎসা।
সবাই ঔষধ দিল যা'র যেই ইচ্ছা ॥ ২৮ ॥
নানামতে চিকিৎসা কৈল বৈদ্যগণে।
জাগিয়া বসিলেন রসিক রাত্রি-দিনে ॥ ২৯ ॥
কোনমতে সুস্থ নাহি হৈল দেহখানি।
সবাকারে শ্যামানন্দ কহিল আপনি ॥ ৩০ ॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা আছে আমি যাইব নিশ্চয়।
মিথ্যা যত্ন না করিহ শুনহ সবায় ॥ ৩১ ॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভ করাহ নিশি দিনে।
নিরবধি কৃষ্ণকথা কর সাধুগণে ॥ ৩২ ॥
বীণা বেণু রবাব মুরলী নানা যন্ত্র।
এই ঔষধ ইথে কহিলাম তত্ত্ব ॥ ৩৩ ॥
শুনিয়া রসিক বড় দুঃখিত হইলা।
গদগদ হৈয়া প্রভু-স্থানে জানাইলা ॥ ৩৪ ॥
মোরে আজ্ঞা হোউ প্রভু যাই বৃন্দাবনে।
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিব কেমনে ॥ ৩৫ ॥
বহুত ব্যাকুল হৈলা রসিকশেখর।
শুনি' শ্যামানন্দ তাঁরে করিলা উত্তর ॥ ৩৬ ॥
উৎকলে জন্মিলা যত শ্যামানন্দীগণ।
তা'রে লৈয়া কতদিন কর বিহরণ ॥ ৩৭ ॥
আমার আজ্ঞায় থাক উৎকল-ভুবনে।
মনেতে জানিহ সদা আছ বৃন্দাবনে ॥ ৩৮ ॥
কতদিন কৃষ্ণভক্তি করহ প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেমে ঢলাঢলি করহ সংসার ॥ ৩৯ ॥
ঘরে ঘরে সাধুসেবা করহ যতনে।
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি দেহ সর্ব্ব জনে জনে ॥ ৪০ ॥
শ্রুতি-স্মৃতি-ভাগবত শাস্ত্র-পরমাণ।
গুরুকৃষ্ণ-সাধুসেবা আর দ্বিজগণ ॥ ৪১ ॥
সর্ব্বজন পালন করহ ভূমণ্ডলে।
রসিকের মাথে দিল চরণকমলে ॥ ৪২ ॥
আপনার হাতে বস্ত্র বান্ধি' শ্যামানন্দ।
তিলক দিলেন মাথে মনের আনন্দ ॥ ৪৩ ॥
আপনি যুড়িয়া কর সবারে কহিলা।
শ্যামানন্দ মণ্ডলীতে টীকা সে সারিলা ॥ ৪৪ ॥
রসিকের আজ্ঞাতে থাকিবে সর্ব্বজন।
সবাকারে রসিকেন্দ্র করিবে পালন ॥ ৪৫ ॥
রসিকের আজ্ঞা কেহ'না করিবে ভঙ্গ।
রসিক-বিমুখ যে, সে নহে আমা সঙ্গ ॥ ৪৬ ॥
সর্ব্ব অধিকার দিলা রসিকশেখরে।
সর্ব্ব সমর্পণ কৈল অচ্যুত-কুমারে ॥ ৪৭ ॥
সদা সংকীর্ত্তন-ধ্বনি হয় চারিদিকে।
শ্যামানন্দে দেখি' সবে হৈল উদবেগে ॥ ৪৮ ॥
"পনরশ বায়াম্ন শকাব্দ" সে প্রমাণ।
কৃষ্ণের সন্নিধে প্রভু করিলা প্রয়াণ ॥ ৪৯ ॥
দেব-স্নানযাত্রা পূর্ণমীর শেষে।
"কৃষ্ণ-প্রতিপদ" তিথি "আষাঢ়" প্রবেশে ॥ ৫০ ॥
হরিধ্বনি শঙ্খধ্বনি সংকীর্ত্তন-ধ্বনি।
গগনমণ্ডলে প্রবেশিলা জয়বাণী ॥ ৫১ ॥
হেনই সময়ে প্রভু হৈলা "অন্তর্দ্ধান"।
শুনিয়া মণ্ডলী সবার হরিলা জ্ঞান ॥ ৫২ ॥
রসিক পড়িলা ভূমে অচেতন হৈয়া।
সঙ্গীজনে তুলি' ধরে মুখে পানি দিয়া ॥ ৫৩ ॥
নয়নের ধারাতে ডুবিল কলেবর।
বিলাপ করিয়া কহে রসিকশেখর ॥ ৫৪ ॥
অষ্টাদশ বৎসরের যখন সে আমি।
তখন দর্শন দিলা শ্যামানন্দস্বামী ॥ ৫৫ ॥
বিংশতি বৎসর সেবা করিলুঁ চরণে।
ইবে একা করি' প্রভু গেলা নিজ ধামে ॥ ৫৬ ॥
যাঁহার পরশে হৈলা কৃষ্ণে প্রেমভক্তি।
যাঁহার দর্শনে সবে হৈলা শুদ্ধমতি ॥ ৫৭ ॥
যাঁহার কৃপায় হৈল অবিদ্যা-খণ্ডন।
যাঁহার অনুগ্রহে ভব-বন্ধ-বিমোচন ॥ ৫৮ ॥
যাঁহার প্রসাদে হূণ-পুলিন্দ-ম্লেচ্ছাদি।
ছাড়ি নিজ কর্ম্ম কৃষ্ণপ্রেমে উনমাদি ॥ ৫৯ ॥

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর শ্রীমন্দিরমধ্যে সম্পূজিত শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ ও
শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভুর পঠিত শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত, তালপত্রে মালাকারে
গ্রথিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ, নামমালা,
শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভুর প্রাচীন চিত্রপট,
শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর কন্থা ও আসন এবং
শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভুর বংশী প্রভৃতি।

হেন প্রভু ছাড়ি' গেলা না দেখিব আর।
এবে শূন্য ভেল মোর সকল সংসার ॥ ৬০ ॥
কে মোরে করিবে দয়া বাৎসল্য করিয়া।
কার সঙ্গে দেশে দেশে বুলিব ভ্রমিয়া ॥ ৬১ ॥
কার সঙ্গে করি মুই তীর্থপর্য্যটন।
কে মোরে সঙ্গেতে লৈয়া যাবে বৃন্দাবন ॥ ৬২ ॥
আর না দেখিব সেই চরণ-দু'খানি।
এত বলি' রসিকেন্দ্র পড়িলা ধরণী ॥ ৬৩ ॥
শ্যামানন্দী কাষ্ঞ্চ সবে ছিলেন সঙ্গেতে।
প্রবোধিয়া সবাই কহেন নানামতে ॥ ৬৪ ॥
কাহারো প্রবোধে প্রভু প্রবোধ না মানে।
নিশি দিশি ধারা বহে সে দুই নয়নে ॥ ৬৫ ॥
রসিকের অনুরাগ কহন না যায়।
শ্যামানন্দ-বিচ্ছেদেতে বিদরে হৃদয় ॥ ৬৬ ॥
কোটিমুখে কহিলেও কহন না যায়।
যাঁর অনুরাগ শুনি পাষাণ মিলায় ॥ ৬৭ ॥
তিরোধান-আসন করিল সেই গ্রামে।
বেদবিধি স্মৃতিশাস্ত্র করিয়া প্রমাণে ॥ ৬৮ ॥
এবে মহোৎসব আদি করিব প্রচার।
যা' শুনিলে পাপ সনে দেখা নহে আর ॥ ৬৯ ॥
সমুদ্র-তরঙ্গলীলা কে জানিতে পারে।
রসিক-কৃপায় কিছু কৈলুঁ পরচারে ॥ ৭০ ॥
পশ্চিমবিভাগে এই করিলুঁ রচন।
যে মোরে বলায় প্রভু অচ্যুতনন্দন ॥ ৭১ ॥
অনুক্রম দোষ কিছু না করিবে মনে।
সুপ্রীতে শুনিবে সুপণ্ডিত সাধুজনে ॥ ৭২ ॥
সবাকার প্রাণপতি রসিকেন্দ্র-চন্দ্র।
তাঁ'র গুণ শুন সবে হইয়া আনন্দ ॥ ৭৩ ॥
রসিকমঙ্গল শুন সব কাষ্ঞ্চজন।
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তি-ধন ॥ ৭৪ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পশ্চিম-বিভাগে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর
তিরোভাবে শ্রীশ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর বিরহ-বর্ণন-নাম
ত্রয়োদশ-লহরী সম্পূর্ণা।

চতুর্দ্দশ-লহরী

রাগ—কৌশিক।

ঘোষা। জয়রে জয় রামকৃষ্ণ মুরারে,
ও মুরারে ও মুরারে।

জয় জয় শ্যামানন্দ পতিত-পাবন।
রসিকচন্দ্রের নিজ প্রিয় প্রাণধন ॥ ১ ॥
শ্যামানন্দ-বিচ্ছেদেতে রসিকশেখর।
নিরবধি ভাবাবেশে অঙ্গ জর জর ॥ ২ ॥
সব কাষ্ঞ্চজন লৈয়া বসিলা বিচারে।
দুয়াদশ মহোৎসব করিবার তরে ॥ ৩ ॥
গোবিন্দপুরে* স্থান করিল নিশ্চয়।
আদ্য আরাধনা মহোৎসব সে তথায় ॥ ৪ ॥
মহামহোৎসব এই জগত বিদিত।
শ্যামানন্দী সব গোষ্ঠী আনিবা উচিত ॥ ৫ ॥
রসিকেন্দ্র বলে আমি কিছুই না জানি।
ধ্যান সঙরণ শ্যামানন্দ-পদখানি ॥ ৬ ॥
কৃষ্ণপ্রেমে উনমত গেল এত কালে।
কোথা কেবা আছে আমি না জানি তাহারে ॥ ৭ ॥
রসিক করিল আজ্ঞা সব ভাইগণে।
নিমন্ত্রণ কর শ্যামানন্দী সর্ব্বজনে ॥ ৮ ॥

---

* ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভু এতদ্দেশে আগমন করেন।

শ্যামানন্দী মণ্ডলীতে কেবা অধিকারী।
কাহারে করিবে ইহা করহ বিচারি ॥ ৯ ॥
শ্রীগোবিন্দ-সেবা আর মহামহোৎসব।
ইহা অঙ্গীকৃত বুঝি কর অনুভব ॥ ১০ ॥
আমিত ভ্রমিব প্রভুকার্য্য অন্বেষিয়া।
এথা সেবা হয় যেন সুবন্ধান হঞা ॥ ১১ ॥
শ্যামানন্দ শিষ্যগণ নাম কহ মোরে।
অনুশিষ্য ভৃত্যশিষ্য যতেক উৎকলে ॥ ১২ ॥
রাজা প্রজা মোহান্ত যতেক উদাসীন।
কেবা কা'র শিষ্য সব কর ভিন্ন ভিন্ন ॥ ১৩ ॥
কোন কুলে কা'র জন্ম কোথা কা'র বাস।
নির্ণয় করিয়া কহ শ্যামানন্দী দাস ॥ ১৪ ॥
কৃষ্ণের সঙ্গেতে কা'র কেমন সুপ্রীতি।
অনন্যশরণ কেবা কা'র প্রেমভক্তি ॥ ১৫ ॥
সাধুসঙ্গে স্নেহ কা'র, কা'র হৃদে দয়া।
গুরুতে নিশ্চিত কেবা কহ বিবরিয়া ॥ ১৬ ॥
একে একে মোর আগে কহ বিবরণ।
শ্যামানন্দী গোষ্ঠী মোরে কর সমর্পণ ॥ ১৭ ॥
যথাযোগ্য সবাকারে করিব লেখন।
মহামহোৎসবে আসিবে সে সব জন ॥ ১৮ ॥
সবে কহিলেন প্রভু তুমিত উদাস।
অকিঞ্চনে প্রেম দিতে হয়েছ প্রকাশ ॥ ১৯ ॥
আত্মতুল্য অধিকারী কর একজন।
শ্রীগোবিন্দ-সেবা তা'রে কর সমর্পণ ॥ ২০ ॥
তবে রসিকেন্দ্র আজ্ঞা কৈল সবাকারে।
রসিক মণ্ডলী করি বসিল বিচারে ॥ ২১ ॥
সবারে সম্মত যা'রে সেই পরমাণ।
ত্বরায় বিচারি আন করি অনুমান ॥ ২২ ॥
সব কার্ষ্ণজন মিলি করিল বিচার।
রসিকের সুত তিন পরম উদার ॥ ২৩ ॥
সেই তিন সহোদর ভুবনমোহন।
যাহার কটাক্ষে উদ্ধারিল ত্রিভুবন ॥ ২৪ ॥
আর এক কন্যা তাঁ'র পরম সুধীরা।
কৃষ্ণপ্রেমাশ্রিতধাম রসিকচতুরা ॥ ২৫ ॥
ইহা সব নাম আর মহিমা বিচার।
আপনা শোধিতে মাত্র করিয়ে প্রচার ॥ ২৬ ॥
জ্যেষ্ঠ সুত রাধানন্দ মহা মতিমান্।
কৃষ্ণগতিমতি কথা অতি অনুপম ॥ ২৭ ॥
রাধাকৃষ্ণ দাস নাম কৃষ্ণপ্রেমধাম।
বৃন্দাবতী নামে সুতা কৃষ্ণ যাঁর প্রাণ ॥ ২৮ ॥
তবে কহি রাধানন্দ মহিমা অপার।
তাঁহারে যে যোগ্য হয় এই অধিকার ॥ ২৯ ॥
সবে বুঝে রাধানন্দ-মহিমার লেশ।
অবচ্ছিন্নে দেখে তাঁর কৃষ্ণের উদ্দেশ ॥ ৩০ ॥
কৃষ্ণে রতি কৃষ্ণে মতি কৃষ্ণে তাঁ'র স্থিতি।
অন্তরে বাহিরে তাঁ'র কৃষ্ণের বসতি ॥ ৩১ ॥
নিদ্রা গেলে কৃষ্ণ-সঙ্গে করেন ক্রীড়ণ।
জাগিলে বিচ্ছেদ হয়ে করেন ক্রন্দন ॥ ৩২ ॥
কান্দিতে কান্দিতে দেখে রাধাকৃষ্ণরূপে।
মগ্ন হঞা অবগাহে আনন্দের কূপে ॥ ৩৩ ॥
কখন বা মন্দ মন্দ ঈষৎ হাসয়।
কৃষ্ণপ্রেমামৃতার্ণবে ডুবয়ে ভাসয় ॥ ৩৪ ॥
ভবাটবী মধ্যে যেন দীপ্ত হুতাশন।
দেখিয়া জ্বলিয়া মরে পাষণ্ডীর গণ ॥ ৩৫ ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি করি শরীরে না লাগে।
কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত মন গর গর রাগে ॥ ৩৬ ॥
কৃষ্ণ দিতে কৃষ্ণ নিতে সদা বল ধরে।
অকিঞ্চনে আশ্বাসিয়া প্রেমদান করে ॥ ৩৭ ॥
প্রেমফল খাবাইয়া পেট তা'র ভরে।
দুঃখ কষ্ট তাপ তা'র ছারখার করে ॥ ৩৮ ॥
প্রেমফল খাইয়া সে উনমত্ত হৈয়া।
নাচে গায় কান্দে কৃষ্ণ হা হা হা করিয়া ॥ ৩৯ ॥
সেই সব কার্ষ্ণজন এ সব দেখিয়া।
বিচারিল এই যোগ্য সুদৃঢ় করিয়া ॥ ৪০ ॥
কহিলেক সবে গিয়া রসিকেন্দ্র আগে।
অধিকারী যোগ্য রাধানন্দ মহাভাগে ॥ ৪১ ॥
তাহার যতেক গুণ কৈল নিবেদন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট প্রভু সজলনয়ন ॥ ৪২ ॥
কহিল সবারে প্রভু আনহ ডাকিয়া।
আনিবারে গেলা সবে আনন্দিত হৈয়া ॥ ৪৩ ॥
কহিলেন সব কথা তাঁ'র বিদ্যমানে।
শুনি হৃষ্ট হইলেন তিঁহ আনন্দিত মনে ॥ ৪৪ ॥

আজ্ঞা পরমাণে উঠি চলিল সত্বরে।
কাঙ্খগণ সবে গেলা প্রভুর গোচরে॥ ৪৫॥
প্রভুরে দেখি দণ্ডবৎ করিতে লাগিলা।
উঠ উঠ বলি প্রভু কোলেতে করিলা॥ ৪৬॥
পুনঃ আলিঙ্গন করি রসিকেন্দ্র রায়।
কহিতে লাগিল বাপু শুনহ ত্বরায়॥ ৪৭॥
পূর্ব্বে শ্যামানন্দ-আজ্ঞা তোমারে আছিলা।
এবে সব কাঙ্খজন তোমারে বেষ্টিলা॥ ৪৮॥
আমিও তোমারে বাপু এই অধিকার।
শ্যামানন্দ মণ্ডলীর করহ নিবার॥ ৪৯॥
পুনঃ দণ্ডবত করি পড়িলা ভূমিতে।
রসিকেরে কাঙ্খজন কহে শাড়ী দিতে॥ ৫০॥
সবার সম্মতি লৈয়া রসিকেন্দ্র রায়।
রাধানন্দ মাথে শাড়ী বান্ধিল ত্বরায়॥ ৫১॥
শাড়ী বান্ধি রসিকেন্দ্র প্রদক্ষিণ করি।
সপ্রেম অন্তরে প্রভু বলে হরি হরি॥ ৫২॥
শ্রীগোবিন্দের সেবা রাধানন্দে সমর্পিল।
প্রেমভক্তি প্রচারিতে যতনে কহিল॥ ৫৩॥
তবে পুনঃ রসিকেন্দ্র সবাকার প্রতি।
প্রেমেতে মধুর বাণী করিয়া উকতি॥ ৫৪॥
তুমি সব কাঙ্খজন পরম উদার।
কৃষ্ণভক্তি দিতে নিতে পার সবাকার॥ ৫৫॥
শ্যামানন্দী বৈষ্ণবের নামের গণন।
করিয়া আনহ বাপু করিয়া যতন॥ ৫৬॥
শুনিয়া রসিক-আজ্ঞা কহে ভাইগণ।
শ্যামানন্দী গোষ্ঠীগণ না যায় কথন॥ ৫৭॥
সমুদ্রতরঙ্গ যেন শ্যামানন্দিগণ।
গণনা না হয় শ্যামানন্দী কাঙ্খগণ॥ ৫৮॥
প্রধান প্রধান করি কহিয়ে সাক্ষাতে।
সবে মেলি যত জানে কহিবে উচিতে॥ ৫৯॥
পূর্ব্বে বর্ণিয়াছি শ্যামানন্দ-শিষ্যগণে।
এবে কহি তা'র শিষ্য-ভৃত্য-শিষ্যগণে॥ ৬০॥
সংক্ষেপে কহিব তা'র কিছু বিবরণ।
শ্যামানন্দী কাঙ্খ সবা শুন দিয়া মন॥ ৬১॥
নিশ্চলে শুনেন প্রভু অচ্যুত-নন্দন।
মহা আনন্দে শুনেন সব কাঙ্খজন॥ ৬২॥
প্রথমে বন্দনা যত করিলুঁ পুস্তকে।
শ্যামানন্দ শিষ্য সব করিলুঁ প্রত্যেকে॥ ৬৩॥
এবে ভাইগণ শিষ্য কহিয়ে যুগতে।
এক মনে শুনেন সে অচ্যুতের সুতে॥ ৬৪॥
রসিকের যোগ্য শিষ্য কহি বিবরিয়া।
যাঁর যেন ভক্তি দার্ঢ্য কহি প্রশংসিয়া॥ ৬৫॥
আদ্য শিষ্য ব্রাহ্মণ কালন্দী ভক্তদাস।
রসিকের চরণ যাহার নিজবাস॥ ৬৬॥
শ্রীশ্যামগোপাল দাস অতি শুদ্ধমতি।
রসিকশেখর যা'র কুলশীল-জাতি॥ ৬৭॥
কাশীনাথ নন্দন সে জগত-বিখ্যাতা।
বড় বাগ্মী বুদ্ধিমান্ যে কহে উচিতা॥ ৬৮॥
মাতা তা'র গোবিন্দদাসী রসিকের ভৃত্য।
রসিক কৃপায় খ্যাত বৈষ্ণবের তত্ত্ব॥ ৬৯॥
শ্রীজংহ বলিয়া গ্রাম অতি দিব্য স্থান।
রামদাস বলিয়া আছিলা ভাগ্যবান্॥ ৭০॥
দ্রৌপদী বলিয়া তা'র পত্নী পতিব্রতা।
শিষ্টকরণ কুলে যার জন্ম বিখ্যাতা॥ ৭১॥
তাহার উদরে জাত দীনশ্যাম দাস।
বাল্য হৈতে তা'র হৃদে রসিক প্রকাশ॥ ৭২॥
অতি প্রেমময়-মূর্ত্তি রসিকের শিষ্য।
রসিক যে আজ্ঞা করে করেন অবশ্য॥ ৭৩॥
নিশি দিশি সদা তা'র রসিকেন্দ্র-ধ্যান।
রসিক-চরণে সমর্পিলা জাতি প্রাণ॥ ৭৪॥
অনেক করিল শিষ্য উৎকল-ভুবনে।
গুরু-তুল্য মান্য করে সব গুরুজনে॥ ৭৫॥
বৈষ্ণবের অতি প্রিয় দীনশ্যাম দাস।
সদাই করেন, কৃষ্ণপ্রেমের বিলাস॥ ৭৬॥
অনেক প্রমোদ কৈল অবনিমণ্ডলে।
প্রেমভক্তি দিয়া সবা করিল উদ্ধারে॥ ৭৭॥
দীনশ্যাম মহিমা সে না যায় কথন।
নিজ প্রেমভক্তি যা'রে কৈল সমর্পণ॥ ৭৮॥
দ্বিজ রামকৃষ্ণ দাস অতি শুদ্ধমতি।
রসিকেন্দ্র বিনা যা'র আন নাহি গতি॥ ৭৯॥
অনেক করিল শিষ্য উৎকল-ভুবনে।
ভুবন-মঙ্গল বলি গায় সর্ব্বজনে॥ ৮০॥

ব্যাঘ্র-কুম্ভীরের স্কন্ধে বৈসে কুতূহলে।
রসিক-কৃপায় কারে ভয় নাহি করে ॥ ৮১ ॥
কুম্ভীর উপরে চড়ি নদী পার হয়।
পতিত-তারণ রামকৃষ্ণ মহাশয় ॥ ৮২ ॥
রসিকের শিষ্য নারায়ণ দাস খ্যাতা।
কৃষ্ণ বিনা আর নাহি জানে শুদ্ধচেতা ॥ ৮৩ ॥
ব্রাহ্মণ পরমানন্দ অতি শুদ্ধচিত।
রসিক কৃপায় হৈলা অতি সুপণ্ডিত ॥ ৮৪ ॥
দ্বিজকুলে জনমিলা গোউর গোপাল।
রসিকেন্দ্র বিনা কিছু না জানয়ে আর ॥ ৮৫ ॥
দ্বিজ গোপীনাথ উদাসীন মহাশয়।
নিরবধি রসিকেন্দ্র যাহার হৃদয় ॥ ৮৬ ॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি বিনা নাই জানে আর।
রসিকের সঙ্গে তাঁর গেল সর্ব্বকাল ॥ ৮৭ ॥
কৃষ্ণের ভোজন ষড়রস উপহার।
রন্ধন করেন গোপীনাথ সদাচার ॥ ৮৮ ॥
প্রেম-অঙ্কুর দাস রসিকের ভৃত্য।
কদম্ব ফুটাল যার ভৃত্য তদ্‌ভৃত্য ॥ ৮৯ ॥
রসিকের বাল্য শিষ্য শ্রীগোকুল দাস।
কেন্দুঝুরি দেশে ভক্তি করিল প্রকাশ ॥ ৯০ ॥
বনভূমে বহুশিষ্য কৈল মহাশয়।
রসিকেন্দ্র বিনা তারা কিছু না জানয় ॥ ৯১ ॥
শ্যাম মনোহর দাস বড় শুদ্ধমতি।
রসিক-চরণ বিনা আন নাহি গতি ॥ ৯২ ॥
পূর্ব্বে তাঁ'র মহিমা করিয়াছি বিখ্যাত।
সর্ব্বলোক উদ্ধারিল বড় সুপণ্ডিত ॥ ৯৩ ॥
বৈদ্যনাথ মহারাজা বড় মহাজন।
কায়মনোবাক্যে দৃঢ়ে রসিক-শরণ ॥ ৯৪ ॥
দেহত্যাগ করিলেন উৎকল ভুবনে।
বৃন্দাবনে দেখিলেন সব সাধুগণে ॥ ৯৫ ॥
ছোট রায় রাউত্রা সে বড় শুদ্ধমতি।
রসিকেন্দ্র বিনা যার আন নাহি গতি ॥ ৯৬ ॥
বড়ই প্রতাপী দোঁহে প্রেমময়মূর্ত্তি।
যাহার করণী দেখি সবে পাইলা ভক্তি ॥ ৯৭ ॥
শ্যামদাস মোহন প্রভুর নিজ ভৃত্য।
জয়দেব-গানে সবে করায় মোহিত ॥ ৯৮ ॥
দ্বিজ গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়।
সদা রসিকেন্দ্র-চন্দ্র যাহার হৃদয় ॥ ৯৯ ॥
বঙ্গেতে করিল হরিভক্তি পরচার।
শত শত দ্বিজ-শিষ্য হইল তাহার ॥ ১০০ ॥
রসিকের শিষ্য দুবে দ্বিজ ভাগ্যবান্।
রসিকেন্দ্র-চন্দ্র বিনা না জানয়ে আন ॥ ১০১ ॥
তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্যামসুন্দর।
প্রেমভক্তি যারে দিল রসিকশেখর ॥ ১০২ ॥
রসিকের শিষ্য দ্বিজসুন্দর সে রায়।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি মূর্ত্তিমন্ত মহাশয় ॥ ১০৩ ॥
দ্বিজবর উদাসীন শ্রীমোহন দাস।
আজন্ম রসিক-সঙ্গে করিলা নিবাস * ॥ ১০৪ ॥
ছাড়ি গৃহ দারাসুত সব পরিবার।
পৃথ্বী-পরিক্রমা কৈল রামের কুমার ॥ ১০৫ ॥
রসিকের ভৃত্য মঙ্গরাজ হরিচন্দন।
গোপীনাথ দাস পট্টনাএক মহাজন ॥ ১০৬ ॥
রাধাবিনোদ দাস কালন্দী ভগবান্।
পরমানন্দ মনোহর কানু কৃষ্ণনাম ॥ ১০৭ ॥
কৃষ্ণচরণ দ্বিজ অচ্যুত শ্রীচরণ।
গোকুলানন্দ গোবিন্দ রসিকশরণ ॥ ১০৮ ॥
দ্বিজ সে গোবিন্দ দাস রসিক-কিঙ্কর।
কৃষ্ণপ্রেমে নিশি দিশি অঙ্গ জর জর ॥ ১০৯ ॥
রসিকের শিষ্য কালন্দী দ্বিজবর।
রসিকের চরণ যাঁহার নিজঘর ॥ ১১০ ॥
অক্রূর গোপাল হরি শ্রীতুলসী দাসী।
রাজা মিত্র চিত্রসেন সুবর্ণ বয়সী ॥ ১১১ ॥
দ্বিজ গোবিন্দ দাস কৃষ্ণভক্ত দাস।
ব্রজমোহন দ্বিজ শ্যামমোহন দাস ॥ ১১২ ॥
শ্রীগোপাল আচার্য্য কালন্দী ধরাম্বর।
নিরবধি যাঁর হৃদে রসিকেন্দ্র-বর ॥ ১১৩ ॥
তাঁহার নন্দন রাধামোহন ভূধর।
শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধাকৃষ্ণ দ্বিজবর ॥ ১১৪ ॥
সবংশে হইলা শিষ্য রসিকের স্থানে।
রসিকেন্দ্র বিনা আর কিছু নাহি জানে ॥ ১১৫ ॥

---

* বিলাস—ইতি পাঠান্তর।

মহাধীর প্রেমমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দ দাস।
রসিকের শিষ্য ঘণ্টশিলাতে * নিবাস ॥ ১১৬ ॥
বহু শিষ্য করিলেন ভঞ্জভূঁই দেশে।
কৃষ্ণপ্রেমে ঢলাঢলী করিল বিশেষে ॥ ১১৭ ॥
রসিকের শিষ্য গঙ্গাদাস মহাশয়।
অতি প্রেমময়মূর্ত্তি শ্রীধর তনয় ॥ ১১৮ ॥
দৈত্যারি শ্যামসুন্দর শ্যামমোহন।
শ্যামদাস ভগবান্ ভাই ছয়জন ॥ ১১৯ ॥
রসিক ভ্রাতুষ্পুত্র সেবক সবায়।
জাতি প্রাণ ধন যাঁর রসিকেন্দ্ররায় ॥ ১২০ ॥
বৃন্দাবনকিশোর সে রসিকের ভৃত্য।
সগোষ্ঠী সহিতে বলিলেন কৃষ্ণতত্ত্ব ॥ ১২১ ॥
চিন্তামণি বিহারী বড়ই ভাগ্যবান্।
রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি জাতি-ধন-প্রাণ ॥ ১২২ ॥
অচ্যুত শ্যামকিশোর বৃন্দাবন দাস।
শ্রীরাম বলি বামন জগু † শ্যামদাস ॥ ১২৩ ॥
রসিকের শিষ্য সবে অনন্য-শরণ।
নিরবধি গুরু-কৃষ্ণ-সাধুর সেবন ॥ ১২৪ ॥
ঘনশ্যাম দাস শ্রীবেড়য়া বিষ্ণুদাস।
রসিক-চরণ যাঁর হৃদয়ে প্রকাশ ॥ ১২৫ ॥
বাহুবলীন্দ্র শ্রীশ্যাম রসিক দাস।
চন্দ্র ভানু আদি রসিকের নিজ দাস ॥ ১২৬ ॥
দ্বিজ গোপীমোহন শ্যামমোহন দাস।
রসিক চরণ যাঁর হৃদে নিজ বাস ॥ ১২৭ ॥
ব্রজমোহন শ্যামরসিক উদাসীন।
সখীশ্যাম ‡ গোকুল সে বড়ই প্রবীণ ॥ ১২৮ ॥
হিজলী মণ্ডলে বৈকুণ্ঠ দাস মহাশয়।
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি যাঁহার হৃদয় ॥ ১২৯ ॥
শত শত সাধুসেবা করে নিরন্তর।
আপনা বিকাঞা সাধুসেবে দৃঢ়তর ॥ ১৩০ ॥
লাল পুরুষোত্তম শ্যামকিশোর যুগল।
অক্রূর শ্যামসুন্দর বংশী মনোহর ॥ ১৩১ ॥

* খুণ্টাপারে—ইতি পাঠান্তর।

† জয়—ইতি পাঠান্তর।

‡ দুঃখীশ্যাম—ইতি পাঠান্তর।

সদাশিব পট্টনায়েক সাধু উদ্দণ্ড।
কৃষ্ণানন্দ হরিচন্দন বড়ই প্রচণ্ড ॥ ১৩২ ॥
দ্বিজ জীবদাস ভুঞা রঘুনাথ দাস।
কৃষ্ণদাস ভুঞা আদি রসিকের দাস ॥ ১৩৩ ॥
গজেন্দ্র মথুরাদাস বড় শুদ্ধমতি।
রসিকেন্দ্র বিনা তা'র আন নাহি গতি ॥ ১৩৪ ॥
মধুসূদন দ্বারকানন্দ মহাশয়।
নিরবধি রসিকেন্দ্র যাঁহার হৃদয় ॥ ১৩৫ ॥
নৃপ রামচন্দ্র চিত্রেশ্বর শ্রীচন্দন।
কায়মনোবাক্যে সবে রসিক-শরণ ॥ ১৩৬ ॥
মাধো মনোহর নিরঞ্জন মহাশয়।
উদ্ধব হরিকেশব ভীমের তনয় ॥ ১৩৭ ॥
শ্যামসুন্দর বৃন্দাবন বংশীর নন্দন।
সর্ব্বাত্মভাবেতে সবে রসিক শরণ ॥ ১৩৮ ॥
দ্বিজ রাধাবল্লভ পুরুষোত্তমসুত।
নৃপসুত রসিকের শিষ্য যূথ যূথ ॥ ১৩৯ ॥
রাধাবল্লভ শ্যামদাস দুইজন।
গহমগড়েতে শিষ্য লক্ষ লক্ষ জন ॥ ১৪০ ॥
দ্বিজ শ্যামসুন্দর বড়ই মহাজন।
রসিকের কৃষ্ণভোগ করেন রন্ধন ॥ ১৪১ ॥
দ্বিজ রাধামোহন উদ্ধব ভগবান্।
নীলাম্বর বনমালী রামদাস শ্যাম ॥ ১৪২ ॥
কৃষ্ণানন্দ ভুঞা অতি বড় শুদ্ধমতি।
রসিক-চরণ যাঁর কুলশীল-জাতি ॥ ১৪৩ ॥
গোপাল ভুঞা কৃষ্ণানন্দ হরিচন্দন।
গোপাল মাধব কেশোবনাই রাজন ॥ ১৪৪ ॥
দ্বিজ শ্রীরাধামোহন বড় সুপণ্ডিত।
রসিকের শিষ্য প্রেমময় মত্তচিত ॥ ১৪৫ ॥
রাধাবল্লভ দাস বল্লভনন্দন।
রসিকের ভৃত্য আর দাস বৃন্দাবন ॥ ১৪৬ ॥
রাধামাধব শ্যামসুন্দর অনুরাগ।
রসিকের শিষ্য বনমালী মহাভাগ ॥ ১৪৭ ॥
মুকুন্দ পরমানন্দ কানু ভগবান্।
আগট মোহনাদি ভৃত্য পরমাণ ॥ ১৪৮ ॥
গঙ্গাদাস কেশবাদি শ্রীচন্দ্রশেখর।
শ্যামসুন্দর ব্রজমোহন দ্বিজবর ॥ ১৪৯ ॥

রাধামোহন ভক্তদাস পুরুষোত্তম।
গাছতলিয়া শ্যামদাস ব্রজমোহন ॥ ১৫০ ॥
অক্রূর মোহনানন্দ নন্দন বালক।
মনোহর শ্রীরাধাবিনোদ প্রত্যক্ষ ॥ ১৫১ ॥
কৃষ্ণানন্দ কৃষ্ণ জীবন সে ভূধর।
শ্রীগোপাল দাস রাধাচরণ অক্রূর ॥ ১৫২ ॥
মোহন ব্রজমোহন শ্যামদাস আদি।
যাদব শ্যামমোহন বড়ই প্রসিদ্ধি ॥ ১৫৩ ॥
দাস শ্রীবিনোদ চিন্তামণি দাস খ্যাতা।
সঙ্গীত বিশারদ বড় বড়ই কবিতা ॥ ১৫৪ ॥
দ্বিজ শ্রীমুরলী দাস দ্বিজ শ্রীগোপাল।
রসিকের শিষ্য দ্বিজদাস শ্রীদয়াল ॥ ১৫৫ ॥
শ্যামদাস হরিনারায়ণ মহাশয়।
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি যাঁহার হৃদয় ॥ ১৫৬ ॥
দ্বিজ গোপীমোহন দাস শ্যামমোহন।
দ্বিজ যদুনাথ রসিকের প্রিয়জন ॥ ১৫৭ ॥
নীলশ্যাম দাস গোপীমোহন অক্রূর।
ঘনশ্যাম রামদাস গোবিন্দ ভুস্থর ॥ ১৫৮ ॥
জয়দেব দাস লইছন কৃষ্ণদাস।
শ্রীবীরবর দেউ শঙ্কর কানুদাস ॥ ১৫৯ ॥
শ্রীগোবিন্দভঞ্জ জগন্নাথ কৃষ্ণদাস।
শ্যামভঞ্জ তেলাই শ্রীপতি রামদাস ॥ ১৬০ ॥
মিথীভঞ্জ সগোষ্ঠী গোপাল ভঞ্জরায়।
শ্যামদাস কিশোর আর মাধরায় ॥ ১৬১ ॥
রাধাকৃষ্ণ দাস রসিকের নিজ ভৃত্য।
স্ত্রীরি যূথ যূথ শিষ্য আছে অপ্রমিত ॥ ১৬২ ॥
সমুদ্রে-তরঙ্গ রসিকের ভৃত্যগণ।
হেন শক্তি কা'র আছে করয়ে গণন ॥ ১৬৩ ॥
দশ বিশ প্রধান সে করিলুঁ বিচার।
সংক্ষেপে কহিনু কিছু নাম জানি যা'র ॥ ১৬৪ ॥
এক এক নামে শত শত শিষ্যগণ।
সংখ্যা নহে রসিকের যত শিষ্য জন ॥ ১৬৫ ॥
এবে ভাইগণ শিষ্য কহিয়ে সংক্ষেপে।
শিষ্য অনুশিষ্য ভৃত্যশিষ্য একে একে ॥ ১৬৬ ॥
পশ্চিম-বিভাগে এই করিলুঁ প্রচার।
যে কিছু বোলায় মোরে অচ্যুত-কুমার ॥ ১৬৭ ॥
রসিকের শিষ্যগণ অনন্যশরণ।
যাহার শরণে মিলে কৃষ্ণপ্রেম ধন ॥ ১৬৮ ॥
রসিকমঙ্গল কিছু করিলুঁ বিদিত।
শুন সবে মন দিয়া হ'য়ে আনন্দিত ॥ ১৬৯ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ১৭০ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পশ্চিম-বিভাগে শ্যামানন্দ-শাখাবর্ণন-
নাম চতুর্দ্দশ-লহরী সম্পূর্ণা।

পঞ্চদশ-লহরী

রাগ—করুণাশ্রী।

ঘোষা। জয় জয় শ্যামানন্দ রায়।
জনমে জনমে যেন বন্দি তুয়া পায় ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ করুণাসাগর।
জয় জয় রসিকেন্দ্র অচ্যুত-কুমার ॥ ১ ॥
তবে রসিকেন্দ্র আজ্ঞা কৈল ভাইগণে।
ভাইগণের শিষ্য অনুশিষ্য গণনে ॥ ২ ॥
মোর স্থানে কহ সব ক্রম বিবরিয়া।
যা' সবারে শ্যামানন্দ দিলা পদছায়া ॥ ৩ ॥
শুনিবারে শ্রদ্ধা করি সে সবার নাম।
একে একে কহে সবে রসিকের স্থান ॥ ৪ ॥

দামোদর-শিষ্য রসময় বংশীদাস।
আদ্য শ্যামানন্দীতে যাঁহার পরকাশ ॥ ৫ ॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল এঁহার।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দিয়া করিল উদ্ধার ॥ ৬ ॥
সবংশেতে বিকাইল দামোদর-স্থানে।
মাধব রসিকানন্দ শ্রীহরিচন্দনে ॥ ৭ ॥
মোহনশ্যাম উদ্ধব আর ঘনশ্যাম।
কিশোর গোবিন্দ হরিদাস ভাগ্যবান্ ॥ ৮ ॥
কেশব কৃষ্ণবল্লভ নারায়ণ ভূঞা।
মত্তগজ গোকুল বাঁকুড়া কৃষ্ণভূঞা ॥ ৯ ॥
গোকুলানন্দ মথুরা শ্রীমন্ত শ্যামদাস।
মথুরা অনন্ত পুরুষোত্তম রামদাস ॥ ১০ ॥
গোকুল গৌরাঙ্গ বিষ্ণুদাস গোপীদাস।
লোইছন পরিছা মোহন বংশীদাস ॥ ১১ ॥
কালিন্দী রাধাচরণ দাস মনোহর।
শ্রীরাঙ্গাচরণ মধুবন মধুকর ॥ ১২ ॥
শ্যামমোহন দ্বিজ শ্যামমোহন দাস।
শ্রীঅনন্ত রায় দ্বিজ শ্যাম যদুদাস ॥ ১৩ ॥
অক্রূর শ্রীহরি কানুদাস গোবর্দ্ধন।
শ্রীশ্যামবল্লভ শ্যামদাস বৃন্দাবন ॥ ১৪ ॥
পুরুষোত্তম অক্রূর শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস।
শ্রীকিশোরানন্দ বৃন্দাবন বৈষ্ণবদাস ॥ ১৫ ॥
ভক্তদাস কৃষ্ণানন্দ হরিভক্ত দাস।
গোবিন্দ মাধুরী শ্রীরাধামোহন দাস ॥ ১৬ ॥
কানুদাস কেশব সে গোপাল গোবিন্দ।
দামোদর-শিষ্য চতুর্দ্দিকে বৃন্দ বৃন্দ ॥ ১৭ ॥
শ্রীদামোদর-শিষ্য আনন্দদাস খ্যাতা।
সদাবর্ত্ত নাম বলি জগত-বিখ্যাতা ॥ ১৮ ॥
গোপীবল্লভ শ্যামচরণ হরিদাস।
গোপীচরণ শ্যামচরণ গোপীকৃষ্ণ দাস ॥ ১৯ ॥
দামোদর-শিষ্যগণ অনন্যশরণ।
শত মুখে কহিলেও না যায় কথন ॥ ২০ ॥
এক এক শিষ্যের সেবক লক্ষ লক্ষ।
অনু-শিষ্য ভৃত্য-শিষ্য কে করিবে সংখ্যা ॥ ২১ ॥
নাগর উদ্ধবের শিষ্য মুকুন্দদাস।
বহু শিষ্য হৈলা তাঁর বন্দরে নিবাস ॥ ২২ ॥

শ্যামজীবন দাস বড় শুদ্ধমতি।
উদ্ধব কৃপায় হৈলা কৃষ্ণপ্রেমভক্তি ॥ ২৩ ॥
শ্রীশ্যামরঙ্গিনী শিষ্য অনন্ত দাস।
পুরুষোত্তম শিষ্য মোহন বিনোদ দাস ॥ ২৪ ॥
ভাইগণ শিষ্য কিছু কহিয়ে সংক্ষেপে।
তবে ত' কহিব অনু-শিষ্য একে একে ॥ ২৫ ॥
দ্বিজ রামদাস শ্যামদাস বনমালী।
কৃষ্ণদাস গোপীদাস রাধা চন্দ্রাবলী ॥ ২৬ ॥
শ্যামবিনোদ রাধামোহন ভূধর।
গোপীনাথ যদুনাথ কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥ ২৭ ॥
বৃন্দাবন মথুরা গোকুল কৃষ্ণদাস।
দ্বারকা অযোধ্যা গঙ্গাদাস গোপীদাস ॥ ২৮ ॥
পুরুষোত্তম বিষ্ণুদাস দাস গঙ্গারাম।
শ্যামসুন্দর গিরিধর মোহন নাম ॥ ২৯ ॥
হরিদাস নরহরি রসিক সুন্দর।
মণিরাম কালুরাম অনন্ত ভূধর ॥ ৩০ ॥
গোপীনাথ যদুনাথ কৃষ্ণের কিঙ্কর।
শ্যামানন্দ পরিবারে শিষ্য বহুতর ॥ ৩১ ॥
বৃন্দাবন মথুরা গোকুল কৃষ্ণদাস।
দ্বিজ শ্রীবিনোদ দাস নারায়ণ দাস ॥ ৩২ ॥
মনোহর শীতল বিনোদ শ্যামদাস।
দ্বিজ বিষ্ণুদাস শ্রীরাধাবল্লভ দাস ॥ ৩৩ ॥
শ্রীনয়নানন্দদাস * শ্রীনন্দকিশোর।
ব্রজমোহন কালিন্দী নবীন কিশোর ॥ ৩৪ ॥
কৃষ্ণকিশোর কৃষ্ণকালিন্দী কৃষ্ণানন্দ।
কৃষ্ণভক্ত হরিভক্ত শ্রীপরমানন্দ ॥ ৩৫ ॥
ভগবান্ গোপাল গৌরাঙ্গ চৈতন্য।
শ্রীরাধাচরণ গোপীচরণ অনন্য ॥ ৩৬ ॥
গোবিন্দ শ্রীধর দামোদর নীলাম্বর।
বাসুদেব যাদবেন্দ্র দাস শিরীকর ॥ ৩৭ ॥
মাধব গোবর্দ্ধন বলভদ্র কৃষ্ণদাস।
নারায়ণভক্ত দাস পীতাম্বর দাস ॥ ৩৮ ॥
ঘনশ্যাম জলধরশ্যাম গোপীদাস।
প্রসাদ অক্রূর উদ্ধব বৈষ্ণব দাস ॥ ৩৯ ॥

* নন্দনন্দন—ইতি পাঠান্তর।

ব্রজসুন্দর ব্রজানন্দ ব্রজনন্দন।
ব্রজজীবন ব্রজবিহারী ব্রজভূষণ ॥ ৪০
মধুবন সুবল সুদাম প্রেমদাস।
হরিনাম বিনোদ গোবিন্দ শ্যামদাস ॥ ৪১ ॥
ভাইগণ শিষ্য এই কহিনু সংক্ষেপে।
একনামে শত শিষ্য ভৃত্য লক্ষে লক্ষে ॥ ৪২ ॥
প্রধান প্রধান কহি অনু-শিষ্যগণ।
রসিক-চরণ করি মাথায় ভূষণ ॥ ৪৩ ॥
দীনশ্যাম রামকৃষ্ণ বংশী মনোহর।
মুকুন্দাদি যত শ্যামানন্দী অনুচর ॥ ৪৪ ॥
এ সবার যোগ্য শিষ্য কহিয়ে বিখ্যাতা।
যা সবার কৃষ্ণধন প্রাণ পিতা মাতা ॥ ৪৫ ॥
পূজারী শ্রীচরণ গৌরাঙ্গ বিনোদ।
শ্যামকিশোর কুঞ্জ ভগবান্ বিনোদ ॥ ৪৬ ॥
তুলসী বিহারী রাধামোহন অনন্ত।
ভাগবত দাস গোপীনাথ দাস সন্ত ॥ ৪৭ ॥
কানুদাস দ্বিজ রামকৃষ্ণ মনোহর।
ভাগীরথী নিমী কুলদাস দামোদর ॥ ৪৮ ॥
কানু বাসুদেব দাস শ্রীহরিচন্দন।
রঘুনাথ ব্রজানন্দ শ্রীব্রজনন্দন ॥ ৪৯ ॥
ব্রজজীবন দাস শ্রীঅনন্ত দাস।
রামচন্দ্র ভুঞার সগোষ্ঠী সবে দাস ॥ ৫০ ॥
দ্বিজ প্রহরাজ দ্বিজ সুন্দর সে রায়।
শ্রীচন্দন গজেন্দ্র ভুঞা জগতরায় ॥ ৫১ ॥
তিলাই শঙ্করভঞ্জ সাহানি অনন্ত।
কৃষ্ণচরণ শ্যামসুন্দর শুদ্ধ চিত ॥ ৫২ ॥
লালবিহারী শ্যাম রসিক বীণাকার।
রসিকসুন্দর অনন্ত শ্যাম মালাকার ॥ ৫৩ ॥
বিহারী নিকুঞ্জ ঘনশ্যাম নিধুবন।
গোবিন্দ শ্রীহরি বাসুদেব নারায়ণ ॥ ৫৪ ॥
বনবিহারী শ্যাম কিশোর রাসানন্দ।
কৃষ্ণরমণী বিষ্ণুদাস পরমানন্দ ॥ ৫৫ ॥
রামাই শেখর বড় শুদ্ধ কলেবর।
রসিকচরণ তা'র হৃদে নিরন্তর ॥ ৫৬ ॥
উদদণ্ড দামোদর ভুঞা সুন্দর রায়।
গোপাল অক্রূর হরি উত্তর সে রায় ॥ ৫৭ ॥

রামসেন শ্যামসেন শ্রীরাধাচরণ।
নিধুবন গোবর্দ্ধন দ্বিজ বৃন্দাবন ॥ ৫৮ ॥
আনন্দ ব্রজবল্লভ বংশী ভক্তদাস।
রণবাজ রণভীম মনোহর দাস ॥ ৫৯ ॥
শ্যামঅলী শর শ্যাম শ্রীরঘুনন্দন।
কৃষ্ণবল্লভ গোপীবল্লভ ভীম মহাজন ॥ ৬০ ॥
কালিন্দী কেশব নারায়ণ শ্যামদাস।
কৃষ্ণভঞ্জ হরিভঞ্জ রসময় দাস ॥ ৬১ ॥
হরিবল্লভ শ্যামবল্লভ শ্রীমুরারি।
শ্রীধর পুরুষোত্তম দাস শ্রীবিহারী ॥ ৬২ ॥
গোপীকিশোর গোপীচরণ শ্যামঘন।
শ্যামপ্রিয়া রাধাপ্রিয়া শ্রীকৃষ্ণজীবন ॥৬৩ ॥
দ্বিজ শ্রীনাগর শিরোমণি মহাশয়।
মুকুন্দ মোহন হরিচন্দন-তনয় ॥ ৬৪ ॥
বৈকুণ্ঠ বনমালী বাসুদেব দাস।
বলভদ্র লাল বংশী সবে কৃষ্ণদাস ॥ ৬৫ ॥
গোপাল সুন্দর পাল গঙ্গাদাস আদি।
রামদাস শ্যামদাস দাস গোবিন্দাদি ॥ ৬৬ ॥
কৃষ্ণদাস বংশীদাস উদ্ধব অক্রূর।
জগমোহন জগবন্ধু কালিন্দি ভূসুর ॥ ৬৭ ॥
গোপাল সুন্দর হরি মথুরামোহন।
রাধাগোপাল শ্রীরাধাকিশোর ব্রাহ্মণ ॥ ৬৮ ॥
গোকুল শ্যামকৃষ্ণ শ্রীকরুণাসাগর।
দিনবন্ধু নবঘনশ্যাম মনোহর ॥ ৬৯ ॥
জগতবল্লভ জয়দেব কানুরাম।
দাস বালকর সসাগর বলরাম ॥ ৭০ ॥
যদুনাথ ব্রজনাথ ব্রজরমা দাসী।
ললিতা বিশাখা চন্দ্রাবলী ভদ্রাদাসী ॥ ৭১
রাধাদাসী শ্যামদাসী কালন্দী তুলসী।
কৃষ্ণপ্রিয়া হরিপ্রিয়া দাসী হরিদাসী ॥ ৭২ ॥
চিত্ররেখা শকুন্তলা সুলোচনা দাসী।
ময়ূরা যমুনা রম্ভা শ্রীবল্লভা দাসী ॥ ৭৩ ॥
সুভদ্রা বিনোদ হরিদাসী শ্যামপ্রিয়া।
মধুমতি শশীরেখা সুশীলা রাধাপ্রিয়া ॥ ৭৪ ॥
শ্রীরাসবল্লভ দাস গোবর্দ্ধন দাস।
ভকতবৎসল অকিঞ্চন গোপীদাস ॥ ৭৫ ॥

দ্বিজ অনন্ত দ্বিজ পুরুষোত্তম দাস।
দ্বিজ কানু দ্বিজ রাম দ্বিজ শ্যামদাস ॥ ৭৬ ॥
কুঞ্জবন নবীনমদন বৃন্দাবন।
ঘনশ্যাম জলধরশ্যাম নবঘন ॥ ৭৭ ॥
গিরিধর মুকুন্দ শ্রীরাঙ্গাচরণ।
নিধুবন কৃপাল গদাধর শ্রীচরণ ॥ ৭৮ ॥
দ্বিজবংশী দ্বিজভক্ত দ্বিজ রাধাদাস।
কহন না যায় শ্যামানন্দী ভৃত্যদাস ॥ ৭৯ ॥
সমুদ্রতরঙ্গ যেন শ্যামানন্দগণ।
কার শক্তি আছে সবা করয়ে বর্ণন ॥ ৮০ ॥
সংক্ষেপে কহিনু কিছু প্রধান স্বরূপে।
এ সবার শিষ্য অনুশিষ্য লক্ষে লক্ষে ॥ ৮১ ॥
শ্যামানন্দী কার্ষ্ণ্য সব অনন্যশরণ।
কৃষ্ণ বিনা আর না জানয়ে কোনজন ॥ ৮২ ॥
গর্ভ হৈতে ভূমিগত হৈঞা কৃষ্ণধ্যান।
জাতি প্রাণধন যা'র কৃষ্ণ আর প্রাণ ॥ ৮৩ ॥
এ সবার নাম যেবা করয়ে শ্রবণ।
অবিলম্বে পায় তারা কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ৮৪ ॥
রসিকমঙ্গল এই করিলুঁ প্রচার।
হৃদে থাকি যেবা বলে অচ্যুতকুমার ॥ ৮৫ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পশ্চিম-বিভাগে শ্যামানন্দোপশাখা-বর্ণননাম পঞ্চদশ-লহরী সম্পূর্ণা।

ষোড়শ-লহরী

রাগ- বরাড়ী।

ঘোষা। কৃপানিধি হে দয়ার শ্যাম।
পতিত দুর্গতিজনে কর অবধান ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ করুণাবারিধি।
জয় রসিকেন্দ্রচন্দ্র সর্ব্বগুণনিধি ॥ ১ ॥
শুনি শ্যামানন্দী গোষ্ঠী ভাইগণ মুখে।
আনন্দিত হৈল বহু, ঠাকুর রসিকে ॥ ২ ॥
যথাযোগ্য করি সবা করিল লেখন।
মহা-মহোৎসব আসি করিবে দর্শন ॥ ৩ ॥
রাজা প্রজা ভূঞা মহাজন সাধুজন।
গুরুজন বৈষ্ণব ন্যাসী দ্বিজগণ ॥ ৪ ॥
শ্যামানন্দী বৈষ্ণব যথাযোগ্যরূপে।
লেখিলেন রসিকমুরারি একে একে ॥ ৫ ॥
আপনি গমন কৈল ভিক্ষা করিবারে।
মহোৎসবে সব দ্রব্য করিলা সত্বরে ॥ ৬ ॥
প্রথমে করিলা সে তণ্ডুল অপ্রমিতে।
পর্ব্বত সমান আনি' রাখে মরাইতে ॥ ৭ ॥
মুগ বীরি অনেক রাখিল ডোল ভরি।
অনেক সে চোনা ছোলা খাড়িয়া খেসারি ॥ ৮ ॥
গোধূম ময়দা যব ছাতু বহুতর।
গুড় চিনি খণ্ডফেণী * মিছরী সুন্দর ॥ ৯ ॥
ঘর ভরি ভরি রাখিলেন যথাস্থানে।
গুয়া ঘৃত শত শত কলসী যতনে ॥ ১০ ॥
সরিষা তিলের তৈল হাঁড়ী শত শত।
খই চিড়া গুড়ু ম্ব উখড়া † অপ্রমিত ॥ ১১ ॥
ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন পিষ্টক নানারূপে।
শত শত হাঁড়ী পুরি রাখিল প্রত্যেকে ॥ ১২ ॥
লুচি পুরী দধি দুগ্ধ পালো সর ছানা।
যথা সময়েতে পাক করি' পরিজনা ॥ ১৩ ॥
অতি সুকোমল লাড়ু ঘৃতপক্ক চিড়া।
সুপক্ক আম্র কাঁঠাল শত শত ঝোড়া ॥ ১৪ ॥
নানা জাতি রম্ভা সে সুপক্ক কোমল।
নারেঙ্গ কমলা মউটাবা পরিমল ॥ ১৫ ॥

---

* খণ্ডফেণী—বাতাসা।
† উখড়া—মুড়কী।

পইড় নাড়িয়া বান পইড় সে ঝুনা।
শত শত ভার করি' আনে শিষ্যগণা ॥ ১৬ ॥
চূর্ণ সে খদির গুয়া পাগ অপ্রমিতে।
জায়ফল লবঙ্গ সে যাই তেজপত্রে ॥ ১৭ ॥
পাণমৌরি জিরা আর মরিচ কর্পূর।
আদ্রকাদি * যত কটু রাখিল সত্বর ॥ ১৮ ॥
রন্ধন-সামগ্রী সব আনে জনে জন।
শাক নানাজাতি বড়ি রম্ভা বাইগণ ॥ ১৯ ॥
সুকোমল লাউ মাজা কুষ্মাণ্ড করলা।
পলতা পতরফল † সময়ে আনিলা ॥ ২০ ॥
নানারূপে সবা সে আনিল যথাক্রমে।
ঘরে ভরি রাখিলেন অনুচরগণে ॥ ২১ ॥
হাঁড়ী সে কলসী সরা সড়ই তেলানি।
চাটু পনখী ‡ খিলিকাতি সে সম্মার্জ্জনী ॥ ২২ ॥
নূতন কণ্ডুই ¶ চাঙ্গাড়ী বহুত কৈলা।
চালধুয়া সেই কুলা বহু আনাইলা ॥ ২৩ ॥
নুন মিথী হিঙ্গু হরিদ্রা সরিষা গুঁড়ী।
মণ্ডপ মণ্ডিতে আবাতণ্ডুলের § গুঁড়ী ॥ ২৪ ॥
উত্তম করিল বাসা সাধুজনতরে।
কম্বল ভোট মশিনা অনেক প্রকারে ॥ ২৫ ॥
হেনরূপে নানাদ্রব্য করিল সত্বরে।
পূর্ব্বে যেন বড় রাসে কৈল দ্রব্যভারে ॥ ২৬ ॥
তাহা হৈতে চতুর্গুণ হৈলা সমভার।
মহা-মহোৎসব প্রভু করিলা প্রচার ॥ ২৭ ॥
মহোৎসব-স্থান সবে করিল উজ্জ্বল।
তোরণা লম্বিত ঝারা চামর সুন্দর ॥ ২৮ ॥
চন্দ্রাতপ অনেক বান্ধিল সুবন্ধনে।
চারিদিকে রম্ভা-বৃক্ষ পতাকা শোভনে ॥ ২৯ ॥
মণ্ডলী করিল স্থান বিচিত্র বসনে।
তার মধ্যে সিংহাসন অতি সুশোভনে ॥ ৩০ ॥
বিচিত্র বসন বাড় তা'র চারিদিকে।
থুপনা লম্বিত চামর দিকে দিকে ॥ ৩১ ॥
নানা পুষ্পঝারা লম্বে তা'র লাগে লাগে।
মণ্ডপ রচনা দেখি' চমৎকার লাগে ॥ ৩২ ॥
মণ্ডপের চারিদিকে রত্নকুণ্ড শোভে।
নারিকেল আম্রপত্র মঙ্গল সে কুম্ভে ॥ ৩৩ ॥
হেনমতে রাসস্থল করিল রচনা।
রাসমণ্ডলীর শোভা মোহে সর্ব্বজনা ॥ ৩৪ ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে দেবস্নান পূর্ণিমা-দিবসে।
সেই দিনে মহাশয় কৈল অধিবাসে ॥ ৩৫ ॥
অনেক সম্প্রদা আইলেন সেই স্থানে।
অনেক বৈষ্ণব মোহান্ত সাধুগণে ॥ ৩৬ ॥
সহস্র সহস্র ব্রজবাসী অপ্রমিতে।
রাজা প্রজা লক্ষ লক্ষ আইলা ত্বরিতে ॥ ৩৭ ॥
বস্ত্র আভরণ মুদি মালা চন্দনাদি।
সবাকারে পূজিলেন যথাযোগ্য বিধি ॥ ৩৮ ॥
শত শত চন্দনের দোনা শত জনে।
মোহান্ত বৈষ্ণব সবে দিল দ্বিজগণে ॥ ৩৯ ॥
প্রথমে তুলসী করিলেন সংকীর্ত্তন।
আগে পূজিলেন তা'রে অচ্যুত-নন্দন ॥ ৪০ ॥
পদ অনুসারে পূজিলেন শান্তগণে।
মালা চন্দনাদি বস্ত্র দিল জনে জনে ॥ ৪১ ॥
কৃষ্ণ-প্রতিপদ পরবেশ শুভক্ষণে।
মহোৎসব আরম্ভ সে করিল বিহানে ॥ ৪২ ॥
শত শত জন ভাণ্ডারেতে প্রবেশিলা।
শত শত দ্বিজ রন্ধনেতে প্রবেশিলা ॥ ৪৩ ॥
রন্ধন-সামগ্রী করে শত শত জনে।
শত শত ভারী সব গিয়া জল আনে ॥ ৪৪ ॥
শত শত জনে শিঞ্চে দোনা পত্রাবলী।
শত শত ঝাঁটী ছড়া দেয় কুতূহলী ॥ ৪৫ ॥
শত শত দ্বিজগণ প্রবেষণ করে।
দশ পাঁচ সহস্র বৈসেন একবারে ॥ ৪৬ ॥
দশ বিশ ব্যঞ্জন উত্তম শালি অন্ন।
ক্ষীর পিঠা, পক্কান্ন কৃষ্ণের নিবেদন ॥ ৪৭ ॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ ছানা বহু পরকার।
পত্রাবলী বেড়ি দোনা দেখিতে সুসার ॥ ৪৮ ॥

---

* আদ্রকাদি—আদা প্রভৃতি।
† পতরফল—ঝিঙ্গা।
‡ পনখী—বঁঠী।
‡ খিলকাতি—জাঁতি।
¶ কণ্ডুই—ঢুচনি।
§ আবাতণ্ডুল—আতপ তণ্ডুল।

সর চিনি রম্ভা ষড়রস উপহার।
কৃষ্ণের সন্নিধে করে দ্বিজ সদাচার ॥ ৪৯ ॥
প্রসাদের আঘ্রাণেতে দেবগণ মোহে।
গ্রহণ করিলে তিন তাপ নাহি রহে ॥ ৫০ ॥
দেবলোক নরলোক একত্র হইয়া।
প্রসাদ পায়েন রঙ্গে নাচিয়া গাইয়া ॥ ৫১ ॥
কেহ কারে নাহি চিনে খেলে নানা রঙ্গে।
দেবগণ ক্রীড়া করে রসিকের সঙ্গে ॥ ৫২ ॥
প্রথমেতে ব্রজবাসী ভোজন করিয়া।
সর্ব্ব পাছে বৈসেন মোহান্ত লইয়া ॥ ৫৩ ॥
কিবা সে চাঁদের হাট মোহান্তের গণ।
আপনি বৈসেন লৈয়া সঙ্গে ভাইগণ ॥ ৫৪ ॥
প্রধান প্রধান শিষ্য অনুশিষ্যবৃন্দ।
নক্ষত্রে বেষ্টিত মধ্যে রসিকেন্দ্রচন্দ্র ॥ ৫৫ ॥
প্রসাদ পাইয়া সবে কীর্ত্তনে গমন।
আপনি করেন নৃত্য অচ্যুত-নন্দন ॥ ৫৬ ॥
কিবা সে মধুর নৃত্য কিবা সে চলনি।
কিবা সে সজল ধারা নয়ন নাচনী ॥ ৫৭ ॥
কিবা সে পুলক শোভা কদম্ব কলিকা।
কিবা সে গদ গদ কণ্ঠ অষ্ট সাত্ত্বিকা ॥ ৫৮ ॥
নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের বসন।
অসম্বর ধারা বহে নহে সম্বরণ ॥ ৫৯ ॥
শ্রীঅঙ্গ ঢালিয়া ভূমে গড়ি গড়ি বুলে।
রাসস্থল ভাসি যায় লোহের হিল্লোলে ॥ ৬০ ॥
শ্যামল সুন্দর অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
তাহে ঘাম বিন্দু বিন্দু দেখিতে সুন্দর ॥ ৬১ ॥
গলে দুলে ফুলহার ফুলের কঙ্কণ।
শ্রীঅঙ্গে শোভা করে ঝীন* সে বসন ॥ ৬২ ॥
সুমধুর নূপুর শোভিত দুই পায়।
হস্তের মুরলী-শোভা কহন না যায় ॥ ৬৩ ॥
কিবা অঙ্গভঙ্গী শোভা কিবা পদগতি।
কিবা লোহ্ন লোহ্ন হাস্য মধুর মূরতি ॥ ৬৪ ॥
চন্দ্রোদয় দীপক দেউটী চন্দ্রবাণ।
ভূমিচম্পা আদি সবে জ্বলে রাসস্থান ॥ ৬৫ ॥
দিবস অধিক হৈল শ্রীরাসমণ্ডলী।
তাহে রসিকের নৃত্য অতি কুতূহলী ॥ ৬৬ ॥
বীণা বেণু মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল।
সারঙ্গী কিন্নরী স্বরমণ্ডলী রসাল ॥ ৬৭ ॥
পিনাক খমক কপিনাস মনোরম।
পাখোয়াজ মুচুঙ্গ বাজা'ন কোন জন ॥ ৬৮ ॥
রবাব তাম্বুরা সপ্তস্বরা বংশীধ্বনি।
আয়ুজ ডম্ফ ঢোলকী একমিল শুনি ॥ ৬৯ ॥
সঙ্গীত আছয়ে যত বিধাতা সৃজন।
একমেল করি' বায়* শত শত জন ॥ ৭০ ॥
কিবা সেই সঙ্গীত মেলন সবে এক তান।
তাহে রসিকের নৃত্য অতি অনুপাম ॥ ৭১ ॥
সাক্ষাৎ হইল দৃগ্গোচর বৃন্দাবন।
এই সুখে নিশি বঞ্চে অচ্যুত-নন্দন ॥ ৭২ ॥
নিশি দিশি এই সুখে খেলে রসিকেন্দ্র।
মোহান্তসমূহ চারিদিকে বৃন্দ বৃন্দ ॥ ৭৩ ॥
শত মুখে কহা নহে সে সুখ-গরিমা।
সংক্ষেপে কহিলুঁ কিছু সুযশ রচনা ॥ ৭৪ ॥
পশ্চিম-বিভাগে এই করিলুঁ বর্ণন।
ইথে দোষ না লইবে পণ্ডিত সুজন ॥ ৭৫ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-পশ্চিম-বিভাগে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর
বিরহ-মহোৎসব-বর্ণন-নাম ষোড়শ-লহরী সম্পূর্ণা।

---

* ঝীন—পাতলা।

* বায়—বাজায়।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল

উত্তর-বিভাগ।

—:০:—

প্রথম-লহরী

রাগ নারায়নী—গৌড়া।

ঘোষা। মোর কৃষ্ণ গুণনিধি।
অনাথ-শরণ দয়ার অবধি॥

জয় জয় শ্যামানন্দ দীনহীনবন্ধু।
সর্ব্বজনহিতকারী অখিলের বন্ধু॥ ১॥
উত্তর-বিভাগ এবে করিব প্রচার।
যে মোরে বোলান প্রভু অচ্যুত-কুমার॥ ২॥
হেনরূপে রসিকেন্দ্র মহোৎসব-রসে।
মহানন্দে নৃত্য করে দ্বাদশ দিবসে॥ ৩॥
মহোৎসব-সুখ কিছু কহন না যায়।
পরানন্দ-সুখে ভাসে রসিকেন্দ্র রায়॥ ৪॥
মহোৎসব সাঙ্গ করি' দধিকাদো করে।
স্বরগ মর্ত্ত্য পাতাল দুন্দুভি অবতরে॥ ৫॥
শত শত মৃদঙ্গের নাদ ঘোরতর।
রাজাগণ সঙ্গে নানাবাদ্য অগোচর॥ ৬॥
বাদ্যশব্দ লোকরব সংকীর্ত্তন-ধ্বনি।
হরিধ্বনি-কোলাহলে কাম্পয়ে মেদিনী॥ ৭॥
চুয়া চন্দনাদি ফাগু ফুলের সহিতে।
শত শত হাঁড়ী ভরি' দেয় যে যেমতে॥ ৮॥
হরিদ্রা দধিতে দেয় শত শত জন।
আবির-ভূষিত-অঙ্গ হয় সর্ব্বজন॥ ৯॥
হাত ধরাধরি নৃত্য করে সর্ব্বজন।
তা'র মধ্যে নৃত্য করে অচ্যুত-নন্দন॥ ১০॥
চতুর্থ প্রহর নৃত্য এই আনন্দেতে।
সংকীর্ত্তন পূর্ণ হয় সন্ধ্যা প্রবেশিতে॥ ১১॥
জল-ক্রীড়া করি' সবে ভোজনাদি সারি'।
বিদায় করিলা প্রভু যথাযোগ্য করি'॥ ১২॥
পাট পটাম্বর নানা বস্ত্র অলঙ্কার।
টঙ্কা সোনা আদি দেই অচ্যুত-কুমার॥ ১৩॥
কর্পূর চন্দন জায়ফল মরিচাদি।
ঘৃত তৈল গুড় গুয়া পান লবঙ্গাদি॥ ১৪॥
যেবা যেই মানস করয়ে মনে মনে।
মন জানি' বিদায় করয়ে জনে জনে॥ ১৫॥
যেই দ্রব্য সন্তগণ করে অভিলাষ।
সেই দ্রব্য তাঁ'রে দিয়া পূরয়ে মানস॥ ১৬॥

হেন মহোৎসব কভু হইছে না হৈবে।
দেখি' রাজা প্রজাগণ চমৎকার লাগে ॥ ১৭ ॥
সবে আনন্দিত হৈলা দেখি' মহোৎসব।
ত্রিজগত-বন্ধু রসিকের অনুভব ॥ ১৮ ॥
সবে বলে এ সুখ না দেখি কোনকালে।
রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি অংশ-অবতারে ॥ ১৯ ॥
বিদায় হইলা সবে রাজা প্রজাগণে।
সবাকারে সম্মান করিল জনে জনে ॥ ২০ ॥
তবে আত্মীয়গণে প্রভু করিল সম্মান।
বিদায় করিয়া সবে গেলা যথাস্থান ॥ ২১ ॥
কীর্ত্তনীয়াগণে প্রভু করিলা বিদায়।
বস্ত্র আভরণ টাকা দিল গায় গায় ॥ ২২ ॥
হেনরূপে মহোৎসব শ্রীগোবিন্দপুরে।
সেই হৈতে দুয়াদশ কৈল পরচারে ॥ ২৩ ॥
বড় বাপা শ্রীকিশোর চিন্তামণি দাস*।
এ দোঁহারে দিলা প্রভু দিব্য দিব্য বাস ॥ ২৪ ॥
না লইল দোঁহে দিলা সম্মুখে ফেলিয়া।
প্রভুর মস্তকে বস্ত্র পড়িল আসিয়া ॥ ২৫ ॥
সেই গালি দিল দুঁহে যে আইসে মুখে।
শুনি' আনন্দিত প্রভু হাসে মনঃসুখে ॥ ২৬ ॥
আজি সে হইলা ভাগ্য মোর এতকালে।
তাড়না করিয়া বস্ত্র দিলা মোর শিরে ॥ ২৭ ॥
পূর্ব্বে শ্যামানন্দ শাড়ী বান্ধিল মাথায়।
এবে দুই ভাই দিল পরম কৃপায় ॥ ২৮ ॥
এত বলি' রসিকেন্দ্র পড়িলা চরণে।
মহাক্রোধে গালি দিয়া উঠিল সঘনে ॥ ২৯ ॥
হাসি' মৃদু বাণী কহে অচ্যুত-কুমার।
মুই অপরাধী, যোগ্য নহি তাড়নার ॥ ৩০ ॥
কৃপার সাগর তোমা দুই সহোদর।
ভৃত্য বলি' কৃপা কর শরণপঞ্জর ॥ ৩১ ॥
অনেক করিল স্তুতি দোঁহাকার প্রতি।
তবুই না হৈল তুষ্ট ক্রোধে দৃঢ়মতি ॥ ৩২ ॥
সেই রাত্রে দোঁহার হইল অসুস্থে।
ক্রোধভরে দোঁহে গেলেন কাশীয়াড়ীতে ॥ ৩৩ ॥

তা'র পাছে প্রভু গেলা সজলনয়নে।
কৃষ্ণগুণ সঙরিয়া কান্দয়ে সঘনে ॥ ৩৪ ॥
আর শ্যামানন্দ বিচ্ছেদেতে অনুরাগ।
একলা পশিলা বনে নাহি পায় লাগ ॥ ৩৫ ॥
বনে বনে আসিয়া প্রবেশে সেই ধামে।
রহিলেন প্রভু গিয়া এ দোঁহার স্থানে ॥ ৩৬ ॥
বড়ই অসুস্থ হৈলা দুই সহোদর।
বহুরূপে সেবা কৈলা রসিকশেখর ॥ ৩৭ ॥
অনেক আনিলা বৈদ্য দেশ দেশ হৈতে।
চাহিল অনেক রূপে বৈদ্য অভিমতে ॥ ৩৮ ॥
শ্রীকিশোর চিন্তামণি জানিলেন মনে।
নিশ্চয় ঠেকিল দুঁহে রসিকের স্থানে ॥ ৩৯ ॥
সবাকার স্থানে কহিলেন দুই জনে।
ঠেকিলুঁ আমরা দুঁহে রসিক চরণে ॥ ৪০ ॥
নিশ্চয় নারায়ণ-অংশ অচ্যুত-নন্দন।
না জানিয়া মহিমা নিন্দিনু অকারণ ॥ ৪১ ॥
যাঁর হৃদে শ্রীচৈতন্য বৈসে নিরন্তর।
যাঁর হৃদে নিত্যানন্দের নিজ ঘর ॥ ৪২ ॥
যাঁর হৃদে বৈসে শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
বৈসেন শ্রীঅভিরাম যাঁহার হৃদয় ॥ ৪৩ ॥
শ্রীসুবলচন্দ্র যাঁহার বক্ষঃস্থলে।
যাঁর হৃদে বৈসেন শ্রীদ্বাদশ-গোপালে ॥ ৪৪ ॥
যাঁর হৃদে অষ্টগিরি অষ্টপুরী বৈসে।
যাঁর হৃদে বৈসে অষ্ট ভারতী বিশেষে ॥ ৪৫ ॥
চৌষট্টি মোহন্ত বৈসে যাঁর হৃদ্‌গতে।
যাঁর হৃদে বৈসে অষ্ট বালক যুগতে ॥ ৪৬ ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ বৈসে যাঁর হৃদিমাঝে।
যাঁর হৃদে বৈসে সর্ব্ব বৈষ্ণব-সমাজে ॥ ৪৭ ॥
যাঁর হৃদে বৈসে হৃদয়ানন্দ চৈতন্য।
ব্রজবাসী সঙ্গে যাঁর মিলন অভিন্ন ॥ ৪৮ ॥
কৃষ্ণ যাঁর হৃদয়ে থাকেন নিরন্তর।
যাঁর হৃদয়ে শ্রীশ্যামানন্দের নিজ ঘর ॥ ৪৯ ॥
শয়নে স্বপনে যাঁর শ্যামানন্দ-ধ্যান।
শ্যামানন্দ প্রভু যাঁর জাতি ধন প্রাণ ॥ ৫০ ॥
হেন প্রভু-চরণে করিনু অপরাধ।
আমা সবা জীবনে আর কিবা সাধ ॥ ৫১ ॥

---

* শ্যামানন্দ প্রভুর জ্যেষ্ঠ শিষ্য।

বৃথা কেন ওউষধ দেহ নানারূপে।
অপরাধ-কালসর্প দংশিল স্বরূপে ॥ ৫২ ॥
বড়ই সুজ্ঞানী দোঁহে জানিলা স্বরূপে।
সবাকার স্থানে তত্ত্ব কহে একে একে ॥ ৫৩ ॥
শুনি চমৎকার সবে রসিক-মহিমা।
নারায়ণ-স্বরূপে জানিল সর্ব্বজনা ॥ ৫৪ ॥
বন্ধুরূপে রসিকেন্দ্র চাহিল দোঁহারে।
তবু সুস্থ না হইল দুই সহোদরে ॥ ৫৫ ॥
কতদিনে দোঁহে গেলা বৈকুণ্ঠভুবন।
বহুত রোদন করে বিচ্ছেদ-কারণ ॥ ৫৬ ॥
তবে প্রভু মহোৎসব করিলা দোঁহার।
সেই গ্রামে আনাইল বহু দ্রব্য ভার ॥ ৫৭ ॥
মহোৎসব সারি' প্রভু করিলা গমন।
ধারেন্দাতে গিয়া প্রভু হৈলা উপসন ॥ ৫৮ ॥
দামোদর গোসাঞির আরাধন দিন।
দ্বিজ করিলেন মহোৎসব দুই তিন ॥ ৫৯ ॥
মহোৎসব-রসে মত্ত রসিকশেখর।
কৃষ্ণানন্দে ভ্রমি বুলে দেশ দেশান্তর ॥ ৬০ ॥
অপার সমুদ্রলীলা কহন না যায়।
জীব-উদ্ধারণে জন্ম রসিকেন্দ্র রায় ॥ ৬১ ॥
তাঁর অনুগ্রহে কিছু করিলুঁ বিদিত।
রসিকদেবের কিছু গুণ যশঃ কীর্ত্ত ॥ ৬২ ॥
প্রথম-লহরী এই উত্তর-বিভাগে।
করিল যতেক লীলা শ্রীরসিকদেবে ॥ ৬৩ ॥
রসিকমঙ্গল শুন সকল সংসার।
শুনিলে ধ্বংসন হয় ঘোর কলিকাল ॥ ৬৪ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-উত্তর-বিভাগে বিরহ-মহোৎসবান্তে
মোহন্ত ও বৈষ্ণব-বিদায় এবং কিশোর-চিন্তামণির
বৃন্দাবনপ্রাপ্তি-বর্ণননাম প্রথম-লহরী সম্পূর্ণা।

দ্বিতীয়-লহরী

রাগ—শ্রী।

ঘোষা। হরি হে এবার করহ মোরে দয়া।
আশা করি লৈতে তুয়া পদছায়া॥

জয় জয় শ্যামানন্দ কৃপার সাগর।
যাঁর চরণের ভৃত্য রসিকশেখর ॥ ১ ॥
হেনকালে ধারেন্দাতে রসিকেন্দ্রবর।
মহোৎসব-নিষ্ঠা কৈল প্রতি সম্বৎসর ॥ ২ ॥
দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আত্মগণ লৈয়া।
যে তিথিতে যেবা যাত্রা রচিল বসিয়া ॥ ৩ ॥
শ্যামানন্দ-আরাধনযাত্রা-মহোৎসব।
দেবস্নান পূর্ণমী উপান্তে প্রতিপদ ॥ ৪ ॥
কখন জ্যৈষ্ঠেতে কভু আষাঢ় মাসেতে।
দুয়াদশ মহোৎসব করিল নিশ্চিতে ॥ ৫ ॥
শ্রীরথ-যাত্রাতে হোরা পঞ্চমী দিবসে।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-আবির্ভাবদিবসে ॥ ৬ ॥
তাহাতে কৈল নিশ্চয় এক মহোৎসব।
কড়া মুঠা ভিক্ষা করি' করে মহোৎসব ॥ ৭ ॥
আপনি মাগেন কড়া মুঠা ঘরে ঘরে।
শুনিয়া আনন্দ সবে মুগধ অন্তরে ॥ ৮ ॥
শত শত ভার দ্রব্য আনে একজন।
রসিকের লীলা চমৎকার ত্রিভুবন ॥ ৯ ॥
গমা * পূর্ণমীর শুক্লত্রয়োদশীদিনে।
সুবলচন্দ্রের আরাধনা সেই দিনে ॥ ১০ ॥
পঞ্চ মহোৎসব নিশ্চয় কৈল সে দিবসে।
নিরবধি ভাসে প্রভু মহোৎসব-রসে ॥ ১১ ॥

* গমা—শ্রাবণ।

ভাদ্রমাসে কৃষ্ণ-জন্ম-নক্ষত্র দিবসে।
এক মহোৎসব নিশ্চয় কৈল সে দিবসে ॥ ১২ ॥
ঠাকুরাণী জন্ম ভাদ্র-শুক্ল-অষ্টমীতে।
তাহে এক মহোৎসব করিল বিদিতে ॥ ১৩ ॥
কুমার * পূর্ণিমা দিনে এক মহোৎসব।
করেন রসিকচাঁদ আত্ম-অনুভব ॥ ১৪ ॥
উত্থান-একাদশীর পূর্ণমী দিবসে।
রাস-মহোৎসব নিশ্চয় কৈল সে দিবসে ॥ ১৫ ॥
দোল পূর্ণমীর শুক্ল-দ্বাদশীর দিনে।
হৃদয়ানন্দের যাত্রা করিল যতনে ॥ ১৬ ॥
অষ্ট মহোৎসব নিশ্চয় কৈল সেই দিনে।
প্রতি সম্বৎসরে করে অচ্যুত-নন্দনে ॥ ১৭ ॥
অভীষ্ট করিল এ তিরিশ মহোৎসব।
নিতি রসিকের সনে জীবন উৎসব ॥ ১৮ ॥
প্রতি সম্বৎসরে এইমত করে খেলা।
মহোৎসব-রসে মত্ত অচ্যুতের বালা ॥ ১৯ ॥
মহোৎসব কারণে ফিরেন দেশান্তর।
শত শত সাধু সঙ্গে থাকে নিরন্তর ॥ ২০ ॥
দশ বিশ মোহান্ত থাকেন অহর্নিশি।
রসময় গোষ্ঠী সঙ্গে ঠাকুর তুলসী ॥ ২১ ॥
সংকীর্ত্তন করে সবে মহা আনন্দেতে।
রসিকের সঙ্গে নিশি দিশি অবিরতে ॥ ২২ ॥
সঙ্গীত-সাহিত্য যত আছে মহীতলে।
রসিকের সঙ্গে সব সতত বিহরে ॥ ২৩ ॥
দশ পাঁচ ভট্টাচার্য্য থাকে অনুক্ষণে।
রসিকের সঙ্গে কৃষ্ণকথা অন্বেষণে ॥ ২৪ ॥
দিব্য স্থকপালে বিজে সর্ব্ব গুণধাম।
ভাগবত পড়েন সদাই হরিনাম ॥ ২৫ ॥
নিরবধি অশ্রুধারা বহে শ্রীনয়নে।
রূপ দেখি আনন্দে ভাসয়ে সর্ব্বজনে ॥ ২৬ ॥
সে মধুর বাণী শুনি সবাই আনন্দে।
আপনা পাসরে দেখি শ্রীরসিকানন্দে ॥ ২৭ ॥
উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম সদায়।
সদাই খেলেন প্রভু রসিকেন্দ্র রায় ॥ ২৮ ॥

সহস্র সহস্র লোক আইসে দেখিতে।
হরিধ্বনি কোলাহল করি পথে পথে ॥ ২৯ ॥
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবা ধায় আনন্দেতে।
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি প্রভুরে দেখিতে ॥ ৩০ ॥
গর্ভবতী স্ত্রীরি সব ধায় ঊর্দ্ধমুখে।
না সম্বরে কেশপাশ দরশন-সুখে ॥ ৩১ ॥
আনন্দাশ্রু হঞা যায় উৎকণ্ঠিত চিতে।
প্রেমে গদগদ কণ্ঠ অঙ্গ পুলকিতে ॥ ৩২ ॥
দেখিয়া মুখ-চন্দ্রমা ঘুচে অন্ধকার।
সবাকার মন হরে অচ্যুত-কুমার ॥ ৩৩ ॥
হেনরূপে দিগ্বিজয় করে রসিকেন্দ্র।
দর্শনে আনন্দ হয় দেবাসুরবৃন্দ ॥ ৩৪ ॥
কিবা রাজা কিবা প্রজা কিবা সন্তগণ।
যাঁর গৃহে রহে প্রভু অচ্যুত-নন্দন ॥ ৩৫ ॥
কোটিরত্ন পায় যেন দেখি চাঁদমুখ।
দরিদ্র হইলে পায় মহানন্দসুখ ॥ ৩৬ ॥
অষ্টসিদ্ধি নবনিধি হয় তা'র ঘরে।
সতত রসিক সঙ্গে এ সব বিহরে ॥ ৩৭ ॥
এক সের তণ্ডুল না থাকে যা'র ঘরে।
রসিকেন্দ্র যবে বিজে তাহার মন্দিরে ॥ ৩৮ ॥
সহস্র সহস্র সাধু সেবে শুদ্ধচিতে।
পকান্ন মিষ্টান্ন দধি ঘৃত পঞ্চামৃতে ॥ ৩৯ ॥
কোথা হৈতে দ্রব্য হয় কেহ নাই জানে।
হেনই অদ্ভুত-লীলা অচ্যুত-নন্দনে ॥ ৪০ ॥
সদা পর্য্যটন করে দেশ-দেশান্তরে।
ষড়ঋতু বারমাস না রহেন ঘরে ॥ ৪১ ॥
যাঁর যেই মাসে হয় তিথি আরাধন।
সে-দিনে বাড়ীতে প্রভু করেন গমন ॥ ৪২ ॥
মহোৎসব অধিবাসে হয়েন প্রবেশ।
মহোৎসব সারি পুনঃ ভ্রমে দেশ দেশ ॥ ৪৩ ॥
পুনঃ শ্যামানন্দ-মহোৎসব আরাধন।
গোবিন্দপুরেতে কৈল অচ্যুত-নন্দন ॥ ৪৪ ॥
দুই দুয়াদশ হয় সেই গ্রাম মাঝে।
মহোৎসব সারি সবে বসিলা সমাজে ॥
মোহান্ত সমূহ আর শ্যামানন্দীগণ।
রাজা প্রজা মহাজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ॥ ৪৬ ॥

* কুমার—কোজাগর।

সবাকারে কহে প্রভু রসিকশেখর।
শ্যামানন্দ-আজ্ঞা মোরে করিল নিশ্চল ॥ ৪৭ ॥
তিন মাতা তোমার রাখিবে এক ঘরে।
স্বতন্ত্র রহিলে না করিবে আদরে ॥ ৪৮ ॥
বৃন্দাবনচন্দ্র ব্রজমোহন ঠাকুর।
বিজয় করাবে শ্রীশ্যামসুন্দরপুর ॥ ৪৯ ॥
একত্র করিবে সেবা সবে সেই স্থানে।
তিনবার আজ্ঞা মোরে করিলা মরমে ॥ ৫০ ॥
তিন স্থানে সন্তসেবা নারিবে করিতে।
এই আজ্ঞা প্রভু মোরে করিলা সাক্ষাতে॥ ৫১ ॥
শ্যামানন্দ আজ্ঞা যেন না হয় লঙ্ঘন।
ঠাকুরাণী স্থানে সবে কর নিবেদন ॥ ৫২ ॥
শ্যামপ্রিয়া ঠাকুরাণী বৃন্দাবনচন্দ্র।
বিজয় করিবে তথা আজ্ঞা শ্যামানন্দ ॥ ৫৩ ॥
তবে আনিব গিয়া যমুনা ঠাকুরাণী।
এক গৃহে রহিবেন তিন ঠাকুরাণী ॥ ৫৪ ॥
শুনিয়া রসিক-বাক্য সবে আনন্দিতে।
সেই বাক্য সবাই করিলা দৃঢ় চিতে ॥ ৫৫ ॥
সবাই গমন কৈলা ঠাকুরাণী-স্থানে।
কহিল সকল তত্ত্ব রসিক-বচনে ॥ ৫৬ ॥
শুনিয়া সবার বাক্য শ্যামপ্রিয়া মাতা।
রসিকের সুখ যা'তে সে মোর উচিতা ॥ ৫৭ ॥
শ্যামানন্দ গোষ্ঠীর সে কুলদীপ্তচন্দ্র।
আর সর্ব্ব অধিকার দিল শ্যামানন্দ ॥ ৫৮ ॥
তাঁহার বচন আমি ভাঙ্গিব কেমনে।
চল যা'ব সেই স্থানে রসিক-বচনে ॥ ৫৯ ॥
পিতা সেই পুত্র সেই মোর কেবা আছে।
যথা ল'বে তথা যা'ব তার পাছে পাছে ॥ ৬০ ॥
শুনিয়া রসিক বড় আনন্দিত হৈলা।
সবারে বিদাই করি সে গ্রামে রহিলা ॥ ৬১ ॥
গমনের বিবরণ করিব বিদিতে।
শুন সবে মন দিয়া আনন্দিত চিতে ॥ ৬২ ॥
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ব বন্ধুগণ।
অবিলম্বে পা'বে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি ধন ॥ ৬৩ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল উত্তর-বিভাগে বার্ষিক মহোৎসব-
নির্ণয়-নাম দ্বিতীয়-লহরী সম্পূর্ণা।

তৃতীয়-লহরী

রাগ—কামোদ। ছন্দ—পাঁচালী।

জয় জয় শ্যামানন্দ, অখিল ভুবনবন্দ্য,
জগত-জীবন মনোহারী।
প্রিয়জন অকিঞ্চন, রসিকের প্রাণধন,
করুণানিধান অবতরি ॥ ১ ॥
হেনমতে কতদিনে, রহিলেন সেই গ্রামে,
রসিকেন্দ্র আপনার সুখে।
ত্রয়োদশ পদ তথা, কৃষ্ণপ্রেম-গুণ-গাথা,
রচিলেন রসিক কৌতুকে ॥ ২ ॥
হেনমতে কতদিনে, উদ্দণ্ড ভুঞার স্থানে,
কহিলেন গমন-কারণে।
আজ্ঞা আছে মোর মাথে, তিন মাতা এক সাথে,
শ্রীশ্যামানন্দপুর স্থানে ॥ ৩ ॥
শুনি ভুঞা ক্রোধ কৈলা, প্রভু আজ্ঞা হেলা কৈলা,
কহিল সগর্ব্ববাণী মুখে।
হেন কেহ যোগ্য হয়, বৃন্দাবনচন্দ্র লয়,
পৃথিবীতে মুই সে থাকিতে ॥ ৪ ॥
শুনিয়া ভুঞার বাণী, ক্রোধে রসিকেন্দ্রমণি,
উঠিলেন কৃষ্ণ সঙরিয়া।

না খাইব এথা জল, যতদূর ইহা স্থল,
গেলা প্রভু ক্রোধাবেশ হৈয়া ॥ ৫ ॥
যদি সত্য আজ্ঞা মোরে, দিল শ্যামানন্দ রায়ে,
আসিবেন বৃন্দাবনচন্দ্র।
মোরে কৃপা যদি হবে, প্রভু তথা না রহিবে,
পৃথিবীতে না র'বে উদ্দণ্ড ॥ ৬ ॥
আজ্ঞা করি প্রভু গেলা, বড় দুঃখ জনমিলা,
আর না রহিব এই দেশে।
শ্যামানন্দ আজ্ঞা ভঙ্গ, করিলেন এ পাষণ্ড,
অনুরাগে চলিলা বিশেষে ॥ ৭ ॥
ছাড়ি সব পরিবার, একলা হৈলা বাহার,
হৃদে শ্যামানন্দ-পাদপদ্মে।
কতদূরে প্রভু গেলা, আচম্বিতে শব্দ হৈলা,
কহিতে লাগিলা শ্যামানন্দে ॥ ৮ ॥
কোন ছার কথা লাগি, তুমি হৈলা অনুরাগী,
তা'রে মুই করিনু সংহার।
বৃন্দাবনচন্দ্র লঞা, একত্র করহ গিয়া,
আর না যাইও বাপু আর ॥ ৯ ॥
আজ্ঞা শুনি প্রভু কর্ণে, না কৈল আর গমনে,
ফিরিয়া ময়না উত্তরিলা।
একেশ্বর প্রভু গেলা, ব্রজবাসী বেশ হৈলা,
সবাই চিনিতে না পারিলা ॥ ১০ ॥
চন্দ্রভানু আদি করি, শিষ্য হৈলা শ্রীমুরারি,
দীক্ষা দিল শ্যামরসিকেরে।
দুই সহোদর দেখি, প্রভু হৈলা বড় সুখী,
কৃষ্ণকথা করিলা উদ্গারে ॥ ১১ ॥
শুনিয়া শ্রীমুখ-বাণী, বৃহস্পতি হয় তুণী,*
সবাকারে লাগে চমৎকার।
বলে পণ্ডিতের গণ, কিবা এই নারায়ণ,
সমস্যা করিতে শক্তি কা'র ॥ ১২ ॥
হেনমতে নিশি দিনে, কৃষ্ণকথা অন্বেষণে,
কেহ না চিনিল সেই গ্রামে।
কতদিনে বংশীদাস, মিলিলেন গিয়া পাশ,
রসিকেরে করে পরণামে ॥ ১৩ ॥

সবাকারে কহে কথা, একেশ্বর প্রভু এথা,
রসিকশেখর চূড়ামণি।
শুনি সবে আনন্দিতে, লজ্জা ভয়ে হেঁটমাথে,
চরণেতে পড়িলা ধরণী ॥ ১৪ ॥
তথা হৈতে প্রভু গেলা, বংশীদাসে সঙ্গে লৈলা,
মিলিলা সে হিজলী নগরে।
সদাশিব উদ্ধবাদি, মীমাংসা মণ্ডন আদি,
তথা লৈলা সে শ্যামসুন্দরে ॥ ১৫ ॥
কৃষ্ণকথা সবা সঙ্গে, করিলা রসিকানন্দে,
ষট্‌শাস্ত্র প্রকাশ করিলা।
পণ্ডিতের গণ যত, সবে হৈলা চমকিত,
সমস্যা দিবারে না পারিলা ॥ ১৬ ॥
না পারিয়া দ্বিজবৃন্দে, নিন্দা কৈল শ্যামানন্দে,
শুনি প্রভু উঠিলা সত্বরে।
হিজলীর যত গ্রাম, জল না করিব পান,
একপত্র লিখিল সবারে ॥ ১৭ ॥
সবে এ দেহ ছাড়িবে, পুনঃ আসি জনমিবে,
কোলে করি দিব হরিনাম।
ভৃত্য আনি পত্র দিল, সভামধ্যে প্রকাশিল,
শুনি কহে মীমাংসা-অজ্ঞান ॥ ১৮ ॥
শ্বান গলে বান্ধ পত্র, আমার এ অভিমত,
শুনি সবে হাত দিল কর্ণে।
উঠিয়া মীমাংসা গেলা, আচম্বিতে শ্বান মেলা,
দৃঢ়ে তা'র আঁখি মুখ ঝুনে ॥ ১৯ ॥
কুকুর রব রাকাড়ি, দিয়ে দ্বিজ সিংহ রড়ী,
সেইখানে ছাড়িল পরাণে।
সদাশিব উদ্ধবাদি, সে শ্যামসুন্দর আদি,
ছয় মাসে সবে বিনশনে ॥ ২০ ॥
ঠেকি রসিকের ঠাঞে, কেহ নাহি রক্ষা পায়ে,
অগাধ অসীম সে মহিমা।
অসুর-দলন-বানা, পতিত জনে কর করুণা,
ত্রিভুবনে নাহিক তুলনা ॥ ২১ ॥
দেখি সবে চমৎকার, বলে অংশ-অবতার,
যেই আজ্ঞা করিলেন রঙ্গে।
পুনঃ জনমিলা সবে, হরিনাম দিলা তবে,
কৃষ্ণকথা কৈল সবা সঙ্গে ॥ ২২ ॥

* তুণী—তুষ্ণী, নির্ব্বাক্।

হিজলীর সর্ব্বজন, হৈল কৃষ্ণ পরায়ণ,
রসিকের দেখি পরকাশ।
সবাকার প্রেমভক্তি, কৃষ্ণে দিলা সবে মতি,
পূরিল সবার দৃঢ় আশ ॥ ২৩ ॥
হেন প্রভু রসিকেন্দ্র, হঠিয়া নাগরচন্দ্র,
সর্ব্বজীবে করে প্রেমদান।
অকিঞ্চনপ্রিয়-প্রাণ, কলিঘোর-পরিত্রাণ,
শতমুখে না যায় বাখান ॥ ২৪ ॥
রসিকমঙ্গল শুন, ত্রিভুবন-কার্ষ্ণজন,
রসিকের সুযশঃবচন।
শ্যামানন্দ-শ্রীচরণ, মাথায় করি ভূষণ,
গায় রসময়ের নন্দন ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল উত্তর-বিভাগে উদ্দণ্ড ভূঞা ও হিজলী-
বাসীর দর্প-চূর্ণ-বর্ণননাম তৃতীয়-লহরী সম্পূর্ণা।

চতুর্থ-লহরী

রাগ—কৌষিক।

ঘোষা। জয়রে জয় রামকৃষ্ণ মুরারে,
ও মুরারে ও মুরারে।
জয় জয় শ্যামানন্দ অখিল-পাবন।
কৃপা কর যশঃ যেন করিয়ে রচন ॥ ১ ॥
তথা হৈতে রসিকেন্দ্র করিলা গমন।
শ্রীগোপীবল্লভপুরে হৈলা উপসন ॥ ২ ॥
তথা শুনিল উদ্দণ্ড হৈল প্রাণনাশ।
সবংশ সহিত তা'র হইল বিনাশ ॥ ৩ ॥
কোথা গেল ধন জন সব পরিবার।
অপরাধ হেতু সব হইল ছারখার ॥ ৪ ॥
রসিকের প্রকাশ দেখিয়া সর্ব্বজন।
চমৎকার হৈলা সব রাজা প্রজাগণ ॥ ৫ ॥
সবে বলে রসিকেন্দ্র দ্বিতী নারায়ণ।
যাঁহার পরশে শান্ত হৈল দুষ্টগণ ॥ ৬ ॥
যাঁহার বচন শুনে হূণ পুলিন্দাদি।
যাঁহার বচন শুনে ম্লেচ্ছ পুকশাদি ॥ ৭ ॥
যাঁহার বচন করে দুষ্ট রাজাগণ।
দেবাসুর যাঁর আজ্ঞা না করে লঙ্ঘন ॥ ৮ ॥
তাহার উচিত দণ্ড দিল কৃষ্ণ তা'রে।
রসিক-মহিমা সবে কহে পরস্পরে ॥ ৯ ॥
গর্ব্ব ধ্বংসি বিজে করাইল রসিকেন্দ্র।
শ্যামপ্রিয়া ঠাকুরাণী বৃন্দাবন-চন্দ্র ॥ ১০ ॥
শ্রীশ্যামসুন্দরপুরে বিজে করাইলা।
তিন ঠাকুরাণী তথা একত্রে রাখিলা ॥ ১১ ॥
তথা কৈল তৃতীয় দ্বাদশ মহোৎসব।
চতুর্দ্দিকে আনাইলা দ্রব্য অসম্ভব ॥ ১২ ॥
রাজা প্রজা অনেক সে আইলা তথায়।
যতেক মোহান্তগণ আইলা সবায় ॥ ১৩ ॥
ব্রজবাসী গোউড়িয়া যত সন্থগণ।
আইলেন শ্যামানন্দী সব আত্মগণ ॥ ১৪ ॥
রসিকেন্দ্র-আজ্ঞা কেহ লঙ্ঘিবারে নারে।
আইলেন সবে মহোৎসব দেখিবারে ॥ ১৫ ॥
অনেক আইলা তথা কীর্ত্তনীয়াগণ।
অরণ্য ভিতরে হৈল বৈকুণ্ঠভুবন ॥ ১৬ ॥
যেই মনে করে প্রভু অচ্যুত-নন্দন।
অঘটনঘটন সে হয় ততক্ষণ ॥ ১৭ ॥
যেই লীলা করে প্রভু আপনা ইচ্ছায়।
ভাঙ্গিতে না পারে ব্রহ্মা শিব ইন্দ্ররায় ॥ ১৮ ॥
হেনমতে দুই দুয়াদশ কৈল তথা।
তিন ঠাকুরাণী প্রীতি না হৈল সর্ব্বথা ॥ ১৯ ॥
নিরবধি কলহ করেন অকারণে।
তিন জনে গালি দেন অচ্যুত-নন্দনে ॥ ২০ ॥
কারে কিছু নাহি বলে শুনি প্রভু হাসে।
তবুই করে কন্দল তাঁ'রা দিবা নিশে ॥ ২১ ॥

শ্যামপ্রিয়া ঠাকুরাণী বড় গম্ভীরতা।
সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞাত তিঁহ অতীব ধীরতা ॥ ২২ ॥
সুধাময় বিচারিয়া কহে রসিকেরে।
এই গ্রামে তিন বাড়ী করহ সত্বরে ॥ ২৩ ॥
একত্র না যা'বে দিন কহিলুঁ নিশ্চয়।
না জানিহে তোমা দিয়া আর কিবা হয় ॥ ২৪ ॥
হঠিয়া নাগর প্রভু না শুনিল কর্ণে।
একত্র থাকিবে গুরু-আজ্ঞা পরমাণে ॥ ২৫ ॥
এক ভোড়া* আজ্ঞা ভাঙ্গি যা'বে যেইজনে।
শ্যামানন্দিগণ না যাইব তা'র স্থানে ॥ ২৬ ॥
এই বাক্য প্রভু কৈল দৃঢ় ভালমতে।
বড় ঠাকুরাণী ক্রোধ হৈলা শুনি চিতে ॥ ২৭ ॥
তৃতীয় দ্বাদশ মহোৎসবের সময়।
দুই চারি লঞা যুক্তি নিগমে করয় ॥ ২৮ ॥
বিদ্যুৎমালা নব গোউরাঙ্গ বলরাম।
শ্রীকেশবানন্দ হরিকর বিষ্ণুরাম ॥ ২৯ ॥
কালন্দী রাধাজীবন যত দুষ্টগণ।
অনুশিষ্য ভৃত্যশিষ্য সঙ্গে যত জন ॥ ৩০ ॥
বড় ঠাকুরাণী বিচারিয়া সবা সনে।
রসিকেরে আসিবারে না দিব এখানে ॥ ৩১ ॥
শ্যামপ্রিয়া যমুনা যাউন যথাস্থানে।
যুক্তি কর যেন একা থাকি এইস্থানে ॥ ৩২ ॥
শুনি হরিকর বলে আছে যুক্তিসার।
রসিকের নামে এক লিপি লিখ আর ॥ ৩৩ ॥
লেখিয়াছে যেন মাতা শ্যামপ্রিয়া স্থানে।
গৌরাঙ্গদাসীরে বিষ করাইবে পানে ॥ ৩৪ ॥
নানা উপায় করিবে ইহারে মারিতে।
এই সব ভাষা লিখ লিখা চারিভিতে ॥ ৩৫ ॥
মহোৎসব সংকীর্ত্তন দধিকাদাদিনে।
সভা করি বসাইব সব সন্তগণে ॥ ৩৬ ॥
রাজা প্রজা মহাজন মোহান্তের গণ।
শ্যামানন্দী গোষ্ঠী আর সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ॥ ৩৭ ॥
এই লিখা আনি দিব সভার ভিতরে।
সবাই শুনিয়া ধিৎকারিবে রসিকেরে ॥ ৩৮ ॥
এই ছলে আর আসিতে না দিব এথা।
পত্র চারি ধারে লেখিল এ সব কথা ॥ ৩৯ ॥
পটবস্ত্র দিয়া লিখা বান্ধিল যতনে।
থুইল বড় ঠাকুরাণী পিন্ধিলা বসনে ॥ ৪০ ॥
প্রাণকে অধিক করি লিখা সঙ্গে লৈয়া।
নিশি দিশি থাকেন সে বুকেতে করিয়া ॥ ৪১ ॥
এথা মহোৎসবে মত্ত রসিকেন্দ্র রায়।
গুরু-কৃষ্ণ-সাধুসেবা বিনা না জানয় ॥ ৪২ ॥
এথা গুপ্তে যুক্তি করে সব দুষ্টগণ।
রসিকশেখরে করিবারে বিড়ম্বন ॥ ৪৩ ॥
কেহ বলে যেই লেখা শুনিব সবায়।
এক তিলে রসিকের প্রাণ নিব ঠায় ॥ ৪৪ ॥
কেহ বলে যমধর* মারিব তখনে।
কেহ বলে আর যেন না থাকে এখানে ॥ ৪৫ ॥
হেনমতে যুক্তি করে সব দুষ্টগণে।
এ সব না জানে কিছু রসিকের গণে ॥ ৪৬ ॥
দধি-সংকীর্ত্তন সবে কৈল আনন্দিতে।
হেনকালে বড় মাতা সবার সাক্ষাতে ॥ ৪৭ ॥
সবাকারে ডাকি আনি অলঙ্ঘ্য বচনে।
নিষ্কপটে বিচার করয়ে সর্ব্বজনে ॥ ৪৮ ॥
এক নিবেদন করি সবাকার স্থানে।
একখানি লিখা সবে শুন দৃঢ় মনে ॥ ৪৯ ॥
লিখা শুনি যথোচিত সধর্ম্ম বিচারে।
উচিত্ত করিবে দণ্ড কহিলুঁ সবারে ॥ ৫০ ॥
উৎকলের ভক্ত সব দেখ বিদ্যমানে।
নিশ্চল হৈয়া লিখা শুন সর্ব্বজনে ॥ ৫১ ॥
অনুক্ষণে সবে মোরে দেহ দোষভার।
শ্যামানন্দ ঘর তুমি করিলা ছারখার ॥ ৫২ ॥
আমার যে দোষগুণ শুন সর্ব্বজনে।
আমা মারিবারে লিখে শ্যামপ্রিয়া স্থানে ॥ ৫৩ ॥
যেই দিন হৈতে পাইলুঁ ঐ লিখাখানি।
নিশি দিশি যত্ন করি রাখিলুঁ আপনি ॥ ৫৪ ॥
প্রত্যয় নাহিক মোর কা'র হাতে দিতে।
পদ্মনাভ গোপীদাস পড়হ সাক্ষাতে ॥ ৫৫ ॥

---

* ভোড়া—পদ।

* যমধর—অস্ত্রবিশেষ।

রসিকের লীলা চমৎকার ত্রিভুবনে।
গরল অমৃত হয় যাঁহার বচনে ॥ ৫৬ ॥
যাঁহার স্মরণে ভববন্ধবিমোচন।
হেন অজ্ঞগণ তাঁরে করে বিড়ম্বন ॥ ৫৭ ॥
তা'র বিবরণ কহি শুন সর্ব্বজন।
রসিকমঙ্গল অতি পরম গহন ॥ ৫৮ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল উত্তর-বিভাগে তিন ঠাকুরাণীকে একত্র
স্থাপনে গৌরাঙ্গ-দাসীর অনিচ্ছাহেতু রসিকানন্দ প্রভুর
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-বর্ণন-নাম চতুর্থ-লহরী সম্পূর্ণা।

পঞ্চম-লহরী

রাগ—শ্রী।

ঘোষা। হরিহে এবার করহ মোরে দয়া।
আশা করি লৈতে তব পদছায়া ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ কৃপার সাগর।
যাঁর চরণের ভৃত্য রসিকশেখর ॥ ১ ॥
হেনমতে রসিকেন্দ্র সংকীর্ত্তন করি।
অনেক করিলা নৃত্য দধিকাদাসারি ॥ ২ ॥
রাসধূলি-ধূসর শ্রীঅঙ্গ মনোহর।
আর দধি বিন্দু বিন্দু শ্রীঅঙ্গ সুন্দর ॥ ৩ ॥
চন্দন কুঙ্কুম ফাগু ফুলের কেশর।
সুদীর্ঘ কপোলে কিবা করে ঝলমল ॥ ৪ ॥
চন্দ্রমা জিনিয়া মুখ অতি মনোহর।
কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীনয়নে বহে অশ্রুজল ॥ ৫ ॥
শ্রীনন্দনন্দন শ্যামানন্দ শ্রীচরণ।
হৃদে করি রহিলেন অচ্যুত-নন্দন ॥ ৬ ॥
রসিকের সাঙ্গোপাঙ্গ সহ নিজগণ।
চন্দ্রমা বেড়িয়া যেন নক্ষত্রের গণ ॥ ৭ ॥
দুষ্টগণ যুক্তি যেন জানিয়া ইঙ্গিতে।
প্রভু বেড়ি বৈসে রসময় পঞ্চপুত্রে ॥ ৮ ॥
মনে মনে যুক্তি করে পঞ্চ সহোদর।
যবে প্রভু দিয়া করে কেহ গণ্ডগোল ॥ ৯ ॥
এই সব দুষ্টগণ সবা সংহারিব।
তবে শ্রীরসিকের সাক্ষাতে প্রাণ দিব ॥ ১০ ॥
হেনমতে পরস্পর সবে ভাবে মনে।
রসিক বেড়িয়া সবে বসিল যতনে ॥ ১১ ॥
রাজা প্রজা দ্বিজ ন্যাসী শান্ত সাধুজন।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি বসিলেন সর্ব্বজন ॥ ১২ ॥
হেনকালে লিখা আনি কৈল উপসন।
এই বিবরণ সবে শুন দিয়া মন ॥ ১৩ ॥
পড়িতে লাগিলা পদ্মনাভ গোপীদাস।
লিখা পড়িয়া সবাস্থানে করিলা প্রকাশ ॥ ১৪ ॥
বড় মাতা লিখা ধরিছেন একদিকে।
পড়িয়া শুনয়ে এথা তাঁরা আর দিকে ॥ ১৫ ॥
প্রথম স্কন্ধ হৈতে দুয়াদশ পর্য্যন্তে।
দশ দশ শ্লোক আছে প্রথম লিখাতে ॥ ১৬ ॥
তবে ষড়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সূক্ষ্মরূপে।
পড়িলেন দশ বিশ শ্লোক একে একে ॥ ১৭ ॥
তবে বেদতত্ত্ব অর্থ লিখাতে প্রকাশ।
পড়িতে লাগিলা পদ্মনাভ গোপীদাস ॥ ১৮ ॥
তবে শ্রীজয়দেবের দুই চারি গাথা।
লিখার সে চারিদিকে ভাগবত-কথা ॥ ১৯ ॥
শেষেতে লিখিত তিন শ্লোক তা'র পাছে।
যে দোষে মুরারিরে সে পাপী এ জগতে ॥ ২০ ॥
অদোষিত রসিক সে সর্ব্বজনখ্যাতা।
প্রাণের বল্লভ কৃষ্ণ জগত-বিখ্যাতা ॥ ২১ ॥
হেন জনে দোষ যেবা দেয় অকারণে।
সবংশে ঘোর নরকে করয়ে গমনে ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণের সহিত যাঁর অভেদ মিলন।
হেন জন দোষে যেই পাপী সে দুর্জ্জন ॥ ২৩ ॥

নারায়ণ-অংশে জন্ম রসিকেন্দ্র রায়।
তাঁরে যেই নিন্দে সেই পাপী ক্ষয় যায় ॥ ২৪ ॥
সর্ব্বধর্ম্ম-পরায়ণ রসিকশেখর।
হেন জনে দোষে পাপী অধম পামর ॥ ২৫ ॥
যাঁহার পরশে সবাকার কৃষ্ণভক্তি।
হেন জনে নিন্দে না জানিয়া দুষ্টমতি ॥ ২৬ ॥
যাঁর দরশনে সর্ব্ব বন্ধ-বিমোচন।
যাঁহার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ ॥ ২৭ ॥
যাঁহার প্রতাপে পাপ ছাড়িলা ধরণী।
হেন জনে নিন্দে মূর্খ দুষ্ট সে পরাণী ॥ ২৮ ॥
লিখাতে শুনিল সবে এ সকল বাণী।
দুষ্টগণ সবে মেলি করে কাণাকানি ॥ ২৯ ॥
লিখাতে শুনিল সবে ভাগবত-কথা।
না জানি ভুলিল সবে হেন মিথ্যা কথা ॥ ৩০ ॥
একে একে উঠিয়া পলায় দুষ্টগণ।
কেবা কোন দিকে যায় না যায় কথন ॥ ৩১ ॥
সবাকার গর্ব্ব চূর্ণ কৈল আচম্বিতে।
লিখা ফেলি ঠাকুরাণী লাগিলা কান্দিতে ॥ ৩২ ॥
রসিক-মহিমা জানিলেন সর্ব্বজনে।
চমৎকার হৈয়া সবা গেলা যথাস্থানে ॥ ৩৩ ॥
হেনমতে কতদিনে প্রভু তথা হৈতে।
আত্মগণ লৈয়া যুক্তি কৈল যথোচিতে ॥ ৩৪ ॥
উপদ্রব হৈল এই স্থানে অনুক্ষণে।
এখানে রহিতে আর নাহি লয় মনে ॥ ৩৫ ॥
শ্রীগোপীবল্লভপুরে মহোৎসব হৈবে।
শ্যামানন্দী গোষ্ঠী আর এথা না আসিবে ॥ ৩৬ ॥
এ সব বিচারি প্রভু গেলা রাজাস্থানে।
কহিল সকল তত্ত্ব বসিয়া নিগমে ॥ ৩৭ ॥
রামচন্দ্র ধল শুনি করিল হেলন।
ক্রোধাবেশে তথা হৈতে করিল গমন ॥ ৩৮ ॥
আজ্ঞা কৈল তোর দেশে না আসিব আর।
অল্পদিনে গর্ব্ব তোর হৈবে ছারখার ॥ ৩৯ ॥
তথা হৈতে রসিকেন্দ্র করিলা গমন।
ধল দেশে জল আর না কৈল গ্রহণ ॥ ৪০ ॥
আজ্ঞা কৈল সর্ব্বনাশ হইবে ইহার।
মদগর্ব্বে বচন ভাঙ্গিল দুরাচার ॥ ৪১ ॥
শ্যামানন্দ-পাট ভগ্ন কৈল আত্মগর্ব্বে।
প্রাণ লৈয়া টানাটানি দেশত্যাগ হ'বে ॥ ৪২ ॥
অলঙ্ঘিত বাক্য রসিকের সর্ব্ব দিনে।
যারে যেই আজ্ঞা করে না হয় খণ্ডনে ॥ ৪৩ ॥
যাঁহার বচনে দূর্ব্বা হয় দারু সম।
দারু দূর্ব্বা সম হয় অলঙ্ঘ্য বচন ॥ ৪৪ ॥
সেই হৈতে রাজার যে হইলা অকাযে।
প্রাণ হত হৈলা আর ত্যাগ বন্ধু রাজ্যে ॥ ৪৫ ॥
তবে কত দিনে তার পুত্র শ্রীচরণে।
স্থাপিলেন রাজপদে করিয়া যতনে ॥ ৪৬ ॥
বড়ই বৈষ্ণব রাজা জগত-বিদিত।
রসিকের শিষ্য রাজা ভুবন-পূজিত ॥ ৪৭ ॥
রসিকের পরতাপ দেখি সর্ব্বজন।
অদ্ভুত মানিয়া সবে করেন স্তবন ॥ ৪৮ ॥
তবে এক দুয়াদশ কুশরদা গ্রামে।
পাটনা রাজ্যেতে রহিলেন কত দিনে ॥ ৪৯ ॥
এই পাঁচ দুয়াদশ হৈল তিন গ্রামে।
আর সব শ্রীগোপীবল্লভপুর-স্থানে ॥ ৫০ ॥
বিংশতি দ্বাদশ হৈলা সেই গ্রামে।
করিল আপন সুখে অচ্যুত-নন্দনে ॥ ৫১ ॥
তার বিবরণ কিছু করিব বিদিত।
শুন শুন কার্ষ্ণবৃন্দ সবে দিয়া চিত ॥ ৫২ ॥
অসীম গরিম-গুণ কে জানিতে পারে।
রসিক-কৃপায় মোরে যেবা কিছু স্ফুরে ॥ ৫৩ ॥
অবতীর্ণ হৈয়া প্রভু অবনীমণ্ডলে।
মানবিক যত লীলা কৌতুক-কল্লোলে ॥ ৫৪ ॥
স্বভাব বর্ণনা কিছু করিনু বর্ণন।
হৃদে থাকি যেবা বলে অচ্যুত-নন্দন ॥ ৫৫ ॥
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ব বন্ধুগণ।
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণপ্রেমভক্তিধন ॥ ৫৬ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল উত্তর-বিভাগে শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর
মহিমার গুণে গৌরাঙ্গ-দাসীর ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতা
বর্ণন-নাম পঞ্চম-লহরী সম্পূর্ণা।

ষষ্ঠ-লহরী

রাগ—বরাড়ী।

ঘোষা। কৃপানিধি হে দয়ার শ্যাম।
পতিত দুর্গতি জনে কর অবধান॥

জয় জয় শ্যামানন্দ অকিঞ্চন-প্রাণ।
পতিতপাবন-বন্ধু করুণানিধান॥ ১॥
হেনরূপে শ্রীগোপীবল্লভপুর-স্থানে।
মহোৎসব করিবারে বিচারিল মনে॥ ২॥
অতি মনোহর স্থান দেখিতে সুন্দর।
সুবর্ণরেখার তটে অতি মনোহর॥ ৩॥
গ্রামের মহিমা কিছু কহন না যায়।
গুপ্ত-বৃন্দাবন বলি সর্ব্বজনে গায়॥ ৪॥
কদম্বখণ্ডির শোভা কহন না যায়।
তা'র তলে শ্রীরাসমণ্ডলী শোভা পায়॥ ৫॥
গহন কানন অতি কদম্বের বন।
দেখিতে বিচিত্র শোভা না যায় কথন॥ ৬॥
সারি সারি বৃক্ষগণ শোভে চারিদিকে।
নিবিড় পত্রের ছায়া কিরণ না লাগে॥ ৭॥
তা'র তলে বিচিত্র চাঁদুয়া থরে থরে।
তাহে রত্নঝারা লম্বে বিচিত্র চামরে॥ ৮॥
তা'র মধ্যে বিচিত্র মণ্ডপ নিরমাণ।
নানারত্নে মণ্ডিত সে অতি সুবন্ধান॥ ৯॥
নানা ভাতি বসন মণ্ডিল চারিদিকে।
থরে থরে নানা ভাতি মণিঝারা লম্বে॥ ১০॥
তা'র মধ্যে রত্নসিংহাসন সুশোভন।
বৎসরে বৎসরে শোভা অতি বিলক্ষণ॥ ১১॥
নানারত্ন মণিঝারা সব বৃক্ষে লম্বে।
তোরণ পতাকা সারি সারি চতুর্দ্দিকে॥ ১২॥
রাসমণ্ডলীর শোভা অতি বিলক্ষণ।
চমৎকার লাগে দেবাসুর নরগণ॥ ১৩॥
এক এক বৃক্ষে লম্বে শত শত ঝারা।
ঝান বাস চামর থোপনা পুষ্পমালা॥ ১৪॥
এক এক বৃক্ষ নানা পুষ্পেতে মণ্ডনী।
ঝলমল করে বৃক্ষ উজল যামিনী॥ ১৫॥
একেত কদম্ব বৃক্ষ বিচিত্র মণ্ডনী।
বৃক্ষের কিরণে দীপ্ত হইলা ধরণী॥ ১৬॥
হেন শত শত বৃক্ষ শোভে চারি পাশে।
সহস্র সহস্র ব্রজবাসী তা'র পাশে॥ ১৭॥
গৌড়ীয়া উৎকলবাসী শ্যামানন্দিগণ।
সমুচ্চয় নাই সাধু কে করে গণন॥ ১৮॥
রাজা প্রজা সুখবাসী লক্ষ লক্ষ জন।
বেড়িয়া কদম্ব খণ্ডি রহে সর্ব্বজন॥ ১৯॥
তা'র পাশে শত শত পসারী বোইসে।
নানা দ্রব্য বিচা কিনা করে দিশি নিশে॥ ২০॥
যত যত দ্রব্য আছে বিধাতা-সৃজন।
মহোৎসব সময়েতে আনে সর্ব্বজন॥ ২১॥
নানা দ্রব্য আনে সবে পর্ব্বত সমান।
সকলি বিকায়, নাহি রহে এক ধান॥ ২২॥
সহস্র সহস্র জন আনে দিব্য মালা।
মথুরামণ্ডল হৈতে ব্যাপার সে মেলা॥ ২৩॥
তুলসী আঠেল কাষ্ঠ মনোহর ঝুরী।
ব্রজ হৈতে আনে শত শত ছালা ভরি॥ ২৪॥
পর্ব্বতসমান বৈসে মালা চারি পাশে।
সকলি বিকায় মালা দ্বাদশ দিবসে॥ ২৫॥
শত শত ক্রোশ হৈতে যত দ্রব্য আসে।
সকলি বিকায় কিছু নাহি রহে শেষে॥ ২৬॥
পূর্ব্বে যেন রাস-মহোৎসবে দ্রব্যভার।
তাহা হৈতে চতুর্গুণ হয় বারে বার॥ ২৭॥
সমুচ্চয় নাহি দ্রব্য হয় অপ্রমিতে।
সর্ব্ব দ্রব্য কিনেন রসিক আনন্দেতে॥ ২৮॥
লক্ষ লক্ষ লোকেরে করেন সম্ভাষণ।
মিষ্টান্ন শীতল সিদা বস্ত্র আভরণ॥ ২৯॥

হেন মহোৎসব কোথা হইছে না হ'বে।
করেন সুদৃঢ় মতে শ্রীরসিকদেবে ॥ ৩০ ॥
যত চুয়া চন্দন বিলায় সর্ব্বজনে।
সরোবর-পঙ্ক দিতে কে হবে ভাজনে ॥ ৩১ ॥
যত বস্ত্র বিলায়েন অচ্যুত-নন্দন।
কদলীর খোলা দিতে কে হবে ভাজন ॥ ৩২ ॥
মিষ্টান্ন পকান্ন যত দিল সর্ব্বজন।
তণ্ডুলের কণা দিতে না হবে ভাজন ॥ ৩৩ ॥
ষড়রস শালি অন্ন দেই সাধুজনে।
কদলীর মূল দিতে না হবে ভাজনে ॥ ৩৪ ॥
দধি দুগ্ধ সর ছানা যত কৈল দান।
ঘৃত মধু চিনি পানা রম্ভা সুবন্ধান ॥ ৩৫ ॥
আর যত নানাদ্রব্য দিল সর্ব্বজনে।
তক্রপানি দিতে কেহ না হবে ভাজনে ॥ ৩৬ ॥
রসিকের মহোৎসব দেখি সব জনে।
চমৎকার হৈল সবে রাজা-প্রজাগণে ॥ ৩৭ ॥
কিবা সে মণ্ডলী শোভা কহন না যায়।
কিবা সে বিজয় হয় শ্রীগোবিন্দরায় ॥ ৩৮ ॥
শত শত চন্দ্রোদয় দেউটী মশাল।
ভুঁইচম্পা চন্দ্রবাণ হাউই অপার ॥ ৩৯ ॥
দিবস অধিক হয় উজ্জ্বল যামিনী।
পঞ্চশব্দ বাজনাতে কাঁপয়ে মেদিনী ॥ ৪০ ॥
দুলু দুলু করে পৃথ্বী কীর্ত্তনের শব্দে।
সিঙ্গা, বেণু বিষাণ বাজয়ে নানা বাদ্যে ॥ ৪১ ॥
শত শত রাজাগণ ছড়ি করি হাতে।
তবু ঠেলাঠেলি করে লক্ষ লক্ষ লোকে ॥ ৪২ ॥
মদমত্তে চলে প্রভু শ্রীগোবিন্দরায়।
চতুর্দ্দিক দীপ্ত হৈল অঙ্গের ছটায় ॥ ৪৩ ॥
কিবা সে মধুর মুখ মধুর চাহনি।
কিবা মন্দ মন্দ হাস্য অঙ্গের তুলনী ॥ ৪৪ ॥
দুয়াদশ দিনে দুয়াদশ বেশ হয়।
যেই দিনে যেই বেশ সেই শোভা পায় ॥ ৪৫ ॥
কিবা সে অদ্ভুত বেশ করে শ্রীচরণ।
বেশ দেখি চমৎকার লাগে সর্ব্বজন ॥ ৪৬ ॥
যখন করে বিজয় প্রভু শ্রীগোবিন্দ।
চন্দনের ছড়া আগে দেন রসিকেন্দ্র ॥ ৪৭ ॥
কেহ ফাগু কেহ চুয়া কেহ অরগজা *।
পরস্পর মারামারি করে সর্ব্ব রাজা ॥ ৪৮ ॥
আনন্দসাগরে ভাসে সবে নিশি দিনে।
মহানন্দে প্রভু বিজে করে সংকীর্ত্তনে ॥ ৪৯ ॥
গোবিন্দেরে বিজে করাইয়া রাসস্থলে।
মহানন্দে নৃত্য করে রসিকশেখরে ॥ ৫০ ॥
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ শ্রীঅঙ্গে।
শত শত ধারা গলে নয়ন তরঙ্গে ॥ ৫১ ॥
কদম্ব-কলিকা সম পুলকিত অঙ্গ।
ভাবের আবেশে ভূমে লোটায় শ্রীঅঙ্গ ॥ ৫২ ॥
গদ গদ কণ্ঠে কহে মৃদু মৃদু বাণী।
নয়নের জলে কাদা হইলা ধরণী ॥ ৫৩ ॥
কিবা সে মধুর হাস্য মধুর সম্ভাষে।
সবাকার গলে ধরি প্রেমানন্দে ভাসে ॥ ৫৪ ॥
সবাকারে দেন প্রভু আলিঙ্গন দান।
ভাবের আবেশে প্রভুর নাই বাহ্যজ্ঞান ॥ ৫৫ ॥
এই মত দুয়াদশ দিন নৃত্য করে।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈয়া রসিকশেখরে ॥ ৫৬ ॥
সে সকল সুখ কিছু কহন না যায়।
তিলে তিলে যত লীলা অচ্যুত-তনয় ॥ ৫৭ ॥
তাঁর অনুগ্রহে কিছু করিলু বিদিত।
রসিকদেবের কিছু গুণ যশঃ কীর্ত্ত ॥ ৫৮ ॥
বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন মুই দুরাচার।
হৃদে থাকি যেবা বলে অচ্যুত-কুমার ॥ ৫৯ ॥
স্বভাব বর্ণনা কিছু করিলু রচন।
ইথে দোষ নাই ল'বে পণ্ডিত সুজন ॥ ৬০ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল উত্তর-বিভাগে শ্রীগোপীবল্লভপুরে
দ্বাদশ মহোৎসব-বর্ণননাম ষষ্ঠ-লহরী সম্পূর্ণা।

---

* অরগজা—আবীর জল।

সপ্তম-লহরী

রাগ—বরাড়ী।

ঘোষা। জীবন রাধানাথ হে পরাণ গোপীনাথ ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ করুণানিধান।
অকিঞ্চনপ্রিয় প্রাণ জগত-জীবন ॥ ১ ॥
শ্রীগোপীবল্লভপুরে হেন মহাযাত্রা।
করেন রসিকচন্দ্র জগত-বিখ্যাতা ॥ ২ ॥
পূর্ব্বে রাসমহোৎসব আদি আরাধনে।
যত দ্রব্য বৈভব দেখিল যতনে ॥ ৩ ॥
তাহা হৈতে দশগুণ হয় দিনে দিনে।
বর্ণনা না যায় মহোৎসব-বিবরণে ॥ ৪ ॥
রাসমণ্ডলীর শোভা কহন না যায়।
কিবা মহানন্দে বিজে শ্রীগোবিন্দরায় ॥ ৫ ॥
কিবা সংকীর্ত্তনধ্বনি গগন পরশে।
কিবা সাধুমণ্ডলী-আসন চারি পাশে ॥ ৬ ॥
কিবা রাজা প্রজা যাত্রী পসারিয়াগণ।
কিবা জয় জয় হরিধ্বনি ঘনে ঘন ॥ ৭ ॥
কিবা ভোগ উপহার শ্রীগোবিন্দরায়।
কিবা সে সামগ্রী শত শত জন দেয় ॥ ৮ ॥
কিবা সে বৈষ্ণব-ভোজনের পরিপাটী।
কিবা চন্দ্রোদয় দীপ মশাল দেউটী ॥ ৯ ॥
কিবা নানা দ্রব্য সব সারি সারি বৈসে।
কিবা সে কদম্বখণ্ডি বেড়ি চারি পাশে ॥ ১০ ॥
কিবা সে গ্রামের শোভা গুপ্ত-বৃন্দাবন।
কিবা সে পুলিন-শোভা গহন কানন ॥ ১১ ॥
কিবা সুবর্ণরেখার জল মনোহর।
কিবা চমৎকার লীলা রসিকশেখর ॥ ১২ ॥
চমৎকার মহোৎসব কহন না যায়।
মহোৎসবরসে মত্ত অচ্যুত-তনয় ॥ ১৩ ॥
মহোৎসব সময়ে নদী জলধার।
দূরে গিয়া আর তটে লাগে বহিবার ॥ ১৪ ॥
দূরে জল দেখি' ক্রোধে রসিকশেখর।
সুবর্ণরেখায় কিছু করিলা উত্তর ॥ ১৫ ॥
যবে তুমি শ্রীচৈতন্যের সেবক নিশ্চয়।
কালই যেন এ কূলে জলধার বহয় ॥ ১৬ ॥
জল বিনা দুঃখ পায় মোর সাধুগণ।
অবশ্য এ কূলে তুমি কর আগমন ॥ ১৭ ॥
হেনমতে আচম্বিতে সেই রাত্রিকালে।
অকস্মাৎ বন্যা আসি' বহিলা এ কূলে ॥ ১৮ ॥
দেখি' চমৎকার হৈলা যত নর-নারী।
সেই হৈতে এ কূলে বহিলা নদীবারি ॥ ১৯ ॥
সেই হৈতে সেই স্থানে করি নানা যাত্রা।
রসিক-মহিমা সব জগতবিখ্যাতা ॥ ২০ ॥
একদিন বসাইলা বৈষ্ণব ভোজনে।
দুই চারি সহস্র বসিলা সন্তগণে ॥ ২১ ॥
হেনকালে ঘোর মেঘ আচ্ছাদে গগনে।
মহাঘোর পবন বিজলী ঘনে ঘনে ॥ ২২ ॥
বজ্রাঘাত মেঘ ডাকে কাম্পয় মেদিনী।
তাহা দেখি' রসিকেন্দ্র কহেন আপনি ॥ ২৩ ॥
মোর সন্তগণ সব বসিলা ভোজনে।
গোপীবল্লভপুরে না হ'বে বরিষণে ॥ ২৪ ॥
যবে তুমি নিশ্চয়ে প্রহ্লাদ ইন্দ্ররাজ।
তবে না ভিজাবে মোর বৈষ্ণব-সমাজ ॥ ২৫ ॥
শুনিয়া রসিকবাক্য ইন্দ্র সুরপতি।
গ্রামে না কৈল বৃষ্টি বর্ষে চারি ভিতি ॥ ২৬ ॥
গ্রামে বেড়ি বৃষ্টি কৈল অতি ঘোরতরে।
এক বিন্দু না করিল গ্রামের ভিতরে ॥ ২৭ ॥
আনন্দে বৈষ্ণব সব করিল ভোজন।
দেখিয়া অদ্ভুত সব নরনারীগণ ॥ ২৮ ॥
হেন আজ্ঞা রসিকের অলঙ্ঘ্য বচন।
ব্রহ্মা শিব দেব নর না করে লঙ্ঘন ॥ ২৯ ॥

একদিন মহা-মহোৎসব-সময়েতে।
আইলেন গোপালদাস হাতী আচম্বিতে ॥ ৩০ ॥
দেখিয়া সকল লোক ভয়ে থরহর।
শুনিয়া বাহার হৈলা রসিকশেখর ॥ ৩১ ॥

হাতীর নিকটে গিয়া হৈলা উপসন।
দণ্ডবৎ হৈয়া হাতী পড়িল চরণ॥ ৩২ ॥
তা'র মাথে হাত দিয়া রসিকশেখর।
আজ্ঞা কৈল শুন তুমি মত্ত করিবর॥ ৩৩ ॥
তোমারে দেখিয়া লোক পায় বড় ভয়।
শুনিবে কীর্ত্তন আসি' নিশার সময়॥ ৩৪ ॥
নিতি আসি' পরসাদ পা'বে এই স্থানে।
প্রণাম করিয়া হাতী করিল গমনে॥ ৩৫।
সেই হৈতে নিশাভাগে করে দরশন।
রসিকের আজ্ঞা সবে করেন পালন॥ ৩৬ ॥
দেবাসুর নর পশু না করে লঙ্ঘন।
ত্রিভুবনে ভঙ্গ নহে যাঁহার বচন॥ ৩৭ ॥
মহোৎসব-রসে মত্ত রসিকেন্দ্র-চন্দ্র।
সঙ্গেতে বিহরে সদা পারিষদবৃন্দ॥ ৩৮ ॥
হেনকালে নীলাচলে দেব জগন্নাথ।
মুদিরথে* আজ্ঞা দিল নিশাতে সাক্ষাত॥ ৩৯ ॥
মোর প্রিয় নিজ ভক্ত রসিকশেখর।
তা'রে দেখিবারে মোর শ্রদ্ধা বহুতর॥ ৪০ ॥
কহ গিয়া ত্বরিতে সে মহারাজা স্থানে।
দূত পাঠাইয়া তা'রে আনহ এখানে॥ ৪১ ॥
মোর শ্রীঅঙ্গের নেতশাড়ী দিব তা'রে।
প্রতি রথযাত্রাতে আসি' দেখিবে মোরে॥ ৪২ ॥
আজ্ঞা শুনি মুদিরথ কহিল রাজারে।
শুনিয়া আনন্দ রাজা হইলে অন্তরে॥ ৪৩ ॥
সেই রাত্রে প্রত্যাদেশ হইলা রাজারে।
দূত পাঠাইয়া আন রসিকশেখরে॥ ৪৪ ॥
প্রত্যাদেশ মুদিরথ-বাণীতে প্রত্যয়।
আনন্দসাগরে ভাসে রাজা মহাশয়॥ ৪৫ ॥
দুই দ্বিজে পাঠাইলা রসিকের স্থানে।
শ্রীঅঙ্গের নেতশাড়ী পাঠায় যতনে॥ ৪৬ ॥
এথা মহোৎসব-রসে নিশি উজাগরে।
নিগমে আছিলা বসি' রসিকশেখরে॥ ৪৭ ॥

* মুদিরথ—সেবক।

আচম্বিতে আজ্ঞা শুনিলেন রসিকেন্দ্র।
শীঘ্র আসি' দেখ মোর চরণারবিন্দ॥ ৪৮ ॥
চমকিতে চাহে কেহ নাই সেই স্থানে।
কোমল গভীর বাণী শুনিল শ্রবণে॥ ৪৯ ॥
আত্মগণে কহিলেন সব বিবরণ।
জগন্নাথ-আজ্ঞা মুই করিলুঁ শ্রবণ॥ ৫০ ॥
চল সবে দেখি গিয়া ইবে রথযাত্রা।
ভুবনমোহন রথ জগতবিখ্যাতা॥ ৫১ ॥
সবাকারে কহে প্রভু এ সব বচন।
হেনকালে দুই বিপ্র হৈল উপসন॥ ৫২ ॥
কহিতে লাগিলা শুন রসিকশেখরে।
তোমার মহিমা দিতে নাই পটান্তরে॥ ৫৩ ॥
আপনি অঙ্গের নেত দিল জগন্নাথ।
মুদিরথে আজ্ঞা কৈল ধরি' তা'র হাত॥ ৫৪ ॥
মোর বড় প্রিয় ভক্ত রসিকেন্দ্র-চন্দ্র।
তা'রে দেখিবারে মোর বড়ই আনন্দ॥ ৫৫ ॥
রাজারে করিল আজ্ঞা আনহ ত্বরিতে।
শীঘ্র আসি' দরশন করে যেন রথে॥ ৫৬ ॥
এই লহ জগন্নাথ-অঙ্গের বসন।
রাজার বিনয়-পত্র করহ শ্রবণ॥ ৫৭ ॥
ত্বরিতে গমন কর রথ দেখিবারে।
মহারাজা বহুরূপে কহিলা আমারে॥ ৫৮ ॥
অবশ্য শ্রীজগবন্ধু করিবে দর্শন।
শুনিয়া আনন্দে ভাসে অচ্যুত-নন্দন॥ ৫৯ ॥
বহুরূপে রাজদূতে করিল সেবন।
মস্তকে বান্ধিল নেত শ্রীঅঙ্গ বসন॥ ৬০ ॥
নীলাচল খেলা ইবে করিব প্রচার।
যে কিছু দেখিল লীলা সঙ্গে থাকি' তাঁর॥ ৬১ ॥
স্বভাব-বর্ণনা কিছু করিলুঁ রচন।
রসিক-মঙ্গল শুন সর্ব্ব সাধুগণ॥ ৬২ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-উত্তর-বিভাগে শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভুর মহিমাকীর্ত্তন ও নীলাচল-গমনে জগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশ-বর্ণন-নাম সপ্তম-লহরী সম্পূর্ণা।

অষ্টম-লহরী

রাগ—বরাড়ী। ছন্দ—পাঁচালী

জয় শ্যামানন্দ, ত্রিভুবন-বন্দ্য,
ভুবনপাবন-বানা।
জগতজীবন, রসিক-জীবন,
দুঃখিত জনে করুণা ॥ ১ ॥
দ্বিজ-মুখে বাণী, রসিকেন্দ্র শুনি,
যাত্রা কৈল যাইবারে।
সঙ্গীত-সাহিত্য, আছিলা যতেক,
সঙ্গে লৈল অনুচরে ॥ ২ ॥
সঙ্গে অপ্রমিত, সাধু যূথ যূথ,
গমন করিল রঙ্গে।
যে গ্রামে উতরে, দেখি চমৎকারে,
সহস্র সহস্র সঙ্গে ॥ ৩ ॥
রাজা প্রজাগণ, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ,
সঙ্গে যাত্রী অপ্রমিতে।
রহেন যেখানে, অচ্যুত-নন্দনে,
সিদা দেয় নানামতে ॥ ৪ ॥
গ্রাম-অধিপতি, দ্রব্য নানা ভাতি,
রসিক-সম্মুখে করে।
দেখিয়া আনন্দ, রসিকেন্দ্র-চন্দ্র,
আজ্ঞা করে অনুচরে ॥ ৫ ॥
আগে গুরুজন, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ,
দিয়ে যথাযোগ্য-রূপে।
তবে যাত্রিগণে, রাজা-প্রজাগণে,
সবাকারে একে একে ॥ ৬ ॥
যেখানে উতরে, রসিকশেখরে,
অষ্ট সিদ্ধি নব নিধি।
এ সব সঙ্গেতে, বেড়ায় সততে,
বইভব যথাবিধি ॥ ৭ ॥
পথেতে যাইতে, মুকুতাপুরেতে,
রহিলেন প্রভু তথা।
তথার প্রধান, দুষ্ট দুরজন,
কহিল কঠোর কথা ॥ ৮ ॥
সহস্র বৈষ্ণব, রাজা প্রজা সব,
ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী আদি।
না মিলিবে ঘর, রহ বৃক্ষতল,
কহিল নিশ্চয় সুধী ॥ ৯ ॥
শুনি ভৃত্যগণে, কহে প্রভু-স্থানে,
ঘর না মিলিবে এথা।
সবে তরুতলে, রহে এক মেলে,
প্রধান কহয়ে কথা ॥ ১০ ॥
শুনিয়া রসিকে, কহে কোউতুকে,
বহু ঘর ভোগ কৈলা।
সাধুজন মোর, রহিবে বাহির,
কি কার্য্যে ঘর তুলিলা ॥ ১১ ॥
ভাল সবে চল, রহি বৃক্ষতল,
আসন করিয়া রঙ্গে।
বেড়িয়া রসিকে, রহে কোউতুকে,
মহাজন সব সঙ্গে ॥ ১২ ॥
ক্ষণেকে উত্তরা, পবন বহিলা,
অগ্নি উঠে আচম্বিতে।
মহা প্রজ্জ্বলিত, পুড়ে চারিভিত,
বড় ঘর শত শতে ॥ ১৩ ॥
এক দিক হৈতে, জ্বলিলা বহুতে,
নানা দ্রব্য বস্ত্র যত।
আতঙ্কে আকুলে, কহে একে আরে,
রসিক কৈলা নিপাতে ॥ ১৪ ॥
আতঙ্ক হইয়া, সবে শীঘ্র গিয়া,
পড়িল প্রভুর পায়।
শরণ-পঞ্জর, সর্ব্বগুণধর,
রাখহ প্রভু সবায় ॥ ১৫ ॥
তোমার মহিমা, কে জানিবে সীমা,
সগর্ব্ব-দলন-বানা।
আমি দুরজন, করিলু হেলন,
দুঃখিত জনে করুণা ॥ ১৬ ॥

শুনি' স্তুতি-বাণী, রসিকেন্দ্র-মণি,
চাহে অমৃতনয়নে।
কৃষ্ণানন্দ-রসে, গদ গদ ভাসে,
কহে মধুর বচনে ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মা হরিদাস, না কর বিনাশ,
এ দুঃখিত সর্ব্বজনে।
ক্ষমা কর জীবে, আর না পুড়িবে,
শুন আমার বচনে ॥ ১৮ ॥
রসিকের বাণী, শুনিয়া অগ্নি,
দেখিল প্রভু নয়নে।
মহা-প্রজ্বলিত, তেজ অপ্রমিত,
নিভাইল ততক্ষণে ॥ ১৯ ॥
দেখি' সব লোক, মানিল অদ্ভুত,
রসিকের পরকাশ।
গ্রাম-সর্ব্বজনে, পড়িলা চরণে,
হৈলা রসিকের দাস ॥ ২০ ॥
রসিক-মহিমা, দিতে নাহি সীমা,
শুনহ সকল জনে।
শ্যামানন্দ-পদ, সকল সম্পদ,
রসময়ের নন্দনে ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল-উত্তর-বিভাগে নীলাচল-যাত্রাপথে
মুক্তাপুরে নিজ-মহিমা-প্রকাশ-নাম অষ্টম-লহরী সম্পূর্ণা।

নবম-লহরী

রাগশ্রী।

ঘোষা। রাম জয় গোবিন্দ রাম জয়।

জয় জয় শ্যামানন্দ-বল্লভজীবন।
কৃপা কর যশঃ যেন করিয়ে রচন ॥ ১ ॥
হেনকালে রসিকেন্দ্র যায় পথে পথে।
মহা মহা পরম ভাগবত সে সাথে ॥ ২ ॥
পথে হরিধ্বনি করি' যায় ঘনে ঘনে।
কেহ গায় কেহ বায় বেণু বীণা সনে ॥ ৩ ॥
সহস্র সহস্র লোক আইসে দেখিতে।
হরিধ্বনি করিয়া আইসে চারিভিতে ॥ ৪ ॥
দেখিয়া রসিক-রূপ সবাই আনন্দে।
দরশন করে সবে চরণারবিন্দে ॥ ৫ ॥
রূপ দেখি' মুগ্ধ হৈল নরনারীগণ।
রসিক-বচন শুনি' জুড়ায় শ্রবণ ॥ ৬ ॥
মধুমাছি প্রায় লোক বেড়িল দেখিতে।
ছাড়িয়া যাইতে কারো নাহি লয়ে চিতে ॥ ৭ ॥
কিবা সে মধুর বাণী মধুর সম্ভাষ।
সবাকারে বশ কৈল চাহনি প্রকাশ ॥ ৮ ॥
অনেক হইল শিষ্য পথেতে যাইতে।
অনন্য হইয়া কৃষ্ণ ভজে শুদ্ধচিতে ॥ ৯ ॥
রসিক দরশে সবে কৃষ্ণে দিলা মন।
অনন্যশরণ হৈল উৎকলভুবন ॥ ১০ ॥
ধামনগরে প্রভু প্রবেশ হইলা।
সেই স্থান হৈতে সুকপাল তেয়াগিলা ॥ ১১ ॥
পদব্রজে চলি' যায় রসিকশেখর।
মিলিলেন গিয়া শেষে জাজপুর নগর ॥ ১২ ॥
শ্রীবৈতরণী-স্নান অশ্বমেধঘাটে।
বরাহনাথেরে দেখিলেন তা'র তটে ॥ ১৩ ॥
কীর্ত্তন করিল তা'র স্থানে সেই দিন।
অনেক করিল নৃত্য অচ্যুত-নন্দন ॥ ১৪ ॥
শত শত অশ্রুধারা গলয়ে নয়নে।
দেখি' চমৎকার হৈলা নরনারীগণে ॥ ১৫ ॥
অনেক দিলেন দ্রব্য প্রভু দ্বিজগণে।
তথা হৈতে আর দিন করিলা গমনে ॥ ১৬ ॥
জাজপুর নদীতে হইলা পরবেশ।
বন্যায় পূরিত নদী হৈয়াছে বিশেষ ॥ ১৭ ॥

তরঙ্গ দেখিয়া কাম্পে নরনারীগণ।
নৌকা আসি' নিকটে হইল উপসন ॥ ১৮ ॥
দুই তিন শত লোক বৈসে একবারে।
নায়েতে বসিলা গিয়া রসিকশেখরে ॥ ১৯ ॥
কৃষ্ণ সঙরিয়া আত্মগণ লৈয়া সঙ্গে।
দশবিশ মোহান্ত বসিল গিয়া রঙ্গে ॥ ২০ ॥
নায় বাহি' কাণ্ডারী নিলেক কতদূরে।
পবনের ভয়ে নায় টলমল করে ॥ ২১ ॥
ঢেউর তরঙ্গ উঠে প্রবল পবনে।
নায় গিয়া নদী মধ্যে হৈল উপসনে ॥ ২২ ॥
সম্বরিতে নারিল কাণ্ডারী মহাত্রাসে।
টলমল করে নায় অশেষ বিশেষে ॥ ২৩ ॥
আকুল হইয়া করে কৃষ্ণ সঙরণ।
এ বিপদে রক্ষা কর অচ্যুত-নন্দন ॥ ২৪ ॥
তোমা বিনা রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাহি আর।
এ ঘোর সঙ্কটে প্রভু করহ উদ্ধার ॥ ২৫ ॥
ডাকিয়া কহেন প্রভু সবাকার স্থানে।
ভয় না করিহ, কর কৃষ্ণ সঙরণে ॥ ২৬ ॥
কহিতে কহিতে নায় উলটি পড়িলা।
নায়ের ভিতরে সবে পড়িয়া রহিলা ॥ ২৭ ॥
নায়ের বাহিরে পড়িলেন কত জনে।
রসিকেন্দ্রচূড়ামণি লঞা আত্মগণে ॥ ২৮ ॥
অগাধ সমুদ্র নদী তা'র মধ্যখানে।
পড়িলেন জলমাঝে নরনারীগণে ॥ ২৯ ॥
এক হাঁটু হৈল জল সমুদ্র পাথারে।
দাঁড়াইলা সব জন নদীর ভিতরে ॥ ৩০ ॥
স্থলে দাঁড়াইয়া প্রভু শীঘ্র নায় ধরি'।
তুলিয়া ফেলিল নায় উঠে নরনারী ॥ ৩১ ॥
ভয়েতে ব্যাকুল সবে উঠিল ত্বরিতে।
রসিকের গুণ সবে গায় আনন্দেতে ॥ ৩২ ॥
ধন্য ধন্য রসিকেন্দ্র দয়ার সাগর।
ডুবিলাম জলমধ্যে নদীর ভিতর ॥ ৩৩ ॥
অগাধ সমুদ্রমধ্যে হৈল এক উরু।
ধন্য রসিকেন্দ্র-চন্দ্র করুণা-সাগর ॥ ৩৪ ॥
হেনই দুর্গমে পার কৈলা আমা সবা।
অগাধ সমুদ্র-জলে হইলাম উভা* ॥ ৩৫ ॥
কলি ঘোর তারণে রসিক-অবতার।
এ ঘোর জলেতে আমা সবা কৈল পার ॥ ৩৬ ॥
আতঙ্কভঞ্জন প্রভু দুঃখি-জন-বন্ধু।
শরণ-পঞ্জর-বানা করুণার সিন্ধু ॥ ৩৭ ॥
হেনরূপে স্তুতি করে সব নরনারী।
বুঝন না যায় কিছু রসিক-চাতুরী ॥ ৩৮ ॥
নায় ডুবা দেখি' দুই কূলে সর্ব্বজন।
ভূমিতে লুঠিয়া কান্দে না যায় ধরণ ॥ ৩৯ ॥
সবে বলে আর না বাঁচিবে একজন।
নদীমাঝে ডুবিল, রাখহ নারায়ণ ॥ ৪০ ॥
বড়ই তরঙ্গ নদী দুই কূল খায়।
ঢেউর কল্লোল বড় পবনের ঘায় ॥ ৪১ ॥
হেনই তরঙ্গমধ্যে ডুবিল লাখানি।
অকারণে ডুবিয়া মরিল সর্ব্ব প্রাণী ॥ ৪২ ॥
কেহ বলে রসিক বিজয়ে যেই নায়ে।
না মরিবে একজন তাঁহার কৃপায়ে ॥ ৪৩ ॥
যাঁর নাম ধরে মহা-বিপদের কালে।
না লাগে বিপত্তি তা'রে পার হয় হেলে ॥ ৪৪ ॥
ব্যাঘ্র ভল্লুক হাতী সিংহ গণ্ডা ভাগ।
রসিক-স্মরণে কেহ নাহি আসে লাগ ॥ ৪৫ ॥
সেই প্রভু আপনা সঙ্গে নায় চড়ি' যায়।
কিছু শঙ্কা না করিহ কহিল সবায় ॥ ৪৬ ॥
অগাধ মহিমা রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি।
নারায়ণ-অংশে জন্ম হইলা আপনি ॥ ৪৭ ॥
পতিততারণ-বানা অখিল পরাণ।
পাষণ্ডদলন প্রভু অচ্যুত-নন্দন ॥ ৪৮ ॥
সাধুজন সব স্তুতি করিতে লাগিলা।
দুই চারি নায় সবে পাঠাইয়া দিলা ॥ ৪৯ ॥
দেখিলেন নদীমাঝে উভা সর্ব্বজন।
নায় লৈয়া সবে আসি' হৈল উপসন ॥ ৫০ ॥
কুড়ি হাত বাঁশ ফেলে নাই পায় স্থল।
সেইখানে দাঁড়াইছে রসিকশেখর ॥ ৫১ ॥

* উভা—দণ্ডায়মান।

দুই তিন শত লোক সর্ব্ব সাধুগণ।
এক উরু জলে দাণ্ডাইছে সর্ব্বজন ॥ ৫২ ॥
দেখি' চমৎকার হৈলা সব কাণ্ডারিয়া।
তুলিল নায়েতে সবে হাতেতে ধরিয়া ॥ ৫৩ ॥
সবাকার সব দ্রব্য তুলিল যতনে।
দেখিল শ্রীভাগবত নাই কার স্থানে ॥ ৫৪ ॥
চমৎকার হইয়া প্রভু পুছেন সবারে।
দ্বিজ রাধামাধব সে ঝাঁপ দিল জলে ॥ ৫৫ ॥
কতই দূর সাঁতার দিল মহাস্রোতে।
আচম্বিতে সিন্ধুক লাগিল তাঁ'র হস্তে ॥ ৫৬ ॥
ডুবিয়া আনিল পেড়ি জলের ভিতর।
পুঁথি নাহি পরশিছে একবিন্দু জল ॥ ৫৭ ॥
পুঁথি নাই দেখি' প্রভু হইলা ব্যাকুলে।
আপনি চাহেন প্রভু ঝাঁপ দিতে জলে ॥ ৫৮ ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সব অনুচরে।
দশ বিশ শীঘ্র ঝাঁপ দিল মধ্য জলে ॥ ৫৯ ॥
দূর হৈতে ডাকিলেন শ্রীরাধামাধবে।
শীঘ্র নায় লৈয়া এথা এস তোমা সবে ॥ ৬০ ॥
পুঁথি পাইলেও আমি সন্তরিতে নারি।
হেন বেলা নায় লৈয়া উতরে কাণ্ডারী ॥ ৬১ ॥
অনুচর দশ বিশ মিলিলেন তথা।
জল হৈতে পুঁথি তুলে না উঠে সর্ব্বথা ॥ ৬২ ॥
যত লোক বসেছিলা নায়ের ভিতরে।
আকর্ষিয়া সবে ধরিল এককালে ॥ ৬৩ ॥
যা'র যত পরাক্রম আছিল সবায়।
না পারিল তুলিবারে পুঁথি ভাসি' যায় ॥ ৬৪ ॥
চমৎকার হৈয়া সবে কহে রসিকেরে।
শত শত লোক লাগে পুঁথি তুলিবারে ॥ ৬৫ ॥
জল হৈতে অঙ্গুষ্ঠেক ছাড়াইতে নারি।
গর্জ্জয়ে পবনে জল, পলাইল তরী ॥ ৬৬ ॥
শুনি' প্রভু আকুলে কহেন কাণ্ডারীরে।
যেইখানে পুঁথি ভাসে, নায় রহে খরে* ॥ ৬৭ ॥
ত্বরিতে কাণ্ডারী নায় করি পুঁথি পাশে।
দেখিলেন প্রভু গিয়া জলে পুঁথি ভাসে ॥ ৬৮ ॥
নায় হৈতে হাত বাড়াইয়া পুঁথি ধরে।
শীঘ্র তুলিলেন পুঁথি নায়ের উপরে ॥ ৬৯ ॥
শত শত লোক যারে নারিল তুলিতে।
ফুল হৈতে উশ্বাসো† উঠিলা প্রভু-হাতে ॥ ৭০ ॥
দেখিয়া অদ্ভুত লাগে সব সঙ্গিগণ।
শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় তাহা হৈল সমাধান ॥ ৭১ ॥
অপার সমুদ্র লীলা কে জানিতে পারে।
রসিক-কৃপায় যেবা কিছু মোরে স্ফুরে ॥ ৭২ ॥
অনুক্রম-দোষ কিছু না লইবে মনে।
সুপ্রীতে শুনিবে সুপণ্ডিত সাধুজনে ॥ ৭৩ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল-উত্তর-বিভাগে বৈতরণী-নদীমধ্যে নৌকাডুবি এবং তাহা হইতে ভক্তগণ ও শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ-উদ্ধার-বর্ণন-নাম নবম-লহরী সম্পূর্ণা।

দশম-লহরী

রাগশ্রী।

ঘোষা। হরিহে এবার করহ মোরে দয়া।
আশা করি লৈতে তব পদছায়া ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ জগত-তারণ।
কৃপা কর যশঃ যেন করিয়ে রচন ॥ ১ ॥
হেনকালে রসিকেন্দ্র হৈলা নদীপার।
কারো এক দ্রব্য নষ্ট নাহি গেল আর ॥ ২ ॥
পথ চলি' যায় প্রভু কোমল চরণে।
দুই পদ ফাটি' রক্ত পড়ে ঘনে ঘনে ॥ ৩ ॥
অনেক বলিলা সবে বৈস সুকপালে।
কারো বাক্য না মানিল রসিকশেখরে ॥ ৪ ॥

* খর—স্রোত।

† উশ্বাস—হালকা।

বসন চিড়িয়া বান্ধে অঙ্গুলি-সন্ধিতে।
চলিতে কোমল পায়ে রক্ত পড়ে পথে ॥ ৫ ॥
তবুই চলিয়া যায় পবনের বেগে।
সঙ্গে অনুচর সবে নাই পায় লাগে ॥ ৬ ॥
যাত্রাদিনে উত্তরিলা তুলসী চৌরায়।
পথশ্রান্তে স্নান প্রভু করয়ে তথায় ॥ ৭ ॥
ওথা রথে বিজে কৈল জগন্নাথ রায়ে।
তিন রথ লাগিলেন বালিগণ্ডী ঠাঁয়ে ॥ ৮ ॥
বালিগণ্ডী হৈতে রথ না চলেন আর।
সহস্র সহস্র কালাপিঠ্যা টানিবার ॥ ৯ ॥
তবুই না চলে রথ রহিলা সেখানে।
টানিবারে লাগিলেন যত যাত্রিগণে ॥ ১০ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক টানে রথদড়ী ধরি'।
তবুই না চলে রথ রহে ভূমে পড়ি' ॥ ১১ ॥
ক্রোধ হৈয়া রাজা রথ টানিতে লাগিলা।
পাত্র মন্ত্রী যত লোক সঙ্গেতে আছিলা ॥ ১২ ॥
দ্বিজগণ সহিতে টানেন সর্ব্বজনে।
যার যত শক্তি ছিলা টানে প্রাণপণে ॥ ১৩ ॥
গাড়িবহা হালিয়া টানিল শতে শতে।
গজবাজী টানে তবু নাহি চলে রথে ॥ ১৪ ॥
দেখি' মহারাজা বড় চমৎকৃত হৈলা।
মুদিরথে হেনকালে প্রভু আজ্ঞা কৈলা ॥ ১৫ ॥
মোর প্রিয় নিজ ভক্ত মুরারি আইলা।
তুলসী চৌরাতে আসি' পরবেশ হৈলা ॥ ১৬ ॥
রসিক আসিয়া রথ করিবে দর্শন।
তবে সে চলিবে রথ না কর যতন ॥ ১৭ ॥
আপনি টানিবে রথ রসিকশেখরে।
তবে শীঘ্র যা'বে রথ কহ নৃপবরে ॥ ১৮ ॥
আজ্ঞা শুনি' মুদিরথ কহে রাজা স্থানে।
শুনি' রাজা শীঘ্র গেলা রসিক-দর্শনে ॥ ১৯ ॥
শীঘ্র দূতগণ গিয়া কহে রসিকেরে।
পাছোটী* আইলা রাজা তোমারে নিবারে ॥২০॥
শুনিয়া চলিল প্রভু পবনগমনে।
আঠার নালাতে রাজা কৈল দরশনে ॥ ২১ ॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে রাজা পড়িলা চরণে।
কোলে কৈল রসিকেন্দ্র আনন্দিত মনে ॥ ২২ ॥
বহুরূপে স্তুতি কৈল নৃপ গজপতি।
দর্শনে আইলা সবে ধরি' হাতাহাতি ॥ ২৩ ॥
রসিকের নাম শুনি' যত যাত্রিগণ।
দর্শনে আইল সবে রাজা প্রজাগণ ॥ ২৪ ॥
সমুচ্চয় নাই লোক রসিকে দেখিতে।
সর্ব্বলোক আইলা রহিলা তিন রথে ॥ ২৫ ॥
হরিধ্বনি জয় জয় বাদ্য নানারূপে।
রসিক-দর্শনে সবে করে একে একে ॥ ২৬ ॥
তবে প্রভু রথে আসি' কৈলা দরশন।
ভেটিলেন পঞ্চরত্নে বস্ত্র-আভরণ ॥ ২৭ ॥
তিন রথে দিল ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ভার।
দ্রব্য দেখি' সবাকারে লাগে চমৎকার ॥ ২৮ ॥
শ্রীচন্দ্রবদন দেখি' অচ্যুতনন্দনে।
শত শত ধারা গলে সে দুই নয়নে ॥ ২৯ ॥
কদম্ব-কলিকা সম পুলকিত অঙ্গে।
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশে শ্রীঅঙ্গে ॥ ৩০ ॥
রসময় গোষ্ঠী শ্রীতুলসীদাস সঙ্গে।
সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলা মহারঙ্গে ॥ ৩১ ॥
আপনি করিলা নৃত্য রসিকশেখর।
মহাভাব-প্রকাশে শ্রীঅঙ্গ জর জর ॥ ৩২ ॥
কিবা মনোহর অঙ্গ কিবা নৃত্য গতি।
কিবা ভাবাবেশে বুলে যেন মত্তহাতী ॥ ৩৩ ॥
রসিকের গলে দুলে শত শত মালা।
একে আরে সবে করে প্রসাদের খেলা ॥ ৩৪ ॥
রসিকের রূপ দেখি' সবে মুগ্ধ হৈলা।
রথ ছাড়ি' সবে আসি' দেখিতে লাগিলা ॥ ৩৫ ॥
সবে বলে এই প্রভু দ্বিতীয় নারায়ণ।
জগন্নাথ সঙ্গে যাঁর অভেদ মিলন ॥ ৩৬ ॥
যাঁহার কারণে রথ না চলিলা আর।
এই সে করিল কৃষ্ণভক্তি পরচার ॥ ৩৭ ॥
এ পুরুষ ছাড়াইলা অবিদ্যা সবার।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন কৈল পরচার ॥ ৩৮ ॥
উৎকলেতে প্রেমভক্তি করিলা উদয়।
এঁহার আজ্ঞায় সবে সাধুরে সেবয় ॥ ৩৯ ॥

* পাছোটী—অনুব্রজে।

এই সে করিল রাস মহোৎসবযাত্রা।
যাঁহার কৃপায় সবে কৃষ্ণপ্রেমে মত্তা ॥ ৪০ ॥
ইহাঁর অনন্ত গুণ কহিতে না জানি।
যাঁর সঙ্গে জগন্নাথ বিহরে আপনি ॥ ৪১ ॥
এক আরে সবে কহে রসিকের কথা।
হেনকালে প্রতিহারী জানাইল বার্ত্তা ॥ ৪২ ॥
তোমার কারণে রথ রহিলা এখানে।
ইবে রথদড়ী তুমি টানহ আপনে ॥ ৪৩ ॥
শুনিয়া রসিক মহা আনন্দে উল্লাস।
রথস্তম্ভে মাথা দিয়া ঠেলে এক পাশ ॥ ৪৪ ॥
রসিক-পরশে রথ পবন-গমনে।
তিন রথ উতরিল বালিনর স্থানে ॥ ৪৫ ॥
রসিক-প্রকাশ দেখি' সবে চমৎকার।
সবে বলে রসিকেন্দ্র অংশ-অবতার ॥ ৪৬ ॥
বহুরূপে বিশ্বাস হইল গজপতি।
নারায়ণ-স্বরূপে রসিকে কৈল স্তুতি ॥ ৪৭ ॥
আপনা মন্দিরে বাসা দিল দিব্য স্থানে।
অনেক সম্ভার দিল করিয়া যতনে ॥ ৪৮ ॥
যত উপহার হয় জগন্নাথ-স্থানে।
সকল প্রসাদ রাজা পাঠায় যতনে ॥ ৪৯ ॥
নব দিন রহিলেন বালিনর স্থানে।
সর্ব্ব মোহান্তের সঙ্গে' করি সম্ভাষণে ॥ ৫০ ॥
সঙ্গীতসাহিত্যরসে নিরবধি খেলা।
সংকীর্ত্তনরসে মত্ত অচ্যুতের বালা ॥ ৫১ ॥
যত যাত্রী ক্ষেত্রবাসী রাজা প্রজাগণে।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী দ্বিজ যত গুণিজনে ॥ ৫২ ॥
দীন হীন দুঃখী ষড়দর্শনে পণ্ডিত।
রসিকের সঙ্গে সবে রহে নিতিনিত ॥ ৫৩ ॥
সবাকারে অন্ন জল দেন রসিকেন্দ্র।
গুপতে রসিক-সঙ্গে রহে দেববৃন্দ ॥ ৫৪ ॥
সবাকারে সন্তোষ করিয়া রসিকেন্দ্র।
তবে পিছে বোইসেন লৈয়া আত্মবৃন্দ ॥ ৫৫ ॥
জীবন-মহোৎসব সদা রসিকের সঙ্গে।
কত দিন নীলাচলে রহিলেন রঙ্গে ॥ ৫৬ ॥
যত যত তীর্থ আছে নীলাচল স্থানে।
সকলে করেন স্নান ফিরি নিশি দিনে ॥ ৫৭ ॥
যত যত মোহান্তের মঠ আছে তথা।
নিশি দিশি ফিরিয়া সে দেখেন সর্ব্বথা ॥ ৫৮ ॥
রাজা স্থানে ভূমি মাগি' দক্ষিণ পারশে।
ফুলতোটা মঠ কৈল মনের হরিষে ॥ ৫৯ ॥
বার হাত তিন ধোণ্ডা মালা হয় নিতি।
নিয়োজিত কৈল দশ পাঁচ সেবাইত ॥ ৬০ ॥
দশ বিশ আবড়া কৈল ভোগ নির্বে।
গ্রাম নিয়োজিত করি' দিল দ্বিজ স্থানে ॥ ৬১ ॥
অনেক দিলেন দ্রব্য সর্ব্ব দ্বিজগণে।
বস্ত্র আভরণ দিল ক্ষেত্রবাসী জনে ॥ ৬২ ॥
সবাকারে সন্তুষ্ট করিলা রসিকেন্দ্র।
বিদায় করিল প্রভু মনের আনন্দ ॥ ৬৩ ॥
সবা সঙ্গে নিরবন্ধ কৈল রসিকেন্দ্র।
প্রতি বৎসরে আসি' দেখিব মুখচন্দ্র ॥ ৬৪ ॥
রথযাত্রাসময়ে আসিব সর্ব্ব দিনে।
রাজা প্রজা সাধুসঙ্গে করিল এ নির্বে ॥ ৬৫ ॥
অনেক করিল লীলা নীলাচলধামে।
শতমুখে কহিলেও না যায় বাখানে ॥ ৬৬ ॥
তাঁর অনুগ্রহে কিছু করিলুঁ বিদিত।
রসিকদেবের কিছু গুণ যশঃ কীর্ত্ত ॥ ৬৭ ॥
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ব বন্ধুগণ।
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি ধন ॥ ৬৮ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-উত্তর-বিভাগে শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর
স্পর্শে নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অচল রথ
সচল হওন-নাম দশম-লহরী সম্পূর্ণা।

একাদশ-লহরী

রাগ—নারানী গৌড়া।

ঘোষা। মোর কৃষ্ণ গুণনিধি।
অনাথশরণ বড় দয়ার অবধি ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ করুণানিধান।
রসিকেন্দ্রচূড়ামণি যাঁর ধন প্রাণ ॥ ১ ॥
মহোৎসব-কারণে শ্রীরসিকেন্দ্র-চন্দ্র।
সদা পৃথ্বী পর্য্যটন সঙ্গে কাষ্ণ্‌র্বৃন্দ ॥ ২ ॥
গুরু-কৃষ্ণ-সাধুসেবা করে নিরন্তরে।
মহানন্দে সদা ফিরে নগরে নগরে ॥ ৩ ॥
রাজা প্রজা সাধুসেবা* বাদাবাদি হৈয়া।
নিমন্ত্রণ করি' রসিকে যায় লইয়া ॥ ৪ ॥
দশ বিশ দিন হ'তে দূত পাঠাইয়া।
কোন খানে বিজে প্রভু আইসে দেখিয়া ॥ ৫ ॥
সবংশে দর্শনে যায় আনন্দিত হৈয়া।
চরণে পড়িয়া আনে বিজে করাইয়া ॥ ৬ ॥
সবাকার মানস সে করেন পূরণ।
চতুর্দ্দিকে ভ্রমে প্রভু জীবের কারণ ॥ ৭ ॥
সঙ্গীতসাহিত্য যত আছে পৃথ্বীমাঝে।
রসিকের সঙ্গে সব সদাই বিরাজে ॥ ৮ ॥
যেইখানে বিজে করে রসিকেন্দ্র-মণি।
অষ্টসিদ্ধি নবনিধি থাকেন আপনি ॥ ৯ ॥
এক সের তণ্ডুল না থাকে যা'র ঘরে।
বিজে মাত্র অষ্টসিদ্ধি মিলায় সত্বরে ॥ ১০ ॥
সংকীর্ত্তনানন্দে শ্রীরসিকচূড়ামণি।
সদা সংকীর্ত্তন নৃত্য করেন আপনি ॥ ১১ ॥
অষ্ট সাত্ত্বিক সে শ্রীঅঙ্গে পরকাশ।
নয়নের ধারায় ভিজয়ে চারি পাশ ॥ ১২ ॥
কিবা নৃত্য গতি ভঙ্গি কিবা মন্দ হাস।
কিবা সে শ্রীমুখে সদা মধুর সম্ভাষ ॥ ১৩ ॥
যাত্রী যত বশ কৈল চাহনি বিশেষে।
কৃষ্ণপ্রেমে ভাসাইল সর্ব্ব দেশে দেশে ॥ ১৪ ॥

হেনকালে পাতসাহ কহে দুষ্টগণে।
বড়ই মোহান্ত আছে উড়িষ্যাভুবনে ॥ ১৫ ॥
অরণ্যের হাতীগণে দেয় হরিনাম।
জগন্নাথ কথা তাহে কহে পরমাণ ॥ ১৬ ॥
শুনি' পাতসাহ কহে খোজারে চাহিয়া।
হাতী ধরি দেউন রসিকে কহ গিয়া ॥ ১৭ ॥
তাঁহার সেবক অরণ্যের হাতীগণ।
বিনয়ে মাগিবে না বলিবে কুবচন ॥ ১৮ ॥
শুনিয়া ত্বরিতে গেলা খোজা দুষ্টমতি।
অশ্ব গজ সহস্রেক করিয়া সংহতি ॥ ১৯ ॥
শ্রীগোপীবল্লভপুর নিকটে মিলিলা।
প্রভুস্থানে বড় বড় লোক পাঠাইলা ॥ ২০ ॥
নিবেদন করিলেন শ্রীরসিক-স্থানে।
সাহা সুজা পাঠাইলা মোরে যে কারণে ॥ ২১ ॥
এই কেরামত তিনি দিবেন আমারে।
আজ্ঞা দিয়া অরণ্যে হাতী আনিবারে ॥ ২২ ॥
যবে দশ বিশ হাতী আইসে আজ্ঞায়।
নিশ্চয় ঈশ্বর বলি' আনিব তাঁহায় ॥ ২৩ ॥
হিন্দুগোষ্ঠী সবাকারে পশিল তথায়।
অতি বড় দুঃখ মনে ভাবি' সবে যায় ॥ ২৪ ॥
নিবেদন কৈল সবে রসিকচরণে।
মন্দ মন্দ হাস্যমুখ কহে সবাস্থানে ॥ ২৫ ॥
চাটক নাটক কিছু না জানয়ে আমি।
সর্ব্বাত্মভাবেতে মোর কৃষ্ণ প্রভু স্বামী ॥ ২৬ ॥
কৃষ্ণ প্রভু যবে দয়া করিবেন মোরে।
তবে কার্য্য সিদ্ধি হ'বে কহিবে খোজারে ॥ ২৭ ॥
দুয়াদশ মহোৎসব প্রতি সম্বৎসরে।
মহানন্দে করি' শ্রীগোপীবল্লভপুরে ॥ ২৮ ॥
যতদিন মহোৎসব করিব এখানে।
না আসিবে একজন যবনের গণে ॥ ২৯ ॥
দূরে থাকি' তা'রে বল করুন উদ্যম।
কৃষ্ণ সে দিবেন হাতী করিলে যতন ॥ ৩০ ॥

---

* সাধুসব—ইতি পাঠান্তর।

সবে গিয়া কহিলেন দুষ্ট খোজা-স্থানে।
শুনিয়া আনন্দে কৈল বহুত প্রণামে ॥ ৩১ ॥
চতুর্দ্দিকে প্রাচীরের করিলা পত্তনে।
মধ্যে কলা ধান্য আদি রাখিল যতনে ॥ ৩২ ॥
এক দ্বার কপাট মাত্র রাখিল তা'য়।
রসিকের বচনে বিশ্বাস কৈল আর ॥ ৩৩ ॥
হেনকালে মহোৎসব আরম্ভ করিলা।
হাতী সে গোপালদাস আসি' প্রবেশিলা ॥ ৩৪ ॥
রসিকেরে পরণাম কৈলা নিশাকালে।
হস্তী আগে কহিলেন রসিকশেখরে ॥ ৩৫ ॥
শুন শুন ওহে বাপু মত্ত করিবর।
যবনরাজন পাঠাইলা অনুচর ॥ ৩৬ ॥
কেরামতি আমার সে চাহিল দেখিতে।
দশ বিশ হাতী আনি' দিবেন সাক্ষাতে ॥ ৩৭ ॥
আমার আজ্ঞায় বাপু কর এক কাজ।
দশ বিশ হাতী ল'য়ে দেহ কাঁথি মাঝ ॥ ৩৮ ॥
আপনি থাকিবে পাছে না পশিবে দ্বারে।
এই কেরামতি তুমি দেখাও আমারে ॥ ৩৯ ॥
আজ্ঞা পাঞা মত্ত গোপালদাস শীঘ্র গেলা।
অরণ্যেতে হাতীমাঝে প্রবেশ হইলা ॥ ৪০ ॥
হাতীগণ সঙ্গে সঙ্গে ল'য়ে গজরাজ।
প্রবেশ করায় ল'য়ে তা'রে কাঁথি মাঝ ॥ ৪১ ॥
দ্বার হৈতে আপনি বাহুড়ি বনে গেলা।
চতুর্দ্দশ হাতী কাঁথিমাঝে প্রবেশিলা ॥ ৪২ ॥
দ্বারেতে কপাট দিল অনুচরগণ।
দেখি' চমৎকার হৈলা দুষ্ট সে যবন ॥ ৪৩ ॥
রসিকমহিমা দেখি' আইলা ত্বরিতে।
দণ্ডবৎ হৈয়া খোজা পড়ে চরণেতে ॥ ৪৪ ॥
বহুরূপ স্তুতি কৈল রসিক সাক্ষাতে।
ঈশ্বর বলিয়া সে জানিল নিশ্চিতে ॥ ৪৫ ॥
পাতসাহ আগে সব কহিলা ত্বরিতে।
হস্তিগণ ল'য়ে দিল তাহার সাক্ষাতে ॥ ৪৬ ॥
এ সব লক্ষণ দেখি' যবনের গণ।
সেই হৈতে জানিল সে সাক্ষাত নারায়ণ ॥ ৪৭ ॥
হেন দেখ রসিকের আজ্ঞা পরমাণে।
অরণ্যের হাতী আসে রসিকের স্থানে ॥ ৪৮ ॥
কৃষ্ণানন্দে বিহরয় রসিকশেখর।
নিরবধি কৃষ্ণাবেশে নয়ন সজল ॥ ৪৯ ॥
দেশে দেশে বিহার করেন মনঃসুখে।
সংকীর্ত্তনে বিভোর পরমানন্দ-সুখে ॥ ৫০ ॥
বরাহভূমিতে রসিকেন্দ্র কতদিনে।
বিজে কৈল প্রভু তথা ল'য়ে আত্মগণে ॥ ৫১ ॥
সঙ্গীতসাহিত্যে পূর্ণ অনুচরগণ।
সুকপালে বিজে প্রভু অচ্যুত-নন্দন ॥ ৫২ ॥
হেনকালে পথ ভুলি' পশিলেন বনে।
আঁধার রজনী মেঘ আচ্ছাদে গগনে ॥ ৫৩ ॥
পথ ছাড়ি' ভ্রমি বুলে সবে বনে বনে।
পশিলেন গিয়া সবে গহন-কাননে ॥ ৫৪ ॥
হেনকালে দুই ব্যাঘ্র আগুলিল পথে।
ভয়ে কহিলেন সবে রসিক সাক্ষাতে ॥ ৫৫ ॥
বড় ভয়ঙ্কর দুই ব্যাঘ্র দুরাচার।
আগে আগুলিলা দুষ্ট না দেই যাইবার ॥ ৫৬ ॥
সবাকারে পাছে করি' প্রভু আগে হৈলা।
ব্যাঘ্রের সম্মুখে গিয়া কহিতে লাগিলা ॥ ৫৭ ॥
শুন শুন ওরে তোরা ব্যাঘ্র দুই জন।
দুষ্ট কর্ম্ম ছাড়ি' দোঁহে, কৃষ্ণে দেহ মন ॥ ৫৮ ॥
পূর্ব্ব পাপ হৈতে হৈল দুষ্ট কুলে জন্ম।
কৃষ্ণ না ভজিলে পাবে জন্মে জন্মে শ্রম ॥ ৫৯ ॥
কৃষ্ণের চরণপদ্ম ভজ দৃঢ়ভাবে।
সাধুজন সবারে না করিবে উদ্বেগে ॥ ৬০ ॥
শুনিয়া রসিকবাক্য ব্যাঘ্র দুই জন।
চরণে পড়িল দোঁহে সজল নয়ন ॥ ৬১ ॥
মুণ্ডে হস্ত দিয়া হরিনাম দিল কর্ণে।
নাম শুনি' মহানন্দে পড়িল চরণে ॥ ৬২ ॥
পুনঃ পুনঃ পরিক্রমা পুনঃ পরণাম।
রসিকদরশে তা'র হৈল দিব্যজ্ঞান ॥ ৬৩ ॥
বনে বনে ভ্রমণ দেখিয়া ব্যাঘ্র দুই।
পথ করাইয়া আগে যায় দুই ভাই ॥ ৬৪ ॥
সবাই যায়েন পাছে আগে দুই জন।
বন পার হৈয়া হৈলা গ্রামে উপসন ॥ ৬৫ ॥

বিহান* হইলা গ্রামে দেখি' সর্ব্বজন।
ব্যাঘ্র দেখিবারে আসে লক্ষ লক্ষ জন ॥ ৬৬ ॥
রসিক কহিল আজ্ঞা ব্যাঘ্র দুই জনে।
যাও বাপু গিয়া কৃষ্ণ ভজহ যতনে ॥ ৬৭ ॥
আজ্ঞা পেয়ে পরণাম করে দুইজনে।
পরিক্রমা করিয়া চলিলা দোঁহে বনে ॥ ৬৮ ॥
দেখিলেন রসিকপ্রকাশ সর্ব্বজনে।
নগর সহিতে সবে আইলা দর্শনে ॥ ৬৯ ॥
হেন রসিকেন্দ্রচূড়ামণির মহিমা।
বনভুমে সর্ব্বজনে করিল করুণা ॥ ৭০ ॥
রসিক করিল আজ্ঞা সর্ব্ব সঙ্গিজনে।
এ সব প্রকাশ সবে কর সঙ্গোপনে ॥ ৭১ ॥
হেনমতে আর যত পরকাশ কৈলা।
আজ্ঞা পাঞা সঙ্গিগণ সঙ্গোপন কৈলা ॥ ৭২ ॥
অলঙ্ঘ্য বচন শ্রীরসিকচূড়ামণি।
তা'র আজ্ঞা করে সুরনরদেবমণি ॥ ৭৩ ॥
যাঁর আজ্ঞা করে ব্যাঘ্র ভল্লুক গজ নাগ।
যাঁর আজ্ঞা করে স্বর্গে ইন্দ্র মহারাজ ॥ ৭৪ ॥
মহিমা শুনিয়া সবে হৈলা উচাটন।
বাল বৃদ্ধ সবে আসি' করে দরশন ॥ ৭৫ ॥
সর্ব্বদেশে কৈল প্রভু প্রেমভক্তি দান।
দীন হীন আচণ্ডাল কৈল পরিত্রাণ ॥ ৭৬ ॥
হেন গণ্ডমূর্খ ছিল বনভূমিদেশে।
সবাই বৈষ্ণব হৈলা চরণপরশে ॥ ৭৭ ॥
শতমুখে কহা নহে তাঁর গুণগ্রাম।
কৃষ্ণপ্রেমে ভাসাইল উৎকল-ধাম ॥ ৭৮ ॥
তাঁ'র অনুগ্রহে কিছু করিলুঁ বিদিত।
শ্যামানন্দ রসিকের গুণ যশঃ কীর্ত্তি ॥ ৭৯ ॥
অপার-সমুদ্র-লীলা ভুবন-বিদিত।
রসিকমঙ্গল শুন সবে দিয়া চিত ॥ ৮০ ॥
যত যত লীলা কৈল অবনীমণ্ডলে।
যতেক প্রকাশ কৈল আনন্দ-কল্লোলে ॥ ৮১ ॥
শতমুখে কহিলেও না যায় বাখান।
গুণের সাগর প্রভু করুণানিধান ॥ ৮২ ॥
সংক্ষেপে করিলুঁ কিছু সুযশঃ রচনা।
আনন্দ হইয়া শুন ত্রিভুবনজনা ॥ ৮৩ ॥
সুজন পণ্ডিত সব দোষ না লইবে।
দোষ পরিহরি' সবে আনন্দে শুনিবে ॥ ৮৪ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভুষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-উত্তর-বিভাগে সাহা সুজার অনুরোধে,
বন্যহস্তী প্রেরণ ও বন্যব্যাঘ্রদ্বয়কে হরিনাম-প্রদান-
নাম একাদশ-লহরী সম্পূর্ণা।

দ্বাদশ-লহরী

রাগ—বরাড়ী।

ঘোষা। জীবন রাধানাথ।
হে পরাণ গোপীনাথ ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ জগতজীবন।
যাঁর চরণের ভৃত্য অচ্যুত-নন্দন ॥ ১ ॥
হেন সাজে রসিকেন্দ্র বৎসরে বৎসরে।
ইচ্ছাসুখে সর্ব্বদেশ করেন বিহারে ॥ ২ ॥
অবশেষ নাই কিছু জীবপরিত্রাণে।
কৃষ্ণপ্রেমে ভাসাইলা সুরনরগণে ॥ ৩ ॥
হেনকালে কতদিন গেলা নাগপুরে।
তা'র বিবরণ কহি শুন কুতূহলে ॥ ৪ ॥

* বিহান—সকাল।

অরণ্যের মাঝে যায় সঙ্গে সঙ্গিগণে।
আচম্বিতে উত্তরিলা খণ্টের* ভুবনে॥ ৫ ॥
কোল† অধিপতি বড় দুষ্ট দুরাচার।
দ্বিজন্যাসী রাজা প্রজা করেন সংহার॥ ৬ ॥
বিংশতি কাহন কোল চলে তা'র সঙ্গে।
তথা যেই পায় হত্যা করে মহারঙ্গে॥ ৭ ॥
তা'র নামে বনভূমি হয় কম্পমান্।
তাহার সম্মুখে কারো নাহি পরিত্রাণ॥ ৮ ॥
রসিকেন্দ্র উত্তরিলা তা'র নিজস্থানে।
তাহার সম্মুখে কহিলেন দূতগণে॥ ৯ ॥
শত শত সাধু সঙ্গে নানা দ্রব্য ভার।
পাট পট্টাম্বর ভোট সঙ্গে ভারে ভার॥ ১০ ॥
রাজগুরু বড় এই উড়িষ্যা ভিতরে।
নানা রত্ন হীরা মণি এহা সঙ্গে চলে॥ ১১ ॥
তাহারে বচনে বুঝাইল দুষ্টগণে।
শুনিয়া আনন্দে দুষ্ট কহে আত্মগণে॥ ১২ ॥
সবে পথ ঘাট রুদ্ধে রাখহ তাহারে।
রাত্রে সর্ব্ব দ্রব্য লৈয়া করিব সংহারে॥ ১৩ ॥
আটক করিয়া সবে রাখিবে সত্বরে।
একজন না রহে পলা'বার তরে॥ ১৪ ॥
আজ্ঞা পাঞা শত শত জন প্রবেশিলা।
সাতপুরা‡ করি' সবে জাগিয়া রহিলা॥ ১৫ ॥
রসিকেন্দ্র শুনিল সকল বিবরণ।
আনন্দেতে সঙ্গিগণে কহিলা বচন॥ ১৬ ॥
আমারে বেড়িয়া সবে করহ আসন।
কোথা নাহি যাবে কর কৃষ্ণ সঙরণ॥ ১৭ ॥
আসন করিয়া সবে বৈসে চতুর্দ্দিকে।
সবার আতঙ্ক হৈলা বড়ই উদ্বেগে॥ ১৮ ॥
সবে বলে আজি সবে হারাইনু প্রাণ।
এ অসুর স্থানে কারো নাহি পরিত্রাণ॥ ১৯ ॥
প্রভুর মনেতে কিছু সঙ্কোচ লাগিলা।
হরিনাম জপ কর সবারে বলিলা॥ ২০ ॥

* খণ্ট—দুষ্ট।
† কোল—জাতি।
‡ সাতপুর—সাতবেড়া।

মধ্যে সুকপালে প্রভু বসিলা আপনে।
চন্দ্র বেড়ি' চতুর্দ্দিকে যেন তারাগণে॥ ২১ ॥
হরিনাম মন্ত্রধ্বনি করে ঘন ঘন।
শুনিয়া ব্যাকুল হৈলা নরনারীগণ॥ ২২ ॥
যে প্রভুর আজ্ঞাকারী ব্যাঘ্র গজগণে।
সে প্রভুরে দুষ্ট আসি' করিবে বন্ধনে॥ ২৩ ॥
যে প্রভুর আজ্ঞা করে দেবাসুর নর।
সে প্রভু ঠেকিল আসি' অসুরগোচর॥ ২৪ ॥
স্ত্রীরি বৃদ্ধ বাল যুবা হৈল বেয়াকুল।
কৃষ্ণ সঙরণ করে মনেতে আকুল॥ ২৫ ॥
আনন্দে বসিয়া সবে করে হরিনাম।
প্রহরেক রাত্রি হৈল নাহি জল পান॥ ২৬ ॥
নিগমে বসিয়াছিল দুষ্ট অধিপতি।
আচম্বিতে প্রবেশিলা চারি মহামতি॥ ২৭ ॥
দুষ্টের ধরিয়া কেশ করে প্রহারণ।
যত দণ্ড আছয়ে বিধাতার সৃজন॥ ২৮ ॥
কণ্ঠগত হৈল প্রাণ ডাকয়ে আতঙ্কে।
কারে নাই দেখে কেহ নাহি তা'র সঙ্গে॥ ২৯ ॥
বচন শুনয়ে মাত্র আপনা শ্রবণে।
রসিকশেখরে তুই করিবি নিধনে॥ ৩০ ॥
যাঁর ভয়ে দেবাসুর কাম্পে থরহর।
ত্রিভুবনজন সেবে সঙ্গে নিরন্তর॥ ৩১ ॥
যে প্রভু করিল কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তিদান।
বেদগোপ্য ভক্তি যেই করিল বাখান॥ ৩২ ॥
যাঁহার মহিমা ত্রিভুবনজনখ্যাতা।
আচণ্ডাল দীনহীনে প্রেমভক্তিদাতা॥ ৩৩ ॥
হেন প্রভু-চরণে করিলি অপরাধ।
অসীম লাবণ্য গুণ মহিমা অগাধ॥ ৩৪ ॥
এবে গিয়া দুরাচার পড়হ চরণে।
সে কারণে তোমার রাখিনু নিজ প্রাণে॥ ৩৫ ॥
প্রভুস্থানে হও সবে কৃষ্ণের কিঙ্কর।
হরিনাম দীক্ষা লয়ে হও অনুচর॥ ৩৬ ॥
এই বাক্য শুনি' মাত্র কর্ণে আপনার।
বিধাতা সৃজন যত করিল প্রহার॥ ৩৭ ॥
ভূমিতে পড়িয়া ডাকে দুষ্ট দুরাচার।
রুধির গলয়ে অঙ্গে মুখে অনিবার॥ ৩৮ ॥

বন্ধুবর্গ প্রজা আদি স্ত্রীরি পুত্রগণে।
বেড়িল আসিয়া সবে চমৎকৃত মনে ॥ ৩৯ ॥
কহিবার নাহি শক্তি হাত ঠারি কহে।
দেখিতে না পাই মারে মারে প্রাণ লয়ে ॥ ৪০ ॥
ক্ষণেকে পাইয়া জ্ঞান সবাকারে কহে।
অনেক করিল দণ্ড দুঃখে প্রাণ দহে ॥ ৪১ ॥
কহিল যতেক তা'রা শুনিলুঁ শ্রবণে।
রসিকমুরারি দাস দ্বিতী নারায়ণে ॥ ৪২ ॥
আর যত মহিমা কহিলা পরিজনে।
ত্রিভুবন সেবা করে রসিকচরণে ॥ ৪৩ ॥
হেন চরণে মুই করিলুঁ অপরাধ।
চল সবে পড়িমু প্রভুর পদ্মপাদ ॥ ৪৪ ॥
না জানিয়া অপরাধ কৈনু সে চরণে।
রসিকমুরারি দাস দ্বিতী নারায়ণে ॥ ৪৫ ॥
এত ভাবি' দুষ্ট গেলা রসিকের স্থানে।
সগোষ্ঠী সহিত গিয়া পড়িল চরণে ॥ ৪৬ ॥
দশ বিশ দেউটী জ্বলয়ে চারিদিকে।
প্রেমানন্দে বসিয়াছে কৃষ্ণ-অনুরাগে ॥ ৪৭ ॥
হেনকালে সবে কহে রসিকের স্থানে।
গ্রাম-অধিপতি আসি' পড়িলা চরণে ॥ ৪৮ ॥
বহু দণ্ডবত কৈলা সেই মহাভাগে।
তা'রে উঠি' কোল দিল কৃষ্ণ-অনুরাগে ॥ ৪৯ ॥
রসিকপরশে তা'র হৈল দিব্যজ্ঞান।
চরণ ধরিয়া কান্দে সেই ভাগ্যবান্ ॥ ৫০ ॥
না জানিয়া মূঢ়পণে কৈনু অপরাধ।
মুই মহাপাপী, তুমি কৃপার অগাধ ॥ ৫১ ॥
শরণপঞ্জর প্রভু সর্ব্ব গুণধর।
অসীম লাবণ্য গুণ দয়ার সাগর ॥ ৫২ ॥
সবংশে তোমার পায়ে পশিনু শরণ।
কৃষ্ণভক্তি দিয়া প্রভু করহ পালন ॥ ৫৩ ॥
ত্রিজগতের নাথ তুমি অখিলের বন্ধু।
সর্ব্বজন-আত্মা তুমি করুণার সিন্ধু ॥ ৫৪ ॥
বহুরূপে স্তুতি কৈল রাজ্য-অধিপতি।
স্তুতি শুনি' সন্তুষ্ট হৈল শ্যামাপতি ॥ ৫৫ ॥
সবংশে করিলা শিষ্য হরিনাম দিয়া।
কীর্ত্তনে নাচিলা সবে আনন্দিত হৈয়া ॥ ৫৬ ॥
দিন পাঁচ সাত রাখে চরণে পড়িয়া।
ষড়রস অমৃতাদি ভোজন করাঞা ॥ ৫৭ ॥
বিদায় কৈলা প্রভুরে বহু দ্রব্য দিয়া।
অরণ্য করিলা পার সবংশেতে গিয়া ॥ ৫৮ ॥
হেন লক্ষ লক্ষ দুষ্ট চরণপরশে।
ছাড়ি' নিজ দুষ্টকর্ম্ম প্রেমানন্দে ভাসে ॥ ৫৯ ॥
বনভূমে যত যত অন্ত্যজাতিগণ।
ইষ্টদেবীপূজা-অর্থে ব্রাহ্মণহিংসন ॥ ৬০ ॥
সবার অবিদ্যা গেলা রসিক-দর্শনে।
গুরু কৃষ্ণ সাধু দ্বিজ সেবে সর্ব্বজনে ॥ ৬১ ॥
দেবালয় শ্রীমূর্ত্ত্যাদি সবাই করিলা।
সংকীর্ত্তনরসে সবে নাচিতে লাগিলা ॥ ৬২ ॥
ঢলাঢলি কৃষ্ণপ্রেমে সব বনভূমি।
সবাই করিল দার্ঢ্য কৃষ্ণ নিজ স্বামী ॥ ৬৩ ॥
নাগপুর প্রবেশিলা রসিকশেখর।
সহস্র সহস্র হৈলা শিষ্য অনুচর ॥ ৬৪ ॥
রাজা প্রজা সবে বশ হৈল কৃষ্ণপ্রেমে।
দিনে দিনে সব ঘরে কৈলা সংকীর্ত্তনে ॥ ৬৫ ॥
সংকীর্ত্তনরসে সবে হইলা বিভোর।
প্রেমরসে সবে ভাসে নাহি পায় ওর ॥ ৬৬ ॥
যত যত লীলা কৈলা অবনিমণ্ডলে।
যত যত পরকাশ কৈলা কুতূহলে ॥ ৬৭ ॥
কহিলে না হয় তা'র কিছু বিবরণ।
রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ব বন্ধুগণ ॥ ৬৮ ॥
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণপ্রেমভক্তিধন।
শ্রদ্ধা করি' যেই ইহা করেন শ্রবণ ॥ ৬৯ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-উত্তর-বিভাগে কোলাধিপতির
উদ্ধার-নাম দ্বাদশ-লহরী সম্পূর্ণা।

ত্রয়োদশ-লহরী

রাগ—বরাড়ী।

ঘোষা। কৃপানিধি হে দয়ার শ্যাম।
পতিত দুর্গতি জনে কর অবধান॥

জয় জয় শ্যামানন্দ কৃপার সাগর।
রসিকেন্দ্র-চন্দ্র যাঁর প্রিয় অনুচর॥ ১ ॥
তথা হৈতে প্রভু গেলা শেখরভুমিতে।
উতরিলা গিয়া প্রভু রাজার বাড়ীতে॥ ২ ॥
সগোষ্ঠী সহিতে রাজা আনন্দিত হৈলা।
দ্বিতী নারায়ণ সম রসিকে পূজিলা॥ ৩ ॥
চরণে পড়িয়া রাজা করে নিবেদনে।
তিন সম্বৎসর জল না বর্ষে এখানে॥ ৪ ॥
কিবা অপরাধ হৈলা সাধুজন-স্থানে।
গুরু কৃষ্ণ সাধু কিবা করিলেন মনে॥ ৫ ॥
তেকারণে এই গ্রামে না বরিষে জল।
জলকষ্টে রাজা প্রজা হইলা বিকল॥ ৬ ॥
বড়ই আতঙ্ক হৈলা সব প্রজাগণে।
জলকষ্টে সবে ছাড়ি' যায় অন্য গ্রামে॥ ৭ ॥
এই নিবেদন প্রভু তোমার চরণে।
ইন্দ্ররাজে আজ্ঞা কর করে বরিষণে॥ ৮ ॥
রাজার বচন শুনি' কহে রসিকেন্দ্র।
মহোৎসব কর, সাধু আন বৃন্দ বৃন্দ॥ ৯ ॥
মহোৎসব আরম্ভিলে হইবে জলবৃষ্টি।
আজ্ঞা পাঞা আরম্ভ কৈলা পরমেষ্টি॥ ১০ ॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল নিশি দিনে।
গুরু কৃষ্ণ সাধু দ্বিজ পূজিল যতনে॥ ১১ ॥
ষড়রস ভোজন করিয়া সাধুগণ।
চতুর্দ্দিকে সবে করে কৃষ্ণ সঙরণ॥ ১২ ॥
রসিকেন্দ্র আজ্ঞা কৈল ইন্দ্ররাজা প্রতি।
বহু বৃষ্টি করহ গ্রামের চারি ভিতি॥ ১৩ ॥
আজ্ঞা পরমাণে আচম্বিতে মেঘগণ।
শেখরের সীমা বেড়ি' আচ্ছাদে গগন॥ ১৪ ॥
মহাঘোর বৃষ্টি কৈল চতুর্থ প্রহর।
পুকুর তড়াগ বান্দ ভরিল সত্বর॥ ১৫ ॥
মাঘ মাসে বন্যা হৈল নদী খাল আদি।
করিল অনেক বৃষ্টি মেঘ বাদাবাদি॥ ১৬ ॥
হেন রসিকেন্দ্র-চন্দ্র-আজ্ঞা পরমাণে।
দেবাসুর নর পশু করে প্রাণপণে॥ ১৭ ॥
সবে চমৎকার হৈলা দেখি' পরকাশ।
আনন্দ হইলা সব রসিকের দাস॥ ১৮ ॥
বহুরূপে নরপতি পূজিল চরণে।
জানিলেন রসিকেন্দ্রে দ্বিতী নারায়ণে॥ ১৯ ॥
জীব-উদ্ধারিতে প্রভু লভিলা জনম।
বহু ভাগ্যে দেখিলাম এ চরণধন॥ ২০ ॥
হেনরূপে রসিকেন্দ্র সর্ব্ব দেশে দেশে।
চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণভক্তি কৈল পরকাশে॥ ২১ ॥
এক তিল না রহেন আপন মন্দিরে।
জীবপরিত্রাণ-অর্থে করেন বিহারে॥ ২২ ॥
সর্ব্ব দেশে সংকীর্ত্তন করিল প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দিয়া করিল উদ্ধার॥ ২৩ ॥
নিরবধি রসিকেন্দ্র কান্দে কৃষ্ণপ্রেমে।
শত শত ধারা গলে রসিকনয়নে॥ ২৪ ॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক সদা গদ গদ বাণী।
ত্রিভুবনজন মোহে হেরি' রূপখানি॥ ২৫ ॥
অষ্ট সে সাত্ত্বিকভাব সদা পরকাশ।
কৃষ্ণপ্রেমে নিরবধি করেন বিলাস॥ ২৬ ॥
যেই দিকে প্রভু যায় সবা সেই দিকে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম সদা ফিরে রসিকের সঙ্গে॥ ২৭ ॥
সব জনে কৃষ্ণকথা কহে রসিকেন্দ্র।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি' শুনে পণ্ডিতের বৃন্দ॥ ২৮ ॥
শ্রীমুখের বাণী শুনি' সবে জর জর।
হেন যোগ্য কেহ নহে করিতে উত্তর॥ ২৯ ॥
শ্রীমুখবচন শুনি অমৃত সমান।
সে মধুর বাণী শুনি' জুড়ায় পরাণ॥ ৩০ ॥

কান্দিতে কান্দিতে কহে কৃষ্ণকথাখানি।
শুনিয়া পণ্ডিতজন লোটায় ধরণী ॥ ৩১ ॥
ত্রিজগত উদ্ধারিল প্রেমভক্তি দিয়া।
কৃষ্ণপ্রেমে সদা ফিরে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ॥ ৩২ ॥
যেই দেশে যা'ন প্রভু রসিকশেখর।
কোটী নিধি পায় সবে আনন্দে বিভোর ॥ ৩৩ ॥
ছাড়িয়া না দেই কেহ রাখে যত্ন করি'।
তথা হৈতে গেলে প্রভু, মরে সবে ঝুরি ॥ ৩৪ ॥
হেনরূপে সর্ব্ব'দেশ রসিকচরণে।
নিরবধি ভাবে সবে স্মরণে ধিয়ানে ॥ ৩৫ ॥
হেনরূপে পৃথিবী সে করিলা উদ্ধার।
অসীম লাবণ্য গুণ অচ্যুত-কুমার ॥ ৩৬ ॥
অসম্ভব কৃষ্ণভক্তি কৈল পরচার।
অনন্যশরণ কৃষ্ণে হইলা সবার ॥ ৩৭ ॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তিময় হৈলা সব জনা।
খণ্ডিল সকল লোকের দুর্ব্বাসনা ॥ ৩৮ ॥
জয় জয় রসিকশেখর গুণমণি।
চরণপরশে যাঁর আনন্দ ধরণী ॥ ৩৯ ॥
করিল অনেক লীলা উৎকলভুবনে।
শত মুখে বর্ণিলেও না হয় বর্ণনে ॥ ৪০ ॥
তাঁর অনুগ্রহে কিছু করিনু বিদিত।
রসিক-মঙ্গল শুন সবে দিয়া চিত ॥ ৪১ ॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-উত্তর-বিভাগে শেখরভূমিতে অনাবৃষ্টি-
নিবারণ-নাম ত্রয়োদশ-লহরী সম্পূর্ণা।

চতুর্দ্দশ-লহরী

রাগ—করুণাশ্রী।

ঘোষা। গৌরাঙ্গচাঁদের,
গুণ রহিলা ঘোষিতে।

জয় জয় শ্যামানন্দ কৃপার সাগর।
যাঁর নিজ ভৃত্য জন্ম অচ্যুত-কুঙর ॥ ১ ॥
হেনকালে রসিকেন্দ্র কেন্দুবিল্ব দিয়া।
জয়দেব-স্থান দেখি ভাবাবেশ হৈয়া ॥ ২ ॥
কতদিন বিষ্ণুপুর দেখি কোউতুকে।
গঙ্গাস্নানে বিজে কৈলা আম্বুয়া রসিকে ॥ ৩ ॥
গঙ্গা দুই কূলে পাট দেখিয়া বেড়ায়।
দেখি শ্রীচৈতন্যচাঁদ নিত্যানন্দরায় ॥ ৪ ॥
মোহান্তের যত পাট ছিলা দুই কূলে।
মনঃসুখে দেখিলেন রসিকশেখরে ॥ ৫ ॥
তথা হৈতে রসিকেন্দ্র আইলা ত্বরিতে।
প্রতি সম্বৎসর জগন্নাথ দেখি রথে ॥ ৬ ॥
প্রতি সম্বৎসরে গিয়া নীলাচলধামে।
অনেক করেন লীলা অচ্যুত-নন্দনে ॥ ৭ ॥
প্রতি সম্বৎসরে কৈলা মহোৎসব-যাত্রা।
বারমাস সদা ফিরে জগত-বিখ্যাতা ॥ ৮ ॥
সর্ব্বদেশে প্রমোদ করিল কৃষ্ণকথা।
গুরু-কৃষ্ণ-সাধুসেবা ভাগবত-গীতা ॥ ৯ ॥
দ্বিজসেবা সাধুসেবা কীর্ত্তনপ্রচার।
সর্ব্বদেশে এই ধর্ম্ম করিলা বিস্তার ॥ ১০ ॥
কৃষ্ণপ্রেম চতুঃষষ্টি ভক্তি আদি করি।
সর্ব্বদেশে প্রকাশেন রসিক-মুরারি ॥ ১১ ॥
একদিন কৃষ্ণ বিনা নাহি জানে আন।
নিশি দিশি রসিকের সদা কৃষ্ণধ্যান ॥ ১২ ॥
শিষ্য অনুশিষ্য ভাই সবার মন্দিরে।
সংকীর্ত্তনে রসিকেন্দ্র সদা নৃত্য করে ॥ ১৩ ॥
জগন্নাথ গতাগতে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র।
বহুরূপে সে পথে পূজেন রসিকেন্দ্র ॥ ১৪ ॥
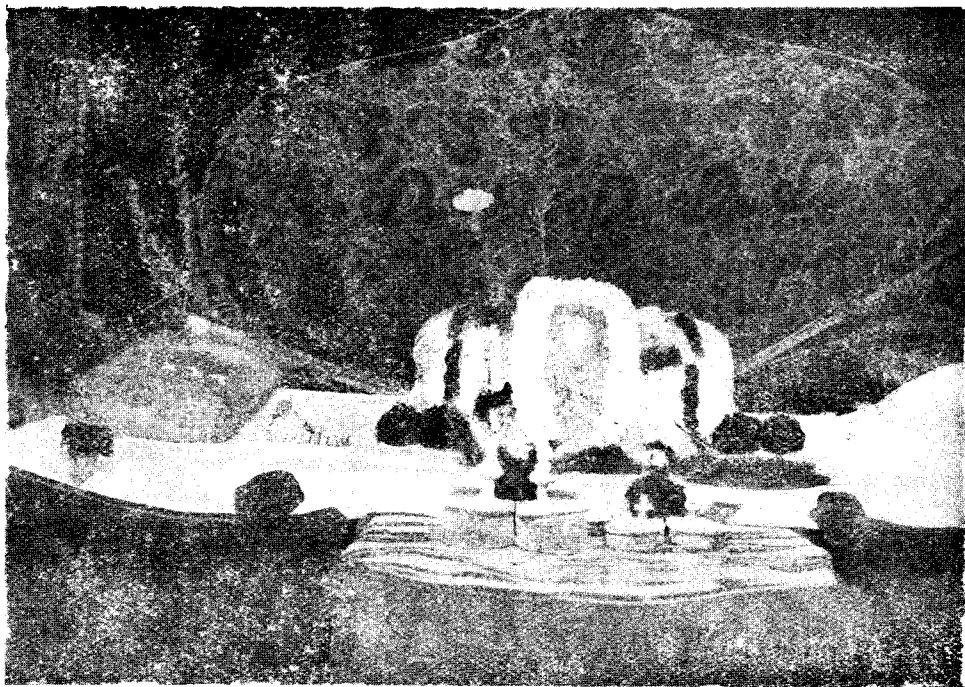
রেমুনা সমাজঘেরামধ্যে নিত্যপূজিত শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভুর শয্যা,
ভজনমালা ও কাষ্ঠপাদুকা।

কোন খানে পূজে কোন খানে গড়ি বুলে।
কোন খানে সংকীর্ত্তনে বহে অশ্রুজলে ॥ ১৫ ॥
কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
নিরবধি কৃষ্ণকথা করেন শ্রবণ ॥ ১৬ ॥
প্রাতঃকালে মঙ্গল-আরতি দরশন।
দুই দণ্ড করে প্রভু বৈষ্ণব-মিলন ॥ ১৭ ॥
তবে চারি দণ্ড পড়ে স্তব পাঠ-আদি।
স্নান দেবার্চ্চনা চারি দণ্ড স্মরণাদি ॥ ১৮ ॥
তবে দুই দণ্ড ধ্যান মহা-ভাবাবেশে।
তবে চারি দণ্ড মগ্ন ভাগবত-রসে ॥ ১৯ ॥
তবে দুই দণ্ড সাধু করায় ভোজন।
তবে ছয় দণ্ড করে পুরাণ শ্রবণ ॥ ২০ ॥
তবে ছয় দণ্ড গোষ্ঠী সঙ্গীতের রসে।
জয়দেব আদি গ্রন্থ অশেষ বিশেষে ॥ ২১ ॥
এইরূপে দিবস গুঁয়াই কৃষ্ণ-রসে।
আরতি দেখেন প্রভু সন্ধ্যা পরবেশে ॥ ২২ ॥
দুই দণ্ড রাত্র করে বৈষ্ণব-সম্ভাষ।
অষ্ট দণ্ড রাত্র করে কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ২৩ ॥
তবে ছয় দণ্ড রাত্রি সঙ্গীত-মিলন।
নানা যন্ত্র নানা গীত অদ্ভুত কথন ॥ ২৪ ॥
নানাদেশ হৈতে আসি থাকে গুণী জন।
আনন্দে শুনেন প্রভু সবার গায়ন ॥ ২৫ ॥
সাধুর ভোজন দুই দণ্ড রাত্রিকালে।
সাধুসঙ্গে ভোজন করেন কুতূহলে ॥ ২৬ ॥
তবে ভাগবত পড়ে ছয় দণ্ড রাত্র।
নিগমে আসনে বসি একেশ্বর মাত্র ॥ ২৭ ॥
তবে ছয় দণ্ড রাত্র জপে হরিনাম।
যোগনিদ্রা অবলম্বে সদা কৃষ্ণধ্যান ॥ ২৮ ॥
নিশি দিশি অবকাশ হয় যে যে ক্ষণে।
নিরবধি হরিনাম সজল নয়নে ॥ ২৯ ॥
সদা হরিনাম জপে গ্রন্থি ধরি' করে।
পথে ঘাটে হরিনাম করিয়া বিহরে ॥ ৩০ ॥
নিশি দিশি বিরাম নাহিক অনুক্ষণে।
কৃষ্ণ বিনা আর কিছু রসিক না জানে ॥ ৩১ ॥
নিরবধি সংকীর্ত্তন-রসে মন মত্ত।
নিরবধি সবারে বুঝায় কৃষ্ণতত্ত্ব ॥ ৩২ ॥
নিরবধি পর্য্যটন জীবের কারণে।
অবিদ্যা ছাড়িয়া সবা কৈল প্রেমদানে ॥ ৩৩ ॥
খণ্ডিল সে সকল লোকের দুর্ব্বাসনা।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-মত্ত হৈল সর্ব্বজনা ॥ ৩৪ ॥
যত দুষ্টগণ ছিলা সকল সংসারে।
সবা হৃদে প্রেমভক্তি কৈল পরচারে ॥ ৩৫ ॥
অধর্ম্মধ্বংসন-বানা রসিকেন্দ্র-চন্দ্র।
ধর্ম্ম সংস্থাপন করে মনের আনন্দ ॥ ৩৬ ॥
যুগে যুগে যেন কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈয়া।
সাধুর স্থাপনা করে দুষ্ট সংহারিয়া ॥ ৩৭ ॥
হেন রসিকেন্দ্রচূড়ামণি মহাশয়।
সবারে করিল সাধু পাপ করি ক্ষয় ॥ ৩৮ ॥
অনেক করিল লীলা জগত ভিতর।
কৃষ্ণপ্রেম বিলাইল প্রতি ঘরে ঘর ॥ ৩৯ ॥
কৃষ্ণমন্ত্র কৃষ্ণতন্ত্র কৃষ্ণ-দীক্ষা আদি।
বেদশাস্ত্র-তত্ত্ব অর্থ যে আছে প্রসিদ্ধি ॥ ৪০ ॥
সর্ব্বশাস্ত্র সন্মতি করি সারোদ্ধার।
কৃষ্ণের অনন্য ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৪১ ॥
যত ভক্তি লিখিয়াছে শাস্ত্র প্রাণিহিতে।
সর্ব্ব ভক্তি প্রকাশিলা অচ্যুতের সুতে ॥ ৪২ ॥
অবশেষ নাহি আর ভক্তি সাধিবার।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল সকল সংসার ॥ ৪৩ ॥
ঢলঢল হৈলা উৎকল বনভূমি।
সব মিথ্যা জানিল সে কৃষ্ণ সত্য স্বামী ॥ ৪৪ ॥
দুয়াদশ মহোৎসব প্রতি সম্বৎসরে।
মহানন্দে করিলেন রসিকশেখরে ॥ ৪৫ ॥
যত রাজা প্রজা আছে উড়িষ্যা ভিতরে।
শিষ্য অনুশিষ্য ভৃত্য সব ঘরে ঘরে ॥ ৪৬ ॥
অহর্নিশ মহোৎসব করে সর্ব্বস্থানে।
গুরু কৃষ্ণ সাধুসেবা করে প্রাণপণে ॥ ৪৭ ॥
অবশেষ নাহি কিছু প্রমোদ করিতে।
অনন্য-শরণ সবে উৎকলদেশেতে ॥ ৪৮ ॥
একদিন নিগমে রসিক মহাশয়ে।
বসিয়া করিল চিন্তা আপনা হৃদয়ে ॥ ৪৯ ॥
ভারতে আইলা সাধু সবার বচনে।
অবিদ্যা ঘুচায়ে সাধু কৈলা সর্ব্বজনে ॥ ৫০ ॥

অনন্যশরণ দেখি' সকল সংসার।
বাল বৃদ্ধ যুবা হৃদে কৃষ্ণ পরচার ॥ ৫১ ॥

স্ত্রীরি পুরুষ কিবা সে অন্ত্যজ পুক্কশ।
হূন পুলিন্দাদি ম্লেচ্ছ যবন রাক্ষস ॥ ৫২

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদি যত।
সবাই অনন্য হৈয়া কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণকোলাহল বিনে না শুনিয়ে আর।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে ভাসে সকল সংসার ॥ ৫৪ ॥

না জানি বা ঘোর কলি কি করে কখনে।
এই সুখ বিনু আর না দেখি নয়নে ॥ ৫৫ ॥

গুরুকৃষ্ণ সাধুসেবা মহোৎসব-যাত্রা।
বাষট্টি বৎসর কৈল জগত বিখ্যাতা ॥ ৫৬ ॥

ভূমিগত হৈয়া কৈল কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে কাল করিলা হরণ ॥ ৫৭ ॥

চৈতন্য গোসাঞী নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি।
সবে গুপ্ত হৈলা সাঙ্গোপাঙ্গাশ্রয় আদি ॥ ৫৮ ॥

ইবে শ্যামানন্দ প্রভু মোহান্তের গণ।
দেখিতে দেখিতে সবে করিলা গমন ॥ ৫৯ ॥

ইবে বুঝি ঘোর কলি হৈবে পরকাশ।
সাধুসব ছাড়িলেন পৃথিবী-বিলাস ॥ ৬০ ॥

আমিও আপনা স্থানে করিব গমন।
দেখিব নয়নে গিয়া শ্রীনন্দনন্দন ॥ ৬১ ॥

শ্রীরাধিকা-প্রাণপতি স্বয়ং ভগবানে।
ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে কৃষ্ণে দেখিব নয়নে ॥ ৬২ ॥

বৃন্দাবন যমুনা পুলিন কুঞ্জবনে।
কল্পতরুমূলে কৃষ্ণ রত্নসিংহাসনে ॥ ৬৩ ॥

ত্রিভঙ্গ ললিত শ্যাম অতি মনোহর।
রাধা চন্দ্রাবলী মধ্যে নবীন কিশোর ॥ ৬৪ ॥

যূথ যূথ ব্রজাঙ্গনা সেবেন সদায়।
ভূমি চিন্তামণি স্থান কহন না যায় ॥ ৬৫ ॥

হেন স্থানে কৃষ্ণ সঙ্গে করিব বিলাস।
ছাড়িব এ দেহ আজি পৃথিবীনিবাস ॥ ৬৬ ॥

নিগমে এ সব কথা ভাবে মনে মনে।
আত্মগণে জানাইলা অচ্যুত-নন্দনে ॥ ৬৭ ॥

শুনি' সবাকার মুণ্ডে হৈল বজ্রাঘাত।
ভূমিতে লুঠিয়া কান্দে প্রভুর সাক্ষাত ॥ ৬৮ ॥

প্রভু বলে গোপীজনবল্লভতুলসী।
প্রাণ হৈতে তোমা সবাকারে ভালবাসি ॥ ৬৯ ॥

জন্মে জন্মে তোমা সবে মোর প্রিয়জন।
অনেক করিলা খেলা উৎকল-ভুবন ॥ ৭০ ॥

আমার যতেক মনে আছিল বিচার।
তোমা সবা সঙ্গ বিনা না করিয়ে আর ॥ ৭১ ॥

সে কারণে এক কথা কহি দুইজনে।
আজি পুঁথি চিন্তা করি বসিয়া নিগমে ॥ ৭২ ॥

সংকীর্ত্তন উপান্তে সে ভোগরাই স্থানে।
পুঁথি চিন্তা করি' বৈসে মুদ্রিতনয়নে ॥ ৭৩ ॥

নবঘনশ্যাম মূর্ত্তি নবীন কিশোর।
হাতে মনোহর বাঁশী দেখিতে সুন্দর ॥ ৭৪ ॥

আমার সাক্ষাতে আসি' কহিল বচন।
আজ্ঞা হৈলা রসিকেন্দ্র করহ গমন ॥ ৭৫ ॥

পুঁথি চিন্তারসে আমি করিলুঁ হেলন।
সক্রোধ হইয়া তবে কহিলা বচন ॥ ৭৬ ॥

আজ্ঞা নাহি মান রসিক মহাশয়।
কৃষ্ণধামে নিজস্থানে করহ বিজয় ॥ ৭৭ ॥

এই বাক্য আজ্ঞা করি' হৈল অন্তর্দ্ধান।
আমি যেন স্বপ্নাবেশে তেজিনু পরাণ ॥ ৭৮ ॥

এই বাক্য আজ্ঞা হৈল মোরে নিশি শেষে।
পুনঃ পুনঃ তিন আজ্ঞা করিল বিশেষে ॥ ৭৯ ॥

শুনিয়া এ বাক্য দোঁহা পড়িল ধরণী।
হাসিয়া কহেন তত্ত্ব রসিকেন্দ্রমণি ॥ ৮০ ॥

কোলে করি' প্রভু বলে শুন দুইজন।
তোমা সবা সঙ্গে আমি আছি অনুক্ষণ ॥ ৮১ ॥

কহন না যায় কিছু রসিক-চরিত্র।
অবতীর্ণ হৈয়া কৈল পৃথিবী পবিত্র ॥ ৮২ ॥

উদ্ধারিল তিন লোক চরণ-কৃপায়।
শরণপঞ্জরবানা রসিকেন্দ্র রায় ॥ ৮৩ ॥

অপার সমুদ্র লীলা কহন না যায়।
সংক্ষেপে বর্ণিনু তাঁর চরণকৃপায় ॥ ৮৪ ॥

রসিকমঙ্গল শুন সর্ব্ব সাধুগণ।
অবিলম্বে পা'বে কৃষ্ণপ্রেমভক্তিধন ॥ ৮৫ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভুষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-উত্তর-বিভাগে ভোগরাইতে কৃষ্ণধামে গমনে
শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভু প্রতি স্বপ্নাবেশে শ্রীশ্রীভগবদাদেশ-
প্রাপ্তি-নাম চতুর্দ্দশ-লহরী সম্পূর্ণা।

পঞ্চদশ-লহরী

রাগ—করুণাশ্রী।

ঘোষা। হাতে নিধি দিয়া বিধি
কি লাগিলা বঞ্চিলা ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ রসিকের প্রাণ।
সর্ব্ব অবনিমণ্ডল কৈল পরিত্রাণ ॥ ১ ॥
হেনকালে রসিকেন্দ্র বসিয়া নিগমে।
মনের যতেক কথা কহে আত্মগণে ॥ ২ ॥
নিশ্চয় হইলা আজ্ঞা আমারে যাইতে।
আর না রহিব আমি এ ঘোর কলিতে ॥ ৩ ॥
মহাকলি পরকাশ হৈবে অবনিতে।
যবন প্রবল হৈবে ভারতভূমিতে ॥ ৪ ॥
ছাড়িবে সকল লোক ধর্ম্মব্যবহার।
এ সকল আচরণ না দেখিব আর ॥ ৫ ॥
যখন আসি' গোপীবল্লভপুর হৈতে।
নিবেদন করিয়াছি গোবিন্দ-সাক্ষাতে ॥ ৬ ॥
প্রকটে করিলুঁ সেবা এতদিন তোমা।
ইবে নিজধামে লহ করিয়া করুণা ॥ ৭ ॥
ভূমিগত হৈয়া কৈল কৃষ্ণের ভজনে।
অষ্টাদশ বৎসর ভজিল সঙ্গোপনে ॥ ৮ ॥
নিরবধি অশ্রুধারা গলয়ে নয়নে।
কৃষ্ণের বিরহ ভাবে ভ্রমি বনে বনে ॥ ৯ ॥
গৃহে থাকি গৃহজ্ঞান না করিল চিতে।
কৃষ্ণপ্রেমরসে মত্ত ভাবিতে ভাবিতে ॥ ১০ ॥
গুরু কৃষ্ণ সাধু সেবা কৈল সঙ্গোপনে।
কৃষ্ণ বিনা আর কিছু না দেখি নয়নে ॥ ১১ ॥
শয়ন ভোজন নিদ্রা না কৈল আদর।
কৃষ্ণের ভজন কৈল আঠার বৎসর ॥ ১২ ॥
হেনকালে শ্যামানন্দ করিল গমনে।
কৃষ্ণ তন্ত্র মন্ত্র দীক্ষা করাইল কর্ণে ॥ ১৩ ॥
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে ভাসাইলা ত্রিভুবন।
বিংশতি বৎসর কৈল সঙ্গে বিহরণ ॥ ১৪ ॥
রাজা প্রজা প্রমোদ করিল দেশে দেশে।
কৃষ্ণপ্রেমে ঢলঢল কৈল সব দেশে ॥ ১৫ ॥
নিরবধি কৃষ্ণানন্দে প্রেমের সাগরে।
শ্যামানন্দ সঙ্গে সবে করিল বিহারে ॥ ১৬ ॥
নিশি দিশি না জানিল কৃষ্ণ বিনা আর।
গুরু কৃষ্ণ সাধুসেবা কৈল পরচার ॥ ১৭ ॥
অশ্বত্থ তুলসী ধাত্রী গুরু দ্বিজ সেবা।
শ্রীহরিবাসর আদি ব্রজবাসী সেবা ॥ ১৮ ॥
যত ভক্তি যত ধর্ম্ম আছে শাস্ত্রমতে।
সকল সাধিল শ্যামানন্দের সঙ্গেতে ॥ ১৯ ॥
সংকীর্ত্তন পরচার কৈল সর্ব্বদেশে।
শ্যামানন্দ সঙ্গে ভ্রমি সব দেশে দেশে ॥ ২০ ॥
হেনমতে উনিশ বৎসর সাত মাস।
পৃথিবীতে কৃষ্ণখেলা কৈলা পরকাশ ॥ ২১ ॥
তবে প্রভু বিজয় করিল নিজধামে।
ভৃত্য জানি' সেবা মোরে কৈল সমর্পণে ॥ ২২ ॥
চব্বিশ বছর নয় মাস কৈল সেবাভার।
শ্যামানন্দ আজ্ঞায় করিল অঙ্গীকার ॥ ২৩ ॥

যত ধর্ম্ম আচরণ যত সেবাভার।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তিধন কৈল পরচার ॥ ২৪ ॥
সর্ব্বদেশে প্রেমভক্তি দিল ঘরে ঘরে।
সংকীর্ত্তনলীলা কৈলা সবার মন্দিরে ॥ ২৫ ॥
সব ঘরে ঘরে করাইল সাধুসেবা।
গুরু কৃষ্ণ সাধু দ্বিজ ষড়্‌দশ সেবা ॥ ২৬ ॥
যাত্রা পর্ব্ব মহোৎসব বছরে বছরে।
গুরু কৃষ্ণ সাধু সেবা * প্রতি সম্বৎসরে ॥ ২৭ ॥
গুরু পরাৎপর আর চৈতন্য গোসাঞী।
অদ্বৈতাদি মহাজন আর গুরু ভাই ॥ ২৮ ॥
সবাকার আরাধনা প্রতি সম্বৎসরে।
মহোৎসব করিলা আনন্দ কুতূহলে ॥ ২৯ ॥
দুই দুয়াদশ কৈল গোবিন্দপুরেতে।
তিন দুয়াদশ শ্যামসুন্দরপুরেতে ॥ ৩০ ॥
এক দুয়াদশ কৈল কুশরদা গ্রামে।
এই ছয় দুয়াদশ কৈল স্থানে স্থানে ॥ ৩১ ॥
শ্রীগোপীবল্লভপুরে উনিশ দ্বাদশ।
উনিশ বৎসর কৈল কৃষ্ণানন্দরস ॥ ৩২ ॥
চতুঃষষ্টি ভক্তি-অঙ্গ সাধিল সদায়।
কৃষ্ণপ্রেমে ঢলাঢলি হইলা সবায় ॥ ৩৩ ॥
অষ্টাদশ পুরাণ শ্রীভাগবতাদি।
কৃষ্ণের ভজন প্রকাশিল যথাবিধি ॥ ৩৪ ॥
হেনরূপে অনন্য শ্রীকৃষ্ণের ভজন।
প্রকাশিল কৃষ্ণপ্রেম ভারতভুবন ॥ ৩৫ ॥
চব্বিশ বৎসর নয় মাস এইরূপে।
কৃষ্ণের ভজন প্রকাশিল একে একে ॥ ৩৬ ॥
এইরূপে বার্ষা ট্টি বৎসর চারি মাস।
কৃষ্ণের ভজনলীলা করিলা প্রকাশ ॥ ৩৭ ॥
পরম আনন্দে দিন করিল হরণ।
কৃষ্ণপ্রেমময় কৈল সকল ভুবন ॥ ৩৮ ॥
কৃষ্ণপ্রেমে ঢলঢল দেখিল নয়নে।
এ নয়নে আর যেন না করি দর্শনে ॥ ৩৯ ॥
এইভাবে বার্ষা ট্টি বৎসর কৈল খেলা।
এবে গিয়া দেখিব কৃষ্ণের নিজ লীলা ॥ ৪০ ॥

* আরাধনা যাত্রা কৈল—ইতি পাঠান্তর।
† গ্রন্থকর্ত্তা এই স্থানে 'পঞ্চ' করিয়াছেন।

কৃষ্ণ-আজ্ঞা হৈল মোরে এস নিজধামে।
এই ত' তোমারে কহিলাম সঙ্গোপনে ॥ ৪১ ॥
জন্মে জন্মে তোমা সবা মোর আত্মগণ।
সে কারণে কহিনু সকল বিবরণ ॥ ৪২ ॥
নিশ্চয় যাইব আমি কৃষ্ণ-সন্নিধানে।
একমাত্র সংশয় রহিল মোর মনে ॥ ৪৩ ॥
শ্যামানন্দ রসার্ণব সপ্তম-তরঙ্গে।
মিষ্টান্ন ভোজন মাস মহোৎসব রঙ্গে ॥ ৪৪ ॥
আর বার বৃন্দাবনধাম দরশন।
গঙ্গাতীরে দেবালয়ে বৈষ্ণব ভোজন ॥ ৪৫ ॥
এই অভিলাষ মোর না হইল সাঙ্গ।
আজ্ঞা হৈল যাইবারে কে করিবে ভঙ্গ ॥ ৪৬ ॥
প্রভু-আজ্ঞা ভঙ্গ আমি না করি কখনে।
অবশ্য যাইব আমি কৃষ্ণসন্নিধানে ॥ ৪৭ ॥
জন্মিলে অবশ্য হয় দেহ অন্তর্দ্ধান।
জন্মে জন্মে এই লীলা করে ভগবান্ ॥ ৪৮ ॥
মরমে কহিল সব তোমা সবা স্থানে।
আমার এক নিবেদন করিবে যতনে ॥ ৪৯ ॥
নীলাচল গঙ্গাতীর বৃন্দাবনধাম।
শীঘ্রতে না পারি তথা করিতে প্রয়াণ ॥ ৫০ ॥
এক্ষণে আছিয়ে ভাল কহি সবাস্থানে।
না জানিয়ে অবশ্য করয়ে দেহ-কর্ম্মে ॥ ৫১ ॥
শুন সবে আত্মগণ আমার বচনে।
সমাধি করিবে আমা গোপালের * স্থানে ॥ ৫২ ॥
চৈতন্য গোসাঞী আজ্ঞা করিলেন মুখে।
নিজে গোপাল আমার এ জানি প্রত্যক্ষে ॥ ৫৩ ॥
মাধবেন্দ্র পুরী আদি যত মহাজন।
রেমুণাতে পূজিল সে গোপাল-চরণ ॥ ৫৪ ॥
ভক্তবশ বড় এই ক্ষীর চুরি করি।
দিলেন আনিয়া প্রেমে মাধবেন্দ্র পুরী ॥ ৫৫ ॥
সেই হৈতে ক্ষীরচোরা গোপাল বলিয়া।
সর্ব্বজন সেবা করে প্রকাশ দেখিয়া ॥ ৫৬ ॥
আমার সমাধি সবে দেখিবে সে স্থানে।
সবারে কহিলুঁ তত্ত্ব বসিয়া নিগমে ॥ ৫৭ ॥

* গোপীনাথ—ইতি পাঠান্তর।

শুনিয়া সে মহাত্রাসে সব আত্মগণ।
ভূমিতে লোটাঞা কান্দে সজল নয়ন॥ ৫৮ ॥
অনেক রোদন কৈল সব সঙ্গিগণে।
সবারে প্রবোধ করে মধুর বচনে॥ ৫৯ ॥
কিছু মনে না করিবে সব সঙ্গিগণে।
সবাকার গলে ধরি' কান্দে ঘনে ঘনে॥ ৬০ ॥
হেনরূপে মানুষিক লীলা অনুভব।
সঙ্গোপন করিবারে হৈল অনুরাগ॥ ৬১ ॥
ভূমিকম্প রক্তবৃষ্টি কলহ কন্দল।
ঘরে ঘরে প্রকাশিল অবনিমণ্ডল॥ ৬২ ॥
হতভাগী হইলেন পৃথ্বী এতদিনে।
রসিকেন্দ্র মনে কৈল গোলোক গমনে॥ ৬৩ ॥
অনেক রোদন কৈল পৃথিবী নিগমে।
নানা জীব স্থাবর জঙ্গম জীবগণে॥ ৬৪ ॥
জলচর বনচর সবে দুঃখী হৈলা।
রসিক-বিরহে সবার দুঃখ জন্মিলা॥ ৬৫ ॥
আতঙ্ক হইলা সবে নরনারীগণ।
সবে বলে রসিকেন্দ্র করিবে গমন॥ ৬৬ ॥
হেনরূপে পৃথিবীর হরি দুঃখ ভার।
কৃষ্ণনাম জগতে করিল পরচার॥ ৬৭ ॥
এবে অন্তর্দ্ধান-কথা করিব বিদিত।
রসিক-মঙ্গল শুন সবে দিয়া চিত॥ ৬৮ ॥
শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গল-উত্তর-বিভাগে শিষ্যগণ প্রতি গোলোক-
গমন-কথন ও রেমুণাতে গোপাল-স্থানে সমাধিনির্ম্মাণ-
করণে আদেশ-প্রদান-নাম পঞ্চদশ-লহরী সম্পূর্ণা।

ষোড়শ-লহরী

রাগ—করুণাশ্রী।

ঘোষা। গৌরাঙ্গচাঁদের গুণ রহিল ঘোষিতে।

জয় জয় শ্যামানন্দ করুণানিধান।
শ্রীরসিকদেবের প্রভু জাতি ধন প্রাণ॥ ১ ॥
এবে গমনের শুন সব ব্যবহার।
নারায়ণ-অংশে প্রভু হৈল অবতার॥ ২ ॥
শিবচতুর্দ্দশী-অন্তে প্রতিপদ দিনে।
ফাল্গুনেতে রসিকেন্দ্র করিলা গমনে॥ ৩ ॥
তার বিবরণ কহি শুন সর্ব্বজনে।
যেমনে গমন কৈল অচ্যুত-নন্দনে॥ ৪ ॥
ছাড়িয়া সকল সাঙ্গোপাঙ্গাশ্রয়গণ।
অপ্রকট হৈয়া প্রভু গেলা বৃন্দাবন॥ ৫ ॥
যত লীলা কৈলা প্রভু অবনিমণ্ডলে।
সংক্ষেপে বর্ণিনু কিছু আজ্ঞা করি শিরে॥ ৬ ॥
কীর্ত্তনানন্দরূপ সে রসিকশেখর।
দিবানিশি সংকীর্ত্তনে নৃত্য নিরন্তর॥ ৭ ॥
দেব দেবালয় যত সেবক মন্দিরে।
সর্ব্বস্থানে নৃত্য করে আনন্দ কল্লোলে॥ ৮ ॥
যা'বার করিল মনে কৃষ্ণসন্নিধানে।
বাঁশদাতে প্রবেশিলা অচুত-নন্দনে॥ ৯ ॥
ক্ষুদ্র এক কণ্টক শ্রীচরণে বাজিলা।
তাহে ভর করি অঙ্গে জ্বর প্রকাশিলা॥ ১০ ॥
মনের বেদনা প্রভু কহে আত্মগণে।
নিশ্চয় যাইব আমি কৃষ্ণসন্নিধানে॥ ১১ ॥
রেমুণাতে শ্রীগোপাল রায়ের চরণে।
আসন করিবে মোর নিশ্চে সেই স্থানে॥ ১২ ॥
অহর্নিশি সংকীর্ত্তনরঙ্গে নিরন্তর।
বেড়ি সদা নাম গায় সব সহচর॥ ১৩ ॥

সহস্র সহস্র সাধু করেন ভোজন।
জুড়িল জীবন মহোৎসব অনুক্ষণ॥ ১৪॥
রাজা প্রজা অনুশিষ্য ভৃত্য শিষ্যগণ।
দেখিবারে আইলেন শুনি সর্ব্বজন॥ ১৫॥
হরিধ্বনি সংকীর্ত্তন জয় জয়কার।
বীণা বেণু মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল॥ ১৬॥
শঙ্খধ্বনি শিঙ্গা বেণু রবাব মুরলী।
চতুর্দ্দিকে আনন্দকল্লোল হুলহুলী॥ ১৭॥
বৈকুণ্ঠ অধিক হৈলা সেই সব স্থান।
পথ ঘাটে রসিকেন্দ্র যেখানে বিশ্রাম॥ ১৮॥
হেনকালে শরীর অবশ দেখি' সবে।
গোপীবল্লভপুরে নিতে কৈল উদ্যোগে॥ ১৯॥
সুকপালে বসাইলা সব জনে ধরি'।
তুলিতে না পারে কেহ প্রভু হৈল ভারি॥ ২০॥
তুলেন সে সুকপালে শত শত জন।
ভূমি ছাড়াইতে না পারিল সর্ব্বজন॥ ২১॥
পুনঃ আজ্ঞা কৈল প্রভু লহ রেমুণাতে।
পুলকে উঠিলা শীঘ্র সবে চমকিতে॥ ২২॥
পথে সংকীর্ত্তনানন্দে পৃথ্বী টলমল।
হরিধ্বনি জয় জয় অবনিমণ্ডল॥ ২৩॥
সারতা* ছাড়িয়া রেমুণাতে প্রভু গেলা।
তথা একা গিয়া প্রভু মন্দিরে পশিলা॥ ২৪॥
ব্রাহ্মণ দেখিলা মাত্র মন্দিরে পশিতে।
রহিলেন অন্তর্দ্ধান গোপাল-অঙ্গেতে॥ ২৫॥
দ্বিজ বলে কোথা গেল রসিকশেখর।
দেখিলাম পশিলেন মন্দির ভিতর॥ ২৬॥
মন্দিরে দেখিল দ্বিজ কেহ নাহি তথা।
গোপাল-অঙ্গেতে প্রবেশিলা সরবথা॥ ২৭॥
সবাকারে কহে বিপ্র প্রেমেতে ব্যাকুল।
গোপালের অঙ্গে লীন রসিক ঠাকুর॥ ২৮॥
হেনকালে প্রবেশিলা সবে সেই স্থানে।
সুকপালে কেহ নাই দেখে সব জনে॥ ২৯॥
চমৎকার হৈয়া সবে না কৈল প্রকাশ।
লুগার কাণ্ডারি দিল শীঘ্র চারি পাশ॥ ৩০॥

* সারতা—গ্রাম।

বস্ত্র আভরণ মালা যত যত ছিল।
চন্দন কুঙ্কুম দিয়া আসন পাতিল॥ ৩১॥
অগুরু কস্তুরি চুয়া চন্দন সহিতে।
সমাধি স্থাপিল তথা গোপাল-অগ্রেতে॥ ৩২॥
সদেহ সহিতে প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈলা।
গোপালের শ্রীঅঙ্গেতে পরবেশ হৈলা॥ ৩৩॥
আত্মগণ বিনা কেহ ইহা নাহি জানে।
প্রকাশ না কৈল কেহ দেখিল নয়নে॥ ৩৪॥
লোক ভাণ্ডিবারে কৈল নানা পরকার।
কুহকের মত দেখে সকল সংসার॥ ৩৫॥
হেনরূপে সমাধি কৈল সেই স্থানে।
এ সকল তত্ত্বকথা জানে সাধুজনে॥ ৩৬॥
রসিকমহিমা দেবেন্দ্রাদি অগোচরে।
কুহক সদৃশ জন্ম-মৃত্যু-দেহ ধরে॥ ৩৭॥
অসীম লাবণ্য গুণ রসিকেন্দ্র-চন্দ্র।
যাঁর গুণ গায় অজ ভব দেববৃন্দ॥ ৩৮॥
কিছুদিন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হঞা।
সর্ব্ব জীব উদ্ধারিল প্রেম-ভক্তি দিয়া॥ ৩৯॥
যে ভক্তি স্থাপিয়া গেলা রসিকশেখর।
সে ভক্তি অবলম্বি তরহু সর্ব্ব নর॥ ৪০॥
যুগে যুগে জীব লাগি লহে দেহ বাস।
এ গুণ গায় গোপীজনবল্লভ দাস॥ ৪১॥
রসিকমহিমা কিছু কহন না যায়।
দেবেন্দ্রাদি মুনীন্দ্রাদি যাঁহারে ধিয়ায়॥ ৪২॥
মুই দীন দুঃখী দুরগতি মূঢ়মতি।
কি জানিমু রসিক-দেবের যশঃকীর্ত্তি॥ ৪৩॥
স্বভাব-বর্ণনা কিছু করিলুঁ রচন।
হৃদে থাকি যে বোলায় অচ্যুত-নন্দন॥ ৪৪॥
আজন্ম সেবিনু মুই রসিকেন্দ্র-পায়।
অনুগ্রহ-বশে প্রভু যে মোরে বোলায়॥ ৪৫॥
সেই অনুরূপে যশঃ করিলু বর্ণন।
ইথে দোষ নাহি ল'বে পণ্ডিত সুজন॥ ৪৬॥
চতুর্থ বিভাগে পুঁথি করিলু রচিত।
শ্যামানন্দ রসিকের পুণ্য যশঃকীর্ত্ত॥ ৪৭॥
চতুর্থ বিভাগ পুঁথি চৌষট্টি লহরী।
হৃদে থাকি যে কহিল রসিকমুরারি॥ ৪৮॥

রেমুনা শ্রীশ্রীক্ষীরচোরাগোপীনাথ জীউর শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গনে সুবিরাজিত
শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর সমাধি-মন্দির।

সেই অনুরূপ গ্রন্থ করিলু প্রচার।
শুনিয়া আনন্দে তর সকল সংসার ॥ ৪৯ ॥
দোষ থাকিলেও শুদ্ধ করিয়া পড়িবে।
রসিকের যশঃ সবে আনন্দে গাইবে ॥ ৫০ ॥
মানুষিক লীলা হেন না করিহ মনে।
নারায়ণ-অংশে জন্ম অচ্যুত-নন্দনে ॥ ৫১ ॥
তাঁ'র গুণ শুনি' তর নাচিয়া গাইয়া।
রসিকমঙ্গল শুন আনন্দিত হৈয়া ॥ ৫২ ॥
জয় জয় রসিকেন্দ্র অকিঞ্চন-বন্ধু।
জয় জয় ঠাকুর গোঁসাই সুখসিন্ধু ॥ ৫৩ ॥
জয় জয় রসিকমুরারি গুণধাম।
জয় জয় ঠাকুর গোসাঞী প্রিয় প্রাণ ॥ ৫৪ ॥
জয় জয় সর্ব্বজনে প্রেমভক্তিদাতা।
জয় জয় দীন-হীন দুঃখী পালয়িতা ॥ ৫৫ ॥
জয় জয় শ্যামানন্দী কুল দীপ্ত চন্দ্র।
জয় জয় সর্ব্বমনোহারী রসিকেন্দ্র ॥ ৫৬ ॥
জয় জয় শ্যামদাসী ঠাকুরাণী পতি।
সে চরণ বিনা বল্লভের নাই গতি ॥ ৫৭ ॥

শ্রীবলভদ্র গজপতি উড়িষ্যাদেশে।
নয় অঙ্ক বসন্ত পঞ্চমী মক্রমাসে ॥ ৫৮ ॥

আজ্ঞা পাঞা আরম্ভ করিল সে দিবসে।
রসিকচরণ হৃদে করিয়া বিশেষে ॥ ৫৯ ॥

অষ্টমাস দুই বৎসর সে ভাবনা।
রসিকের যশঃকীর্ত্তি করিলু রচনা ॥ ৬০ ॥

রবিবার দিনে সাঙ্গ হইল পুস্তকে।
বার অঙ্ক কইন্যা পঞ্চমী শুক্লপক্ষে ॥ ৬১ ॥

রসিকমঙ্গল শুন সব বন্ধুগণ।
অবিলম্বে পাবে কৃষ্ণপ্রেমভক্তিধন ॥ ৬২ ॥

শ্যামানন্দ-পদদ্বন্দ্ব করিয়া ভূষণ।
আনন্দে রচিল রসময়ের নন্দন ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীরসিকমঙ্গলে উত্তরবিভাগে শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভুর
রেমুণাতে শ্রীশ্রীক্ষীরচোরাগোপীনাথজীউর শ্রীঅঙ্গে
লীন নাম ষোড়শলহরী সম্পূর্ণা।

গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ

পরিশিষ্ট

শ্রীল-রসিকানন্দদেবগোস্বামি-প্রণীতং শ্রীভাগবতাষ্টকম্

শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমধুপানন্যাভিলাষোজ্ঝিতান্
পূর্ণপ্রেমরসোৎসবোজ্জ্বলমনোবৃত্তিপ্রসন্নাননান্।
শশ্বৎকৃষ্ণকথামহামৃতপয়োরাশৌ মুদা খেলতো
বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ১ ॥

নুমঃ কৃষ্ণভক্তান্ মুদা তত্র রক্তান্ সদানন্দযুক্তানতো নিত্যমুক্তান্।
প্রভোঃ পাদভক্তিং গৃহাদের্বিরক্তিং লভন্তে হ্যশেষাং প্রসাদেন যেষাম্॥

টীকা ঃ—অথ সোঽয়ং শ্রীমদ্ধরিগুরুভাগবতৈকনিষ্ঠঃ শ্রীমদ্রসিকানন্দদেবগোস্বামী শতকেনৈব শ্রীমদ্‌গুরুদেবং বর্ণয়িত্বা অধুনা "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতী"তি তৃতীয়ে শ্রীকপিলদেবোক্ত্যনুসারেণ শ্রীভাগবতপ্রসঙ্গে মাহাত্ম্যবিশেষমবলোকয়ংস্তল্লব্ধয়ে শ্রীভাগবতানভিবাদয়তি—শ্রীগোবিন্দেত্যাদিনা। ইমান্ প্রত্যক্ষতয়া স্থিতান্ ভাগবতান্ শ্রীভগবদ্ভক্তান্ অনুলবং প্রতিক্ষণং, বীপ্সায়ামব্যয়ীভাবঃ। ক্ষিতৌ পৃথিব্যাং নিত্যং নিপত্য নিতরাং পতিত্বা দণ্ডবদিতি শেষঃ। মূর্দ্ধ্না শিরসা বন্দে অভিবাদয়াম্যহমিতি শেষঃ। মূর্দ্ধ্নেত্যুপলক্ষণং পাদাদ্যষ্টাঙ্গৈরিত্যর্থঃ। "পদ্ভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা। মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিত" ইতি তল্লক্ষণাৎ। যদ্বা, 'শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ' ইতি দশমে শ্রীশৌনকোক্তরীত্যা শিরসা তদ্বন্দনেনৈব মম শিরসঃ প্রশস্তশিরস্ত্বং স্যাদিতি ভাবঃ। কীদৃশানিত্যপেক্ষায়াং বিশেষণান্যাহ—শ্রিয়া শোভয়া বেশরচনয়া বা উপলক্ষিতো যো গোবিন্দঃ শ্রীব্রজেন্দ্রাত্মজস্তস্য পদে অরবিন্দে ইবেতি লুপ্তোপমা দর্শিতা। 'উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে' ইতি পাণিনিস্মৃতেঃ। তত্র মধুপ ইব মধুপাস্তান্, "শ্রীর্বেশরচনাশোভে"ত্যাদ্যনেকার্থধ্বনি-মঞ্জরী। শ্রীগোবিন্দস্য ব্রজেন্দ্রাত্মজত্বে কিং প্রমাণম্? "নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং মিথুনং সমজায়ত। গোবিন্দাখ্যঃ পুমান্ কন্যা সাত্ত্বিকা মথুরাং গতা॥ বসুদেবসমানীতো বাসুদেবোঽখিলাত্মনি। লিল্যে নন্দসুতে রাজন্ ঘনে সৌদামিনী যথা॥" ইতি শ্রীযামলবচনম্। 'নন্দগোপগৃহে জাতো যশোদাগর্ভসম্ভব' ইত্যাদি পুরাণবচনম্, 'নন্দপত্নী যশোদা চ জাতং পরমবুধ্যত' ইতি দশমে শ্রীশুকবচনম্, পরং পরমেশ্বরমিতি তদর্থঃ। 'পরং ধীমহী'ত্যত্র শ্রীস্বামিব্যাখ্যানাৎ, 'নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনা' ইতি; 'অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণো'রিত্যাদিকমপি শ্রীশুকবচনমিত্যাদ্যপি বহুতরং জ্ঞেয়ম্। এতেনাস্য গৌণপুত্রত্বং নিরস্তম্। পুনঃ কীদৃশান্? অন্যে সদ্ধর্ম্মব্যতিরিক্তা যে অভিলাষাস্তৈরুজ্ঝিতাস্ত্যক্তাঃ, তত্রৈবোজ্ঝিতা যৈরিতি বা। উক্তঞ্চ শ্রীভাগবতারম্ভে শ্রীভগবদ্ব্যাসপাদৈঃ 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতা'মিত্যাদি। পূর্ণো যঃ প্রেমা স এব রস আস্বাদজনকত্বাৎ, রস আস্বাদনে ধাতুঃ, তেন য উৎসব আনন্দস্তেনোজ্জ্বলা দেদীপ্যমানা যা মনোবৃত্তিস্তয়া প্রসন্নানি পরিতুষ্টান্যুৎফুল্লানীতি যাবৎ, তথাভূতানি মুখানি যেষাং তান্, "হর্ষঃ প্রমোদঃ প্রমদো মুত্তোষানন্দ উৎসব" ইতি ধনঞ্জয়ঃ। "উজ্জ্বলো দীপ্তশৃঙ্গারবিষদেষু বিকাশিনী"তি, "প্রসন্না স্ত্রী সুরায়াং স্যাদচ্ছসন্তুষ্টয়োস্ত্রিষু" ইতি মেদিনী। শশ্বন্নিরন্তরং যা কৃষ্ণকথা সৈব মহামৃতপয়োরাশিঃ শ্রেষ্ঠসুধাসিন্ধুস্তস্মিন্। মুদানন্দেন খেলন্তি বিহরন্তীতি খেলন্তস্তান্, খেলধাতোঃ শতরি রূপম্। "মুহুঃ পুনঃ পুনঃ শশ্বদিত্য"-মরঃ। 'বন্দে' ইত্যাদি চতুর্থপাদঃ সপ্তস্বেবানুবর্ত্ত্যঃ। 'অষ্টক-রীতিরিয়'মিতি মহাকবিপ্রয়োগসিদ্ধেঃ। অষ্টকেঽস্মিন্ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং ছন্দঃ, "সূর্য্যাশ্বৈর্ম্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দ্দূলবিক্রীড়িত"মিতি তল্লক্ষণাৎ ॥ ১ ॥

পাদাব্জে কৃতসৎকৃতাবপি চতুর্ব্বর্গে ঘৃণাং কুর্ব্বতো
দৃক্পাতেঽপি গতব্যথান্ ব্রজপতিপ্রেমামৃতস্বাদকান্।
মন্বানানতিদুস্তরং ভবমহাপাথোনিধিং গোষ্পদং
বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ২ ॥

মৃগ্যাং ব্রহ্মভবাদিভির্ব্রজবধূনাথাঙ্ঘ্রি কঞ্জদ্বয়ীং
স্বাতন্ত্র্যাৎ প্রণয়োরুরজ্জুভিরহো বদ্ধা বলান্নির্ভরম্।
স্বচ্ছন্দং পিবতস্তদাসবরসং প্রস্যন্দমানং মুদা
বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ—ধর্ম্মাদিনৈরপেক্ষৈণৈবৈষাং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃতাস্বাদং বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি—পাদাব্জ ইতি। পাদাব্জে কৃতা সৎকৃতিঃ সংকারঃ পূজনাদিনা লুঠনমিতি যাবৎ। যেন তস্মিন্নপি চতুর্বর্গে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপে যো দৃকপাতস্তস্মিন্নপি, অপিদ্বয়মত্যবধারণে। ঘৃণামসূয়াং কুর্ব্বন্তীতি কুর্ব্বতস্তান্, "ত্রিবর্গো ধর্ম্মকামার্থৈশ্চতুর্ব্বর্গঃ সমোক্ষকৈ"রিত্যমরঃ। "ঘৃণাসূয়ানুকম্পয়ো"রিতি শ্রীধরঃ। উক্তঞ্চ ভাবার্থদীপিকায়াং শ্রীস্বামিচরণৈঃ "ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুবর্গং তৃণোপম"মিতি। কুত ইত্যপেক্ষায়াং হেতুগর্ভবিশেষণান্যাহ—যতো গতা ব্যথা যেষাং তান্, তদুক্তং ব্রজং তদ্বাসিমাত্রং পাতি রক্ষতীতি বিষজলাদিভ্য ইতি শেষঃ। ব্রজপতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ "পাতের্ডতি"রিতি সূত্রাৎ। উক্তং চ শ্রীব্রজদেবীভিঃ—"বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ। বৃষময়াত্মজাদ্-বিশ্বতো ভয়াদৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহু"রিতি। তস্য প্রেমৈবামৃতং তদাস্বাদয়ন্তীতি তান্, অতিদুঃখেন তীর্য্যতেঽসাবিতি দুস্তরস্তং, কর্ম্মণি খল্। ভবো জন্মমরণপ্রবাহময়ঃ সংসারঃ স এব মহাপাথোনিধিঃ শ্রেষ্ঠসমুদ্রস্তং গোষ্পদমিবাল্পং মন্বানা মন্যমানা ইত্যর্থঃ তান্, গোষ্পদমিতি বাচস্পত্যাদিঃ। মনু বোধন ইত্যস্মাচ্ছানচি রূপম্। শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দরূপং বহিত্রং লব্ধ্বেত্যর্থঃ। "ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধি"মিতি শ্রীদশমে ভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মাদ্যুক্তেঃ ॥ ২ ॥

টীকা ঃ—পুনঃ কীদৃশানিত্যপেক্ষায়াং বিশিনষ্টি—মৃগ্যামিতি। ব্রজবধ্বঃ শ্রীরাসোৎসবগতাস্তাসাং নাথস্য শ্রীম াসবিহারিণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্ঘ্রি কঞ্জদ্বয়ীং চরণারবিন্দযুগলং, কীদৃশীম্? ব্রহ্মা চ ভবশ্চ আদিপদেন শ্রীরমাদেবীপ্রভৃতয়ঃ, 'কেশশেষাদ্যগম্যে'ত্যত্র তদ্ভাষ্যকৃদ্ব্যাখ্যানাৎ। তৈর্মৃগ্যামন্বেষণীয়াং, ন তু প্রাপ্যাং, ব্রহ্মাভবয়োঃ পুরুষাঙ্গত্বাৎ তদপ্রাপ্তিঃ। তথৈব রমাদেব্যাশ্চোক্তং শ্রীমদুদ্ধবেন—"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্ত-রতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ। রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ্যো লব্ধাশিষাং যতুদগাদ্ব্রজসুন্দরীণা"মিতি। স্বাতন্ত্র্যাত্তদভাবাৎ—"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজেতি দুর্ব্বাসসং প্রতি শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠনাথবচনাদেষাং স্বত এব স্বতন্ত্রত্বম্। এষাস্মদীয়েতি মত্বেত্যর্থঃ।

অনুবাদ ঃ—যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মের ভ্রমর, কৃষ্ণেতর অভিলাষবর্জ্জিত, পূর্ণপ্রেমের আস্বাদনজনিত আনন্দদ্বারা দেদীপ্যমানা মনোবৃত্তিহেতু যাঁহাদের বদনমণ্ডল উৎফুল্ল রহিয়াছে এবং নিরন্তর কৃষ্ণকথারূপ শ্রেষ্ঠ সুধাসমুদ্রে যাঁহারা হর্ষসহকারে নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছেন, সেই ভাগবতগণকে ভূমি-বিলুণ্ঠিত হইয়া মস্তকদ্বারা সর্ব্বদা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করি ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ যাঁহাদের পাদপদ্মে পূজাসহকারে লুণ্ঠন করিতে থাকিলেও তাহাতে দৃষ্টিপাতবিষয়েও যাঁহারা অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, যাঁহাদের নিখিল ক্লেশ বিনষ্ট হইয়াছে, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসুধা যাঁহারা আস্বাদন করিতেছেন এবং যাঁহারা অতিক্লেশে উত্তরণযোগ্য জন্মমরণমালার মহাসমুদ্রকে গোষ্পদতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, এতাদৃশ ভাগবতগণকে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া নিরন্তর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি ॥ ২ ॥

বিশ্বেষাং হৃদয়োৎসবান্ স্বসুখদান্ মায়ামনুষ্যাকৃতীন্
কৃষ্ণেনাধ্যবতারিতান্ জনসমুদ্ধারায় পৃথ্বীতলে।
সংসারাব্ধিবহিত্রপাদকমলাংস্ত্রৈলোক্যভাগ্যোদয়ান্
বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ৪ ॥

"বন্ধনান্যপি ভবন্তি বহূনি প্রেমরজ্জুবিনিবন্ধনমন্যৎ। দারুভেদনিপুণোঽপি ষড়ঙ্ঘ্রির্নিষ্ক্রিয়ো ভবতি পঙ্কজবন্ধ" ইত্যুক্তদিশা প্রণয়ঃ প্রেমা স এব উরুরজ্জব উৎকৃষ্টদামানি তাভিঃ, "প্রণয়ঃ প্রেম্ণি বিশ্বাসে" ইতি বিশ্বঃ। বলাত্তদ্বিধায়, ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী; নির্ভরমতিদৃঢ়ং যথা তথা বদ্ধ', অহো আশ্চর্য্যমেতৎ। তস্যা অঙ্ঘ্রিদ্বয্যা যদাসবং মধু তদেব রসঃ, দ্রবত্বাৎ। "রসো গন্ধরসে স্বাদে তিক্তাদৌ দ্রবরাগয়ো"-রিতি বিশ্বঃ। কীদৃশং প্রস্যন্দমানং প্রস্রবৎক্ষরিতমিত্যর্থঃ। মুদানন্দেন স্বচ্ছন্দং নির্ভয়ং যথা তথা পিবন্তীতি পিবতস্তান্ যদ্যপ্যেষামতিসুকুমার-শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দদ্বন্দ্ববন্ধনাদিনাতিক্রূরত্বং তথাপি প্রেমপরবশত্বাদ্ভক্তপরাধীনত্বাচ্চ তদবিগণয্য শ্রীভগবতা "নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া। প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥" ইত্যাদি মাতৃবন্ধনরূপপ্রসাদতোঽপি মহদ্বৈলক্ষণ্যং কৃতম্, যতস্তস্যাস্তস্মাৎ কিঞ্চিৎপ্রাপণাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকা ঃ—"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্কচিদি"তি শ্রীগর্গাচার্য্যং প্রতি শ্রীমন্নন্দোক্ত্যনুসারেণৈষাং সর্ব্বানন্দকদম্বত্বং বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি—বিশ্বেষামিতি। বিশ্বেষামশেষাণাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং হৃদয়ে মনসি উৎসব আনন্দনো যেভ্যঃ, ভ্রমণাদিনেতি শেষঃ; "বিশ্বাশেষাখণ্ডকৃৎস্নে"ত্যাদি সমগ্রপর্য্যায়ে হৈমঃ। "উরস্যপি তু বুক্কায়াং হৃদয়ং মানসেঽপি চে"তি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। স্বানাং নিজানুসঙ্গিজনানাং সুখং শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণং দদতীতি তান্, মায়য়া শ্রীভগবদ্দত্তবুদ্ধ্যা তদাজ্ঞারূপয়া কৃপয়া বা, যোগমায়াখ্যয়া অচিন্ত্যতচ্ছক্ত্যা বা, **মনুষ্য ইবাকৃতিঃ** স্বরূপং যেষাং তান্, "মায়া স্যাচ্ছাম্বরীবুদ্ধ্যো"-রিতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। "স্যাৎ কৃপাদম্ভয়োর্মায়ে"তি বিশ্বঃ। "যোগমায়া চ মায়া চ তথেচ্ছাশক্তিরেব চ। মায়াশব্দেন ভণ্যন্তে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভি"-রিতি স্মৃতেঃ। আকৃতিস্তু স্ত্রিয়াং রূপ" ইতি মেদিনী। এতেন যাদৃক্ প্রভুঃ পরিজনোঽপি হি তাদৃগেবেতি জীবানাং সম্যগুদ্ধারায় তন্নিমিত্তং পৃথ্বীতলে কৃষ্ণেন অধি অধিকং যথা তথা অবতারিতান্, "পৃথিবী পৃথিবী পৃথ্বী"তি ধরণী। উক্তঞ্চ দশমে ব্রহ্মাদিভিঃ— সদনুগ্রহো ভবানি"তি। সদ্ভিরেবান্যানন্গৃহ্ণাতীতি শ্রীগোস্বামিব্যাখ্যানাৎ। অতএব সংসারাব্ধৌ বহিত্রং পোতরূপং পাদকমলং যেষাং তান্, ত্রৈলোক্যানাং তদ্বাসিমাত্রাণাং যানি ভাগ্যানি তেষামুদয় উৎকৃষ্টফলপ্রাপ্তির্যেভ্যস্তান্, "সমুন্নতফলাবাপ্তাবুদয়ঃ পূর্ব্বপর্ব্বতে" ইতি ভূপালঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ—ব্রজগোপীগণের একমাত্র প্রভু শ্রীকৃষ্ণের যে পাদপদ্মযুগল ব্রহ্মা ও শিবাদি অন্বেষণ করিয়াও পান নাই, কিন্তু যাঁহারা স্বাতন্ত্র্যবশতঃ বলপূর্ব্বক প্রীতিরূপ উৎকৃষ্ট রজ্জু দ্বারা তাঁহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া তাঁহা হইতে নিরন্তর ক্ষরিত মধুরস স্বেচ্ছায় সুখে পানরত আছেন, এতাদৃশ ভাগবতগণকে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ—ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত সকল জীবের আনন্দপ্রদ, নিজানুসঙ্গী জনবর্গের সুখদাতা, ভগবদাজ্ঞারূপ কৃপাবলম্বনে মনুষ্যাকারধারী, পাপিগণের উদ্ধারার্থ কৃষ্ণকর্ত্তৃক ভূতলে অবতারিত, সংসারসমুদ্র হইতে উত্তরণের পোতস্বরূপ পাদকমলযুত, ত্রিভুবনবাসিগণের সৌভাগ্যের ফলস্বরূপ এই শ্রীভাগবতগণকে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

আলোকামৃতদানতো ভবমহাবন্ধং নৃণাং ছিন্দতঃ
স্পর্শাৎ পাদসরোজশৌচপয়সাং তাপত্রয়ং ভিন্দতঃ।
আলাপাদ্ব্রজনাগরস্য পদয়োঃ প্রেমাণমাতন্বতো
বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ৫ ॥

ভাবাবেশসমুজ্জ্বলান্ পুলকিনো হর্ষাশ্রুধারাবলী-
নির্ধৌতাননপঙ্কজান্নবনবানন্দাদ্ ভৃশং নৃত্যতঃ।
প্রেমোচ্চৈশ্চরিতং সগদ্গদপদং গোপীপতের্গায়তো
বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ৬ ॥

প্রেমাস্বাদপরায়ণান্ হরিপদস্ফূর্ত্তিস্ফুরন্মানসান্
আনন্দৈকপয়োনিধীন্ রসসমুল্লাসিস্মিতশ্রীমুখান্।
ধন্যান্ সচ্চরিতৌঘনন্দিতজনান্ কারুণ্যপূরাশ্রয়ান্
বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ৭ ॥

টীকা ঃ—"যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ। কিংপুনর্দর্শনস্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভি"রিত্যত্র কৈমুত্যনির্দ্দেশেনৈষাং দর্শনাদিফলং বিবৃণ্বন্ বিশিনষ্টি—আলোকেতি। আলোকো দর্শনং স এবামৃতং তস্য দানতঃ, পঞ্চম্যাস্তসিল্। "দর্শনালোকনেক্ষণে"ত্যমরঃ। নৃণাং মনুষ্যাণাং ভবঃ পূর্ব্বোক্তঃ সংসারঃ স এব মহাবন্ধ উৎকৃষ্টবন্ধনং তং ছিন্দন্তীতি তান্। পাদসরোজয়োর্যানি শৌচপয়াংসি প্রক্ষালনজলানি তেষাং স্পর্শান্নৃণামিতি সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ। তাপত্রয়-মাধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকরূপং ভিন্দতীতি তান্। আলাপাত্তৈঃ সহান্যোন্যভাষণাৎ, "আলাপো ভাষণং মিথ" ইত্যমরঃ। ব্রজনাগরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পদয়োঃ প্রেমাণমাতন্বন্তীতি তান্, তদুক্তং শ্রীসনৎকুমারেণ—"যৎ-সংভাষণ-সংপ্রশ্নঃ সর্ব্বেষাং বিতনোতি শ"মিতি ॥ ৫ ॥

টীকা ঃ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভোর্গণান্তঃপাতিত্বান্মধুররসাশ্রয়ত্বেনৈষাং প্রেমপারবশ্যং বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি—ভাবেতি। ভাবঃ প্রেম্নঃ প্রথমবিকারস্তস্য য আবেশস্তেন সম্যগুজ্জ্বলা দেদীপ্যমানাস্তান্, "নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়ে"তি শ্রীগোস্বামিলক্ষণাৎ। বিশেষণ-দ্বারা তদ্বিবৃণোতি—পুলকিনস্তদ্যুক্তান্, হর্ষাদুদ্গতা যা অশ্রুধারা তস্যা যা আবলী শ্রেণী তয়া নির্নিতরাং ধৌতানি আননপঙ্কজানি মুখকমলানি যেষাং তান্, যতো গোপীপতেশ্চরিতং প্রবন্ধতয়া নির্ম্মিতমিত্যর্থঃ। প্রেম্না গদ্গদেন সহ বর্ত্তমানানি পদানি যস্মিন্ তদ্ যথা তথা উচ্চৈর্গায়ন্তীতি তান্, এতেনৈষা-মলৌকিকত্বং সুব্যক্তম্। তথোক্তমেকাদশে—"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ" ইতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ—যাঁহারা দর্শনামৃতপ্রদানে জীবকুলের জন্মমরণরূপ সংসৃতির মহাবন্ধন ছেদন করেন, যাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন জলের স্পর্শ সকলের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক নামক তাপত্রয় বিনাশ করে, এবং যাঁহাদের সহিত আলাপে ব্রজনাগর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি বিস্তারিত হয়, এতাদৃশ ভাগবতগণকে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া সর্ব্বদা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ—যাঁহারা প্রেমবিকারের আবেশে সম্যক্ দীপ্তিমান্ ও রোমাঞ্চিতদেহ, হর্ষাশ্রুধারায় যাঁহাদের বদনকমল প্রক্ষালিত হইতেছে, যাঁহারা নব নব আনন্দে প্রভূতভাবে নৃত্য করিতেছেন এবং যাঁহারা গদ্গদবাক্যে প্রণয়সহকারে গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণের চরিত উচ্চরবে সঙ্কীর্ত্তনে রত আছেন, এতাদৃশ ভাগবতগণকে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া নিরন্তর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করি ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণাদন্যমজানতঃ ক্ষণমপি স্বপ্নেঽপি বিশ্বেশ্বরে
তস্মিন্ ভক্তিমহৈতুকীং বিদধতো হৃৎকায়বাগ্‌ভিঃ সদা।
শ্রীলান্ সদ্‌গুণপুঞ্জকেলিনিলয়ান্ প্রেমাবতারানহং
বন্দে ভাগবতানিমানমুলবং মূর্দ্ধা নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ৮ ॥

টীকা ঃ—প্রেমাস্বাদেনানন্দরূপত্বমেষাং বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি—প্রেমেতি। প্রেম্নাং য আস্বাদঃ স এব পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং তান্, "পূর্ব্বপদাৎ সজ্ঞায়া"মিতি ণত্বম্, 'পূর্ব্বপদস্থান্নিমিত্তাৎ পরস্য নস্য ণঃ স্যাৎ সংজ্ঞায়াং, ন তু গকারব্যবধানে' ইতি তদর্থঃ। হরেস্তদ্‌বিরহার্ত্তিহরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পদয়োর্যা স্ফূর্ত্তিস্তয়া স্ফুরন্তি প্রকাশমানানি মানসানি যেষাং তান্, অতএব পূর্ব্বোক্তজাতানামানন্দানামেকপয়োনিধীন্ মুখ্যসমুদ্ররূপান্, "একে মুখ্যান্যকেবলা" ইত্যমরঃ। রসেন শ্রীভগবদনুরাগেণ সম্যগুল্লাসিতুং শীলং যস্য তথাভূতং যৎস্মিতং মন্দহাসস্তেন যা শ্রীঃ শোভা মুখেষু যেষাং তান্, "শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্য্যে গুণে রাগে দ্রবে রস" ইতি বিশ্বঃ। "স্মিতস্বলক্ষ্যদশননেত্রগণ্ডবিকাশকৃ'দিতি তল্লক্ষণাৎ। ধন্যান্ সুকৃতিনঃ, সুকৃতী পুণ্যবান্ ধন্য" ইত্যমরঃ। সচ্চিত্তৌঘেন সুস্বভাববৃন্দেন নন্দিতা আনন্দিতা জনা যৈস্তান্, "চরিত্রং চরিতং শীলং স্বভাবে সদ্বৃত্ত' ইতি, "ওঘে বৃন্দেঽম্ভসাং রয়" ইতি চামরঃ। কারুণ্যপূরস্য করুণাপ্রবাহস্যাশ্রয়ান্, "কারুণ্যং করুণা ঘৃণে"ত্যমরঃ, "পূরঃ প্রবাহে মধ্যস্থ" ইতি কুমুদাকরঃ ॥ ৭ ॥

টীকা ঃ—স্বোপাস্যনিষ্ঠত্বমেষাং বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি—কৃষ্ণাদিতি। স্বপ্নে তদবস্থায়ামপি ক্ষণং তন্মাত্রমপি, অপিদ্বয়ং পূর্ব্ববৎ। কৃষ্ণাৎ সচ্চিদানন্দরূপাৎ যশোদাস্তনন্ধয়রূপাৎ পরব্রহ্মণ ইতি বা, "সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে" ইতি তাপনীশ্রুতেঃ। উক্তঞ্চ নামকৌমুদীকারেণ—"তমালশ্যামলত্বিষি যশোদাস্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি কৃষ্ণশব্দস্য রূঢ়িত্বা"দিতি। অন্যমুপাস্যং ন জানন্তীতি তান্, বিশ্বেষাং মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারাণাং গর্ভোদশায়িপ্রভৃতীনাং বা, ঈশ্বরে সর্ব্বাংশিনি শ্রীকৃষ্ণে, "এতে চাংশঃ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়"-মিতি প্রথমোক্তেঃ। উক্তং চ ব্রহ্মণা ব্রহ্মসংহিতায়াম্—"যস্যৈকনিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামী"তি। হৃৎকায়বাগ্‌ভির্মনঃশরীরবচনৈঃ অহৈতুকীং ফলানুসন্ধানরহিতাং ভক্তিং সদা বিদধতি কুর্ব্বন্তীতি তান্, বিপূর্ব্বো ধাঞঃ কৃঞর্থত্বাৎ। তত্র হৃদা সঙ্কল্পেনৈব দর্শনাদি চিন্তনাদি বা, কায়েন হস্তাদিনা শ্রীচরণারবিন্দস্পর্শনাদি অঞ্জলিবন্ধাদি বা, বাচা আহ্বানাদিনা সমাগমনাদি, স্তুতিপাঠেন গুণকথনাদি বেতি, যতঃ শ্রীর্ভজনসম্পত্তির্বিদ্যতে যেষাং তান্, মত্বর্থীয়ো লচ্। সন্তো যে গুণাঃ স্বস্বাধিকারনিষ্ঠাস্তেষাং পুঞ্জাঃ সমূহাস্তেষাং কেলিনিলয়াঃ ক্রীড়াগৃহরূপাস্তান্, "স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" ইতি শ্রীমদেকাদশোক্তেঃ। প্রেম্নোঽবতাররূপান্ প্রেমৈব তত্তদ্রূপেণাবতীর্ণবানিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ—কৃষ্ণপ্রেমের আস্বাদনই যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়, তদীয় পাদপদ্মের স্ফূর্ত্তিতে যাঁহাদের হৃদয় প্রকাশিত রহিয়াছে, যাঁহারা আনন্দের মুখ্যসমুদ্র, শ্রীভগবানের প্রতি অনুরাগে সমুল্লসিত ঈষৎ হাস্য দ্বারা যাঁহাদের বদনমণ্ডল শ্রীসম্পন্ন রহিয়াছে, যাঁহারা সাধুচরিত দ্বারা নরগণকে আনন্দিত করিতেছেন ও যাঁহারা সুকৃতিমান্ ও করুণাপ্রবাহের আকর, এতাদৃশ ভাগবতগণকে ভূমিবিলুণ্ঠিত হইয়া নিরন্তর সাষ্টাঙ্গ প্রণতি করি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ—যাঁহারা মুহূর্ত্তকালের জন্যও স্বপ্নেও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না, মৎস্য-কূর্ম্মাদি ও গর্ভোদশায়ী প্রভৃতি অবতারের অংশী শ্রীকৃষ্ণে যাঁহারা সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে অহৈতুকী-ভক্তিমান্, সেই ভজনসম্পত্তিশালী সাধুগুণসমূহের ক্রীড়াগৃহ ও প্রেমের অবতার ভাগবতগণকে ভূমি-বিলুণ্ঠিত মস্তকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি-বিধান করি ॥ ৮ ॥

এতদ্ভাগবতাষ্টকং পঠতি যঃ শ্রদ্ধান্বিতঃ ক্ষেমদং
ভক্ত্যুদ্রেকবিবর্দ্ধনং প্রতিপদং প্রেমপ্রমোদপ্রদম্।
প্রেমাণং পরমং ধ্রুবং স লভতে বৃন্দাবনেশাত্মসু
ক্ষিপ্রং ভাগবতেষু যেন বশগো গোপাঙ্গনাবল্লভঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ রসিকানন্দদেবগোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীভাগবতাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

টীকা ঃ—অষ্টকপাঠফলমাহ—এতদিতি। যো জনঃ শ্রদ্ধান্বিতঃ সন্ এতদ্ভাগবতাষ্টকং পঠতি স ভাগবতেষু পরমং সর্ব্বোৎকৃষ্টং প্রেমাণং ধ্রুবং নিশ্চিতং ক্ষিপ্রং শীঘ্রং যথা তথা লভতে ইতি প্রত্যাশীঃপ্রদানম্, "ধ্রুবং নিশ্চিততর্কয়ো"-রিতি শ্রীধরঃ। ভাগবতেষু কীদৃশেষু? বৃন্দাবনেশঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্যাত্মানো মনাংসি স এবাত্মনি যেষামিতি বা তেষু, "আত্মা পুংসি স্বভাবেঽপি প্রযত্নমনসোরপী"তি মেদিনী। এতেনাস্যৈতেষাঞ্চ পরস্পরাত্মত্বং সূচিতম্। "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপী"তি শ্রীভগবদুক্তেঃ। যেন প্রেম্না গোপাঙ্গনাবল্লভো বশগো ভবতি। অষ্টকং বিশিনষ্টি—ক্ষেমেত্যাদি। ক্ষেমং শ্রীভগবচ্চরণপ্রাপ্তিরূপং কুশলং দদাতীতি তৎ। ভক্তেরুদ্রেক উৎকর্ষস্তং বিশেষেণ বর্দ্ধয়তীতি তৎ। প্রতিপদং পদং পদং প্রতি যঃ প্রেমপ্রমোদঃ প্রেমানন্দস্তস্যাস্পদং স্থানরূপম্॥ ৯ ॥

শ্রীভক্তবৃন্দকৃপয়া তদীয়াষ্টকস্য চ।
ব্যাখ্যা শ্রীভজনানন্দকৃতৈষা পূর্ণতাং গতা ॥

ইতি শ্রীমদ্রসিকানন্দদেবগোস্বামিনা বিরচিতং শ্রীভাগবতাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ ঃ—এই শ্রীভাগবতাষ্টক ভগবচ্চরণলাভরূপ কুশলের প্রদাতা, ইনি বিশেষরূপে ভক্তির উৎকর্ষ-বর্দ্ধক এবং প্রতিপদে প্রেমানন্দ অর্পণকারী। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে এই অষ্টক পাঠ করেন, তিনি নিশ্চিতই দ্রুত বৃন্দাবনাধীশ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়স্বরূপ শ্রীভাগবতগণের পরমা প্রীতি লাভ করেন এবং তাহা দ্বারাই গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হয়েন ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রধান দ্বাদশ শাখা

কিশোরশ্চ মুরহরঃ শ্রীদামোদরস্তৎপরঃ। চিন্তামণির্বলভদ্রস্ততঃ শ্রীজগতেশ্বরঃ ॥

উদ্ধবো মধুসূদনো রাধানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ। পুনর্দামোদরশ্চৈব আনন্দানন্দস্তৎপরঃ ॥

শ্রীশ্যামানন্দদেবস্য শাখা দ্বাদশ সংখ্যয়া। পুরা মহান্তকথিতমেতচ্চরিতমুত্তমম্ ॥ —মহাজনোক্তিঃ

প্রথমে বন্দিব শ্রেষ্ঠ **শ্রীকিশোর** দাস।
বিরক্ত বন্দিত যাঁর স্বভাবপ্রকাশ ॥
শ্রীরসিকানন্দ চন্দ্র বন্দিব আনন্দে।
কায়মনোবাক্যে সদা সেবে শ্যামানন্দে ॥
দরিয়া **শ্রীদামোদর** বন্দো হর্ষ মনে।
আজন্ম ব্রহ্মনিষ্ঠা ধ্যান যাঁর মনে ॥
রসিকেন্দ্র-করুণাতে ধ্যান ফিরি গেলা।
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দরশন পাইলা ॥
কল্পতরু-কুটী মাঝে রাধাকৃষ্ণ সাজে।
তাঁহা শ্যামানন্দ সেবে সখীর সমাজে ॥
ধ্যান ত্যজি চমৎকার পাঞা চিন্তি মনে।
শরণ লইল শ্যামানন্দের চরণে ॥
বন্দিব **শ্রীচিন্তামণি** দাসের চরণ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম যাঁর চিন্তামণি ধন ॥
বলভদ্র দাস বন্দো মহিমা প্রচুর।
যাঁহার অভীষ্ট বংশীবদন ঠাকুর ॥

শ্রীজগতেশ্বর বন্দো মহিমা অপার।
নববিধ ভক্তি যাঁর সদাই আধার ॥
উর্দ্ধবাহু করি বন্দো **শ্রীউদ্ধব** দাস।
সাক্ষাৎ উদ্ধব তিহোঁ অবনি-প্রকাশ ॥
বন্দনা করিব **মধুসূদন** চরণ।
কৃষ্ণ-মধু-পানে রত সেহোঁ রাত্রিদিন ॥
বন্দিব **শ্রীরাধানন্দ** বালক ক্রীড়াতে।
কাঁকুড়ি ছিড়াঞা লাগাইলা সাক্ষাতে ॥
বন্দি কাশীয়াড়ীস্থিতি **শ্রীপুরুষোত্তম**।
শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল বিরক্ত সত্তম ॥
বন্দিব **শ্রীদামোদর** পতির চরণ।
কাশীয়াড়ী-গ্রামে যাঁর বৈষ্ণব-পূজন ॥
আনন্দে বন্দিব **শ্রীআনন্দানন্দ** দাস।
বৈষ্ণব-সেবনে যাঁর ভোগরাই বাস ॥
কৃষ্ণলীলা-সঙ্গী এহোঁ দ্বাদশ মহান্ত।
লোকাতীত-গুণ যাঁর ভুবন-পূজিত ॥

শ্রীল নয়নানন্দানুশিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস-বিরচিত "শ্রীশ্যামানন্দরসার্ণব।"

কিশোর উদ্ধব আর, **পুরুষোত্তম দামোদর,**
কাশীয়াড়ীতে এই চারি ঘর।
রসিকমুরারি আর, রোহিণীতে বাস যাঁর,
ধারেন্দাতে **দরিয়া দামোদর** ॥
চিন্তামণি নাম যাঁর, বড়গ্রামে বাস তাঁর,
বলভদ্র রহে রাজগ্রামে।
হরিহরপুরে ঘর, নাম **শ্রীজগতেশ্বর,**
শাঁকোয়াতে **শ্রীমধুসূদন** ॥
শ্রীগোপীবল্লভপুর, **রাধানন্দের** কুটীর,
শ্রীআনন্দানন্দ ভোগরাই।
দ্বাদশ শাখার বাস, বন্দনার করি আশ,
পাঁচালীতে রচিল সবাই ॥